শিক্ষা সৌন্দর্য

সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম

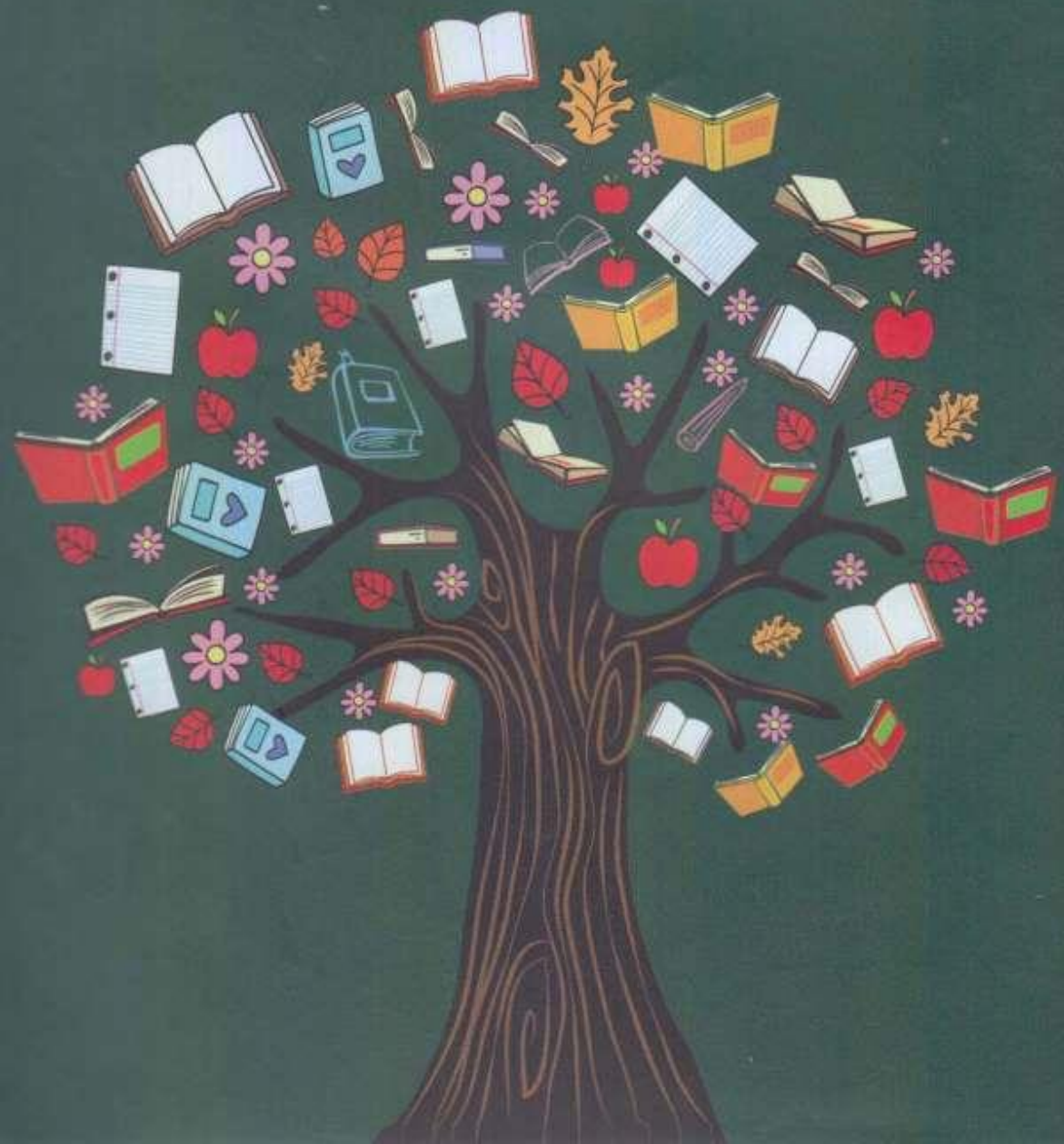

শিক্ষা সৌন্দর্য

সংকলন সংগ্রহ ও সম্পাদনা
সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ
শশীদল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু তাহের কলেজ
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

হাতেখড়ি

www.pathagar.com

শিক্ষা সৌন্দর্য
সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম

প্রথম প্রকাশ ❑ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬
প্রকাশক ❑ আবু তাহের সরকার
হাতেখড়ি
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭১০৩৭, ৯৫৭৪৮৯৭
গ্রন্থস্বত্ব ❑ সৈয়দা সাহাদাতুন নেছা
অলংকরণ ❑ এম এ মান্নান
এম এন কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণ ❑ গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৪৫/খ/২ রজনী চৌধুরী রোড
গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
প্রচ্ছদ ❑ গোলাম মোস্তফা

মূল্য ❑ ২২০ টাকা

ISBN 984 70200 0210 9

ঘরে বসেই হাতেখড়ি'র যে কোন বই পেতে Visit করুনঃ
www.rokomari.com/hatekhori অথবা ফোনে অর্ডার করুনঃ ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
রকমারি.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁদের ঋণ শোধ হবার নয়
আমার মা-বাবা
সৈয়দা মাহমুদা খাতুন
সৈয়দ আবদুল ওহাব

www.pathagar.com

শিক্ষা সৌন্দর্য সম্পর্কে দুটি কথা

জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করে ইহজীবন ও পরজীবনের শান্তির পথ খুঁজে যায় যে জীবন সে জীবনই প্রকৃত মনুষ্য জীবন। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানের মত ঐশ্বর্য নেই। এক দণ্ড জ্ঞানানুশীলনকে সারা রাত ইবাদতের চাইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। নবী করিম (সা.) বলেছেনঃ যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে তার আগের সব পাপ মাফ হয়ে যায়। যে শিক্ষা সত্যিকারের মনুষ্যত্ব বিকাশের পাশে হয় সহায়ক, সবার প্রতি কর্তব্যবোধ করে উজ্জীবিত আর স্রষ্টার প্রতি করে বিনীত সে শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা সে শিক্ষাই সৌন্দর্য। যে সৃষ্টিকর্তাকে চিনে না সে আদো শিক্ষিত নয়।

২০০১ সালে শশীদল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু তাহের কলেজে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন শুরু করে অদ্যবধি ১৪ বৎসরে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অন্বেষণ ও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়ে যা জেনেছি পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা সংক্রান্ত যা সংগ্রহ তা থেকে নিজের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সংকলন আকারে প্রকাশ করলে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক বা জ্ঞান পিপাসুদের কিছু উপকার হতে পারে সেই চিন্তা-ভাবনা থেকে 'শিক্ষা সৌন্দর্য' সংকলন বেড় করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

সংকলন প্রকাশে যাঁদের কাছে ঋণী তারা হলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, শিশু সাহিত্যিক মোস্তফা হোসেইন, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ জয়নাল আবদীন সরকার, অধ্যক্ষ খলিল উদ্দিন আখন্দ, অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেন, অধ্যক্ষ গৌরঙ্গচন্দ্র দাশ, প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার গাজীউল হক, শিক্ষাবোর্ড কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. আবদুল খালেক, অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন, অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবির মাসুদ ও অধ্যাপক মাসুদ মজুমদার, অধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবীর, অধ্যক্ষ মো. ফেরদৌস আহম্মদ চৌধুরী, ডা. আতাউর রহমান জসীম, প্রভাষক সুরেখা বেগম। যার সার্বিক সহযোগিতা না পেলে সংকলনটি প্রকাশে বিলম্ব হতো– তিনি হলেন বাংলা বিষয়ের প্রভাষক মো. খলিলুর রাহমান শুভ্র।

www.pathagar.com

আমার পরিবারের সদস্যরা ধৈর্য ও সময় দিয়ে আমাকে সমর্থ জানিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঐতিহ্যবাহী সোনার বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ আবু ছালেক মো. সেলিম রেজা সৌরভ সংকলনের মুখবন্ধ লিখে এবং মতামত প্রদান করে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন।

যে সকল বিজ্ঞ গুণীজন ও আলোকিত ব্যক্তিদের সৃজনশীল লেখা এ সংকলনে স্থান পেয়েছে তাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যাঁদের জন্য সংকলন প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রয়াস (ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক) তাদের হৃদয়ে যদি সামান্যতম দোলা দিতে পারে এগ্রন্থ তবে এ শ্রম সার্থক বলে মনে করবো। পাঠ শেষে যে কোন গঠনমূলক মন্তব্য, পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

সব কাজের নিজেরই একটা আনন্দের জগৎ আছে। ঐ আনন্দ নিজেই নিজের পুরস্কার। শিক্ষা হলো অন্তর আত্মার সৌন্দর্য। সবার অন্তর আত্মা বিকশিত হউক এই কামনা করছি।

সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ
শশীদল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু তাহের কলেজ
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা
০১৭১৮৩০১০৬০

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

মানুষের জীবনে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার হাত ধরেই একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। জ্ঞানী মানুষেরাই যুগে যুগে দেশ, সমাজ ও পৃথিবীকে বদলে দিয়ে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আজকের পৃথিবীর প্রায় সকলেই একমত জ্ঞানই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পরিবার থেকে শিক্ষার সূত্রপাত হলেও একজন মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, কারিকুলাম, পরীক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গুণগতমানের উপর নির্ভর করে মান সম্মত শিক্ষার বিষয়টি। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলেই ফুটে উঠে শিক্ষার সৌন্দর্য।

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ শশীদল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু তাহের কলেজ এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম 'শিক্ষা সৌন্দর্য' নামের এ সংকলনে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ, শিক্ষা গবেষক, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞনী ও কৃতি শিক্ষার্থীর লেখা সংকলিত করেছেন। এছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিখ্যাত মনীষীগণের স্মরণীয় বাণীসমূহও গ্রন্থিত করেছেন। শ্রেষ্ঠ কয়েকজন বাঙালির জীবনী এবং তাঁর নিজের কিছু লেখাও সংযোজিত হয়েছে এ সংকলনে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান, যতীন সরকার এবং জাকির হোসেন সহ বেশ কয়েকজন গুণী শিক্ষকের লেখা পড়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষানুরাগী মানুষেরা নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন। শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা গবেষক ইকবাল খানের টিপসগুলো বেশ কাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

দৈনন্দিন পাঠ কার্যক্রম, পরীক্ষা প্রস্তুতি, সময় ব্যবস্থাপনা এবং সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ অনুশীলন এবং পরীক্ষায় ভালো করার উপায় নিয়ে অনেক গুলো লেখা সংকলিত হয়েছে এ সংকলনে। লেখাগুলো পড়লে, অনুধাবন করলে এবং যথাযথভাবে অনুসরণ করলে একজন শিক্ষার্থীর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

একসময়ের মেধাবী ছাত্র, বর্তমানের দায়িত্ববান সফল শিক্ষক এবং শিক্ষা গবেষক সর্বোপরি দীর্ঘ সময়ের নিবিষ্ট পাঠক সৈয়দ আবদুল কাইয়ূম তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং জীবন দর্শনের নিরীখে নিজের কিছু লেখা সংযোজিত করেছেন, যা সংকলনটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষানুরাগী পাঠকদের মানস জগতকে সমৃদ্ধ করতে বিশেষভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-শিখন কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও মানসম্মত করার ক্ষেত্রে এ সংকলনে গ্রন্থিত লেখাগুলো যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সংকলনটি প্রতিদিনের পাঠের অংশ হোক সুধীজনের, ছড়িয়ে থাকুক সবার পড়ার টেবিলে।

শিক্ষার সৌন্দর্যে বিকশিত হোক সকলের অন্তর। শিক্ষা সৌন্দর্যের উজ্জ্বল আভায় ঘুচে যাক সকল আঁধার। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক প্রিয় স্বদেশ।

আবু ছালেক মো. সেলিম রেজা সৌরভ
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ
সোনার বাংলা কলেজ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

এডুকেশন বা শিক্ষা	এস সোহাগ	০১১
শিক্ষার অর্থ- অন্তরের বিকাশ	স্বামী বিবেকানন্দ	০১২
শিক্ষার একটি তাত্ত্বিক বিশেষণ	অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান	০১৫
শিক্ষার অসুখ ও চিকিৎসাপত্র	মো. জাকির হোসেন	০২১
উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা	যতীন সরকার	০২৬
কমল-হীরের পাথর চাই	যতীন সরকার	০৩৩
আদর্শ শিক্ষকের জন্য প্রত্যাশা	যতীন সরকার	০৪৭
এই দেশের শিক্ষক	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	০৫৫
শিক্ষা ব্যবস্থা : পরীক্ষামুখী ও জ্ঞানমুখী	আবুল কাসেম ফজলুল হক	০৬১
সৃজনশীল প্রশ্ন কী, কেন এবং কেমন?	আবদুলাহ আবু সায়ীদ	০৬৪
সৃজনশীলে ভালো করার একমাত্র উপায় পাঠ্যবই ভালো করে পড়া	রবিউল কবীর চৌধুরী	০৬৮
পাঠদানে আধুনিকতা ও প্রযুক্তির প্রয়োগ	ড. ফজলুল হক সৈকত	০৭৭
দারিদ্র্যের কষাঘাতেও হার মানেনি	ড. আতিউর রহমান	০৮০
আবদুলাহ আবু সায়ীদ এর লেখা 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' গ্রন্থ থেকে ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষা সম্পর্কে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার কিছু কথা		০৮৪
শিক্ষকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রত্যাশিত গুণাবলী	অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম	০৮৯
শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন	মুহাম্মদ গাওয়াহীদ হোসাইন	০৯৩
শিক্ষকদের জন্য টিপস	ইকবাল খান	০৯৭
পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে হলে	সুমিত রায়	১৩২
কেন ভুলে যাই, মনে রাখব কিভাবে		১৩৫
ভালো শিক্ষার্থী কীভাবে হবে	মো. আফলাতুন	১৩৮
ছাত্রজীবন গঠনের কথা		১৪০
নতুন শিক্ষাজীবন, নতুন করে শুরু	মোহাম্মদ আতাউর রহমান	১৪২
খেয়াল রাখো বানান যেন ভুল না হয়	মো. কামরুজ্জামান	১৪৪
প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর মোট সময়কে ৩টি ভাগে ভাগ করতে হবে	ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা	১৪৫
এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির নানা দিক	জাহাঙ্গীর হাসান	১৪৭
উত্তর প্রদান ও উপস্থাপনার কৌশল	মাসরুরা ফেরদৌস তারিন	১৪৮
উত্তরপত্র পাবার পর সঠিকভাবে রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখবে	রীনা দাস	১৫১
পরীক্ষার উত্তরপত্র যেমন হওয়া উচিত	আবদুল হাফেজ	১৫৩
এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ	মো: মোবারক সরদার	১৫৫
পরীক্ষার আগে অভিভাবকদের করণীয়	এসএম আলী আজম	১৫৮
প্যারাগ্রাফ লেখার সহজ উপায় ও নিয়ম	এমএ কবির	১৬১

www.pathagar.com

পড়ালেখায় মনোযোগিতা বাড়ানোর সহায়ক উপায়সমূহ		১৬৩
পড়া মনে রাখার কৌশল	মাহবুব হাসান	১৬৭
পাঠদক্ষতার কৌশল	আবদুল হালিম	১৬৯
টাইম ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার্থীর সাফল্যের মূলমন্ত্র	হাবীবুর রহমান চৌধুরী	১৭২
পরীক্ষার প্রশ্ন নির্বাচনই আসল পরীক্ষা	মো: বদরুল ইসলাম	১৭৫
সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুতি নাও	অধ্যাপক মাহফুজুল হক	১৭৬
বই পড়া সম্পর্কে মনীষীদের বাণী	সংগ্রহ : সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম	১৭৭
জ্ঞান, বিদ্যা ও শিক্ষা সম্পর্কে মনীষীদের বাণী	সংগ্রহ : সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম	১৮৪
DAVID G. RYANS দৃষ্টিতে একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:		১৮৯
দু'বছরের পড়াশোনা ভালভাবে রিভিশন দেয়া উচিত	মিঞা লুৎফুর রহমান	১৯১
আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর সমান গুরুত্ব দেয়া উচিত	সৈয়দা নুরুন্নাহার বেগম	১৯২
এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বিষয়টি খুবই জরুরী	ডা. সজল আশফাক	১৯৪
ভাল ফলের জন্য প্রতিটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ	রোয়েনা হোসেন	১৯৮
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জন করার জন্য যা যা করণীয়	এমএস আফরোজ আক্তার	২০১
সব বিষয়েই সমান গুরুত্ব পাবে	জসীম উদ্দিন আহমেদ	২০৩
ভালো নম্বর পেতে পরীক্ষা দাও পরিকল্পনা মতো	বাদল চৌধুরী	২০৪
জেনে রেখো ১০টি দরকারি পরামর্শ	দেবব্রত দাস	২০৬
পরীক্ষার খাতা কেমন হবে জেনে নাও	দেবব্রত দাস	২০৭
রিভিশন দেওয়াটা খুব জরুরী	মিয়া মো. মনিরুজ্জামান	২১০
অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখবে না	হামিদা আলী	২১১
পরীক্ষা নিয়ে টেনশন করবে না	হোসনে আরা বেগম	২১২
সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন		২১৩
প্রফেসর অজিতগুহের দৃষ্টিতে ছাত্র-শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম	২১৯
একজন বিশিষ্ট গ্রন্থ বিশেষজ্ঞের মতে একটি বই তখনই সত্যিকার হয়ে উঠে যখন তা পাঠকের বিমল স্পর্শ লাভে ধন্য হয়।		২২০
CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE		২২১
WINNER VS LOSER		২২২
Rules of Life Sunnat of Holi Prophet (Sm.)		২২৩
What Is Life		২২৪

www.pathagar.com

এডুকেশন বা শিক্ষা

এস সোহাগ

শিক্ষা মানব সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা চলমান একটি প্রক্রিয়া। একজন মানুষের জীবনে দুটি দিক থাকে। একটি জৈবিক, অন্যটি সামাজিক। মূলত এই সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্যই শিক্ষা। সৃষ্টির শুরু থেকে আবহমানকাল ধরে মানুষের সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রয়োগের কৌশল হলো শিক্ষা। ইংরেজি Education শব্দের বাংলা অর্থ শিক্ষা। বাংলা শিক্ষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শাস ধাতু থেকে। যার অর্থ শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দেয়া, উপদেশ দেয়া। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, 'শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশে সহায়তা করে। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তির আচরণকে কাঙ্ক্ষিত ধারায় নিয়ন্ত্রণ করে।'

শিক্ষার জন্য সমার্থক শব্দ হলো বিদ্যা। এটি সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ জানা বা জ্ঞান আহরণ করা। এদিক থেকে বলা যায়, শিক্ষা হলো বিশেষ জ্ঞান বা কলাকৌশল আয়ত্ত করার একটি প্রক্রিয়া।

Education শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ থেকে। এখানে তিনটি মত রয়েছে এবং উৎপত্তিগত দিক থেকে অর্থেরও পরিবর্তন রয়েছে। Educare থেকে আসলে এর অর্থ হবে শিশুদের আদর-যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

Educare থেকে আসলে এর অর্থ হবে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা ও গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করা। Educatum আর থেকে আসলে এর অর্থ হবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও নৈপুণ্যতা বিকাশে সহায়তা করা।
সর্বোপরি বলা যায়, শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত করাই হলো প্রকৃত শিক্ষা।

www.pathagar.com

শিক্ষার অর্থ- অন্তরের বিকাশ

——————— স্বামী বিবেকানন্দ

শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান তারই প্রকাশ। ২ মানবের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখনও জ্ঞানী ও শক্তিমান হইতে পারিত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায় সকল তাহার অন্তরে কোনপ্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু যে-সকল আবরণ তাহার অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তি-প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডয়মান, সেই সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে। ঐ আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত-সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সর্বজ্ঞ এবং জগৎসৃষ্টি-কর্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তোলে। অতএব ঐ আবরণসমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায়সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত করিবার যোগ্য। ৩

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর-কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা-সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে। ৪ জ্ঞান স্বতই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার করে মাত্র। ৫ এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি মানুষ 'জানে', ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে-মানুষ 'আবিষ্কার করে' (discovers) বা 'আবরণ উন্মোচন করে' (unveils)। মানুষ যাহা 'শিক্ষা করে', প্রকৃতপক্ষে সে উহা 'আবিষ্কার করে'। 'Discover' শব্দটির অর্থ- অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। মানুষ যত-প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সবই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ- উপলক্ষ মাত্র, তোমার নিজ মনই সর্বদা তোমার অধ্যয়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণ-স্বরূপ হইল, তখন তিনি নিজের মন অধ্যয়ন করিতে

www.pathagar.com

লাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভিতর পূর্ব হইতে অবস্থিত ভাবপরম্পরা আর একভাবে সাজাইয়া উহাদের ভিতর একটি নূতন শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিলেন; উহাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। উহা আপেলে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল না। অতএব লৌকিক বা পারমার্থিক সমুদয় জ্ঞানই মানুষের মনে। অনেক স্থলেই উহারা আবিষ্কৃত (বা অনাবৃত) হয় না, বরং আবৃত থাকে;যখন এই আবরণ ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়া হয়, তখন আমরা বলি, 'আমরা শিক্ষা করিতেছি' এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, জ্ঞানও ততই অগ্রসর হইতে থাকে। এই আবরণ যাঁহার ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যাঁহার আবরণ খুব বেশি, সে অজ্ঞান; আর যে ব্যক্তি হইতে অজ্ঞান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; আমার বিশ্বাস একালেও অনেক হইবেন, আর আগামী কল্পসমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পরুষ জন্মাইবেন। অগ্নি যেমন একখণ্ড চকমকিতে নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি যেন ঘর্ষণ, জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ৬ তোমাদের মধ্যে সকলে নিশ্চয়ই মুক্তা দেখিয়াছ এবং অনেকেই জান-মুক্তা কিভাবে নির্মিত হয়। শুক্তির মধ্যে একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে, আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকণাকে নিজ শরীর-নিঃসৃত রসে প্লাবিত করিতে থাকে। উহাই তখন নির্দিষ্ট গঠনপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়। এই মুক্তা যেরূপে গঠিত হয়, আমরা সমগ্র জগৎকে ঠিক সেইভাবে গঠন করিতেছি। বাহ্যজগৎ হইতে আমরা কেবল উত্তেজনা পাই, এমন কি সেই উত্তেজনার অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের কিছুটাই সেই উত্তেজনার দিকে প্রেরণ করি; আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তখন আমাদের নিজ মন ঐ উত্তেজনা দ্বারা যেভাবে আকারিত হয়, আমরা সেই-ভাবে আকারিত মনকেই জানিতে পারি। ৭

সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, বাহিরে নহে। যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি উহা একখানি প্রতিচ্ছবির আরশি-উহাই মাত্র প্রকৃতির কাজ-আর জ্ঞান হইল এই প্রকৃতিরূপ আরশিতে অন্তর্নিহিতের প্রতিচ্ছায়া। আমরা যাহাকে শক্তি, প্রকৃতির রহস্য এবং বল বলি, সমস্তই অন্তর্নিহিত, বহির্গতে কতকগুলি ধারাবাহিক পরিবর্তনমাত্র। প্রকৃতিতে কোন জ্ঞান নাই; সমস্ত জ্ঞান মানুষের আত্মা হইতে আসে। মানুষ জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহার অন্তরের আবিষ্কার করে- এ সমস্ত পূর্ব হইতেই অনন্তকাল যাবৎ রহিয়াছে। ৮

আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই দুর্বলতা শিক্ষা দিতেছে;

www.pathagar.com

জন্মাবধি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্বল। এখন আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তি-বিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে শুধু আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা কোথা হইতে আসে? উহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন জ্ঞান কি বাহিরে আছে?— আমাকে এক বিন্দু দেখাও তো। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান-কেহ কখনও সৃষ্টি করে নাই, মানুষ উহা আবিষ্কার করে, ভিতর হইতে উহাকে বাহির করে, উহা ভিতরেই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা এ সর্ষপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য একটি ক্ষুদ্র বীজে ছিল– মহাশক্তিরাশি উহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি-প্রখর বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হইয়া অবস্থান করে; তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, তাহা আছে। ...আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই নিহিত ছিল- অব্যক্তভাবে, কিন্তু ছিল নিশ্চয়ই। অতএব সিদ্ধান্ত এই ঃ মানুষের আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল জানিবার অপেক্ষামাত্র। ৯

প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই প্রকৃতপক্ষে কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে- বাহিরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের ভিতরের আচার্যই আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সব কিছুই আমাদের অনুভব ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হইয়া আসে। তখন আমরা নিজেদের আত্মার ভিতরে ঐ-সকল তত্ত্ব অনুভব করিব এবং এই অনুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা। ১০

www.pathagar.com

শিক্ষার একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

মানব সমাজে শিক্ষা হলো অন্যতম মৌলিক কর্মকাণ্ড, যার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন ও জগত সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। ফলে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সমর্থ হয়ে থাকে। শিক্ষা মানব আচরণে পরিবর্তন ঘটায়, মানুষকে সৃষ্টিশীল করে তোলে। কিন্তু এর পরিবর্তনের ধরণ কী হবে, এ পরিবর্তন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কোন ধরনের ফলাফল বয়ে আনবে, সৃষ্টি কি কল্যাণধর্মী হবে, না অকল্যাণকর হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার ধরনের ওপর। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের রাজ্যে গিয়ে তার অন্তর্জগতের দ্বারা খুলে দেয় আর সুশিক্ষা তার পরিধি আরো বিস্তৃত করতে সহায়তা করে। ফলে জাতির মঙ্গলের জন্য সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র সুশিক্ষাই জাতির বিকাশে মানুষের আচরণে আনতে পারে মৌলিক, সৃজনশীল ও কল্যাণকর পরিবর্তন। ফলে কোনটি সুশিক্ষা আর কোনটি কুশিক্ষা- তা নির্ধারণ পরিবর্তিত এ বিশ্বে আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ সম্বলিত, আর অন্যটি হলো প্রযুক্তিগত। মানবিক মূল্যবোধ মানুষকে করে পরিশালিত এবং ধাবিত করে উঁচু মাত্রার দিকে। আর প্রযুক্তিগত শিক্ষায় মানুষ বস্তুতে উপযোগিতা সৃষ্টি করে, অর্জন করে বস্তুগত স্বনির্ভরতা। সুশিক্ষার জন্য এ দুয়ের সমন্বয় একান্তই প্রয়োজনীয়। প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে মানুষের সুযোগ বেড়েছে যেখানে সুশিক্ষা এবং কুশিক্ষা উভয়েরই উপস্থিতি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে সুশিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মানবিকবোধ সৃষ্টি করা এবং জাতির মঙ্গলের জন্য শ্রম, সময় ও মেধা দিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের উপযোগিতা সৃষ্টি করা।

প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষা নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ প্লেটোর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি"। দার্শনিক এরিস্টটলের মতো "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা"। প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ রুশোর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ"। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, "মানুষ যে পূর্ণতা নিয়ে ধরাধামে আগমন করে তার যথাযথ বিকাশই শিক্ষা"। বাস্তববাদী শিক্ষাবিদ জন ডিউইয়ের মতে, "শিক্ষা সুষ্ঠু জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষা জীবন-যাপনের অঙ্গ"। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যার মাধ্যমে সে অজ্ঞতা ও

www.pathagar.com

কুসংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে এবং একজন আলোকিত নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। সমাজবিজ্ঞানী আরনও গ্রীন মনে করেন শিক্ষা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের হস্তান্তর, দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার সাধন, পেশাগত অবস্থান ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের বিকাশ সাধন করে। কাজেই শিক্ষার সঙ্গে সামাজিকীকরণের বিষয়টি যেন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সমাজ জীবনের আদর্শ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করাই হলো শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। শিক্ষাকে বৃহৎ দৃষ্টিকোণে এভাবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এটিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই বলা যায়। যেটা সাধারণত মানুষ তা পরিবেশ থেকে বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে পেয়ে থাকে। কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে এই শিক্ষা অগ্রসর হয় না। পথ চলার যা শোনা ও দেখা যায় এবং ঘটে সবই এ শিক্ষার উপাদান। তবে সীমিত অর্থে শিক্ষাকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পাঠদান ও প্রশিক্ষণকে বুঝায়। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে বিদ্যায়তনে পাঠ গ্রহণ করাকেই এ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো জ্ঞান অর্জন ও জীবিকা অর্জন, যা একে অপরের পরিপূরক। এখানে উল্লেখ্য, শিল্প বিপ্লবের পর রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা সংস্থানের উপায় ও জাতীয় উন্নতির সঙ্গে শিক্ষার ধারণা যুক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা দেখা দেয়। তাতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দেশকালের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকেও পরিকল্পিত রূপ দেয়া হয়। আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনকালে লর্ড মেকলেকে সেক্রেটারি করে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ (১৮৩৫) বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য মাঝে মাঝেই গঠিত হয়েছে নানা কমিটি ও কমিশন। পাকিস্তানকালে এবং বাংলাদেশেও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের ভালোমন্দ নানা দিক আছে এবং সেগুলো নানাভাবে আলোচিত সমালোচিতও হয়েছে। বিশ শতকের শেষ প্রান্তে তথ্য ও জৈবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অন্যান্য শাখায় যে বিপব সাধিত হয়েছে এবং নতুন প্রযুক্তি যেভাবে জনজীবনকে স্পর্শ করেছে, তাতে বিশ্ব ব্যবস্থায় এবং পৃথিবীর সকল দেশে জনগণের জীবনধারায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে।

এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নের প্রয়োজনে পৃথিবীর সর্বত্রই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ও নবায়নের তাগিদ দেখা দিয়েছে। এবারের পরিবর্তন শিল্প বিপ্লবোত্তরকালের পরিবর্তনের চেয়েও গভীর, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিশ্বায়নের অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য প্রত্যেক দেশেই বড় ধরনের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আগে থেকেই নানা সমস্যাপূর্ণ ছিল। নতুন পরিস্থিতিতে পুর্নগঠন ও উন্নয়নের চাহিদা তাই বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এ উন্নতির কালে আমাদের জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনাও বেড়েছে। এই পটভূমিতেই সুশিক্ষার আহবান এসেছে আমাদের মধ্যে।

একটি জাতি গঠনে অত্যন্ত শক্তিশালী উপকরণ হলো শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় পৌছতে পারে না। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটনায়, মননশীলতা বৃদ্ধি করে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন কর। ফলে দেশের মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার সম্প্রসারণ যেমন দরকার তেমনি

www.pathagar.com

দরকার মানসম্মত শিক্ষারও। তাই প্রয়োজন মূল্যবোধের জাগরণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ, দায়িত্বশীল ও উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষকের। শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশ, শিক্ষা প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা। শিক্ষাক্রমে নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগী ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। এ সব আবশ্যক স্বনির্ভর জাতি গঠনে। একথা অনস্বীকার্য, জ্ঞান যে কোনো জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আলোকিত মানুষ ও জাতি গঠনে জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে এই জ্ঞানের আলো হয় বিকশিত, তাই জ্ঞান ও শিক্ষাকে বিছিন্ন করার কোনো সুযোগ নেই।

প্রত্যেক দেশের শিক্ষানীতিতে শিক্ষার কতক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা সামাজিক সচলতার গতি বৃদ্ধি করে। ফলে শিক্ষা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব। সম্ভব জাতি গঠনে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন। শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তির সামাজিক জীবনে উপযোজন ঘটে। যথার্থ উপযোজনের ফলে পরিণামে সামাজিক পরিবর্তন সাধন সহজতর হয়। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্বে পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। শুধু শিক্ষাই প্রত্যক্ষভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত চরিত্রের নেতা তৈরি করতে পারে, যিনি সামাজিক পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম। অর্থাৎ শিক্ষা সমাজে প্রকৃত নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যম সামাজিক পরিবর্তনের পথ সুগম করে দেয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানবীয় সকল কর্মকাণ্ডের মুল লক্ষ্যই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জীবন মান উন্নয়নে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে শিক্ষা হলো মানবসম্পদ উন্নয়নের মূখ্য উপকরণ। এ কারণেই ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত 'সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন'- এর ঘোষণাতে জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য দেশকে মোট সরকারি বরাদ্দের শতকরা ২০ ভাগ সামাজিক খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য) ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের বিশ্ব সামাজিক পরিস্থিতি রিপোর্ট ১৯৯৭ তে শিক্ষাকে মানবিক গুনগত পরিবর্তনে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । Education is fundamental to enhancing the quality of human life and ensuring social and economic progress. কাজেই কোনো জাতি শিক্ষিত না হলে কোনো দেশের উন্নয়ন আশা করা যায় না। এখানে শিক্ষিত বলতে কেবল সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোককে বোঝানো হয় না। তাকে অবশ্যই সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। সুশিক্ষার দাবি ক্রমেই সারা বিশ্বে এখন জোরালো হচ্ছে। উন্নত, সভ্য ও ধনী দেশগুলো এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু অনুন্নত দরিদ্র বিশ্বে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে। বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৮-৯৯ এর বলা হয়েছে. Education in the key to creating adapting and spreading knowledge... But the gain in access to education have been unevenly distributed, with the poor seldom getting their fair share. আর তাই আমাদের দেশগুলোকে মানসম্পন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকে বেছে নিতে হবে

www.pathagar.com

নিজেদের কল্যাণে। দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থে অবশ্যই সুশিক্ষার বাস্তবায়ন নিশ্চত করতে হবে।

একটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে দেশের জাতীয় আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষার মূল কথা হলো শিক্ষার্থীকে জ্ঞানে ও গুণে যোগ্যতাসম্পন্ন করে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা। কিন্তু জ্ঞান ও শিক্ষাকে নির্দিষ্ট পরিধির আওতায় আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বিদ্যালয় শিক্ষার নির্দিষ্ট সময় বলে ধরা হয়। কিন্তু এই নির্দিষ্ট সময় বা কয়েকটি বছরের মধ্যে শিক্ষার কাজ সমাপ্ত হলেও এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষালাভের পর সে সমাজজীবনে চলাফেরা ও উন্নত জীবন যাপনে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ফলে , শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য, ব্যাক্তি ও সমাজের চাহিদা ও জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে একটি কার্যকর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সুশিক্ষার প্রভাবে মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য শিক্ষা মানুষের মনে নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস পায়। শিক্ষা মানুষের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বাড়িয়ে তোলে। সমাজের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার স্বার্থে শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। আসলে সুশিক্ষার মাধ্যমেই সমাজে প্রকৃত মানবিক সম্পর্কের বিকাশ সম্ভব। শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হয়, ফলে সামাজিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন- এসবই সুশিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। সেজন্য সমাজ জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হলে যুযোগপযোগী শিক্ষার ওপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। গতানুগতিকতা অতিক্রম করে সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সামনে চলতে হবে। আজকের বাস্তবতায় শিক্ষার গুরুত্ব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ক্রমেই আমরা অধিক থেকে অধিকতর সচেতন হবো এবং আমাদের এই সচেতনতার ধারা বহমান থাকবে- এটাই হওয়া উচিত আমাদের সংকল্প। জাতির ও সকল স্তরের জনগনের আর্থ সামাজিক রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিবেচনাই অগ্রাধিকার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে শিক্ষার এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে কালোপযোগী নতুন চেতনা সৃষ্টি ও সংকল্প গ্রহণও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশের জ্ঞান কেন্দ্রগুলোতে কর্মসংস্থানমূলক, প্রয়োগমুখী ও সর্বোচ্চ মানর শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। জাতির প্রয়োজনে সঙ্গে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে সংযুক্ত করতে হবে আরো নিবিড় ভাবে। বিভিন্ন নীতি কাঠামোসহ কার্যক্রমের বিষয়বস্তু, পরিসর ও প্রক্রিয়াতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে।

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই একটি জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের নির্ধারক ও প্রভাবক হিসেবে জনশক্তিকে অর্থ (পুঁজি) কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকেন। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক ফ্রেডাকি হারিসন যথার্থই উন্নয়নের জন্য দক্ষতা ও জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। (Clearly, a country which is unable to develop the skills and knowledge of its people and to utilize them

www.pathagar.com

effectively in the national economy will unable to develop anything else)। কিন্তু এ জ্ঞান অর্জনই মুখ্য নয়। সুশিক্ষার জন্য জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মানবতা অর্জনের লক্ষ্যে আবেগ ও ক্ষমতাকেও সম্প্রসারিত করতে হবে। বার্ট্রান্ড রাসেলও তাই যথার্থই বলেন, "মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, এটা তার একটি বিরাট গুণ, তার চমৎকারিত্বের অংশ; কিন্তু এটা তার পরিচয়েও সবটা নয়।" অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের দর্পণ হওয়া সবটা নয়। এখানে আবেগের ব্যাপারও খানিকটা থাকা চাই। জেম ফের বিপ্লব উপযোগী বিশেষ আবেগ কাজ করবে এবং জানার কাজে উপভোগ করতে হবে নির্মল আনন্দ। তবু একজন পূর্ণ মানুষের ক্ষেত্রে একসঙ্গে জানা এবং অনুভব করা যথেষ্ট নয়। এই প্রবহমান জগতে মানুষ তার ভূমিকা পালন করে পরিবর্তনের কারণ হিসেবে, নিজেদের চৈতন্যের ভিতর কারণ হিসেবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এবং ক্ষমতার ব্যাপারে সচেতনতা লাভ করে। আমাদের উচিত মানবতা অর্জনের জ্ঞান, আবেদন ও ক্ষমতাকে যত দূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মানবিক গুণাবলী জাগিয়ে তুলতে পারে না, আত্মিক ও নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে অক্ষম সেই শিক্ষা মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না বলে ব্যর্থ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকে। আমাদের কাছে ব্যর্থ শিক্ষা কাম্য ও গ্রহণীয় নয়। আমাদের প্রয়োজন শিক্ষার মানোন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী বিকাশের ক্ষেত্রে যত্নবান প্রচেষ্টার। শিক্ষা যেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়, দেশ ও জাতিগঠনে তথা মানবতার সেবায় যেন উৎসর্গিত হয় আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা। আমাদের কর্ম হোক স্বদেশকে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে চলার এবং চেতনায় ধ্বনিত হোক জাতীয় কবির বিশ্বাস :

'সিদ্ধ যাদের সারা দেহ- মন মাটির মমতা রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।'

পরিশেষে বলতে হয় শিক্ষার মৌলিক উপকরণ হলো তথ্য। আর তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের ফলে বর্তমান বিশ্বে শিক্ষার ব্যাপ্তি বেড়েছে ব্যাপক। অল্প সময়ে শিক্ষা ত্বরান্বিত হয়ে একজন ব্যক্তির বোধ ও আওতার মধ্যে চলে আসছে দ্রুত গতিতে। শিক্ষা যেন পরিপাক পক্রিয়ার সঙ্গে তুলনাযোগ্য, যেখানে তথ্য গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও তা কাজে লাগানোর পুরো ব্যাপারটির এ প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে চলছে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের সময়ে আমাদের পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। বিশ্বায়ন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ, মুক্তবাজার অর্থনীতি নিঃসন্দেহে আমাদের এক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন করেছে। ফলে আজ স্বকীয় জাতিসত্তার সুসংহত রূপায়ন যেমন দরকার, তেমনি প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিতে সম্মানজনকভাবে টিকে থাকার জন্য দরকার পরিশুদ্ধ ও অখণ্ড জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা, যা জাতির স্বনির্ভরতার জন্য, মুক্ত স্বাধীন অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এ কথা না বললেই নয়, জ্ঞান, মেধা ও মনন চর্চার মাধমে একটি উচ্চশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে উত্তরণের এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক মাত্রা পরিশীলনের এই প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সুশিক্ষা অপরহার্য। নতুন সহস্রাব্দে আজ আমাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে পরিবর্তিত বাস্তবতার। আমাদের মতো ক্ষুদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক গতিধারা এই অবস্থায় হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। জাতির প্রত্যাশা ও স্বার্থকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের চিন্তা তাই যেমন আবশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি আমাদের কর্মের কোনটিকে সুশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নির্ধারণের

www.pathagar.com

জন্য প্রয়োজন রয়েছে সঠিক প্যারমিটারের, যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে সংস্কৃতি। কেননা এই সংস্কৃতিই এক জাতি থেকে অন্য জাতিকে আলাদা বা স্বতন্ত্র করে রেখেছে। মনে রাখতে হবে 'The process of nation building must be rooted in a sense of cultural and national identify'. ফলে সুশিক্ষার জন্য জাতির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নিজস্ব প্যারাডাইস তৈরি করা। অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

শিক্ষার অসুখ ও চিকিৎসাপত্র

——— মো. জাকির হোসেন
অধ্যাপক, আইন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার পেছনে বিনিয়োগ না বাড়ালে সৃজনশীলতা কাগুজে বিষয় হয়েই থাকবে। সফলতার মুখ দেখবে না, এ কথা চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়। আর এটি চলতে থাকলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। মুখস্থনির্ভর শিক্ষা দিয়ে আর যা-ই হোক, সৃজনশীল মানুষ তৈরি হবে না। সৃজনশীল মানুষ পাওয়া না গেলে বাংলাদেশের সম্ভাবনা আর হৃদয়ের গহীনে পরম যত্নে লালিত স্বপ্নগুলো মুখ থুবড়ে পড়বে অচিরেই।

আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে শিক্ষার অসুখ নির্ধারণ ও চিকিৎসাপত্র প্রদান হাতুড়ে চিকিৎসক না হলেও গ্রামের ওঝা-বৈদ্যি বিশেষ কিছু নয়। তবে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে অসুখের ব্যথা-বেদনা আমাকেও যন্ত্রনাক্লিষ্ট করে। আর এ থেকেই শিক্ষার মরণঘাতী ব্যাধিগুলো ঠাহর করতে পারি। শিক্ষার অসুখ সারানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এমন নয়। তবে বেশির ভাগ চিকিৎসাই সঠিক রোগ নির্ণয় না করে খেয়ালখুশিমতো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কখনো অ্যালোপ্যাথিক, কখনো হোমিওপ্যাথিক, কখনো তাবিজ-কবজ, তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, আবার কখনো বা কসমেটিক সার্জারির মতো নানামুখী চিকিৎসায় ভারাক্রান্ত আমাদের শিক্ষা এখন অনেকটাই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। শিক্ষার শয্যাগ্রহণের এ দায় এককভাবে কোনো ব্যক্তি বা সরকারের নয়। এ শয্যাগ্রহণ দীর্ঘ অনাদর আর অবহেলার পরিণতি। এযাবৎকালে নেওয়া চিকিৎসাপত্রগুলো শিক্ষার অসুখ সারানোর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রেখেছে বলে আমার জানা নেই। বরং সময়ের বিবর্তনে নতুন নতুন অসুখ বাসা বেঁধেছে শিক্ষার শরীরে। দুই যুগ আগেও যেসব অসুখ শিক্ষাকে আক্রান্ত করতে পারে বলে মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি, এখন তা অহরহই শোনা যাচ্ছে। শিক্ষা এখন কেবলই গাইড নোটনির্ভর মুখস্থবিদ্যা আর জিপিএভিত্তিক সনদকেন্দ্রিকতায় গিয়ে ঠেকেছে। শিক্ষার মান নামতে নামতে খাদের কিনারায় ধপাস করে পড়ে যাওয়ার কিংবা পড়ে ধপাস করার অপেক্ষায় রয়েছে। প্রাথমিক মাধ্যমিক থেকে শুরু করে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সব ক্ষেত্রেই একই চিত্র।

www.pathagar.com

২২ মার্চ কালের কণ্ঠে 'প্রশ্ন ফাঁসের চেয়েও ভয়ংকর নোট গাইড থেকে প্রশ্ন' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী নোট গাইড থেকে পাবলিক পরীক্ষার (এসএসসি) প্রশ্ন প্রণয়ন করে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে জানা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরাও সৃজনশীলতার বদলে নোট গাইড মুখস্থ করছে। প্রতিবেদনে আরো প্রকাশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) জরিপ অনুযায়ী ৪৫ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে পারেন না। শিক্ষকদের দুর্বলতা বেশি বিজ্ঞান ও ইংরেজিতে। গত বছরের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত মাউশির মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আমাদের শিক্ষার আরেক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। মাউশির তদারক ও মূল্যায়ন শাখা সারা দেশের ৩০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ শ্রেণির সাত হাজার ১৪৩ জন ও অষ্টম শ্রেণির সাত হাজার ১৬৯ জন শিক্ষার্থীর উপর গণিত, ইংরেজি ও বাংলা এ তিন বিষয়ে শেখার দক্ষতা নিয়ে একটি মূল্যায়নের জরিপের কাজ করে। এতে দেখা যায়, ষষ্ঠ শ্রেণির ৮২ শতাংশ শিক্ষার্থীর গণিত শেখার কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা নেই। একই শ্রেণির ইংরেজিতে ৯২ শতাংশ ও বাংলায় ৮৯ শতাংশের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা নেই। এই তিন বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দক্ষতার চিত্রও ভালো নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে শিক্ষকদের দুর্বলতা ও গাইড নোট বইয়ের আশ্রয় নিয়ে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাপনা একাডেমিক (নায়েম) সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মাধ্যমিক পর্যায়ে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের অনেকেরই শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিলেও তা ধারণ করতে পারেন না। সৃজনশীলের ক্ষেত্রে একজন ছাত্রকে যেমন চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিতে হয়, তেমনি সৃজনশীল শিক্ষা নিয়ে শিক্ষকদেরও চিন্তাবাবনা থাকা উচিত। এ বিষয়ে যাঁদের ধারণা কম তাঁরা তো নোট গাইড থেকে প্রশ্ন করবেনই। আর যেসব শিক্ষক নিজেরাই ভালো বুঝতে পারছেন না, তাঁরা শিক্ষার্থীদের কী পড়াচ্ছেন, সেটা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ বিষয়ে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যেহেতু গাইড থেকে প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছে, পরীক্ষা শেষ হলে আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখব। অভিযোগ প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিনীত নিবেদন, 'সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেবেন কোথা'? কয়জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন? সংখ্যায় যে আমরা অনেক। আর এ চিত্র কি কেবল মাধ্যমিক পর্যায়ের? কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে দেশের পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, অন্তত ২৮ শতাংশ শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়ার মান নীচু, এর মধ্যে ১৬ ভাগ অত্যন্ত নিচু মানের। অবশিষ্ট ৭২ শতাংশের মধ্যে ১৫ শতাংশ মোটামুটি মানের।

আমাদের শিক্ষা নিয়ে নানামুখী চিকিৎসার একটি হলো ২০০৮ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষায় সৃজনশীলতা চালু। সৃজনশীলতা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসানীয় উদ্যোগ। প্রশ্ন হচ্ছে, সৃজনশীলতা চালুর আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল কি? সৃজনশীলতা যাঁদের মাধ্যমে বাস্তবায়ণ করা হবে, তাঁদের জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ, প্রেরণা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা করে হয়েছিল কি? অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে, বেশির ভাগ শিক্ষক সৃজণশীল বিষয়ে তিন থেকে সাত দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণেও মাত্র একবার প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। সৃজনশীলতা বোঝার বিষয়। একবার তিন থেকে সাত দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে তা

www.pathagar.com

কোনোভাবেই কি রপ্ত করা সম্ভব? ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। সৃজনশীলতা গাইড নোট নির্ভরশীলতায় রূপ নিয়েছে। এ নির্ভরশীলতা কি কেবল মাধ্যমিক পর্যায়ে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনসহ এমন কোন সরকারি বেসরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা আছে, যার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে গাইড নির্ভরশীলতা নেই?

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকতার চাকরি কখনোই আকর্ষণীয় ছিল না। না থাকার কারণ আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানকারী একজন শিক্ষকের বেতন ও সুযোগ সুবিধা সর্বকাকুল্যে একজন ঠেলাচালক বা রিক্সাচালকের মাসিক আয় আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদানকারী শিক্ষকের মাসিক বেতন একজন সিএনজি ট্যাক্সিচালকের মাসিক আয়ের চেয়ে বেশি নয়। শিক্ষকদের নূন্যতম মানসম্মত জীবনযাপনের আর্থিক সুবিধা দূরে থাক, প্রয়োজনীয় মর্যাদাটুকু দিতেও রাষ্ট্র কার্পণ্য করছে। গত কয়েক বছরে এইএসসি পাস অনেক সরকারি কর্মচারীকে রাষ্ট্র দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার মর্যাদা ও ডিগ্রি পাস কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়ে বিধি প্রণয়ন করলেও মাস্টার ডিগ্রিধারী হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে তৃতীয় শ্রেণির ওপরে মর্যাদা দিতে পারেনি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকার কিছুদিন আগে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছে মাত্র। শিক্ষকদরে মর্যাদা প্রদানে রাষ্ট্রীয় কার্পণ্য একসময়ের 'পণ্ডিত মশাই' বা 'মাষ্টার মশাই'কে এখন কেবলই প্রান্তিক মর্যাদার 'মাস্টার' বা বড়জোর 'মাস্টার সাব'-এ পরিণত করছে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, তথ্যপ্রযুক্তি চাকচিক্য। গ্লামার ও নানা বিলাসী ভোগ্যপণ্যের হাতছানির মধ্যে বসবাস আমাদের। ভোগবাদী সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী শতকে চক্ষু কর্ণ নাসিকা বন্ধ করে পৃথিবীর রূপ রস গন্ধকে নিজের জন্য হারাম করে নিরানন্দ পন্ডিত মশাই হওয়ার সময় আর এটি নয়। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে একজন শিক্ষক খুব সহজেই তথ্য জানতে পারেন সরকারি কর্মচারীদের কোন অংশ রাষ্ট্রের সম্পদের কত অংশ ভোগ করছে, বাংলাদেশের বাইরে বিশেষ করে আমাদরে প্রতিবেশী দেশগুলোতে শিক্ষকরা কী মর্যাদা ও সুবিদা ভোগ করছে। কদিন আগে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষকরা বাংলাদেশের শিক্ষকদের ছয় গুণ বেতন পায়। ত্রিপুরা কি বাংলাদেশের চেয়েও ধনী? সৃজনশীল শিক্ষা ও প্রশ্ন প্রণয়ন যত কঠিন বিষয়ই হোক না কেন, এটি অর্জন অযোগ্য নয়। এর জন্য চাই প্রশিক্ষণ, পরিশ্রম, প্রতিশ্রুতি, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতা। শিক্ষকদের মর্যাদা ও ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাবঞ্চিত রেখে অঙ্গীকার, আন্তরিকতাকে সক্রিয় করা ও দায়বদ্ধতাকে আবদ্ধ অবস্থা থেমে মুক্ত করা যাবে কি?

প্রণোদনাবিহীন চাপিয়ে দেওয়া সৃজনশীলতা তাত্ত্বিকভাবে সফল হলেও বাস্তবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। হয়েছেও তাই। শিক্ষকরা গাইড নোট বই দেকে শিক্ষা দিচ্ছে, পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করছে। আর শিক্ষার্থীরা নোট গাইড সাজেশন মুখস্থ করার ভয়ানক কষ্টকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। ভর্তি, চাকরির যোগ্যতায় হাফেজ হওয়ার কোনো শর্ত না থাকলেও সৃজনশীলতা ও জ্ঞানর্জনকে নির্বাসনে পাঠিয়ে গোল্ডেন জিপিএ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যাচর্চার নিরন্তর প্রাণপাত চলছে। এ প্রচেষ্টায় অভিভাবকদের ভূমিকা রীতিমতো সঙ্গিন। পারলে অভিভাবককরাও মুখস্থ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

www.pathagar.com

মুখস্থভিত্তিক জিপিএ নির্ভর শিক্ষার এ দুর্দশা দেখে আমি মাঝে মধ্যে ভাবি, এসএসসি ও এইচএসসি সর্বোচ্চ মেধার স্বীকৃতি দিতে ভাগ্যিস আমরা গোল্ডেন জিপিএ পর্যন্ত থেমেছিলাম। ডায়মন্ড বা প্লাটিনাম জিপিএ হলে যে কী হতো, কে জানে? মুখস্থনির্ভর শিক্ষা নিয়ে নানা মজাদার গল্প প্রচলিত আছে। এর মধ্যে একটু বেশি মজাদার দুটো গল্প প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি পরীক্ষার আগের রাতে ইংরেজিতে দুর্বল এক ছাত্রের অভিভাবক সন্তানের জন্য 'মাই ফ্রেন্ড' রচনা বাছাই করে মুখস্থ করতে বলে। ছাত্রটি রাতভর তা মুখস্থ করে। কিন্তু পরদিন প্রশ্নে 'মাই ফাদার' রচনা লিখতে বলা হয়। ছাত্রটি তার সৃজনশীলতার প্রয়োগ ঘটিয়ে 'ফ্রেন্ড' এর স্থলে ফাদার বসিয়ে রচনা লিখে দেয়। ফলে রচনাটি অনেকটা এর রকম দাঁড়িয়ে ছিল 'আই হ্যাভ মেনি ফাদার্স। রবি ইজ মাই বেস্ট ফাদার। হি লিভস নেক্সট ডোর টু আস। মাই ফাদার লাভস হিম ভেরি মাচ।' দ্বিতীয় গল্পটি হলো মুখস্থবিদ্যার জোরে উত্তরে যাওয়া একজন চাকুরে ওপর দায়িত্ব বর্তায় একজন বিদেশিনী মহিলার সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার। আলোচনার শুরুতে আপনি কেমন আছেন, আপনার শরীর স্বাস্থ্য কেমন আছে এ ধরণের সৌজন্য বিনিময়। এরূপ সৌজন্য বিনিময়ের ইংরেজি কোনোভাবেই তার মনে পড়ছিল না। অগত্যা আপনার শরীর কেমন আছে, এর আক্ষরিক ইংরেজি তরজমা করতে গিয়ে চাকুরে বলে বসেন 'হাউ ইজ ইউর বডি?' ফলে অশ্লিলতার অভিযোগে নাকি আলোচনাই ভেস্তে যায়।

বিগত বছরগুলোতে আমাদের শিক্ষার কলেবর বেড়েছে। সনদধারী গ্যাজুয়েটের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ। যা বাড়েনি, তা হলো শিক্ষার মান। নোট গাইডভিত্তিক মুখস্থনির্ভর শিক্ষা কেবল মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় নয়, এটি ক্রমে গ্রাস করছে উচ্চশিক্ষাকেও। ফলে শিক্ষা সমাপনান্তে অনেকেই কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারছে না। এটি কেবল কর্মসংস্থানের অভাবে নয়, প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাবেও। গত বছরের নভেম্বর মাসে গ্রো এন এক্সেল এর প্রধান নির্বাহী এম জুলফিকার হোসেন একটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'চাকরি আছে, অভাব যোগ্য লোকের। দেশের দিন দিন চাকরির বাজার বড় হচ্ছে। আমরা সাধারণত ব্যবস্থাপক ও উচ্চপদে সঠিক প্রার্থী খুঁজে থাকি। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। বলা যায়, মধ্য ও উচ্চতর পদের জন্য মেধাবী সরবরাহের প্রক্রিয়াটি অনেক নাজুক অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রার্থীর সরবরাহ পর্যাপ্ত হলেও গুণ মানসম্পন্ন সঠিক প্রার্থীর অভাব আছে। তার এ কথার সত্যতা মেলে যখন ভারত তার পঞ্চম রেজিট্যান্সের উৎস হিসেবে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করে। ভারতেই এ তথ্যটি যে সত্যের ইঙ্গিত করছে, তা হলো বাংলাদেশের যোগ্য গ্র্যাজুয়েটের অভাব পূরণ করছে ভারতের গ্যাজুয়েটেরা আর দরিদ্র দেশের সম্পন্ন রেজিট্যান্স আকারে নিয়ে যাচ্ছে তাদের দেশে।

যত কঠিনই হোক, নোটভিত্তিক মুখস্থনির্ভর শিক্ষাকে বিদায় জানাতেই হবে। সৃজণীশলতাকে আপন করে নিতেই হবে। একে অন্যের ওপর দোষারোপ করে বসে থাকলে চলবে না। এ জন্য চাই- এক. সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের আরো নিবিড় প্রশিক্ষণ। দুই. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে যথাযথ অঙ্গীকার ও দায়িত্বশীলতার সমন্বয়ে সক্রিয় করা। এটি করতে হলে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সুযোগ সুবিধা ও

www.pathagar.com

মর্যাদার প্রণোদনা দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। তিন. সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য বিধিবিধানকে যুগোপযোগী করতে হবে। প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা বৃদ্ধির পরও যাঁরা যোগ্যতার মানদণ্ড উতরাতে ব্যর্থ হবেন, তাদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের ব্যবস্থা করতে হবে। চার. নতুন যোগ্য লোকদের শিক্ষকতা পেশায় টানতে শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। পাঁচ. শিক্ষার পেছনে বরাদ্দকৃত অর্থকে ব্যয় হিসাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে একে বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। শিক্ষার পেছনে বর্তমানের দেশজ উৎপাদনের ২ শতাংশের একটু ওপরের বরাদ্দকে বাড়িয়ে চার থেকে পাঁচ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে কাটছাঁট করে হলেও এটি কতে হবে।

শিক্ষার পেছনে বিনিয়োগ না বাড়ালে সৃজনশীলতা কাগুজে বিষয় হয়েই থাকবে। সফলতার মুখ দেখবে না, এ কথা চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়। আর এটি চলতে থাকলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। মুখস্থনির্ভর শিক্ষা দিয়ে আর যাই হোক, সৃজনশীল মানুষ তৈরি হবে না। সৃজনশীল মানুষ পাওয়া না গেলে বাংলাদেশের সম্ভাবনা আর হৃদয়ের গহীনে পরম যত্নে লালিত স্বপ্নগুলো মুখ থুবড়ে পড়বে অচিরেই। '৭১এ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব রাজাকাররা-দেশবিরোধীরা এ দেশের অনেক সৃজনশীল মানুষকে হত্যা করেছে। এ দায়ে তাদের বিচার চলছে। মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা যে প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষের সৃজনশীলতাকে হত্যা করে চলেছে, এর দায় কে নেবে?

www.pathagar.com

উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা

যতীন সরকার

গাঁয়ের একজন সরল মানুষ রেল স্টেশনে এসে স্টেশন মাস্টারের কাছে জানতে চাইলো টেলিগ্রামের তারের সাহায্যে কারো কাছে কোনো দ্রব্য সামগ্রী পাঠানো যায় কিনা। কারণ সে শুনতে পেয়েছে যে তারের ভেতর দিয়ে খবর পাঠানো যায়; তাই যদি হয়, তবে খবরের সঙ্গে অন্য কিছুও পাঠানো যাবে বলে তার মনে হয়েছে। লোকটির ছেলে থাকে দূরে কোনো এক গাঁয়ে; ছেলেটি দৈ খেতে খুব পছন্দ করে, তাই সে ছেলের কাছে এক হাঁড়ি দৈ পাঠানোর তার খুব ইচ্ছে। স্টেশন মাস্টার মশাই যদি দয়া করে টেলিগ্রামের তারের মধ্য দিয়ে সেটি পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন তো খুবই ভালো হয়।

স্টেশন মাস্টার তো আর গাঁয়ের চাষিটির মতো নিতান্ত সরল মানুষ নন। তিনি শিক্ষিত; তাই স্বাভাবিক নিয়মেই একান্ত চতুর ও কুটিল। শিক্ষা আমাদের দেশের মানুষকে কতখানি উন্নত করতে পেরেছে, সে বিচার পরে করা যাবে। তবে শিক্ষা যে আমাদের বেশ চালাক-চতুর বানিয়েছে, সে কথা তো আমাদের সবারই জানা। তাই অন্য সব শিক্ষিত মানুষের মতোই আমাদের এই স্টেশন মাস্টারটিও তাঁর শিক্ষালব্ধ চতুরতা দিয়েই অশিক্ষিত লোকটির অজ্ঞতাজনিত সারল্যটুকু ধরে ফেললেন। পরম আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই। তুমি এক্ষুনি দৈয়ের হাঁড়ি নিয়ে এসো টেলিগ্রাফের তারের উপর দিয়ে সেটি আমি পাঠিয়ে দেবো, আর এক মিনিটের মধ্যে তোমার ছেলের কাছে তা পৌঁছে যাবে।"

লোকটির দৈয়ের হাঁড়ি এনে স্টেশন মাস্টারের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে গেল, আর স্টেশন মাস্টার মশাই তাঁর ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই চিনিপাতা দৈয়ের সদ্ব্যবহার করে তৃপ্তি ঢেকুর তুললেন। বেশ কিছুদিন পরে ওই লোকটি যখন কোনো এক সূত্রে খবর পেলো যে দৈয়ের হাঁড়িটি তার ছেলের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি, তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে স্টেশন মাস্টার মশাইয়ের নিকট তার কারণ জানতে এলো। স্টেশন মাস্টার মুখে একটা কৃত্রিম বেদনার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, "আহা, সে-দুঃখের কথা আর বলো না। টেলিগ্রাফের যে তারটির উপর দিয়ে তোমার দৈয়ের হাঁড়িটি

www.pathagar.com

যাচ্ছিল, সেই তারের উপর দিয়েই উল্টো দিক থেকে আসছিল একটা বেল। সেই বেলটি আমাদেরই পোস্ট মাস্টার মশাইয়ের ছেলে বিদেশ থেকে তার বাবার কাছে পাঠিয়েছিল বেলের সঙ্গে টক্কর লেগে তোমার দৈয়ের হাঁড়িটা গেল ভেঙে। তাই, বুঝতেই তো পারছো..."

হ্যাঁ, অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষিত লোকেরা যে-রকম বোঝাতে চায় তারা সে রকমই বোঝে। পুত্র স্নেহাতুর প্রতারিত পিতাও সেই রকমই বুঝে নিয়েছিল নিশ্চয়। শিক্ষিত লোকদের হাতে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হয়েও অশিক্ষিত লোকেরা প্রতারক শিক্ষিতদেরই স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য হয়।

গল্পের ওই স্টেশন মাস্টারটি শুধু কাল্পনিক গল্পে নয়, আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তবেও এখনও, যথারীতি আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। এখন বরং এরা বেড়ে এবং বহু প্রকার ও বহু বিচিত্র রূপ ধারণ করে, সমাজে প্রবল প্রতাপে বিচরণ করছে। স্টেশন মাস্টার পোস্ট মাস্টার থেকে স্কুল মাস্টার কলেজ মাস্টার হয়ে অনেক অনেক ধরণের শিক্ষিত লোক পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। স্কুল মাস্টার কলেজ মাস্টাররাই এদের শিক্ষিত বানায়, আর এরা উকিল, ডাক্তার, কন্ট্রাকটার, ইঞ্জিনিয়ার, দালাল, পুলিশ, কেরানি, মুহুরিসহ নানা জাতের সরকারি বেসরকারি কর্মচারী ইত্যাদি হয়ে সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থান নেয়। সংখ্যা লঘু হয়েও গুরুত্বে এরাই অনেক উপরে, সমাজের সংখ্যাগুরু মানুষের এরা গুরু বা মাস্টার। এবং সংখ্যাগুরু মানুষদের প্রতি গল্পের সেই স্টেশন মাস্টারটির মতোই এদের অধিকাংশের আচরণ।

আমরা যখন বিভিন্ন সময়ে "উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা" নিয়ে বাক বিস্তার করতে বসি, তখন সবার আগে আমাদের (অর্থাৎ আমরা যারা শিক্ষিত বলে গৌরব করি) আত্মসমালোচনা করে নেয়া প্রয়োজন। আমরা যারা শিক্ষিত বলে পরিচিত, তাদের নিজেদের চরিত্রের স্বরূপ নিয়ে আলাপ আলোচনা তথা আত্মসমালোচনা জরুরি এ কারণে যে, আমাদের দেখে নেয়া দরকার : শিক্ষা সত্যি সত্যিই আমাদের জীবনকে উন্নত করতে পেরেছে কি- না। যদি তা না করে তাকে তো 'উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা' নিয়ে কিছু বলবার আগে দশবার আমাদের ভাবতে হবে বৈকি। কিছুতেই ভুলে থাকতে পারি না যে শিক্ষিত মানুষেরাই সমাজে উন্নত মানুষ বা শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে গৃহীত, এবং অন্য সকল মানুষের কাছে এরাই অনুকরণ যোগ্য বলে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গেই মনে পড়ে প্রাচীন ভারতের গীতার বাণী–

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ।।

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তা-ই করে। তিনি যা কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকে তারই অনুবর্তন করে।

www.pathagar.com

এখন আমাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করতে হয় : আমরা শিক্ষিত লোকেরা কি সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছি যার অনুবর্তন করে অপর সাধারণেরাও শ্রেষ্ঠ অর্জন করতে পেরেছি যার অনুবর্তন করে অপর সাধারণেরাও শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে? কিংবা আমরা কি এক ধরণের মেকি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই সকলকে বিভ্রান্ত করে চলেছি, এবং আমাদের অনুবর্তন করতে করতেই সমাজ-জীবন উন্নতির বদলে ক্রমাগত অবনতির অন্ধকূপে নিমজ্জমান হচ্ছে? এমন যদি হয়েই থাকে, তাহলে দোষটা কার–আমাদের, না আমাদের শিক্ষার? না উভয়েরই? দোষ থেকে মুক্তিলাভের কি কোনো উপায় আছে আমাদের সামনে?

দুই

আত্মসমালোচনার নামে এ দেশের শিক্ষিত মানুষদের কেবল যে আত্মধিক্কারে জর্জরিত হতে হবে, তা অবশ্যই নয়। আত্মগৌরবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতোও অনেক কিছুই আছে আমাদের। উনিশ শতক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পেরিয়ে আসা অবধি আমাদের শিক্ষিত মানুষদের অনেকেই নিজেরা যেমন উন্নত জীবনের দৃষ্টান্ত রেখেছেন, তেমনি শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে সমাজ জীবনকেও উন্নত স্তরে তোলার প্রযত্ন গ্রহণ করেছেন। ওইসব মনীষীর প্রযত্নের ফলেই আমরা আত্মসচেতন হয়েছি। জাতির ওই শ্রেষ্ঠ সন্তানরাই আমাদেরও শ্রেষ্ঠত্ব লাভে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের চিন্তা ও কর্মের অনুসরণেই আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি, পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে স্বাধীন আবাসভূমি গড়ে তুলেছি। এবং রক্তের মূল্যে অর্জিত যে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রের সংবিধানে শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্বে বিধিবদ্ধ করেছি। অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য আবাসের মতোই শিক্ষালাভের অধিকারকেও প্রতিটি নাগরিকের একান্ত মৌলিক অধিকার বলে আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়। শিক্ষা যাতে কোনোমতেই সমাজে কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণি সৃষ্টি করতে না পারে, সকলের জন্য একই পদ্ধতি উন্নত শিক্ষা প্রাপ্তির যাতে নিশ্চয়তা থাকে,– সেদিকটিতেও আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির জীবন যাতে উন্নত হয়; এবং ব্যক্তিসমূহের সমবায়ে গঠিত যে-সমাজ, উন্নত হয় সেই সমাজ-জীবনও,– তেমন শিক্ষাই কাম্য বলে আমাদের সংবিধানে নির্ধারিত হয়েছিল। সংবিধান-নির্ধারিত সেই মূলনীতিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উপায় সন্ধানের জন্য গঠিত শিক্ষা কমিশন ('কুদরত-ই-খুদা কমিশন' নামে যা খ্যাত)- এর প্রতিবেদনে জনমনে বিপুল প্রত্যাশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু অচিরেই একান্ত প্রত্যাশা জাগানিয়া ওই প্রতিবেদনটির কী পরিণতি ঘটল, তা তো আমরা সবাই জানি। শুধু ওই একটি বিশেষ প্রতিবেদনের কথাই-বা বলি কেন? আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রামের প্রায় সকল অর্জনই কিভাবে লুণ্ঠিত ও অপহৃত হলো, তাও কি আমাদের জানা নেই? মুক্তিসংগ্রামের অর্জন শুধু নয়, তার আকাঙ্ক্ষাগুলো পর্যন্ত বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত ও বিলীন হয়ে যেতে লাগল ক্রমাগত। শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজের মহৎ স্বপ্নকল্পনাটিই যেন নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তার বদলে ব্যক্তিক স্বার্থপরতা, শোষণ-সহায়ক শ্রেণিবিকাশ, প্রগতি-বিরোধী ভাবাদর্শ–এ-সবেরই চাষবাস হতে লাগল। স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রণালীতেও পড়ল এ-সবেরই স্পষ্ট প্রতিফলন। সেই প্রতিফলনই দেখতে পাই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হরেক রকম বিন্যাসের মধ্যে। একদিকে আলিশান ইমারতে চোখ-ধাঁধানো জাঁকালো সব উপকরণের মধ্যে অর্ণবান, ভাগ্যবান মানুষদের সন্তানদের জন্য অভিজাত শিক্ষা প্রদানের

www.pathagar.com

সাড়ম্বর আয়োজন, অন্যদিকে জীর্ণ-শীর্ণ দীন কুটিরে একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের অভাবকেই সঙ্গী করে নিয়ে অর্থ-সম্পদ বঞ্চিত ভাগ্যহীনদের ছেলেপুলেদের অতি সাধারণ শিক্ষা লাভের করুণ প্রয়াস। শিক্ষায় আশরাফ-আতরাফ বিভেদ আজ বড়ো বেশি বিশ্রী হয়ে উঠেছে। শিক্ষা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যের মানেরও তারতম্য হবে নির্ধারিত। এভাবেই শিক্ষা কিনে নেবার প্রচুর ক্ষমতা যাদের আছে, সেই বিত্তবান ও উচ্চবিত্তরাই যাবে অভিজাত শিক্ষা-বিপণিতে,–অর্থাৎ কিনে আনবে কিন্ডার গার্টেনের, এ-লেভেল ও-লেভেলের, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষা। আর বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তরা কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ভোগ্য বস্তুর জন্য যেমন নির্ভর করে বস্তির ধারে কিংবা ফুটপাতে-বসা শস্তাপণ্যের বাজারটির উপর, তেমনি শিক্ষার জন্যও তাদের স্মরণ নিতে হয় বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের বিদ্যালয়ের বা মক্তব-মাদ্রাসার।

এ-রকম শিক্ষা পরিস্থিতি ব্যক্তির জীবনকেও উন্নত করে না, সমষ্টি বা জাতির জীবনকেও না। বরং এ-ধরণের শিক্ষায় ব্যক্তি লাভ করে বিকৃত জীবনচেতনা, জাতির ভেতর বাড়তে থাকে শ্রেণিবৈষম্য, উন্নত ব্যক্তিজীবন ও জাতীয় জীবনের স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যায়।

শিক্ষা যেখানে পণ্য, শিক্ষকও তো সেখানে পণ্য বিক্রেতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সেই পণ্যবিক্রেতা শিক্ষকের কাছে বড়ো কিছু মহৎ কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। সমাজের সবকিছুর পণ্যায়নের মধ্যে শিক্ষকও যদি তাঁর শিক্ষাপণ্য ফেরি করার জন্য কোচিং সেন্টার খুলে বসেন, প্রাইভেট পড়বার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, ছাত্রত্রাণের জন্য নোটবুক আর গাইডবুক লেখার কাজেই তাঁর বুদ্ধি ও মেধার প্রয়োগ ঘটান,– তা হলে কে তাঁকে দোষ দিতে পারে? আর এ-রকম পরিস্থিতিতে ছাত্রেরও শিক্ষার্থী হওয়ার কোনো দায় থাকে না, হতে হয় কেবলই পরীক্ষার্থী। ছাত্রের জন্য পরীক্ষা-বৈতরণী পার হওয়াটাই মূল লক্ষ্য হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার দিকেই তার নজর থাকে, শিক্ষার দিকে নয়। আর পরীক্ষায় পাস করাইটাই যেখানে আসল কথা, সেই পাস করার পথটি বৈধ না অবৈধ সে-বিচারের প্রয়োজন বোধ করবে কে? ছাত্রের অভিভাবকদের ক'জন বিচার করেন যে তাঁরা যে-অর্থ সন্তানের বা পোষ্যের জন্য ব্যয় করছেন সে-অর্থ বৈধ না অবৈধ পথে অর্জিত? তাই পরীক্ষাকেন্দ্রে যখন নকলের হাট বসে, অনেক শিক্ষক ও অভিভাবকও যখন পরীক্ষার্থীর নকলের সহায়তা কার্যে হন দরাজদিল, তখন কে কাকে নিন্দা করবে? শুধু পরীক্ষাকেন্দ্র নয়, বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীরা যখন মাস্তান, সন্ত্রাসী, ধর্ষক বা টেন্ডারবাজে পরিণত হয়, আর তাদের সে পরিণতিপ্রাপ্তিতে ইন্ধন জোগান সমাজেরই বিভিন্ন স্তরের অভিভাবকরা, তখনই-বা কে কার অপরাধের বিচার করবে?

সন্দেহ নেই : আত্মসমালোচনার ছলে এ-পর্যন্ত যা বললাম তার প্রায় সবই নেতিবাচক। তাই, যে-কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, "আমাদের ইতিবাচক অর্জন কি কিছুই নেই? শিক্ষা কি আমাদের জীবনকে একটুও উন্নত করে নি? সমাজের আধাগতিটাই তোমার নজরে পড়ে, উন্নতির দিকে চোখ তুলে তুমি তাকাতেই চাও না? এতো সিনিক কেন তুমি?"

www.pathagar.com

সবিনয়ে বলব : না, আমি সিনিক নই। তবে আত্মসন্তুষ্টির মৌতাতে আচ্ছন্ন থাকতে চাই না বলেই নির্মোহ আত্মানুসন্ধান ও সদাজাগ্রত আত্মসমীক্ষার আমি পক্ষপাতী। কারণ, আমি জানি, আত্মসন্তুষ্টির ছিদ্রপথেই সর্বনাশের শনি এসে প্রবেশ করে। সেই শনির প্রবেশ রোধ করার জন্যই নিজের সব স্খলন-পতন-ত্রুটি ও গ্লানি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকা এবং আত্মসমালোচনার আয়নাটির সামনে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

তাই বলে আত্মনিন্দাকেই আত্মসমালোচনার সমার্থক করে ফেলাটা মোটেই সঙ্গত নয়। নিজের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার পাশাপাশি শক্তি ও সাফল্যের ক্ষেত্রগুলোকেও অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে, হীনম্মন্যতার হাত থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আপন দেশ, সমাজ ও জাতি সম্পর্কে হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেললে আমরা দেখতে পাবো; অনেক প্রতিকূলতা ও বিরূপতার মোকাবেলা করে স্বাধীনতার অর্জন যেটুকু আমরা ধরে রাখতে পেরেছি–এবং স্বাধীন দেশে আমরা যা অর্জন করেছি–তা একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। প্রাক-স্বাধীনতাকালের তুলনায় আমাদের গণশিক্ষার বিস্তৃতি অনেক বেশি। দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বিপুল পরিমাণ 'ড্রপ আউট' সত্ত্বেও, মাধ্যমিক ও পরবর্তী স্তরের শিক্ষার্থী সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। ইতোমধ্যেই সাক্ষরতার হার ষাট শতাংশে পৌঁছে গেছে বলে শুনেছি। গ্রামে গ্রামে বয়স্কদের শিক্ষালাভের সুযোগও প্রসারিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে নারীশিক্ষার। গ্রামের মেয়েরাও অধিকার-সচেতন হয়ে সামাজিক নানা বাধা নিষেধের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসছে। এ-সব ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি কার্যকর রয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো ভূমিকাও। গাঁয়ের ইস্কুলের পথে বালকদের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক বালিকাকেও যখন বই খাতা নিয়ে চলতে দেখি, গতানুগতিক গৃহকর্মের বাইরে সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি গ্রামাঞ্চলের মাতা-বধূ,কন্যাদেরও, তখন প্রবল আশাবাদে উজ্জীবিত হই। বুঝতে পারি : শিক্ষা আমাদের সমাজের অচলায়তন ভাঙছে; উন্নত জীবনের দিগন্ত উন্মোচন করছে; উন্নতি মনে যে নারী-পুরুষের সমান বিকাশ, সমান মানবিক অধিকার ও সমান মর্যাদাপ্রাপ্তি, সে-সত্যটি ক্রমেই বাস্তব স্বীকৃতি পাচ্ছে। অতএব মা ভৈঃ।

তবু, আবার বলি, এইটুকুতেই যদি আটক পড়ে যাই আত্মসন্তুষ্টির উর্ণাজালে, তবে তার পরিণতি হবে মারাত্মক। শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকার ও সুযোগের যে-সব বৈষম্য অত্যন্ত বিশ্রী রকমে প্রকট হয়ে উঠেছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক তথা সমগ্র জনগোষ্ঠীতে মূল্যবোধের যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, সকল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের যে ভয়াবহ বিস্তার ঘটেছে, সে-সবের প্রতিরোধ করতে না পারলে সব আশার আলো নিভে যাবে, আমাদের অর্জনের 'ইতি'গুলো সব 'নেতি'তে লয় পাবে।

আমাদের আরও অনেক পথ হাঁটতে হবে। প্রতিনিয়ত জপ করতে হবে সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র–চরৈবেতি চরৈবেতি–এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

তিন

পথ তো আমরা উন্নত জীবনের জন্যই হাঁটব। তাই, উন্নত জীবনের স্বরূপটি আগে আমাদের ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার। কারণ অনেক সময় আমরা ভুল করে স্বার্থপর

www.pathagar.com

ভোগোন্মত্ত জীবনকেই মনে করি উন্নত জীবন। আমরা ভুলে যাই–'স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ/বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।' যে বাঁচতেই শেখে নি, সে আবার উন্নত জীবন যাপন করবে বা ভালোভাবে বাঁচবে কী করে? ভালোভাবে বাঁচতে হলে প্রথমেই নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থমগ্নতা ভুলে 'বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা'র শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'–এই নীতিকে বাস্তবে কার্যকর করে তোলার জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, সে রূপ শিক্ষারই আয়েজন ও প্রসারণ ঘটাতে হবে। সে রূপ শিক্ষাই প্রতিটি ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবে, এবং পুরো জাতির জীবনকেও উন্নতির দিশা দেখাবে।

মানুষের সঙ্গে পশুর মূল পার্থক্যই এই যে পশু জন্ম থেকেই পশু, আর মানুষ জন্ম থেকেই মানুষ নয়। মানুষ অমিত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এবং শিক্ষা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সেই সম্ভাবনাগুলোকে বিকশিত করে করে ক্রমে তাকে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য শিক্ষা হচ্ছে অপরিহার্য। আর মানুষের জীবনের মতোই মানুষের শিক্ষাও বহুমুখী। মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যই তাকে বহু ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হয়। তাকে বস্তু জগতের নিয়ম-কানুন জেনে তত্ত্বজ্ঞানী হতে হয়, এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বস্তুজগৎকে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করে নিতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে তাকে মিতালি পাতাতে হয়, আবার প্রকৃতির বিরূপতাকে জয় করার জন্য তার সঙ্গে সংগ্রামও করতে হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সম্পর্ক, সে সম্পর্ককে সুষ্ঠু ও সুন্দর করার জন্যও তাকে শিক্ষা নিতে হয়। মানুষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ও সৌন্দর্য উপভোগ করে; সেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি ও উপভোগের ক্ষমতাও শিক্ষা ছাড়া অর্জন করা যায় না। জীবনের এ-রূপ নানাবিধ প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই মানুষের হাতে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরণের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, নীতি ও শাস্ত্র। যেমন প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। উন্নত জীবনের জন্য শাখা-প্রশাখা সমেত এ-রকম সকল বিজ্ঞান, তত্ত্ব, নীতি ও শাস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজনই একান্ত অপরিহার্য, এ-সবের কোনোটিকে বাদ দিয়েই উন্নত জীবন নির্মাণ করা চলে না। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে এ-সব শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুষম সমন্বয়ই উন্নতিকে স্পর্শ করতে পারে। এ-সবের সমন্বয় না ঘটলেই দেখা দেয় নৈরাজ ও বিশৃঙ্খলা, উন্নতি তখন নিম্নগতি ও দুর্গতির অন্ধকারে হারিয়ে যায়, দুর্বুদ্ধি সকল শুভবুদ্ধিকে চাপা দেয়।

বর্তমানে আমাদের শিক্ষা-ভাবনায় সমন্বয় ও সুষমতার অভাব খুবই প্রকট। আমরা প্রায় সকলেই চাই আমাদের সন্তানরা ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হোক, প্রচুর টাকা-পয়সা রোজগার করুক, জীবনযাত্রার উঁচু মানে আশপাশের সকলের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিক। সন্তানটির মধ্যে সামান্য একটু মেধা দেখলেই তাকে সায়েন্স পড়তে দিই। হিউম্যানিটিজের শিক্ষা যেন নিতান্ত ভ্যাদামার্কা ছেলেমেয়ের জন্য। এভাবেই জাতির শিক্ষায় ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত। আমরা ভুলে গেছি যে সমাজের জন্য যেমন বিজ্ঞানী প্রকৌশলী বা চিকিৎসকের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাহিত্যিক-দার্শনিক-সমাজচিন্তাবিদেরও। বিজ্ঞানবিদ্যা ও মানবিকীবিদ্যার সমন্বয়ে সুষ্ঠু মানুষ গড়ে তোলার গুরুত্বের কথা তো আমাদের চিন্তায় যেন কোনোমতেই ঠাঁই পায় না। এমন মনোবৃত্তিই

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষা-পরিস্থিতিতে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে। সেই সঙ্গেই নৈতিক মূল্যবোধে ঘটেছে বিপর্যয়।

শিক্ষাকে উন্নত জীবনের সোপান হতে হলে ব্যক্তি ও সমাজের সকল ধরণের ভারসাম্যহীনতা দূর করে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পথ সন্ধান করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। শিক্ষাই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। মানুষের শিক্ষার 'চিরদিন এক লক্ষ্য–জীবন বিকাশ/পরিপূর্ণতায়।' সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত এবং বাস্তব জীবন সদর্থক পরিবর্তন আনতে অক্ষম যে শিক্ষা, সে-শিক্ষা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আমরা বিজ্ঞান শিখব, কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষা যদি আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক ও কুসংস্কারমুক্ত করতে না পারে তাহলে সে শিক্ষা দিয়ে কী হবে? আমরা সমাজবিদ্যার পাঠ নেবো, কিন্তু সে-পাঠ যদি আমাদের সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ না করে তবে সে-পাঠ গ্রহণের কোনো প্রয়োজন আছে কি? সাহিত্য পড়ে যদি আমরা উদারচিত্ত ও সংবেদনশীল না হই, তাহলে কী দরকার সাহিত্য পড়ার? নীতিশাস্ত্র পাঠ করে যদি আমরা দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে ও সুনীতির অনুশীলন করতে না শিখি, কিংবা ধর্মশাস্ত্র যদি আমাদের ধর্মান্ধতামুক্ত ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষহীন না করে তোলে, তা হলে শাস্ত্র আমাদের কোন কাজে লাগবে?

এইসব প্রশ্নকে চেতনায় সদাজাগ্রত রেখে এবং সদর্থক জীবনদর্শনকে পাথেয় করে পথ চললে উন্নত জীবনের গন্তব্যে আমরা অবশ্যই পৌঁছে যাবো।

www.pathagar.com

কমল-হীরের পাথর চাই

—————— যতীন সরকার

'শেষের কবিতা'র দীপ্তিমান নায়ক অমিত বলেছিল, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলি বিদ্যে, আর ওর থেকে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"

অমিতের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই 'বিদ্যা' বা 'কালচার' কোনোটারই সংজ্ঞা বাংলাতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ না চাইলেও আমরা যে অমিতের উক্তিকেই সংজ্ঞার মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করব,–তারও উপায় নেই। কারণ, যে কোনো বিষয়েরই সংজ্ঞা তৈরি করতে হয় আটঘাট বেঁধে, সংজ্ঞা নির্মাণের সচেতনতা দিয়ে রচিত নয় যে উক্তি, যত বুদ্ধিদীপ্ত বা আবেগোদ্দীপকই হোক না কেন, তাকে সংজ্ঞা বলে মেনে নেয়া যায় না কিছুতেই।

তবে সংজ্ঞা বলে আমি আর নাই মানি, 'বিদ্যাকে কমল-হীরের পাথরের উপমা নিয়ে বুঝানোর মধ্যে যে সত্যকে গভীরভাবে ধরে রাখার প্রয়াস আছে–সে কথাও তো অস্বীকার করতে পারি না। আর, 'কালচার'কে তো বিদ্যারূপ কমল-হীরের পাথরেরই ঠিকরে পড়া আলো বলে মেনে নেয়া যায় স্বচ্ছন্দচিত্তে। কারচাররূপ আলোর দীপ্তিটা আমরা পাব কোথায়, যদি ভার-সমন্বিত পাথরটাকেই অধিকার করতে না পারি?

কিন্তু কথা হচ্ছে, কমল-হীরের পাথরটাকে কি আমরা পেয়েছি? আমাদের যে বিদ্যা, তা কি খাঁটি কমল-হীরের পাথর? না চকচক করা এক প্রতারক কাচ খণ্ড? আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বিদ্যাকে 'পরাবিদ্যা' আর 'অপরাবিদ্যা–এই দুভাগে ভাগ করেছিলেন। শ্বেতদ্বীপের আধুনিক সভ্যতাভিমানী শাসককুলের অধীন হলাম যখন, তখন তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের পরা বা অপরা সব বিদ্যাকেই অ-বিদ্যা বলে বাতিল করে দিলেন। প্রাচ্যদেশের তাবৎ গ্রন্থরাজিকে একত্র করলে যেটুকু বিদ্যা পাওয়া যাবে, তার অনেক গুণ বেশি বিদ্যার ধারক পাশ্চাত্যের এক শেলফ বই–শ্বেতাঙ্গ বিদ্বানের এই দম্ভকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সত্য বলে মেনে নিয়ে আমরা মহাসাগরের ওপার থেকে বয়ে আনা বিদ্যার চর্চায় রত রইলাম প্রায় দুশো বছর ধরে।

এই দুশো বছরে যা পেয়েছি, তার হিসেব মিলালে কী থাকে? বিদ্যা আমরা কতটুকু অর্জন করেছি, তার সর্বজনগ্রাহ্য পরিমাপ হাজির করা খুবই কঠিন; তবে আমরা বিদ্বান হয়ে যে ক্ষমতার বহু আসন দখল করে আছি, জনসংখ্যার শতকরা হারের হিসেবে আমাদের দেশের বিদ্বানের সংখ্যা নগণ্য হলেও ভূখণ্ডটির আয়তনের বিচারে এখানে যে অগণ্য বিদ্বানের অধিবাস–এ কথা বোঝা যায় অতি সহজেই। এই বিদ্বানেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, শাসনে-শোষণে এবং অবিদ্বানদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় প্রায় বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রতিবাদে আর তাতেই বিদ্বান-অবিদ্বানের

www.pathagar.com

মধ্যকার ব্যবধান অলঙ্ঘ্য হয়ে যেতে থাকে, অবিদ্বানের বাধ্যতা লাভের অধিকার বিদ্বানের জন্য নিরঙ্কুশ হয়ে যায়। অবিদ্বানরাই ক্ষেতে-খামারে কলে-খারখানায় শ্রম দিয়ে ভোগ্য উৎপাদন করে, বিদ্বানরা সেই উৎপাদনের কর্মকাণ্ড থেকে বহুদূরে অবস্থিত থেকেও স্বচ্ছন্দে সেই ভোগের অংশীদার হয় এবং পরশ্রমভোগীরূপে জীবনযাপনে একটুও লজ্জিত হয় না।

লজ্জিত যে হয় না, তার কারণ এ দেশে এই নতুন বিদ্যা যারা আমদানি করেছে, তারা তো এ দেশের কেউ-না হয়েও দেশটির সম্পদ অবাধে ভোগ করেছে এখানকার মানুষকে বঞ্চনা প্রতারণা ও শোষণ করে। এবং এসব করার পরিপূর্ণ অধিকারবোধ দ্বারাই তারা চারিত হয়নি শুধু 'শ্বেতমানুষের দায়িত্বভার বহন করছে ভেবে গর্বে ও গৌরবে স্ফীত থেকেছে। এ দেশে তারা বিদ্যা বিক্রয় করেছে তাদের এই তথাকথিত দায়িত্বভার পালনের সহযোগী সৃষ্টির জন্য। অর্থাৎ তাদের কুকর্মের দোসর রূপেই একটা একটা দেশীয় বিদ্বানগোষ্ঠী তারা তৈরি করতে চেয়েছে। এ কাজে তারা সফলও হয়েছে। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়' দেশীয় বিদ্বানরা বিদেশি শ্বেতপ্রভূদের শাসনযন্ত্রের অংশীদার রূপে দেশের মানুষকে শাসনের নামে দমন, পীড়ন ও নির্যাতনের কাজে স্বচ্ছন্দে তাঁদের বিদ্যাকে ব্যবহার করেছেন। এমন কাজ করতে গেলে লজ্জার অধীন হলে চলে না। এমন কাজ ব্যবহৃত হয় যে বিদ্যা, সে বিদ্যা বিনয়ও দান করে না। তাই সাগরপারের বিদ্যায় বিদ্বানেরা শুধু নির্লজ্জই হলেন না, হলেন দুর্বিনীতও।

সাগরপারের বিদ্যা অর্থাৎ পশ্চাত্য বুর্জোয়া বিদ্যাকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বরং পুরো সচেতন যে বিদ্যাকে মধ্যযুগীয় রহস্যময়তার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞানের আলো ও বাস্তবের খোলা হাওয়ায় নিয়ে আসেন সামন্ত বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আধুনিক পাশ্চাত্যের বুর্জোয়ারাই, এঁরাই বিদ্যার গণতন্ত্রায়ন ঘটিয়ে প্রাকৃতজনের মধ্যে বিদ্যালাভের অধিকারকে প্রসারিত করেন; এঁদেরই দাক্ষিণ্যে আমাদের এই বর্ণাশ্রম-কবলিত দেশে বিদ্যামন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয় বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য। কাজেই নতুন বিদ্যা ও বিদ্যাবহনের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য, তাকে অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞতার দায়ভাগী হতে আমি মোটেই রাজি নই। অকপটে আমি এও স্বীকার করি যে, সাগরপারের নতুন বিদ্যার অধিকারী হয়েই আমাদের দেশীয় মনীষার স্ফূর্তি ঘটেছে, দেশের যেসব প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর নাম উচ্চারণ করে আমরা গর্বিত হই, তাঁরা সবাই ওই বিদ্যার বদৌলতেই গৌরবের আসনে সমাসীন।

কিন্তু মনীষা তো সহজলভ্য কোনো বস্তু নয়, মনীষীরা সব দেশে ও সব যুগেই বিরল ব্যতিক্রমের মধ্যে গণ্য। সেই ব্যতিক্রমীরা পরমহংসের মতো যে কোনো বিদ্যার নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করতে তো পারবেনই, তাঁদের বিদ্যার ধার ও বার সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলার কিছু নেই। প্রশ্ন ওঠে সেই সব সাধারণ বিদ্যাবিলাসী নিয়ে যারা কোনো অসাধারণ বা ব্যতিক্রমী গুণের অধিকারী নয়। তারা কি সেই বিদ্যার অধিকার লাভ করতে পেরেছে যাকে অনায়াসে তুলনা করা যায় কমল-হীরের পাথরের সঙ্গে, যে পাথরের ভার আছে এবং যা থেকে ঠিকরে পড়তে পারে দীপ্তিময় কালচারের আলো?

www.pathagar.com

এর উত্তর মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। বিদ্যার উদ্দেশ্যে যদি হয় বাস্তব-পরিপার্শ্বকে জানা ও নিজেকে জানা এবং সেই জানার ফলে পরিপার্শ্বকে ও নিজেকে পরিবর্তন করা, তা হলে বলতেই হয়, এ বিচারে আমাদের অর্জিত বিদ্যা একেবারেই ব্যর্থ ও নিষ্ফল। পরিপার্শ্বকে জানতে হয় তার পরিবর্তন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, জানা ও পরিবর্তন একই অভিন্ন প্রক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গি দুটো দিক, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্ভব। বাস্তব কর্মের প্রয়োগ শালাতেই বিদ্যা তার যথার্থ রূপটিকে লাভ করে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্মিলন ও তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের উদাত্ত বন্ধনের অপর নাম বিদ্যা। আমাদের বিদ্যা যে নিতান্তই মেকি বিদ্যা, তা প্রমাণ ওই উদ্বাহ-বন্ধন না হওয়ার মধ্যেই নিহিত। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থান বাস্তবের প্রয়োগশালা থেকে যোজন যোজন দূরে' গ্রহ-নক্ষত্র থেকে অণু-পরমাণুর ভূরি ভূরি তত্ত্ব আমাদের বিদ্বানদের নখদর্পণে, সে সব তত্ত্বের অধিকারী বলে চিত্তজুড়ে তাদের সীমাহীন অহংকার, ওই তত্ত্বজ্ঞান নেই বলে মূর্খ মেহনতী মানুষগুলোর প্রতি আমাদের বিদ্বানদের হৃদয়ে কী অপর করুণার বোধ! তবে, বিদ্বান আর মাঝির সেই গল্পটিও তো আমাদের জানা। খেয়াপারের মাঝিটি হরেক রকম তত্ত্ব জানে না, তাই ওই জীবনের 'বারো আনাই ফাঁকি বলে বিদ্বান যখন করুণায় ও আত্মপ্রসাদে স্ফীত হচ্ছিলেন, তখন প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকাডুবির মুখে তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্বানের জীবনের 'ষোল আনাই ফাঁকি' হয়ে গেল কেবল সাঁতার না জানার ফলে। হায়, ওই ফাঁকির বিদ্যা নিয়েই বিদ্বানের কত না দম্ভ!

বাস্তব-জীবন-বিচ্ছিন্ন বিদ্যার এই দম্ভ যে কেবল আধুনিককালেই আমাদের বিদ্বানেরা রপ্ত করেছেন–তা নয়। বরং প্রয়োগহীন তাত্ত্বিকতার উত্তরাধিকার নিয়েই তারা আধুনিককালের বিদ্যাশালায় প্রবেশ করেছেন। প্রাক্ আধুনিককালে, শ্বেতাঙ্গদের অধিকার বিস্তারের আগে, গৌড় বাংলার বিদ্যাকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী। সে যুগের এই বিদ্যাকেন্দ্রগুলোতে ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি আর ফলিত জ্যোতিষের সঙ্গে যে বিদ্যা সূক্ষ্মতার উত্তুঙ্গে পৌঁছে তার নাম নব্যন্যায়। 'পাত্রাধার তৈল না তৈলধার পাত্র' কিংবা 'গাছ থেকে তালটি টুপ করে পড়ল না পড়ে টুপ করল',–ইত্যাকার অতি উচ্চাঙ্গের (!) সমস্যা নিয়ে পরশ্রমভোগী বিদ্বানদের 'মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত' সর্বদা আন্দোলিত হতো। সে বিদ্যা কোনো বস্তুর সামান্যতম পরিবর্তনে সক্ষম না হলেও বাস্তবের ব্যাখ্যায় উলটপালট ঘটাতে ছিল অতি নিপুণ। বলা যেতে পারে, জনগণ-বাঞ্ছিত কোনো ঘটনা ঘটাতে সমর্থ না হলেও সে বিদ্যা ছিল আক্ষরিক অর্থেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। সে যুগে বিদ্যা লাভের অধিকারী ছিল যে গোষ্ঠীটি, তাদের বংশধররাই পরবর্তী যুগের বিদ্যাক্ষেত্রেও প্রায় একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করে বসে এবং এবারের বিদ্যা এল শক্তিমান বৈদেশিক প্রভুর হাত ধরে; তাই গণশোষণে পরশ্রমভোগের নিপুণতায় এ বিদ্যা পূর্বযুগের বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত। সাগরপারের শ্বেতাঙ্গরা এ বিদ্যা লাভ করেছিল সংগ্রামী সাধনার বলে; ওখানকার উদীয়মান বণিকদের হাতে যতদিন এ বিদ্যার প্রয়োগ ঘটে সামন্তপ্রভুদের শোষণক্ষমতা খর্ব করার লক্ষ্যে, ততদিন ও বিদ্যা থাকে তাজা, বলিষ্ঠ ও ঋজু। কিন্তু যখন সামন্তরা পর্যুদস্ত হয়ে যায় ও তাদের পরিত্যক্ত আসনে বসে বণিকদল নিজেরাই পেয়ে যায় শোষণের নিরঙ্কুশ অধিকার, তখন থেকে তাদের বিদ্যাও হয়ে যেতে থাকে পর্যুষিত, মেরুদণ্ডহীন ও কুটিল। সাগর পেরিয়ে শ্বেতাঙ্গরা আমাদের দেশে আসে বিদ্যাকে শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার আয়ুধ বানিয়ে, আর সে আয়ুধ প্রয়োগ করেই অধিকার করে নেয় এ

www.pathagar.com

দেশের রাজদণ্ড। সে রাজদণ্ড পরিচালনার পথ ও পদ্ধতিকে নিষ্কণ্টক রাখার জন্যই প্রজার দেশের একটি অনুগত বিদ্বানগোষ্ঠীর সহযোগিতা তাদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে; সে প্রয়োজন সাধনের জন্যই তারা বিদ্যা বিতরণের পাঠশালা খোলে তাদের এই বিজিত দেশে; আর এ দেশে নব্যন্যায় পড়া বিদ্বানদের বংশধররা সে পাঠশালার চাত্র হয়ে স্বদেশবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওপর বিশেষ সুবিদাভোগী অবস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার ন্যায়সঙ্গত (?) অধিকার পেয়ে যায়। সে অধিকারকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণই হয়ে ওঠে বিদ্যা অর্জনের প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু সে লক্ষ্যপথেও নির্বাধে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ সে পথটা যাদের স্বার্থে তৈরি সেই বৈদেশিক প্রভুবৃন্দ পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রভুদত্ত বিদ্যায় যথেষ্ট পরিমাণে ব্যুৎপত্তি অর্জণ করেও–এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভুদের চেয়ে অধিক প্রতিভার পরিচয় দান করেও– উপযুক্ত পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিতই থেকে যায় শাসিত দেশের বিদ্বানবৃন্দ। তাই, আস্তে আস্তে আত্মাভিমান দানা বাঁধতে থাকে তাদের মধ্যে; আত্মাভিমান ক্রমে পর্যবসিত হতে থাকে আত্মমগ্নতা তথা পশ্চাৎপদতায়। সেই পশ্চাৎপদ চিন্তাকে সম্বল করেই দেশপ্রাণতায় আত্মদীক্ষিত হতে থাকে ওই মর্যাদাবঞ্চিত হতাশাগ্রস্ত বিদ্বান গোষ্ঠীটি, দেশের অতীত গৌরবের কিছু সত্য, কিছু কল্পিত ও প্রায় সর্বাংশেই অতিরঞ্জিত এক চিত্রপট নির্মাণ করে নতুন এক দেশপ্রেমের পৌত্তলিক সাধনায় নিয়োজিত করে নিজেদের–যথার্থ সংস্কার-বর্জিত নির্মোহ খাঁটি দেশপ্রেমের উদ্বোধন ঘটে না। বস্তু বিজ্ঞানের বিদ্যাকে বিকৃত করে ও আধ্যাত্মিকতার এক উর্ণাজাল বয়ন করে তারই আড়ালে ওই নতুন দেশপ্রেমিকরা আশ্রয় নেয়, 'যবন পণ্ডিতদের গুরু-মারা চেলা' হয়ে রেনেসাঁসের আলোকরশ্মিকে রিভাইভ্যালিজমের কুয়াশায় আবৃত করে ফেলে। এভাবেই মহাসাগরের ওপার থেকে বয়ে আনা নতুন বিদ্যাও এ দেশে আত্মাভিমান, কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালিতে আটকে যায়। এ ছাড়া আগেই তো বলেছি, আমাদের দেশে আমদানি হয়েছিল সাগর পাড়ের পর্যুষিত বিদ্যা, সেই পর্যুষিত বিদ্যা দিয়ে চিত্তের বিকাশ ঘটানো অসম্ভব। আর চিত্ত বিকশিত হয়নি বলেই তাতে কালচারের জন্ম হয় না। কালচার তো দূরের কথা একটা মানুষের মানুষ হওয়ার কোনো প্রশস্ত পথও খোলা থাকেক না।

ব্যতিক্রমী মনীষার বলে যাঁরা বাস্তবকে বিচার করার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে থাকেন তেমন একজন মনীষী-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–ইংরেজের পাঠশায় শিক্ষিত হয়েও সে-শিক্ষার ফাঁক ও ফাঁকিটুকু ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। আজ থেকে এক শতাব্দী আগে তাঁর নির্মোহ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে, 'আধুনিক শিক্ষা প্রণালি'ও তিনটি গুরুতর দোষ আছে'। তিনি উপলব্ধি করেন যে–'এ শিক্ষার প্রথম দোষ জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলোর প্রতিই অধিক মনেযোগ; কার্যকারিণী চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।'

আর–

'আধুনিক শিক্ষা প্রণালির দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক কি বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে–সকলের সকল বিষয়ে শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভালো করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির

www.pathagar.com

সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইলে কৈ? সবাই আধকানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইবা কোথায়? যে বিজ্ঞান কুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধকানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্যদত্ত প্রাণ, সর্ব সৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ–সে-ও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত।'

এ শিক্ষার তৃতীয় দোষটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যালোচনা :

'জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ভ্রম এই যে সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষা উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে। যদি কোনো বৈদ্য রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যস্ত হন, অথচ তার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালির শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসার ফল অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি– তেমনি এই জ্ঞানার্জন বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ– বৃত্তিসকলের অবনতি। মুখস্থ করো, মনে রাখো, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পারো। তারপর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্ত্যবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তক-প্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তৃরূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মতো কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইলে সে বিষয়ে কেহ ভ্রমে চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়–বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।'

আধুনিক শিক্ষা-প্রণালির বঙ্কিমচন্দ্র-নির্দেশিত তিনটি দোষের মধ্যে তৃতীয়টি প্রথমটির ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি মাত্র। যে উদ্দেশ্যে ওই শিক্ষা প্রণালিটি প্রবর্তিত তাতে মানবিক সকল বৃত্তির স্ফূরণের কোনো আবশ্যকতা নেই, সে স্ফূরণ বরং ওই উদ্দেশ্যে সাধনের প্রতিকূল। শিক্ষার ফলে যদি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির উপযুক্ত বিকাশই ঘটে যায় কারো, তবে সে চাইবে সকলের চিত্তের দ্বারই খুলে দিতে; কারণ সকলের সঙ্গে চিত্তের যোগ না ঘটিয়ে চিত্তরঞ্জন কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু সকলেরই যদি চিত্তস্ফূর্তি ঘটে যায়, তবে গণচিত্তকে অন্ধকারে রেখে কতিপয় বিদ্বান কী করে পরশারাহীন শাসকশক্তির সহযোগী রূপে তাদের অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগাবে? আর কার্যকারণী বৃত্তি? জ্ঞান থেকে কার্যকে তো আলাদাই করে দিয়েছে অপরের শ্রমফল-অপহারী বণিকদের ওই পর্যুষিত শিক্ষা। আসলে নবদ্বীপের টুলো পণ্ডিতদের নৈয়ায়িক তত্ত্বের কচকচি-ভরা বিদ্যার সঙ্গে বস্তুবিজ্ঞানের তত্ত্বনির্ভর আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যার (অন্তত তার যে প্রণালিটি আমাদের দেশে প্রবর্তিত) যত বিস্তর প্রভেদই থাকুক, এক জায়গায় তারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। অর্থাৎ উভয় বিদ্যাই বিশেষ শ্রেণিচরিত্র-বিশিষ্ট। শ্রেণিসমাজের বিদ্যারও তো, স্বাভাবিকভাবেই, শ্রেণিচরিত্র থাকবেই। যে শ্রেণি সমাজের শাসন কর্তৃরূপে অধিষ্ঠিত, সে শ্রেণির স্বার্থেই এ-সমাজের সবকিছুর মতো বিদ্যাও পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত। শাসকশ্রেণির সম্পর্ক যেহেতু কার্যের সঙ্গে নয়, কার্যের ফলটি আত্মসাৎ করে ভোগ করার সঙ্গে, তাই তার বিদ্যাতেও তো কার্যকারণী বৃত্তির স্ফূরণের দিকে মনোযোগ দেয়ার কোনো প্রয়োজনই থাকতে পারে না। বাস্তবে যারা 'কাজ করে', যারা 'টানা দাঁড় ধরে থাকে হাল', যারা 'বীজ বোনো

www.pathagar.com

পাকাধান কাটে', তারা তো বিদ্বান হতে পারে না, বিদ্যালাভের অধিকার বা প্রয়োজন কোনোটাই তাদের জন্য স্বীকৃত নয়। ওদের কার্যকারিণী বৃত্তির বাড়বাড়ন্ত ঘটুক, তা দিয়ে প্রচুর সম্পদের সৃষ্টি করুক শ্রেণিসমাজ তা অবশ্যই চায়। কিন্তু সৃষ্ঠ-সম্পদে নিজেদের অধিকারবোধ জাগাতে পারে যে-জ্ঞানার্জনী বৃত্তি তা যেন সামান্য পরিমাণেও মাথা তুলতে না পারে ওদের চিত্তক্ষেত্রে-শ্রেণিসমাজের শাসকশক্তির সেদিকে বড় কড়া দৃষ্টি। ওদের জন্যও বিদ্যার আবশ্যকতার কথা শাসকশ্রেণির মুখপাত্ররা যখন চিন্তা করে, তখনো তারা এ ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকে যে, সর্বসাধারণ সাক্ষর হোক তাতে ক্ষতি নেই, বরং আজকের জটিল প্রযুক্তির যুগে শারীরিক শ্রমনির্ভর উৎপাদনের কাজেও সাক্ষরতার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তারা যেন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন করে তত্ত্ববিদ্যার দিকে হাত না বাড়ায়। কার্যকারিণী বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলনের যারা সম্পন্ন, তারা যদি জ্ঞানার্জনী বৃত্তিরও সংকর্ষণ ঘটায়, তবে যে তত্ত্ব তারা লাভ করবে তা হবে নিরাবরণ সত্য আর অপরিমেয় শক্তির ধারক। সে তত্ত্ববিদ্যা দিয়ে তারা উল্টিয়ে দেবে শোষণ ও প্রবঞ্চনার সৌধ; পরিণামে সমগ্র শ্রেণিসমাজটিই হয়ে পড়বে ছিন্নমূল। এই পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এ সমাজের প্রহরীরা আজকে তত্ত্ববিদ্যার প্রতি বড় বিরূপ, তাদের দ্বারা টেকনিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল বিদ্যার মহাত্ম্য বড় বেশি পরিমাণে কীর্তিত।

আর এ সমাজে গণপ্রশাসনের কাজে যারা নিযুক্ত থাকে, আশা করা হয় যে, তারা হবে খুবই চৌকস। কারণ, তারা চৌকস না হলে শাসিতব্য মানুষগুলোর চমক লাগবে কী করে? গণমনে চমক-লাগানো একটা গোষ্ঠীকে দিয়ে, শ্বেতাঙ্গ শাসনের সেই উদ্যোগ পর্বেই, প্রশাসনের ইস্পাত কাঠামো স্বরূপ একটা আমলাতন্ত্র বিনির্মিত। শ্বেতাঙ্গ-শাসনের প্রত্যক্ষতার অবসানের পরও সেই আমলা-শাসনের অবসান ঘটে না। গণপীড়নের বিদ্যায় বাদামি আমলারা বরং তাদের সাদা পূর্বসূরিদের চেয়ে অনেক বেশি সুদক্ষ হয়ে ওঠে। নানা বিদ্যার পরীক্ষা নিয়ে ওই আমলাদের মনোনয়ন সম্পন্ন হয় প্রায় সর্ববিদ্যাবিশারদের মতো করে। আমলাদের বিদ্যা জীর্ণ হওয়া অনাবশ্যক, কেবল বিদ্যার প্রদর্শীতে গণমনে ভীতির সঞ্চার করতে পারাই যথেষ্ট। তাই, 'মুখস্থ করো, মনে রাখো, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পারো'– তাদের কাছে শুধু এ রকম বিদ্যারই প্রত্যাশা থাকে। সে-বিদ্যার দাপটে শুধু বিদ্যাহীন প্রাকৃতজনই সন্ত্রস্ত থাকে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতবর্গ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র কথিত সেই 'শিক্ষিত গর্দভদের' নির্দেশনামা মেনে চলতে বাধ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রই শুধু এই শিক্ষিতদের গর্দভের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসাননি। তাঁরই অনুজ সাহিত্যসেবী 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' খ্যাত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমের সমসাময়িককালেই আরো নিরাবরণ স্পষ্টতায় লিখেছিলেন-

"আমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিসূত্রে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে আমার গর্দভ বলিয়া বোধ হয়। গর্দভ অনেক রকমের অনেক বস্তু পৃষ্ঠে বহন করে। একটি গর্দভের বার নামাইয়া খুলিয়া দেখুন– অমুক রাজার বাড়ির একশত টাকা মূল্যের একখানি শান্তিপুরে শাড়ি, অমুক বড়লোকের গৃহিণীর একটি বিচিত্র ঢাকাই শাড়ি, কৃষ্ণকান্ত তর্কালঙ্কারের একখানি ছেঁড়া মলমলের চাদক, ফয়জুল্লা শেখের আধখানি পায়জামা–উত্তম

www.pathagar.com

মধ্য, অধম অনেক রকম বস্তু দেখিতে পাইবেন, গর্দভের বাছাবাছি নাই, সে সব বহন করে। কৃতবিদ্য যুবকদের মধ্যে একটি ভার নামাইয়া দেখুন– শেক্সপীয়রের একটি প্লে, মিল্টনের দুই ছত্র, কালিদাসের আধখানি শ্লোক, মিল এবং হামিল্টনের দুইটি কথা; গৃহিণীর রচিত একটি পদ্য, বটতলার একখানি নাটকের এক অঙ্ক দেখিতে পাইবেন। গর্দভ অনেক বস্তু বহন করে, কিন্তু আপনি উলঙ্গ–ইহার পৃষ্ঠে বিদ্যা বিষয়ক অনেক কথা আছে, কিন্তু আপনি কোনো বিষয়েই বাক্য ব্যয় করিতে পারেন না। একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন 'মহাশয়, অমুক বিষয়ে আপনার মত কী? বাবু থেলিস হইতে আগষ্টী কোমটী পর্যন্ত সকলের নাম আওড়াইবেন, কিন্তু নিজের মতের বেলা পৃষ্ঠ হাতড়াইয়া দেখিলেন, কেশব বাবু কিছু বলিয়াছেন কি-না? যদি না বলিয়া থাকেন তবেই অবাক।"

সিভিলিয়ান বা গণপ্রশাসক রূপে এ ধরনের পল্লবগ্রাহী বিদ্যাবাহীরাই উপযুক্ত বলে বিবেচিত। এদের বিদ্যায় পরস্পর-অসংশ্লিষ্ট নানা তথ্যের ভার থাকে, নানা জ্ঞানের ভারবাহীও হয়তো হয় এরা, কিন্তু জ্ঞানার্জনী বৃত্তির বিকাশের দ্বার তাদের জন্য রুদ্ধই থেকে যায়। কার্যকারিণী বৃত্তির সঙ্গে কোনোই যোগ না তাকায় এদের অর্জিত সকল জ্ঞানই হয়ে থাকে খণ্ড– আপনার শক্তিতে চলতে একেবারেই অসমর্থ। এই খণ্ডজ্ঞানের অধিকারীদের চিত্ত থাকে স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ ও সৃজন-ক্ষমতাসীন, কারণ চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির কর্ষণের কোনো ব্যবস্থাই তাদের অনুশীলিত বিদ্যায় নেই। এই না-থাকাটার দরুণই তারা অনায়াসে শুষ্ক ও দক্ষ শাসক হতে পারে, শাসিতের সঙ্গে অবজ্ঞাপূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখতে পারে, সোহাগ সোহাগ দিয়ে মানস সিক্ত না করে শাসিতকে সর্বদা চোখ রাঙানি আর ধমক দিয়ে ঠেসে রাখতে পারে। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের প্রবর্তিত এ-রকম শাসনবিদ্যাই স্বাধীন দেশের কৃষ্ণাঙ্গ শাসকদের দ্বারা পরম নিষ্ঠাসহকারে অনুসৃত।

শাসনকার্যের বাইরে অবস্থান নিয়ে মূলতই বিদ্যাচর্চায় নিরত, তাদের কাছে কিন্তু সর্ববিদ্যার ব্যুৎপত্তি প্রত্যাশা করা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েই 'বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব' বিদ্বান সৃষ্টির দিকে শিক্ষা প্রণালির লক্ষ্য নিয়োজিত। সে সময়েই বিজ্ঞান আর সাহিত্যবিদ্যার মধ্যে পাঁচিল তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে, এ দু বিদ্যার পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ তৈরির দিকে মনোযাগ নিবদ্ধ করা হয়েছে। আর আজকে শতাব্দীকালের ব্যবধানে, সাহিত্য তথা মানবিকবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানমূলক বিদ্যার বিচ্ছিন্নতা প্রায় অমোচ্যতার পর্যায়ে উন্নীত। বিজ্ঞান আর মানবিক বিদ্যা আজকে দুই প্রান্তবর্তী দুই সংস্কৃতিরই জন্মদাতা। একালের মনীষীরা এই দুই সংস্কৃতির পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের কোনো পথ খোলা না দেখে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই রীতিমতো উদ্বেগাকুল। সি.পি. স্নো-র মতো হৃদয়বান মনীষী মর্মাহত হয়ে স্বগতোক্তি করেন, 'কী আশ্চর্য, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর সকল জ্ঞানকে আত্মসাৎ করতে ব্যর্থ হলো।'

এ ব্যর্থতা দূর করার জন্য সমাজচিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদরা নানান উপায়ের কথা ভাবছেন। বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানরা যে আজ ধ্রুপদী সাহিত্য বা মানবিক বিদ্যার কোনো মূল্য স্বীকার করতে নারাজ, সাহিত্য বা অন্যান্য মানবিক বিদ্যার ক্ষেত্রে বিচরণকারীদের কাছে বিজ্ঞানের আশ্চর্য অবদানসমূহ যে প্রায়-অপরিচিত এবং এ বিদ্যার এই বিভাজন যে সমগ্র মানব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক মারাত্মক আত্মদ্বন্দ্বের জনয়িতা,–এ সম্পর্কে ভাবিত হয়েই সি.

www.pathagar.com

পি. স্নো কিছু সমাধান সূত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন, একালের প্রচলিত 'শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পুনর্বিন্যাসের' এবং 'কলা ও বিজ্ঞানের যুক্তিসহ সমীকরণের' পথ খোঁজেন। আরো অনেকেই বিদ্যার এই বিভাজনকে দূর করার জন্য মানবিকবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়-বিধায়ক পাঠ্যসূচি প্রস্তুতের কথা বলেন। বিভিন্ন দেশের সরকার নিয়োজিত শিক্ষা কমিশনও এ ধরনের সুপারিশ রাখেন। কিন্তু এসব প্রয়াসে বিদ্যা-বিভাজনের প্রবণতা রুদ্ধ হয় না। বিশেষ করে নানা ধরণের প্রযুক্তিবিদ্যাবিদরা মানবিকবিদ্যার দূরতম সম্পর্শ থেকে পর্যন্ত প্রযুক্তিবিদ্যাকে মুক্ত রাখতে তো বদ্ধপরিকরই, এমনকি মৌলিক বিজ্ঞান (Basic Science)-এর আওতামুক্ত করে প্রযুক্তিবিদ্যার স্বাধীনতা ঘোষণা করতেও তাঁদের অনেকের সীমাহীন উৎসাহ। 'বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে নানা খণ্ডিত বিদ্যার প্রতিষ্ঠান স্থাপন এ প্রবণতারই সাক্ষ্যবহ। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এ প্রবণতারই সম্প্রসারণ লক্ষ্য করে বাংলাদেশ-সরকার-নিয়োজিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রধান ডক্টর কুদরত-ই-খুদা মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক বিবৃতিতে বলেন, 'দুর্ভাগ্য এই যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিগত কয়েক বছরে কিছু অর্থহীন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।' সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মতো মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থাতেও যথেষ্ট পরিবর্তনের আবশ্যকতার প্রতি দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি জানিয়ে এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জানানা, "এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন কতিপয় সুপারিশ করেছেন–যার মধ্যে রয়েছে বর্তমান সিলেবাস ও কারিকুল্যামের পরিবর্তন, শিক্ষামূলক হাসপাতালগুলিকে সাধারণ থেকে পৃথক করা, প্রাশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে মেডিক্যাল কলেজগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া ও পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনাও বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর কোথাও নেই। বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান ধারা হচ্ছে 'এক বিষয়ে' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিপক্ষে। কমিশন তাই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন নাই এবং বর্তমানে দেশের এক বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য বিষয় ডিগ্রি কার্যক্রম চালু করার সুপারিশ করেন।" (দৈনিক বাংলা, ২০ অক্টোবর, ১৯৭৬)

কিন্তু এ সুপারিশ কার্যকর হলেই কি বিদায় খণ্ডিকরণ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? মনে তো হয় না। কারণ সমস্যাটা মোটেই সরলরৈখিক নয়। 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামধারী প্রতিষ্ঠান থাকলেও বিদ্যার বিশ্বমুখিতার প্রতি এ যুগে কারো উৎসাহ নেই। শুধু কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি অনুষদগুলোর মধ্যে চৈনিক প্রাচীর তুলেই বিদ্যাকে খণ্ড খণ্ড কুঠরিতে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে না, বিশেষজ্ঞতার সর্বগ্রাসী প্রভাবে প্রতিটি বিষয়ই আজকে একেবারে হাস্যকর রূপে চূর্ণীকৃত। আজকের চিকিৎসাবিদ্যাতেই এই ভয়াবহ বিশেষজ্ঞতার দৌরাত্ম্য বোধ হয় অতি সাধারণ লোকেরও চোখে পড়ে। তাই এ নিয়ে অনেক মুখরোচক চুটকির উদ্ভাবনে জনগণ যথেষ্ট কৌতুকরস-কুশলতার পরিচয় দেয়। যেমন–একজন লোক দাঁতের ব্যথায় কাতর হয়ে দন্তচিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তিনি রোগীকে জিজ্ঞেস করেন তার ব্যথাটা ডান দিকের দাঁতের না বাঁ দিকের দাঁতে এবং উপরের পাটিতে না নিচের পাটিতে। রোগী যখন জানান যে, তার বাঁ দিকের দাঁতের নিচের পাটিতে ব্যথা, তখন চিকিৎসক বলেন যে, এ রোগীর চিকিৎসায় তিনি অপারগ;

www.pathagar.com

কারণ, তিনি বাঁ দিকের দাঁতের উপরের পাটির চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ। বিশেষজ্ঞতা বা স্পেশালাইজেশনের সম্পর্কে এটি হয়তো নিতান্তই একটি কল্পিত কৌতুক গল্প এবং এর বস্তুগত সত্যতা হয়তো খুঁজে না-পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটিকে কি অস্বীকার করা যায়? বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তো প্রকটই–একটি বিশিষ্ট বিষয়ও কি তর সমগ্রতা নিয়ে আজকের একজন বিদ্বানের কাছে ধরা পড়ে? একটা বিশেষ বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে বিশেষিত অনুশীলনের দ্বারা সে অংশটি সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্যই যথেষ্ট তীক্ষ্ণতা পায়, কিন্তু অংশকে সমগ্র থেকে ছিন্ন করে নেয়ার ফলে সে জ্ঞান কি আসলে খণ্ডিত, বিকৃত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায় না? 'বিজ্ঞান'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবশ্যই 'বিশেষ জ্ঞান' কিন্তু বিশেষের সৌধকে সাধারণ বা সমগ্রতার ভিত্তির ওপরই দাঁড়াতে হয়। অথচ, আজকের বিশেষিত জ্ঞান যেন বিদ্যার সামগ্রিকতাকেই অস্বীকার করে। তার ফলে একজন বিশেষজ্ঞ কোনো একটা কিছুর বিশেষ জ্ঞান হয়তো লাভ করেন। কিন্তু খুইয়া বসেন সাধারণ জ্ঞান–এমন কি কাণ্ডজ্ঞানও। আর কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যার থাকে, তার বিদ্যাকে ব্যর্থতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে ফিরাবে কে?

বিশেষজ্ঞদের জীবন-দর্শনের দৈন্য তাঁদের ব্যর্থতাকে আরো নানাভাবেব প্রকট করে তোলে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের অনেকেই নানা অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অর্থাৎ আজকের দিনের স্পেশালাইজেশনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া শিক্ষাপ্রণালি বিদ্যার শুধু খণ্ডীকরণই ঘটায় না, বিদ্যাকে অবিদ্যার কূপেও নিক্ষেপ করে। তাই, বিজ্ঞানের উচ্চ ডিগ্রিধারী একজন অধ্যাপকের সঙ্গে একজন নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর গ্রামবাসীর চেতনাগত মানের কোনো পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। (তবু কিন্তু বিদ্বান তাঁর চারপাশে এমন কৃত্রিম যবনিকা বিস্তার করে রাখেন যে, অবিদ্বানের পক্ষে তা ভেদ করা অসম্ভব; তাই বিদ্বান-অবিদ্বানের ব্যবধান একান্তই দুস্তর।) জড়ি-বুটি, তাগা-তাবিজ, পীরের শিন্নি, অঙ্গুরীতে রত্নধারণ ইত্যাদিতে অবিদ্বান প্রাকৃত জনের আস্থার তাৎপর্য বেশ বোঝা যায়, কিন্তু বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিচরণকারী কোনো বিশেষজ্ঞ বিদ্বানের আচরণেও যখন অনুরূপ আস্থার প্রকাশ ঘটে, তখন বিমূঢ় হয়ে 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা' বলা ছাড়া উপায় থাকে না। বিদেশ থেকে উঁচুমানের ছাড়পত্র পাওয়া এ দেশীয় চিকিৎসাবিদকেও নিজের বাহুমূলে ঢাউস তাবিজ বেঁধে রাখতে, কিংবা আপন পরিবারের সদস্যদের অসুখ-বিসুখে শান্তি স্বস্ত্যয়ন বা পীরের কেরামতির শরণ নিতে কি আমরা দেখিনি? এমনকি জীববিজ্ঞানের জাঁদরেল অধ্যাপককেও দেখেছি। বিবর্তনতত্ত্ব সম্পর্কে অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রকাশ করতে। তাঁর মুখ থেকে এমন কথাও শুনেছি যে, নিতান্ত চাকরির খাতিরেই তাঁকে বানর থেকে মানুষের বিবর্তনের ধর্মবিরোধী পাপকথা ছাত্রদের শেখাতে হয়–সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায় চলে যে সৃষ্টিলীলা, মানুষের বিজ্ঞান কী করে তার স্বরূপ সন্ধান করবে?

www.pathagar.com

অর্থাৎ প্রথমে মানবিকবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিচ্ছেদ এবং পরে বিজ্ঞানের নিজেরই ভিতরকার খণ্ডিভবন, খোদ বিজ্ঞানীকেই অবৈজ্ঞানিকতা কিংবা অপ-বৈজ্ঞানিকতার অন্ধকারে আবৃত করেছে। কাজেই বিজ্ঞানের বিদ্যা আজ যান্ত্রিক কুশলতার সৃষ্টি করলেও বিজ্ঞান-চেতনা দান করে না, বিজ্ঞানমনস্ক জীবনদর্শন তথা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিদ্বানকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিসারী করে না। একালের খণ্ডজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞান-কুশলী একশো বছর আগেকার বঙ্কিচন্দ্র কথিত 'আধখানা মানুষও হতে পারে না–সিকি মানুষও হতে পারে কি-না সন্দেহ।'

বিজ্ঞানবিচ্ছিন্ন মানবিকবিদ্যার অনুসারীদের ব্যাপারেও সেই একই কথা। একালের বুর্জোয়া জগতের মানবিকবিদ্যাতেও খণ্ডায়ন বড় কম ঘটেনি।

আজকের মানবিকবিদ্যায় বরং মানবিক হৃদয়বত্তা, যুক্তিশীলতা আর সমগ্রতামুখী জীবনদৃষ্টির সন্ধান পাওয়াই শক্ত। মানবমুক্তির লক্ষ্যাভিসরী হয়ে যে মানবিকবিদ্যার উদ্ভব, তাকে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েই ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা, আর সেই নবজারণের উদ্বুদ্ধ বুর্জোয়াশ্রেণিই নতুন এক সভ্যতার নকিব। কিন্তু সাতসমুদ্র পার হয়ে সে সভ্যতা যখন আমাদের দেশে প্রবিষ্ট, তখন তা পররাজ্য গ্রাসী, পরধনলোভী, কৃপণ, খল, শঠ ও শোষক। অর্থাৎ সে সভ্যতা ততদিনে অসভ্যতার অনেক উপকরণই নিজের মধ্যে অঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। কাজেই মানবমুক্তি আর তখন তার অন্বিষ্ট হতে পারে না; বরং কী করে পৃথিবীর সংখ্যগরিষ্ঠ মানবকে শৃঙ্খলিত করে ওই তথাকথিত সভ্যতার মুষ্টিমেয় ধারকদের জন্য মুক্ত জীবনযাপনের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা যায়– তাই-ই হয়ে ওঠে তার লক্ষ্যবিন্দু। সে লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছাবার জন্য মানবিকবিদ্যাকেও যথেষ্ট পরিমাণে অমানবিক করে না দিলে তার চলে না। সেই অমানবিকীকৃত মানবিক বিদ্যার ধারক, বাহক ও রক্ষক একালের বুর্জোয়াশ্রেণি। শ্বেতাঙ্গ শাসক-বুর্জোয়াদের উনিশ শতকীয় প্রতিভূ লর্ড মেকলে শাসিত দেশের বিদ্যাবিস্তার করতে চেয়েছিলেন একটি 'দোভাষী গোষ্ঠী' তৈরী করার জন্য। তৎকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যে কোনটি হবে অধিক উপযোগী, কোন ধরনের বিদ্যাবিস্তার শাসকগোষ্ঠীর অনুমোদন থাকা উচিত– সে বিতর্কে পাশ্চাত্য তথা বুর্জোয়াবিদ্যার পক্ষে দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করলেন লর্ড মেকলে। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এ বিদ্যাই এমন অদ্ভুত এক জাতের মানুষ তৈরি করতে পারে, যারা রক্তে ও গাত্রবর্ণে ভারতীয় হয়েও রুচি, মতামত, নৈতিকতা আর বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ। এই সেতুবন্ধস্বরূপ। দোভাষীয় কাজ করবে। ('We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.')

www.pathagar.com

লর্ড মেকলের বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়নি–এমনি কি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক রাজত্বের অবসানের পরও না। বরং মেকলে-কাঙ্ক্ষিত ওই বিদ্বান দোভাষী গোষ্ঠীই (Interpreter) রাষ্ট্রশাসন ও সমাজশাসনের নানা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত থেকে আপাত অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বৈদেশিক প্রভুর সঙ্গে আজো আত্মিক যোগারক্ষা করে চলেছে। ওই দোভাষী গোষ্ঠীটি সৃষ্টি করতে পারার ফলেই শাসনের প্রত্যক্ষ দায় থেকে মুক্ত থেকেও শ্বেতাঙ্গ মুরব্বিদের শোষণের অধিকার এখানে এখন পর্যন্ত সুরক্ষিত। পুরনো ধরণের উপনিবেশের বদলে অধিকতর নিরাপদ ও নিশ্চিত নয়া-উপনিবেশ পত্তনের পথকে মসৃণ করেছে ওই দোভাষী গোষ্ঠীই। এ গোষ্ঠীর বিদ্বানরাই আজো এ দেশে পুর্যষিত বুর্জোয়া বিদ্যার ঘনিষ্ঠ অনুসারী এবং সেই সূত্রেই বৈদেশিক বুর্জোয়া প্রভুর সামাজিক স্বার্থের বিশ্বস্ত প্রহরী। সাম্রাজ্যবাদ তথা অবক্ষীয় ধনবাদের মারণমন্ত্র উচ্চারিত হয় যে বিদ্যায়, সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত এবং বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার রাসায়নিক সমন্বয়ের অনুঘটক, জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার ধারক, বুর্জোয়াদের খণ্ডিত বিদ্যা ও অমানবিক সভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটক। বলেছি : শ্রেণিসমাজের সকল বিদ্যারই বিশেষ শ্রেণিচরিত্র থাকবেই। শ্রেণিসমাজের শেষতম স্তম্ভ ধনতন্ত্রী সমাজেরও শাসকশ্রেণির বিদ্যাই রাষ্ট্রীয় পোষকতাপ্রাপ্ত এবং সে বিদ্যাই এ সমাজের একমাত্র বিদ্যা বলে অনুভূত। কিন্তু স্মর্তব্য যে, এ সমাজের শাসিত ও শোষিত অথচ উৎপাদনশীল যে শ্রমিকশ্রেণি, সে শ্রেণি উৎপাদনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত থেকেই বাস্তবের স্বরূপ-পরিচিতি-জ্ঞাপন বিদ্যা অর্জন করে থাকে। ভিন্ন শ্রেণির শ্রেণিচ্যুত মনীষীবৃন্দ তাদের জন্য তত্ত্ববিদ্যাও বহন করে এনছেন। সে তত্ত্ববিদ্যারই নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কোনো বিশেষ বিদ্যার শাখা নয়, সকল বিদ্যারই সাধারণ ও অপরিহার্য মর্মসত্যের ধারক। বিদ্যাকে নানা শাখায় বিভক্ত করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, সর্ববিদ্যায় বিশারদ হওয়া যে কোনো ব্যক্তি মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। তবু, বিদ্যাকে যত শাখাবন্দীই করি না কেন, নানা বিদ্যার নানা বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম-প্রণালির যত চুলচেরা বিশ্লেষণই করি না কেন, সকল বিদ্যার ঐকত্রিক ও অখণ্ড রূপটি উপলবিধ করতেই হবে। বিদ্যার অখণ্ড রূপের উপলব্ধির জন্যই প্রয়োজন একটি অখণ্ড ও সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সেই সামগ্রিক জীবন-দৃষ্টি তথা বিশ্বদৃষ্টিরই আরেক নাম। এ জীবনদৃষ্টিটি যদিও মূলত শ্রমিক শ্রেণির, তবুও শ্রমিকশ্রেণি যেহেতু মূলগতভাবে শোষণের বিরুদ্ধে, সেই হেতু এ শ্রেণিটিই পারে সব রকমের শ্রেণিশোষণের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণিহীন এক সমাজের পত্তন করতে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদভিত্তিক বিদ্যা স্পেশালাইজেশনকে অবশ্যই অস্বীকার করে না, কিন্তু স্পেশালাইজেশনের নামে কোনো বিদ্যারই হৃদয়হীন অমানবিকীকরণ ঘটায় না। একই আধারে তত্ত্ব ও প্রয়োগকে বহন করে এবং জীবনের বহুমাত্রিকতাকে স্বীকৃতি জানিয়ে এ বিদ্যাই পারে মানুষকে পুরো মানুষ হওয়ার সাধারণ উপকরণ জোগাতে, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সঙ্গে কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সুসমঞ্জস সংকর্ষণ ঘটাতে। কিন্তু একান্ত স্বাভাবিকভাবেই এবং বোধগম্য কারণেই, শ্রেণিসমাজের প্রহরীরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়েই সেই খাঁটি বিদ্যার প্রসারকে প্রতিহত করে। অথচ, আসলে ওইটিই কমল-হীরের পাথর-সদৃশ সেই বিদ্যা, যার থেকে ঠিকরে পরে কালচারের আলো।

www.pathagar.com

কমল-হীরের ওই পাথরটি আমাদের অধিগত হয়নি, কিংবা বলা উচিত, হতে দেয়া হয়নি। ওই পাথরটি যদি এসে যার প্রাকৃতজনের অধিকারে, তাহলে তার ঠিকরে পড়া আলোতে তাদের সামনে মানবমুক্তির পথটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। বুর্জোয়ারা যে প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মানবিকবিদ্যাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এরা বিদ্যার প্রতিটি শাখাতেই নানা প্রকারের খণ্ডিভবন ঘটিয়ে বিদ্যার অখণ্ড রূপটিকে আড়ায় করে ফেলেছে-কমল-হীরের আলোতে তার স্বরূপ তো স্পষ্টই প্রতিভাত হবে। সেই সঙ্গে ওই আড়াল ঘুচানোর পাথরটিরও সন্ধান পাওয়া যাবে। সেই আড়ায় ঘুচালে একালীন বুর্জোয়াদের মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদি সব রকম বিদ্যারই মেকিত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে অতি সহজেই। উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাঙালি মনীষীবৃন্দ গুরুতর দোষ বা ভ্রম অবলোকন করেছিলেন 'আধুনিক শিক্ষা'র 'প্রণালি'র, মধ্যে, আসলে ওই শিক্ষা বা বিদ্যার মূল মর্মে যে অজস্র ভ্রমের অধিবাস– এত দূর পর্যন্ত তাঁরা ভাবতে পারেননি। সেদিন অবশ্যি বুর্জোয়া বিদ্যার সবটাই মেকি ছিল না, ধনতন্ত্রও চূড়ান্ত অবক্ষয়ের পঙ্কনিমজ্জিত হয়নি বিশেষ করে তৎকালীন প্রাচ্য ভূখণ্ডে বুর্জোয়া বিদ্যার আবির্ভাব ছিল মুক্তবুদ্ধির বাণীবাহক রূপে। বঙ্কিমচন্দ্রও নানা সময়ে নানা পিছুটানে এবং সংকীর্ণ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও, রুশো ভলতেয়ার থেকে আরম্ভ করে মিল, বেন্থাম কোঁৎ পর্যন্ত বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের প্রচারিত বিদ্যা দিয়ে নিজের মনোভূমিকে সমৃদ্ধ করে নিয়েছেন। কিন্তু বিশ শতকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে, বুর্জোয়াদের বিদ্যায় মানস সমৃদ্ধির কোনো উপকরণই আর অবশিষ্ট নেই। একালের মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব বস্তুগত যুক্তি শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে নির্জ্ঞান প্রেরণাকেই চালকের আসনে বসিয়েছে, কিংবা যান্ত্রিক আচরণবাদের (বিহেভিয়ারিজ্‌ম) সাহায্যে মনকে জড়বস্তুতে পরিণত করেছে। সমাজবিজ্ঞান সমাজ-বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ছন্দটিকে আড়াল করে ঘুনেধরা সমাজটিকেই টিকিয়ে রাখার নানা জোড়াতালি ও পুলটিশ সন্ধানে ব্যাপৃত, গ্লানিবর্জিত ভবিষ্যতের চিত্র রচনার সামর্থ্য তার নেই। বর্তমানে বুর্জোয়াদের ইতিহাসচর্চায় বৈজ্ঞানিকতার কোনো নাম-নিশানাও নেই, ইতিহাসকে আজ তারা দেখে নিতান্তই চক্রাবর্তন রূপে। তাদের রাষ্ট্রনীতি শোষণমূলক রাষ্ট্রবিধানকে টিকিয়ে রাখার কতকগুলো প্রতারক তত্ত্ব ও ধূর্ত প্রক্রিয়ার সমাহার মাত্র, আর অর্থনীতি শোষকের স্বার্থনীতির নামান্তর। একালীন বুর্জোয়াদের কোনো বিদ্যাতেই মানবমুক্তির মন্ত্রসাধন নেই, মানবমহিমার অতলস্পর্শিতায় বিশ্বাসও নেই। তার বদলে বরং মানুষ যে লিবিডো কিংবা ক্ষমতালিপ্সা কিংবা মৃত্যুরতির দাস, সত্তা-সংকটে বিপর্যস্ত ও উদ্বেগ হতাশা বিভীষিকায় আক্রান্ত একটি অসহায় জীব– নানা রঙের ও নানা ভঙ্গির বুর্জোয়া দর্শন প্রতিনিয়ত ও তত্ত্ব প্রচারেই নিরত। এ ধরনের জীবনদর্শনই একালের জীবনবিরোধী শিল্পতত্ত্বের জনক। একালের সমস্ত বুর্জোয়া বিদ্যার মতো শিল্পবিদ্যা ও সাহিত্যবিদ্যাও অন্ধকারেরই নান্দীপাঠক–পথসন্ধানী আনন্দ-জাগর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা থেকে বহু দূরে এদের অধিষ্ঠান।

সেই তমসাসঞ্চারী বিদ্যার (আসলে যা নিতান্তই অবিদ্যা বা অপবিদ্যা) পোষক আমাদের দেশেরও শাসকশক্তি। সরকারি স্বীকৃতিধন্য যে বিদ্যা সে বিদ্যার বাস্তব মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও, তার ছাপটির মূল্য অপরিসীম। সেই ছাপ বা ডিগ্রি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটের জোরে শাসকশ্রেণির কৃপাধন্য হওয়ার ও জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ

www.pathagar.com

এখনো যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান বলেই সে ছাপটি অর্জন করার জন্য নাগরিকবৃন্দের প্রয়াসের অন্ত নেই। বিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে সে ছাপটি অর্জিতব্য। আর পরীক্ষার অন্য নাম তো প্রতারণা, পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী দুই-ই সেখানে প্রতারণার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। পরীক্ষককুল প্রশ্নপত্র তৈরি করেন গোপনে–এই গোপনীয়তার মধ্যেই প্রতারণার একটা মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি নির্মিত। পরীক্ষার্থীকে নানাভাবে বেকায়দায় ফেলে তার স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পরীক্ষা গ্রহণের পুরো ব্যবস্থারটারই মধ্যে যেন অন্তর্লীন। পরীক্ষার্থীদের তো আসলে বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হয় না, দিতে হয় ওই প্রতারণা-ভেদের পরীক্ষা। এক বা একাধিক বছর ধরে অনুশীলিন বিদ্যার যদি পরীক্ষা দিতে হয় দুই বা তিন ঘণ্টা সময়সীমার মধ্যে, তাহলে সে পরীক্ষায় ফাঁক ও ফাঁকি থাকা তো একেবারেই অপরিহার্য। প্রশ্নকর্তার ইচ্ছামাফিক নির্ধারিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদানের পরীক্ষক-সন্তুষ্টি বিধানের মধ্যেই একজন পরীক্ষার্থীর সফলতার তথা ছাপ প্রাপ্তির গ্যারান্টি নিহিত–প্রকৃত বিদ্যা অর্জনের মধ্যে নয়। তাই অধ্যবসায়ী বিদ্যার্থী হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, চতুর পরীক্ষার্থী হলেই চলে্ কালের অগ্রগতিতে পরীক্ষার্থীদের চতুরতাতেও অগ্রগতি সাধিত। প্রথম যুগের পরীক্ষার্থীরা সম্ভাব্য 'মোস্ট ইম্পরটেন্ট' প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করে সমগ্র পাঠ্যবিষয়টিকে ফাঁকি দেয়ার পথ সন্ধান করত। পরীক্ষার্থীদের এ কাজে সাহায্যের জন্য 'নোট' 'ডাইজেস্ট' বা 'সিওর সাকসেস' নিয়ে এগিয়ে আসেন 'এক্সপার্ট হেডমাস্টার' বা 'এক্সপরিয়েন্সড প্রফেসাররা'। পরবর্তীকালে, মুখস্ত করার–অর্থাৎ মগজে করে প্রশ্নের উত্তর বয়ে আনার দায়মুক্ত হয়ে চাদরে করে বিদ্যাকণিকা বয়ে নিয়ে পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশের অভ্যাস গড়ে তোলে চতুর পরীক্ষার্থীরা। চতুরতার আরো সম্প্রসারণের ফলে তারা সমবায়ের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভাষার ভাণ্ডারে 'গণটোকাটুকি' বলে একটি শব্দের সংযোজন ঘটায়; পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের সমস্ত সাবধানতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে গোপন প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা পূর্বাহ্নেই ভেদ করে ফেলে; পরীক্ষা প্রহরী রূপে নিয়োজিত সম্মানিত শিক্ষকদের ভীতি প্রদর্শন থেকে প্রহার, এমন কি সংহার কার্য পর্যন্ত সম্পাদন করে পরীক্ষা-প্রতারণার সমস্ত জালটিকেই ছিন্নভিন্ন করে দেয়। পরীক্ষার্থীদের এই প্রতারণা ভেদের পরীক্ষায় পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষও নাকি কখনো কখনো সহযোগিতার উদার হস্ত বাড়িয়ে দেন, পরীক্ষায় আদৌ অংশগ্রহণ না করেও কেবল কাঞ্চনমূল্যেই সাফল্যের ছাপ বা ছাড়পত্র ক্রয় করা যায়–এমন অভিযোগও সাম্প্রতিকালে বেশ সোচ্চারেই উত্থাপিত এবং সে অভিযোগি যে সম্পূর্ণতই ভিত্তিহীন–তাও এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি।

পরীক্ষা-ব্যবস্থা এই বিপর্যয়কে রোধ করার জন্য শিক্ষা ও শাসন-কর্তৃপক্ষ নানা উপায়ের সন্ধান করছেন, পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধনের কথা এখানে-ওখানে ঘোষিতও হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটি তো মূলত পরীক্ষার নয়, যার পরীক্ষা সেই বিদ্যার ক্ষত এত গভীর যে, কোনোরূপ সংস্কারের মলম বা পুলটিশ দিয়েই এর নিরাময় আর সম্ভব নয়। এই অবক্ষয়ী অমানবিক বিদ্যাটিই যে বর্জনীয়–এ-রকম মোহমুক্ত বোধের জাগরণের প্রয়োজন আজ। শ্রেণিসমাজের রাষ্ট্রনায়ক বা শাসন-কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়োজিত কোনো শিক্ষা-কমিশন বা কারিকুলাম কমিটির নিকট এমন বোধের জাগরণ অবশ্যই প্রত্যাশা করা চলে না। কারণ, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে, সমস্যা শুধু বিদ্যারই নয়, প্রচলিত বিদ্যা যে-সমাজের উপজ সেই সমাজ-বিধানটিরই। কোন কমিশন বা কমিটির সুপারিশে সমাজ

www.pathagar.com

পরিবর্তন ঘটতে পারে না, আর সে-কারণেই সমাজ-পরিবর্তক বিদ্যা প্রবর্তক কমিটি-কমিশনের কর্ম নয়।

অথচ, নতুনতর বিদ্যার অধিকারী আমাদের না হলেই নয়। সংগ্রামের পথ ধরেই সে বিদ্যা আমাদের পেতে হবে। সে সংগ্রামের ফলে লভ্য নতুন বিদ্যা যে মূলহীন বৃক্ষ বা বৃন্তহীন পুষ্পের মতো একটা উদ্ভট নতুন কিছু নয়– সে কথাও অবশ্যই স্মর্তব্য। অনেক বিক্ষুব্ধ, অতি উৎসাহী বিপ্লবী প্রচলিত বিদ্যার অবক্ষয়ে এমনই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা ভাবেন : সভ্যতার উষাকাল থেকে একাল পর্যন্ত তিল তিল করে সঞ্চিত মানুষের সকল বিদ্যাই বুঝি ভ্রান্ত ও নিরর্থক, তাই ছিন্নবস্ত্রের মতো বর্জনীয়! বিপ্লবের নামে এঁরা আসলে নৈরাজ্যিক অভিমতের কোনো ঐক্য নেই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে এঁদের এ অভিমতের কোনো ঐক্য নেই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিদ্যার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া আমলের মূল্যবান অবদানগুলোকে অস্বীকার বা বর্জন তো করেই না, বরং দু হাজারেরও বেশি বছর ধরে অর্জিত মানুষের সমস্ত বিদ্যার উত্তরাধিকারের নবায়ন ঘটিয়ে গড়ে তোলা খাঁটি বিদ্যার কমল-হীরের পাথর দিয়ে অঙ্গুরী বানিয়ে সকল মানুষের আঙ্গুলে আঙ্গুলে পরিয়ে দেয়, আর তা থেকে ঠিকরে পড়া কালচারের আলোয় বস্তুজগতের ও মনোজগতের সব অন্ধকার অপসৃত হয়ে যায়।

সংস্কৃতির সংগ্রামের সাফল্যের জন্যই সেই পাথরটি আমাদের একান্ত দরকার। কিংবা উল্টো দিক থেকে এও বলা যেতে পারে : সংস্কৃতির সংগ্রাম আর ওই পাথরটির জন্য সংগ্রাম এক ও অভিন্ন।

যে কোনো মূল্যেই হোক কমল-হীরের সেই পাথরটি আমাদের চাই-ই।

www.pathagar.com

আদর্শ শিক্ষকের জন্য প্রত্যাশা

——— যতীন সরকার

আমি নিজে একজন মাস্টার। 'শিক্ষক' শব্দটা অনেক ভারি, লোকে মাস্টারই বলে। জীবিকার জন্য আমি মাস্টারি করেছি। জীবিকাই হচ্ছে মানুষের জীবনের আশ্রয়। মাস্টারি করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করেছি। তবে মাস্টারি না করে অন্যকিছুও তো করতে পারতাম। কিন্তু অন্য কিছু করতে চাই নি। মাস্টারি করতে চেয়েছি এবং মাস্টারিটাকেই আমার জীবন ও জীবিকার অবলম্বন করে নিয়েছি। মাস্টারি করেই আমি পরিপূর্ণ সুখী। হ্যাঁ, 'সুখী' শব্দটাই ব্যবহার করতে চাই আমি।

মাস্টারি ছাড়া যদি অন্য কিছু করতাম, তাহলে আমার জীবিকার মধ্য দিয়ে জীবনের স্বস্তি ও তৃপ্তি আমি পেতে পারতাম বলে মনে করি না। আমার সৌভাগ্য যে আমি মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, মাস্টারই হতে পেরেছি। ছেলেবেলাতেই কী করে জানি কিছু আদর্শের পোকা আমার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। তবুও, স্কুলে পড়ার সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পটি পড়ে সেই আদর্শগুলোকে সামলে রাখার প্রয়োজনটাও উপলব্দি করেছিলাম। যদিও জীবিকার ক্ষেত্রে মাস্টার হওয়াটাই আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল, তবু 'একরাত্রি' গল্পটি থেকেই শিখেছিলাম যে আমি যে-সকল আদর্শের কথা ভাবি তা ক্লাসরুমে ছাত্রদের কাছে প্রচার করা যাবে না। ক্লাসে আদর্শের প্রচার করলে আমার মাস্টারি টিকবে না।

'একরাত্রি' গল্পের নায়ক কলকাতায় লেখাপড়া করতে গিয়ে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার আদর্শবাদের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য সব ভাবনাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার ভাবনায় ছন্দ পতন ঘটে গেল। আদর্শের চেয়ে বাস্তব অনেক বেশি কঠোরতা নিয়ে তার সামনে এসে হাজির হলো। নায়কের নিজের জবানিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"এন্ট্রেন্স পাস করিয়াছি, ফার্স্ট আর্টস দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই; মাতা এবং দুটি ভগিনী আছে। সুতরাং কলেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট শহরে এন্ট্রেস স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

www.pathagar.com

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব। কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার, অ্যালজেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেডমাস্টার রাগ করে। মাস-দুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফে-ঝম্পে আর উৎসাহ থাকে না।"

মাস্টারি করে যে 'ভারত উদ্ধার' করা যাবে না, এবং ক্লাসে গ্রামার অ্যালজেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বললে যে হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপাল রাগ করেন তা আমি 'একরাত্রি' গল্প থেকেই শিখে নিয়েছিলাম, এবং মাস্টারি জীবনে সেই শিক্ষা সব সময় মনে রেখেছি। কাজেই মাস্টারি করতে এসে আমি মাস্টারিই করেছি। সুতরাং কোনো হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপাল আমার উপর রাগ করতে পারেন নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে এতে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। কী করে এর ভেতর দিয়েই আমার লালিত আদর্শগুলোকে ছাত্রদের মধ্যে চালিয়ে দেয়া যায় তার ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়েছি। এ কারণ, ছেলেবেলায় এমন কিছু মাস্টারের কাছে আমি পড়েছি যারা সত্যিকারের আদর্শ মাস্টার ছিলেন। সে-সময়ে, অন্তত আমাদের পাড়া গাঁয়ে, মাস্টারের আদর্শ বজায় রাখার মতো অবস্থা কিছুটা হলেও বিদ্যমান ছিল। আমাদের গাঁয়ের স্কুলে আমি জয়চন্দ্র রায়ের মতো শিক্ষক পেয়েছি। তিনি ক্লাসে আমাদের প্রায় সব বিষয়েই পড়াতে। সেই পাকিস্তান আমলের গোড়ার দিকে গ্রামের স্কুলগুলোর অবস্থা ছিল খুবই করুণ। হিন্দু শিক্ষকদের অনেকেই দেশত্যাগ করেছেন। শিক্ষিত মুসলমানরা তখন সহজেই অন্য চাকুরি পেয়ে যেতেন, গাঁয়ের স্কুলের মাস্টার হতে চাইতেন না।

এ-রকমই একটি স্কুল, নেত্রকোনার একটি গ্রামে আশুজিয়া হাই স্কুলের ছাত্র ছিলাম আমি। এবং সৌভাগ্যক্রমে, তখনও, বৃদ্ধ জয়চন্দ্র রায় সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন আন্ডার গ্রাজুয়েট, কিন্তু খুবই বিদ্বান। ছিলেন স্কুল অন্ত প্রাণ। এই স্কুলটা, বলতে গেলে, তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুলের প্রতিটি ছাত্রের জন্য তিনি এমন দরদ অনুভব করতেন যে সময় পেলেই ছাত্রদের বাড়ি গিয়ে তাদের পড়া দেখিয়ে দিতেন এবং তাদের সব খোঁজ-খবর নিতেন। শুধু তাই নয়, নিজে যদিও ছিলেন একজন দরিদ্র মানুষ, তাঁর ঘর ছিল খড়ের ছাউনি, তবু ঝড়ের রাত্রিতে নিজের ঘরটির চেয়ে স্কুল ঘরটির জন্য বেশি উদ্বেগ বোধ করতেন। ক্লাসে পড়ানোর সময় এমন সব ঘটনার বর্ণনা দিতেন যা আমাদের মনে একটা আদর্শবোধ তৈরি করত। যেমন-তিনি ধর্ম নিয়ে বলতেন, 'ধর্ম জিনিসটা বাইরের লোক দেখানো কোনো বিষয় নয়, কোনো আচার-অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম হচ্ছে অন্তরের ব্যাপার।'

তাঁর সম্পর্কে আমার 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' বইটিতে যা লিখেছিলাম তার থেকেই কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

www.pathagar.com

"তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। গল্প বলে বলে ইতিহাসকে তিনি আমাদের সামনে একেবারে জীবন্ত করে তুলতেন। এ ব্যাপারে সিলেবাসের গণ্ডি তিনি বড়ো একটা মেনে চলতেন না। শুষ্ক আচার-সর্বস্ব ধর্মধ্বজীদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল রীতিমতো র‍্যাডিকেল। সম্রাট আকবরের 'দ্বী-ই-ইলাহি' থেকে নানক-কবির-শ্রীচৈতন্যের প্রথাবিরোধী ধর্মচিন্তা পর্যন্ত সবই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন। মীরাবাঈয়ের একটি হিন্দি ভজন তিনি প্রায়ই ক্লাসে আবৃত্তি করতেন। যেটির ভাবার্থ হলো, মীরা বলছেন, 'দুধ পানে জীবধারণ করলেই যদি ঈশ্বরকে পাওয়া যেত, তা হলে তো বাছুরগুরিরই ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটত। পাথরের মূর্তি পূজা করলে যদি ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে তো আমি পাহাড় পূজা করতে রাজি আছি। ছোট্ট একটা তুলসী গাছকে পূজা করলে যদি ঈশ্বর পাওয়া যায় তো আমি একটা আস্ত জঙ্গলকে পূজা করতে পারি।' এ-সব নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মীরাবাঈয়ের সবশেষে বক্তব্য : প্রেম ছাড়া কখনো ঈশ্বর লাভ ঘটে না। ('বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দলাল')।

প্রেমের কথা বলেই জয়চন্দ্র বাবু বলতেন : এই প্রেম হচ্ছে মানবপ্রেম। মুখে যারা হরদম ঈশ্বরের নাম নেয়, অথচ মানুষকে ভালোবাসে না, তারাই হচ্ছে আসল পাপী। ঈশ্বরের নাম করেই ওরা মানুষকে ঠকায়।

এই ধর্মধ্বজী ঠকদের সম্পর্কে খুব মজার একটা গল্প বলতেন তিনি। ঠিক গল্প নয়, তাঁর নিজের দেখা একটি সত্য ঘটনার বর্ণনা।

আশুজিয়া গ্রামেরই পাশে বসুর বাজারে ছিল এক মহাজন। মালাতিলকধারী মহা সাধু। তিলকের ছাপ দিয়েই কপালে লিখে রাখত রাধাকৃষ্ণের নাম। মুখে সব সময় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'। এ-রকম সাধু পুরুষকে কে না ভক্তি করে? তাকে চোরবাটপার বলে সন্দেহ করা তো অসম্ভব। কিন্তু আশুজিয়ারই একজন লোকের সন্দেহ হলো যে, ওই সাধু মহাজান ওজনে কম দেয়। ওই মহাজনের নিজের হাতে-মেপে-দেয়া ডাল অন্য দোকানে নিয়ে ওজন করে তার সন্দেহই সত্য প্রমাণিত হলো। এ-লোকটি ছিল খুবই রসিক। সাধু মহাজনের কাছে গিয়ে খুবই আস্তে বিনয়নম্র মধুর স্বরে সে ডাক দেয়, 'কাকা, কাকা গো।'

সস্নেহে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে মহাজন বলে, 'কী রে বাবা, কী বলছিস?'

– বলছিলাম কি, চটপট তোমার কপালের এই ছাপটা মুছে ফেলুন তো।'

– 'কপালের ছাপ মুখে ফেলব? কী বলছিস তুই?'

– 'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আপনার কপালে একটা লাথি দেবো।'

– 'এ্যাঁ...'।

– 'এ্যাঁ করলে চলবে না। কপালের ছাপটা তোমাকে মুছতেই হবে।' এবার আর বিনয় বা সম্মান নয়। চিৎকার করে সে বলতে থাকে, 'হারামজাদা, ভণ্ড, শয়তান। ধার্মিকের ডং দেখাস আর ওজনে কম দিয়ে ক্রেতাদের ঠকাস। আবার কপালে লিখে রেখেছিস ভগবানের নাম। মুছে ফেল শিগ্‌গির ওই নাম।...'

www.pathagar.com

গল্পটা শেষ করেই জয়চন্দ্র বাবু কবিতার একটি লাইন আবৃত্তি করতেন–'বৃথায় তিলক ফোঁটা, পাঁচ ওয়াক্ত মাথা কোটা, ভণ্ডামি ধূর্তামি ওটা নিশ্চয় নিশ্চয়।'
এটি করে কবিতা, এর আবেগ বা পরের লাইনগুলি কী–এ-সব কিছুই জয়চন্দ্রবাবু আমাদের বলেন নি।"

পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে এমন সব উদাহরণ দিয়ে প্রতিটি ছাত্রকে এক একটি আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এক ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁর মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি।

এ-রকমই আরও একজন শিক্ষককে পেয়েছিলাম। তাঁর নাম কুমুদ চন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। ইংরেজি পড়াতে গিয়ে তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নিয়ে ক্লাসরুমে ঢুকতেন, ঢুকেই হাঁক ছাড়তেন–Translate into Bengali. পত্রিকার পাতা থেকেই বিভিন্ন খবর বা মন্তব্য প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ করতে শেখাতেন। শুধু বঙ্গানুবাদ নয়। ওই সব খবর বা মন্তব্য প্রতিবেদনের পটভূমিসহ পুরো রাজনীতিটা আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। তাতে আমাদের পরীক্ষা পাসের ব্যাপারে কোনো ব্যাঘাত ঘটত না, কিন্তু আমাদের আদর্শের জগৎটা বিস্তৃতি লাভ করত।

যাই হোক, ছাত্রজীবনেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে আদর্শ শিক্ষক হতে হলে একটু কৌশল করে চলতে হয়। তাই ছাত্রজীবনের শেষে শিক্ষক হয়েও ক্লাসে ব্যাকরণের কথাই বলেছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে এর ফাঁকে এমন কিছু কথা বলেছি যাতে অন্তত বুদ্ধিমান ছাত্ররা নড়েচড়ে বসেছে। ক্লাসের বাইরে এসে তারা সিলেবাস-বহির্ভূত নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। তখন সেই সব ছাত্রকে নিয়ে ক্লাসের বাইরে পাঠচক্র গড়ে তুলেছি। এর মধ্য দিয়েই হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপালকে খুশি রেখেও কীভাবে ছাত্রদের মধ্যে আদর্শের বিস্তার ঘটিয়ে আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা যায় (এবং স্কুল বা কলেজের মাস্টারের চাকুরিটা বজায় রেখে ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনটা কষ্টেসৃষ্টে হলেও চালিয়ে নেয়া যায়) তবে চেষ্টা আমি করেছি। কতটুকু সফল হতে পেরেছি জানি না। তবে আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একটা আত্মতৃপ্তি যে অনুভব করি তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমি এ-ও বুঝি যে, এ-রকম আত্মতৃপ্তিতে বুঁদ হয়ে থাকলে এটি আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হবে না। কেন একজন মাস্টারকে সত্য কথা বলতে গিয়েও নানা ছল ছুঁতার আশ্রয় নিতে হবে? কেন কলঙ্কিনী রাধিকার মতো ধোঁয়ার ছলে কাঁদতে হবে? সকল আদর্শবাদী শিক্ষকের পক্ষেই কি এমন কৌশল করা চলা সম্ভব? তারচেয়েও বড় কথা, ক'জন আদর্শবাদী মানুষ মাস্টারিকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করতে চান? কিংবা ক'জন মানুষ পারেন মাস্টারিকে নিজের জন্য আদর্শ জীবিকা রূপে গ্রহণ করতে?

দীর্ঘকাল ধরে মাস্টারি করতে করতে এ-রকম অনেক প্রশ্নই আমার মনে বার বার হানা দিয়েছে।

www.pathagar.com

মাস্টারিকে যে আদর্শ জীবিকারূপে গ্রহণ করা খুবই কঠিন, তার কারণটি আমাদের সামাজিক মনোবিন্যাসের মধ্যেই নিহিত আছে। মাস্টারের প্রতি একধরনের ধোঁয়াটে সম্মান আমাদের সমাজের মানুষ দেখায় বটে, কিন্তু প্রায় সবাই 'আহা বেচারা' বলে মাস্টারদের প্রতি মনে মনে করুণাই পোষণ করে কেবল। অন্য চাকুরি বা পেশার বদলে তাদের ছেলেটি মাস্টার হোক, এ-রকম খুব কম মা-বাবাই চান। পরিবার-পরিজন বা অন্য সব শুভানুধ্যায়ীদেরও একই মনোভঙ্গি।

আমি যখন বি-এ পাস করি, তখন আমাদের গ্রামাঞ্চলে বিএ পাস লোকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। গ্রামের যে-কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই বলত, 'তুমি বিএ পাস করেছ শুনে খুবই খুশি হয়েছি। তা, এখন কী করছ?'

আমি যেই বলতাম যে 'মাস্টারি করছি', তখনই আমার এই শুভাকাঙ্ক্ষীদের মুখ কালো হয়ে যেতে দেখেছি। অনেকেই জিজ্ঞেস করত, 'মাস্টারি করছ কেন? একটা কাজটাজ পেলে না?'

তার মানে মাস্টারিটা কোনো কাজের মধ্যেই পড়ে না।
আমি স্কুলে মাস্টারি করতে এসে আমারই বয়সী একজন বিএসসি পাস মাস্টারকে পেয়েছিলাম। সব সময় তিনি মনমরা হয়ে থাকতেন। এখানে ওখানে চাকুরির জন্য দরখাস্ত পাঠাতেন, আর কোনো সাড়া না পেয়ে আরো বেশি মনমরা হয়ে পড়তেন। মাস্টারির কাজটা তাঁর এত অপছন্দের কেন? আমার এ-রকম প্রশ্নে তিনি একেবারে ফোঁস করে উঠতেন, 'মাস্টারি কি কোনো কাজ হলো নাকি?... জানেন, মাস্টারি করি বলে আমার কাছে কোনো বাবা তার মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হয় না?...'

এই যেখানে অবস্থা, সমাজে যেখানে মাস্টারদের প্রতি এ-রকম দৃষ্টি-ভঙ্গি, সেখানে কোনো মানুষ কেবল আদর্শের জন্য মাস্টারি করতে আসবে জীবিকার অন্য সব অবলম্বনকে ছেড়ে দিয়ে তেমনটি তো হতেই পারে না। 'বিদ্যাদান'-এর মতো একটি ওজনদার শব্দ আমাদের ভাষায় চালু আছে যদিও, তবু 'বিদ্যাদান' বলে আসলে কিছুই নেই। যা আছে তা হলো বিদ্যার ক্রয়-বিক্রয়। এক সময় হয়তো মাস্টাররা বিদ্যা বিক্রি করতেন, এখন তা-ও করেন না। এখন আর মাস্টারদের কাছে বিদ্যা ক্রয় করতেও কেউ আসে না। আসে পরীক্ষার নম্বর কিনে নিতে। এখন আর কোনো বিদ্যার্থী বা শিক্ষার্থীও নেই, আছে কেবল পরীক্ষার্থী। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় : পরীক্ষার্থীও এখন নেই, এখন সবাই নম্বরার্থী। যে-মাস্টার ছাত্রকে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাইয়ে দিতে পারবেন, তার কদর বা মর্যাদা তত বেশি। কাজেই কোচিং সেন্টার খুলেই হোক, কিংবা বাড়িতে ট্যুইশনি করেই হোক, ছাত্রের জন্য বেশি বেশি নম্বরের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন যে-মাস্টার, জীবিকার ক্ষেত্রে তারই হয় বাড়বাড়ন্ত।

এ-রকম পরিস্থিতিতে আদর্শ শিক্ষকের স্থান কোথাও নেই। কেউ যদি আদর্শ শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে স্কুল-কলেজে প্রবেশ করেনও, তিনি নিশ্চিতভাবেই হতাশ হবেন।

www.pathagar.com

তবু বর্তমান কালটি এমন দুর্বিনীত হলেও শুভ সুন্দর ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যাশা না করে পারেন না কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও সুন্দর মনের মানুষই। তেমন মানুষেরা অবশ্যই আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন ও করবেন। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্যই প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষকের উপযোগী একটা আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। না, যে-সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বসবাস করছি সেই সমাজব্যবস্থাটি অক্ষুণ্ন রেখে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন কেউ ইচ্ছা করলেই আনতে পারবেন না। কোনো কমিটি বা কমিশন বসিয়ে যে শিক্ষাব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনটি আনা যায় না, সে-অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যেই আমরা লাভ করে ফেলেছি। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে পুরো সমাজ ব্যবস্থাটিরই খোল-নলচে পাল্টে ফেলতে হবে। অর্থাৎ ঘটাতে হবে সমাজবিপ্লব।

স্কুল-কলেজের মাস্টারদের দিয়ে নিশ্চয়ই সমাজবিপ্লব ঘটানো যাবে না। তবে মাস্টাররা অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত সমাজবিপ্লবের অনুঘটক হতে পারেন। 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক সে-রকম অনুঘটকই হতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই একা একাই একাজটি করতে চেয়েছিল বলে তাকে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। আদর্শের পোকা যাদের মাথায় কিলবিল করে তাদের একা থাকলে চলবে না। তাদের খুঁজে বের করতে হবে এ-রকম পোকা কার কাজ মাথায় আছে। তাদের সকলকে নিয়ে জোট বাঁধতে হবে। শুধু জোট বাঁধলেই হবে না। সেই জোটকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় আন্দোলনে নামতে হবে। সেই আন্দোলনে অন্যদেরও শামিল করে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই এক সময় বিপ্লবী শক্তির অভ্যুদয় ঘটবে। দুঃখ এই, এ-রকম জোট আজও তৈরি হলো না।

মাস্টারদের যে জোট নেই, তা নয়। বাহারি নামের অনেক 'শিক্ষক সমিতি' বা ফেডারেশনেই স্কুল-কলেজের মাস্টারদের আমরা জোটবদ্ধ হতে দেখি। আমিও মাস্টারি করতে গিয়ে এ-রকম জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে মাস্টারদের এ-সব জোট বা সমিতি বা ফেডারেশনগুলো নিজেদের মাইনে বা পদমর্যাদা বাড়ানোর বাইরে অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। সমাজব্যবস্থা বদলাবার কথা দূরে থাক, শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারেও কিছু মামুলি বুলির উদ্‌গার ঘটানো ছাড়া মাস্টারদের এইসব জোট আর কিছুই করে না। আমার মাস্টারি জীবনের শেষ পর্যায়ে 'বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' নামে শিক্ষকদের একটি সমিতি গড়ে উঠেছিল। সে-সমিতির আদর্শ-উদ্দেশ্য রূপে শিক্ষাব্যবস্থাসহ সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলনের কথা বলা হয়েছিল। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে, আগেরকার সংগঠন ছেড়ে, নবগঠিত এই সমিতিটির সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু সে-উৎসাহ খুব যে একটা কাজে এসেছে, তেমন নয়। পরাজিতই হতে হয়েছে আমাকে। তবু, বারবার পরাজয়ের পর ভরসা রাখি জোটবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামের ওপরই। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় তো দেখি না।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বা 'বাকসি' এখনো তার টিমটিকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। বাকশিসের প্রতিষ্ঠাতারা অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ শুরু

www.pathagar.com

করেছিলেন। প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের শিক্ষকদের নিয়ে একটি অভিন্ন সমিতি গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ছিল। সে-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় নি। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও এ-সমিতিতে যোগদানের ব্যাপারে খুব কমই সাড়া মিলেছে।

স্কুল ও কলেজের মাস্টার রূপেই আমার অভিজ্ঞতা সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয় আমার নাগালের বাইরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই আমি তাকিয়ে থাকি, তাঁদের চরিত্র ও সমস্যা-সঙ্কট নিয়ে কোনো মন্তব্য করা আমার অধিকারের সীমানার মধ্যে পড়ে না।

সেদিন বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর একটা লেখা পড়ছিলাম। ('রাজনৈতিক অঙ্গনে শত হাজার ফুল ফুটুক'–যুগান্তর, ১ জুলাই ২০০৮)। তাঁর লেখাটি অন্য প্রসঙ্গে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা এতে উঠে এসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার শিক্ষকদের সঙ্গে আগেরকার শিক্ষকদের কিছুটা প্রতিতুলনাও আছে তাঁর এই লেখাটিতে। বিচারপতি রাব্বানী তাঁর শিক্ষক পিতার কথা স্মরণ করে লিখেছেন–

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, আমি আব্বার মুখে শুনেছি, তারা [তাঁর?] ছাত্রাবস্থায় সরল অথচ প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদের ভালোবাসার প্রতি লোভ ছাড়া তার সর্ববিষয়ে নির্লোভ-নিস্পৃহ ছিলেন এবং তারই প্রভাব আব্বার চরিত্রে দেখেছি। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সন পর্যন্ত আব্বা বরিশাল জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সে সময় মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। আন্দোলনের সময় জেলা পুলিশ কর্মকর্তা আব্বার কাছে আন্দোলনকারী ছাত্রদের নাম চাওয়ায় তিনি হাসিমুখে অথচ দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, ছাত্ররা মেষশাবক। তিনি তাদের রাখাল। কি করে তিনি তাদের নেকড়ের হাতে তুলে দেবেন। পুলিশ কর্মকর্তাটি অপ্রস্তুত হয়ে বিদায় নেন।

আব্বা তখন রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর মোনায়েম খান রাজশাহী আসায় তার সংবর্ধনা সভার জন্য জেলা প্রশাসক আব্বার কাছে কলেজের চেয়ারগুলো চেয়ে চিঠি দেন। উত্তরে আব্বা জানালেন, চেয়ারগুলো দেয়া সম্ভব নয় এবং তিনি সংবর্ধনা সভায় গেলেন না। মোনায়েম খান ঢাকা ফিরেই আব্বাক পদাবনত করে কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের উপ-অধ্যক্ষ হিসেবে টেলিগ্রাম মারফত বদলি করলেন। আব্বাকে কুমিল্লায় কলেজের ছাত্রাবাসে একা থাকতে হল। মা আমরা রাজশাহী থাকলাম। এক বছর পরে অধ্যক্ষ হিসেবে আব্বা রাজশাহী ফিরে এলেন। এ দুটি ঘটনা থেকে আব্বার একজন শিক্ষকের দুটি ব্যবহারিক স্বভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এগুলো সহজাত মনে হয়। একটি হলো ছাত্রদের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং আরেকটি হচ্ছে রাজনৈতিক সংযোগ থেকে দূরে থাকা। এ দুটির অভাব হওয়ায় বর্তমান সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরকে কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছেন এবং তাদের নিজেদের অথবা অন্যদের বাহুবলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।"

www.pathagar.com

আমাদের সবার মতোই বিচারপতি রাব্বানীও, অন্য সকল ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও বাঞ্ছিত পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন। সে-প্রত্যাশা পূরণের জন্য তিনি বারবার নানা লেখায় ও বক্তৃতায় আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই অনুচ্ছেদ দুটোর বাস্তবায়ন ঘটলে আমাদের রাষ্ট্রের কাঠামোতে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটবে বলে তার ধারণা। আমরাও তাঁর ধারণার সহভাগী হতে চাই। এ-রকম একটা পরিবর্তন ঘটলে–অর্থাৎ জনগণ এই রাষ্ট্রটির মালিকানা বুঝে পেলে– হয়তো আদর্শ শিক্ষক সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশা পূরণের পথটাও খুলে যেতে পারে।

www.pathagar.com

এই দেশের শিক্ষক

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
লেখক
শিক্ষাবিদ

"ক্লাস ঘরে যখন একটা ছেলে বা মেয়েকে আমরা পড়াই তখন আমরা দেশের জন্যে সারা পৃথিবীর জন্যে সম্পদ তৈরী করি নতুন সহস্রাব্দে টিকে থাকার মন্ত্রটুকু শুধু আমাদের হাতে আছে- আর কারও হাতে নেই"

আগেই বলে রাখছি, এ লেখা থেকে কেউ যদি জ্ঞানগম্ভীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আশা করেন, তাহলে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। শিক্ষা পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শিক্ষক সেই শিক্ষা দেন তাই তারাও নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। কাজেই সেই শিক্ষকের বিষয়ে কিছু লেখা হলে সেখানে গুরুতর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে আশা করা অন্যায় কিছু নয়, কিন্তু এ লেখায় সেটি নেই। এটা পড়ে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হন তাই আগেভাগে আমি সবাইকে সতর্ক করে রাখছি।

কিছুদিন আগে শিক্ষকদের একটা সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সেখানে মোটামুটি মনখুলে নিজেদের দুঃখকষ্টের কথা বলেছেন। একজন বললেন, 'এই দেশে শিক্ষকদের এখন খুব দুরবস্থা। মেয়ের বাবারা এখন আর শিক্ষকদের হাতে মেয়ে তুলে দিতে চান না। অনেক সময় মুখ ফুটে বলেই ফেলেন, 'কয় টাকাইবা বেতন পায়। আমার মেয়েকে তো খাইয়ে পরিয়ে রাখতেই পারবে না।' সেই কথা শুনে আরেকজন একটু মনোক্ষুন্ন হলেন। বললেন, 'কথাটা পুরোপুরি ঠিক না। প্রাইভেট কোচিং পড়িয়ে শিক্ষকরা অনেক টাকা কামাই করেন। কেউ কেউ রীতিমতো গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছেন।' আরেকজন শিক্ষক বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজকাল আমাদের সেই সম্মান নেই। লোকজন দেখি সালামই দিতে চায় না'। অন্যজন বললেন, 'কেন সালাম দিবে'? শিক্ষকদের এরেস্ট করে জেলখানায় নিয়ে যায়, মানুষ সম্মান কেন দেবে?' আরেকজন বললেন, 'আমার মনে হয়, তারপরও আমরা একটু হলেও সম্মান পাই'। শিক্ষক সম্পর্কে এ দেশের মানুষের এখনো খানিকটা শ্রদ্ধাবোধ আছে। আমার যে লেখাপড়া, আমি তো ইচ্ছে করলে বড় অফিসার হতে পারতাম, আমি তো সেটা হতে চাইনি- আমি তো শিক্ষকই হতে চেয়েছি।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিক্ষকদের সভায় আমাকেও একটু কথা বলতে হয়েছিল। আমি শিক্ষকদের বিয়ে নিয়েই শুরু করেছিলাম। যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের বললাম, বেশ কিছুদিন আগে আমি পত্রিকায় একটা লেখা লিখে বলেছিলাম, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন খুব

www.pathagar.com

কম। সত্যি কথা বলতে কি, ঢাকা শহরের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা তাদের গাড়ির ড্রাইভারদের যে বেতন দেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারের বেতন তার থেকে কম। সেই লেখাটা বের হওয়ার কয়েক দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারার শুকনো মুখে আমার কাছে ছুটে এল- বলল, 'স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? ছেলেটি বলল, 'আমার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল, আপনার লেখাটা ছাপা হওয়ার পর মেয়ের ফ্যামিলি বেঁকে বসেছে। বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে স্যার'।

সেই বিয়েটা ভেঙেই গিয়েছিল। তারপরেও আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারদের বিয়ে হয়। বেতন খুম কম কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে কাজ করে নতুন একটা জীবন শুরু করে- যারা বিয়ে করে এবং যে বিয়ে করে দুজনেই আগে থেকে জানে, যেহেতু শিক্ষকতার পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে, কাজেই তারা জীবনে কখনোই টাকায় গড়াগড়ি খাবে না।

তবে শিক্ষকদের বেতন আসলেই কম। আমি একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সিনিয়র প্রফেসরদের একজন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কেলে বলা যেতে পারে আমার বেতন সর্বোচ্চ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার ছাত্র-ছাত্রীরা পাস করে বের হয়ে যখন কোথাও চাকরি পেয়ে সেই খবরটা আমাকে দিতে আসে, আমি তখন তাদরে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের বেতন আমার বেতন থেকে বেশি তো?'

আমার ছাত্র-ছাত্রীরা সব সময়ই লাজুক মুখে মাথা নেড়ে বলে, 'জি স্যার। বেশি!' আমি বলি, 'চমৎকার।'

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন খুব কম সেটা সবাই জানে। কতো কম সেটা বোঝা গেছে যখন দেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো তৈরি হতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বলেছে, বেতনের পরিমাণটুকু শুনে মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা। সেখানে এক মাসের বেতন আমার বর্তমান একবছরের সমান। সেটাই যদি সত্যি হয় তাহলে এই পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো টিকে থাকবে কেমন করে? শতকরা দশ ভাগ পার্থক্য বিশ ভাগ পার্থক্য বোঝা যায়- কিন্তু দশগুণ পার্থক্য কী কোনো হিসেব দিয়ে মেলানো যায়?

শিক্ষকদের লোকজন আজকাল সালাম দেয় কি দেয় না সেটা নিয়ে কথা বলার জন্য আমাকে আমার জীবনের একটা গল্প বলতে হলো। আমি তখন আমেরিকা থাকি। একদিন ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলাম রাতের বেলা বেকায়দাভাবে ঘুমানোর কারণেই হোক আর অন্য কোনো কারণেই হোক, ঘাড়ে খুব ব্যথা মাথা নাড়াতে পারি না। ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার টিপেটুপে দেখে দুটো ট্যাবলেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে ঘাড়ের ব্যায়াম করতে হবে- তা না হলে দুদিন পরে পরেই এ রকম নিয়ে আমার কাছে ছুটে আসতে হবে।' আমি জানতে চাইলাম ঘাড়ের ব্যায়ামটা কি রকম? ডাক্তার বলল, 'খুব সোজা, প্রতিদিন বেশ কয়েকবার করে ঘাড় নাড়াবে, ওপর নিচ করবে'।

www.pathagar.com

আমি বাসায় ফিরে এসে কয়েকদিন খুব উৎসাহ নিয়ে ঘাড় নাড়াচাড়া করতাম, এক সময় ভুলে যেতাম এবং কয়দিন পর আবার ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করতাম ঘাড়ে ব্যথা, ঘাড় নাড়তে পারছি না।

মজার ব্যাপার হলো আমেরিকা থেকে দেশে আসার পর হঠাৎ করে আমার এই সমস্যা মিটে গেলো। কখনো আর ঘাড়ে ব্যথা হয়নি। প্রথমে কারণটা বুঝতে পারিনি। একদিন হঠাৎ করে সেটা আমার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আট নয় হাজার ছাত্র-ছাত্রী। আমি যখন বাসা থেকে ডিপার্টমেন্টে আসি এবং ডিপার্টমেন্ট থেকে বাসায় যাই, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমার সেই ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং তারা আমাকে সালাম দিচ্ছে। কেউ বলে 'আদাব', আমিও ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলি, 'আদাব'। কেউ বলে নমস্কার, 'আমিও ঘাড় নেড়ে বলি, 'নমস্কার'। দিনে আমার কয়েকশবার ঘাড় নাড়া হয়ে যায়- আমার আর ঘাড়ের ব্যায়াম করতে হয় না। আমার ঘাড় এখন সুস্থ সবল এবং শক্ত! আর কখনও ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি। যতদিন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করব, মনে হয় যেতেও হবে না।

ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের সম্মান করে না সেটাও মনে হয় ঠিক না। এবার ট্রেনে করে ঢাকা আসব, তখন একজন আমার কাছে ছুটে এলো। বলল, 'স্যার আপনার ব্যাগটা আমার কাছে দেন, আমি আপনার কামরায় তুলে দেব'। আমি বললাম, 'কোন প্রয়োজন নেই' ছেলেটা বলল, 'স্যার, আমি আপনার ছাত্র' তারপর প্রায় কেড়ে আমার কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে আমার পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন স্যার?'

আমি ছেলেটার মুখে দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাঁচু হয়ে বললাম, ঠিক চিনতে পারলাম না-'

'স্যার, মনে আছে হলে একবার ভীষণ মারামরি হলো? আপনি তদন্ত করে শাস্তি দিলেন? কয়েকজনকে বছর খানেকের জন্য বের করে দিয়েছিলেন?'

ঘটনাটা ভুলে যাওয়ার মতো নয়, সেটা নিয়ে আমার নিজের জীবনেও যন্ত্রণা কম হয়নি! ছেলেটি বলল, 'স্যার আমি সেই শাস্তি পাওয়া একজন!'

আমি খানিকটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম, ছেলেটা সরল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, সেখানে আমার ওপর তার কোনো ক্রোধ নেই! (ঘটনার পর পর শাস্তি পাওয়া একজন আমাকে দীর্ঘ একটা! চিঠি লিখে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিল, শাস্তির কারণে তার জীবনের একটা বছর নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা সত্যি- কিন্তু ছাত্ররাজনীতির কুৎসিত ভয়ঙ্কর একটা জগৎ থেকে সে বের হয়ে আসার সুযোগ পেয়েছে!)

তবে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের সম্মান রক্ষার জন্য কতটুকু ব্যাকুল সেটা নিয়েও আমার মজার গল্প আছে। কোনো একটা কারণে আমার ভারতবর্ষে যেতে হবে। ভিসার জন্য আবেদন করতে ছবি লাগে, বাসায় কোনো ছবি নেই। আমি তাই একদিন ছবি

www.pathagar.com

তুলতে গিয়েছি, আমি ক্যাম্পাসের বাইরে খুব বেশি একটা কিছু চিনি না তাই আমার ড্রাইভার আমাকে একটা স্টুডিওতে নিয়ে গেল। বড় হালফ্যাশনের স্টুডিও, ফটোগ্রাফার আমার দিকে প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকাল। আমি তাকে বললাম, 'আমি পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলতে এসেছি'। ফটোগ্রাফার কিছুক্ষণ আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার ছবি তোলা যাবে না!' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?' মানুষটি বলল, 'আপনি শেভ করেননি। মুখে খোঁচা! খোঁচা দাড়ি, এ রকম অবস্থায় ছবি তোলা যাবে না।' আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারি না- কোনোমতে বললাম দেখেন, 'এই ছবিটাতে আমাকে ভালো দেখাচ্ছে না কি খারাপ দেখাচ্ছে তাকে কিছু আসে যায় না। এটা আমি ভিসার ফর্মে লাগাব!' আমার কথাতে ফটোগ্রাফারের মন এতটুকু দ্রবীভূত হলো না, সে কঠিন মুখে বলল, 'না', আপনার ছবি আমরা তুলকে পার বনা। আমাদের স্টুডিওর একটা প্রেস্টিজ আছে না!'

আমি হাঁ করে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার ছবি তোলা হলে স্টুডিওর 'প্রেস্টিজ' নষ্ট হয়ে যাবে, সেই কথাটা আমি নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারি না। দুর্বলভাবে শেষ চেষ্টা করলাম। বললাম, 'আমি শাহজাহলাল ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর।'

ফটোগ্রাফার মুখ বিন্দুমাত্র নরম হলো না। বলল, 'তাতে কিছু আসে-যায় না।'

আমি মোটামুটি হতবুদ্ধি হয়ে সেই স্টুডিও থেকে বের হয়ে এলাম। ড্রাইভারকে মিন মিন করে বললাম, 'ছোটখাটো কোনো স্টুডিওতে চল! হাইফাই স্টুডিও আমার ছবি তুলতে চায় না।'

ড্রাইভার ছোটখাটো একটা স্টুডিওতে নিয়ে গেল। সেই স্টুডিওর ফটোগ্রাফার আমার উশকোখুশকো চুল এবং খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকার পরেও ছবি তুলে দিল।

পরদিন ভোরে আমি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছি, গিয়ে দেখি সেই ভোরবেলায় আমার অফিসের সামনে চার- পাঁচজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ পাথরের মতো শক্ত। আমাকে দেখে সবাই আমার দিকে এগিয়ে এল, একজন বলল, 'স্যার, এ কথা কী সত্যি যে, গত রাতে আপনি অমুক স্টুডিওতে ছবি তুলতে গিয়েছিলেন, সেই স্টুডিও আপনার ছবি তুলতে রাজি হয়নি?'

আমি চকমে উঠে আমতা আমতা করে বললাম হ্যাঁ, এটা সত্যি। কিন্তু তোমরা কীভাবে জান?

একজন বলল, 'সেখানে একজন মানুষ ঘটনাটা দেখেছে। দেখে আমাদেরকে এসে বলেছে।' আমি কিছু বলার আগেই তারা গর্জন করে উঠল। বলল, 'এত বড় দুঃসাহস সেই মানুষের! আমরা এখনই যাচ্ছি স্যার, আমরা সেই স্টুডিও জ্বালিয়ে দেব। দেখি সে কেমন করে এই সিলেটের মাটিতে ব্যবসা করে-' আমাকে অনেক কষ্ট করে সেইক্ষুব্ধ

www.pathagar.com

ছাত্রগুলোকে শান্ত করতে হয়েছিল। কিছুতেই তারা শান্ত হতে চায় না, একেবারে আক্ষরিক অর্থে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে হয়েছে, 'দেখো, এটা হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে মজার একটা ঘটনা! এটা এর মাঝে আমার স্ত্রীকে বলেছি, ছেলেমেয়েকে বলেছি, তারা হেসে গড়াগড়ি খেয়েছে। যাকেই বলব সে-ই হেসে গড়াগড়ি খাবে। কিন্তু তোমরা যদি এখন এ স্টুডিও জ্বালিয়ে দাও, এটা তখন আর মজার গল্প থাকবে না।'

একজন শিক্ষকের সম্মান রক্ষার জন্য ছাত্রদের স্টুডিও জ্বালানোর ঘটনাটা অনেক কষ্টে থামিয়ে আমি আবিষ্কার করেছিলাম, এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের শিক্ষকের সম্মানটুকু রক্ষা করার জন্য এখনো অনেক ব্যস্ত।

শিক্ষকতা সম্পর্কে শেষ গল্পটি আমাদের আত্মশ্লাঘাকে মোটামুটিভাবে সাইজ করে দেবে। দেশে এবার খুব বন্যা হয়েছে। বিদেশে থাকা আমাদরে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক টাকা তুলে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে খাতা-কলম-পেন্সিল কিনে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্যাকবলিত স্কুলে উপহার দিয়ে আসছি। একবার এ রকম একটা স্কুলে গিয়েছি - ক্লাস বোঝাই হতদরিদ্র ছেলেমেয়ে। খালি পা, ছেঁড়া কাপড়, বুকের বোতাম খোলা, নাক থেকে সর্দি ঝরছে।

আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা বড় হয়ে কে কী হতে চাও?' বাচ্চাগুলো বড় বড় চোকে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে যে কিছু একটা হওয়া যায় সে ব্যাপারটা তাদের জানা নেই। আমি তখন তাদের একটু সাহায্য করার চেষ্টা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কারা কারা ডাক্তার হতে চাও?' প্রথমে সবারই চুপচাপ বসে রইল। তারপর খুব সাহস করে একজন হাত তুলল, তার দেখাদেখি আরেকজন, তার দেখাদেখি আরেকজন এবং হঠাৎ করে পুরো ক্লাসের সবাই হাত তুলে জানাল তারা সবাই ডাক্তার হতে চায়। আমি সবাইকে হাত নামাতে বললাম, এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কারা কারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও? ডাক্তার হওয়ার জন্য হাত তুলে সবারই একটু সাহস বেড়েছে। এবারে বেশ কয়জন হাত তুলল এবং তাদের দেখাদেখি অন্যরাও হাত তুলল। কিছুক্ষণের মধ্যে আবিষ্কার করলাম, পুরো ক্লাসই ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। আমি আবার তাদের হাত নামাতে বললাম- তারা হাত নামাল। আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কারা কারা পাইলট হতে চাও?' কথা শেষ হবার আগেই তারা সবাই হাত তুলে ফেলল। একজন মানুষ একই সঙ্গে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং পাইলট কেমন করে হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা যেত কিন্তু আমি মোটেও সেই প্রশ্ন করার চেষ্টা করলাম না। আমি সবাইকে হাত নামাতে বললাম, তারপর জিজ্ঞেস করলা, তোমরা কারা কারা শিক্ষক হতে চাও?

একটি হাতও ওপরে উঠল না। আমি কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পরও তারা কেউ হাত ওপরে তুলল না, মুঠি করে নিচে নামিয়ে রাখল।

কারণটা আমি অবশ্য আগেই বুঝে গেছি। এ ক্লাসে ঢোকার সময়েই আমি লক্ষ্য করেছি, টেবিলে শিক্ষক মহোদয় লিকলিকে একটা বেত রেখেছেন। যে মানুষটি শিক্ষক হয়ে

www.pathagar.com

লিকলিকে বেত দিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নির্দয়ভাবে মারেন, কে বড় হয়ে সেই নিষ্ঠুর শিক্ষক হতে চাইবে? তারা তো কখনো জানতেই পারল না একজন মমতাময়ী শিক্ষক কী মধুর একটা অভিজ্ঞতা।

কাজেই ছাত্র-ছাত্রীরা র‍্যাব হতে রাজি, পুলিশ কিংবা অফিসার হতে রাজি কিন্তু কেউই শিক্ষক হতে রাজি নয়।

যাই হোক, আমাদের শিক্ষকদের সেটি প্রাইমারি স্কুলই হোক, হাইস্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক, অনেক রকম সীমাবদ্ধতা আছে সেটা আমরা কেউই অস্বীকার করি না। সেই দুর্বলতাগুলোর জন্য আমরাই দায়ী, কিন্তু তারপরও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, ভালা-মন্দ মিলিয়ে এই শিক্ষকরাই দেশটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ২০০০ সালের শুরুতে পৃথিবীর গুণীজনেরা মিলে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তারা সবাইকে জানিয়েছিলেন, 'এ নতুন সহস্রাব্দে পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। সোনা-রূপার ভার নয়, তেল গ্যাসের খনি নয়, যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা নয়, বিশাল বিশাল ফ্যাক্টরি নয়- পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান।'

ব্যাপারটা জেনে শিক্ষক হিসেবে আমার বুক একশ হাত ফুলে গেছে। এখনো আমরা পৃথিবীর সম্পদ তৈরি করতে পারি। ক্লাস ঘরে যখন একটা ছেলে বা মেয়েকে আমরা পড়াই, তখন আমরা দেশের জন্যে, সারা পৃথিবীর জন্যে সম্পদ তৈরি করি। নতুন সহস্রাব্দে টিকে থাকার মন্ত্রটুকু শুধু আমাদের হাতে আছে- আর কারও হাতে নেই।

সেই শিক্ষকদের যখন হাতকড়া লাগিয়ে জেলে নিয়ে যায়, তখন ব্যাপারটা কেমন দুর্বোধ্য লাগে- সেটা কেউ কি ভেবে দেখেছে?

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থা : পরীক্ষামুখী ও জ্ঞানমুখী

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সমাজচিন্তক, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আওয়ামী লীগ জোট এবং বিএনপি জোট বামপন্থীদের প্রতিবাদে কিংবা কর্মসূচিতে একটুও সায় দেয় না। তার ফলে বামপন্থীদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় না। বামপন্থীরা যখন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেন, তখন কর্মসূচিগত ও আদর্শগত দিক দিয়ে বামপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। আন্দোলনে তারা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দ্বারা ব্যবহৃত হন মাত্র। ১৯৮০-র দশকের আটদলীয়, সাতদলীয় ও পাঁচদলীয় জোটের আন্দোলনের কথা ভাবা যেতে পারে। বাংলাদেশে সক্রিয় পশ্চিমা শক্তিগুলোও নিজেদের স্বার্থে নানা কৌশলে বামপন্থীদের অজান্তেই তাদের ব্যবহার করে থাকে। চলমান বাস্তবতায় বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে ক্রমবর্ধমান রমরমা ব্যবসা চলছে। এই ব্যবসার জন্য, বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতি অনুযায়ী পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে নতুন পাবলিক পরীক্ষা প্রবর্তন খুবই সহায়ক ব্যাপার হয়েছে। আগামী তিন/চার/পাঁচ বছরের মধ্যেই দেখা যাবে শিক্ষা বাণিজ্য চার/পাঁচ/ গুন প্রসারিত হয়েছে। ধারণা করা যায়, শিক্ষা বাণিজ্যে 'স্বর্ণযুগ' দেখা দেবে। তবে এতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কিংবা বাংলাদেশের জনগণের যে কোন কল্যাণ হবে তা মনে হয় না। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রগতি সাধনের কথা না ভেবে কেবল শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রগতি সাধনের চিন্তা বোকামি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে এখন প্রগতিশীল চিন্তা ও কাজের কোন ধারাই নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন শতকরা একশ ভাগ পরীক্ষামুখী। জ্ঞানমুখী কিছু কি আছে এই শিক্ষা ব্যবস্থায়? শিক্ষা ব্যবস্থার এই রূপান্তর গত তিন দশকের মধ্যে করা হয়েছে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় বাংলাদেশে 'স্বৈরাচারী' শাসন ব্যবস্থার স্থলে নির্বাচনভিত্তিক 'অস্বৈরাচারী' শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। মাঝখানে যে দুইবছর জরুরি অবস্থা ছিল (২০০৭-২০০৮) সেই সময়টাতে শাসন ব্যবস্থা স্বৈরাচারী ছিল, না অস্বৈরাচারী ছিল? এবার অস্বৈরাচারী সরকারের আমলেই জারি করা হল নতুন শিক্ষানীতি। দেখা যাক ফল কী হয়। অগ্রিম কথা বলে লাভ নেই। এদেশে কে কার কথা শোনে। অন্যের কথা শুনে ক্ষমতাবান কেউ কি নিজের মত পরিবর্তন করেন? মুক্তবাজারে, অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে, সবাই ভীষণভাবে ব্যস্ত। যেন শ্বাস ফেলার সময় নেই কারও। সক্রিয় লোকদের সবারই মনোযোগ শুধু সম্পত্তি ও ক্ষমতা অর্জনের দিকে। মানবিক বৈশিষ্ট্য সবাই হারাচ্ছে। পাশবিক প্রবণতা সমাজে, রাষ্ট্রে ক্রমেই বেশি করে কর্তৃত্বশীল অবস্থান দখল করে নিচ্ছে।

www.pathagar.com

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার সংখ্যা বেশি হলে শিক্ষার্থীরা কি বিদ্যা বেশি লাভ করে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এত বিপুল গবেষণা দিয়ে সুফল-কুফল কী হচ্ছে তা নিয়ে সারাদেশে কারও মনে কোন প্রশ্ন নেই। তেমনি সারাদেশে কারও মনে কোনপ্রশ্নে নেই শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার পর পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে। চাকরি লাভের, চাকুরিতে স্থায়িত্ব লাভের এবং চাকরির পদোন্নতির জন্য বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার যে প্র্যাকটিস, তার কুফল ছাড়া কোন সুফল কি আছে? মানুষের মেধা ও শক্তির কী নিদারুণ অপব্যবহার ও অপচয়। বাংলাদেশটাকে চালিয়ে নেয়ার মতো যোগ্য লোক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি তৈরি করছে? তৈরি করার চেষ্টা করছে?

পরীক্ষার ফলভিত্তিক সনদ বা সার্টিফিকেট দিয়ে মানবসন্তানের মেধা পরিমাপের, বিদ্যাজ্ঞান ও শিক্ষা মাপার যে ব্যবস্থা বাংলাদেশে চালু আছে, তা কতখানি ঠিক? আসলেই পৃথিবীর কোথাও কি কেবল পরীক্ষার ফল দিয়ে, সার্টিফিকেট দিয়ে, ডিগ্রি দিয়ে মেধা ও জ্ঞানের পরিমাপ হয়? আমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যেতে চাই না। প্রশ্নটি আমি সবার বিবেচনার জন্য উত্থাপন করলাম। এ নিয়ে কারও মনেই যদি কোন কৌতহূল দেখা না দেয়, তাহলে আমি একা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে কী করব? বাংলাদেশের রাজনীতি যে আজ দুতাবাসনির্ভর হয়ে পড়েছে, ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, তা নিয়ে এই বাংলাদেশে কারও মনে কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আছে কি? আমি একা উদ্বিগ্ন হয়ে কী করতে পারি?

যে ঘটনাকে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব বলা হয় তা এক নিরন্তর, বিকাশশীল ব্যাপার। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে শিল্পবিপ্লব কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ক্রমেই বেশি করে স্থানদখল করে নিতে থাকে। মানব বিদ্যায়ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটতে থাকে- এবং ক্রমেই বিজ্ঞানের দাবি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় বিকশিত হতে থাকে। আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও বিমূর্ত বিষয়গুলো বাস্তবসম্মত নতুন নতুন বিষয়ের দ্বারা স্থানচ্যুত হতে থাকে। বিজ্ঞানেও কল্পনার স্থান আছে; তবে তা অলৌকিক বিষয় কিংবা ফ্যান্টাসি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। ইউরোপ থেকে নবচেতনা ও নতুন জীবন জগৎদৃষ্টি ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে সম্প্রতিক তিন দশকের মধ্যে শিল্পবিপ্লবের ধারায় আবার একটি যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেছে। এই বিপ্লব সবেচেয়ে দৃশ্যমান তথ্যপ্রযুক্তি ও জীবপ্রযক্তির ক্ষেত্রে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ওয়েবসাইট, পাশাপাশি টেলিভিশন, ক্যালকুলেটিং মেশিন ইত্যাদি লক্ষ্য করলে পুনর্গঠিত হচ্ছে তা পৃথিবীর শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের ন্যায়স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিগুলোর সম্পূর্ণ অনুচিত নীতিরই অন্ধ অনুসরণ চলছে। সবকিছুই চলছে কায়েমি স্বার্থবাদীদের হীন অভিপ্রায় অনুযায়ী।

www.pathagar.com

এরই ফলে এদেশের জ্ঞানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরীক্ষামুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে ফেলা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে এবং পাকিস্তান আমলে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত খারাপই হোক, গুণ-বিচারে তা পরীক্ষামুখী ছিল না, ছিল জ্ঞানমুখী। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্যিক আয়োজন তখন লক্ষ্যযোগ্য ছিল না। পরীক্ষামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলে ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হতে পারত না। পাকিস্তান আমলে পরীক্ষামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলে আমাদের পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। বাংলাদেশে বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষকদের যে চরিত্র, তা নিয়ে বড় কিছু, মহান কিছু অর্জন করা কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে প্রগতির ধারায় পরিবর্তন, যে কোন পরিবর্তন নয়। প্রগতির ধারায় বড় রকমের পরিবর্তন সাধনাই হবে এখনকার মহত্তম কাজ।

সম্প্রতিককালের শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদনমূলক কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বহুগুণ বেড়ে গেছে। উৎপাদনমূলক কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ সব শিশুর জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। এই ধারার শিক্ষার মধ্যেও মানবিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়কে অবশ্যই স্থান দিতে হবে। যেমন- জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞানসম্মত নীতি শিক্ষা, পৌরনীতি ও আইন শিক্ষা ইত্যাদি। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে তো গুরুত্ব দিতেই হবে।

মূলধারায় বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মানববিদ্যার শিক্ষাও অবশ্যই রাখতে হবে। এই ধারায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হবে। মৌলিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ এ ধারাতেই সাধন করতে হবে।

প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য ঘনঘন পরীক্ষা দরকার আছে কিনা বিচার করে দেখতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মানববিদ্যার বিষয়গুলোর জন্য ঘনঘন পরীক্ষা শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

পরীক্ষা পদ্ধতিতেও সাধন করা দরকার মৌলিক পরিবর্তন। সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির নামে যে পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে তা শিশু-কিশোর-তরুণদের সৃজনশক্তিকে ধ্বংসে করারই অনুকূল। আগেকার জ্ঞানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার রূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন ছিল, ভবিষ্যতের জ্ঞানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পরীক্ষার রূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন হবে। আলোচনা-সমালোচনা অনেক বিষয় আছে। সৃষ্টিশীল আলোচনা-সমালোচনা অবশ্যই কল্যাণকর হবে।

www.pathagar.com

সৃজনশীল প্রশ্ন কী, কেন এবং কেমন?

—— আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

এক.

পৌনে ২০০ বছর ধরে আমাদের দেশে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে, তা কমবেশি মুখস্থনির্ভর। এই পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা গোটা পাঠ্যবই পড়ে না। তারা জানে, প্রশ্ন পুরো বই থেকে হয় না, হয় বিশেষ কিছু চিহ্নিত প্রশ্নের ভেতর থেকে; তাই সেই প্রশ্নগুলো থেকে গোটা কয়েক মুখস্থ করে তারা পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে। কষ্টকর শ্রমে প্রশ্নের উত্তরগুলো মুখস্থ করতে হয় বলে কোনো পাঠ্যবইয়েরই ১০০ ভাগের ১০ ভাগের বেশি তাদের পক্ষে পড়া অধিকাংশ সময় সম্ভব হয় না। ফলে, যে ছাত্র ১০০০ নম্বরের পরীক্ষায় পাস করে, সে খুব জোর পাঠ্যবইয়ের শ খানেক নম্বরের উত্তরই শুধু পড়তে পারে, পাঠ্যবইয়ের বাকি ৯০০ নম্বর সম্বন্ধে সে পুরো অন্ধকারে থেকে যায়। এতে তার জ্ঞান হয়ে পড়ে একেবারেই সীমিত, জ্ঞানের যে ব্যাপক আহরণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, তা ব্যাহত হয়।

মুখস্থনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির আরেকটা বিপজ্জনক দিক আছে। এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার হলে মুখস্থ করা নোট লিখতে পারাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয় বলে প্রতিটি বিষয়ের যে সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন পড়ে তারা পাস করে, সেগুলোকে কঠোর শ্রমে বারবার পড়ে তারা একসময় মুখস্থ করে ফেলে। পরে, সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে তারা যেমন ভাবে না, তেমনি চারপাশের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রয়োজন, অর্থ বা তাৎপর্য বোঝারও চেষ্টা করে না। এতে বিষয়গুলো যেমন তাদের আত্মস্থ হয় না, তেমনি তাদের চিন্তা, বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তিরও বিকাশ ঘটে না। এর ফলে পরীক্ষায় ভালো করলেও জীবনের উচ্চতর যোগ্যতার ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে গৎবাঁধা প্রশ্ন ও মুখস্থের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে হয়ে আজ আমাদের জাতির চিন্তার স্ফূর্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ বয়স্ক মানুষও যে শিশুদের মতো কথা বলে ও ভাবে, তার কারণও এ-ই।

www.pathagar.com

মেধার এই জড়ত্ব থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তি দিয়ে তাদের যদি বুদ্ধিমান, উজ্জ্বল ও কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এটা করার একটা বড় উপায়: গোটা ছাত্রজীবন ধরে প্রতিটি পরীক্ষায় তাদের এমন সব প্রশ্ন করে যাওয়া, যার উত্তর মুখস্থ করে তারা দিতে পারবে না, দিতে হবে ভেবে, চিন্তা করে, বুদ্ধি, মেধা আর কল্পনাশক্তিকে পরিপূর্ণ আর জাগ্রতভাবে ব্যবহার করে। এতে তাদের বুদ্ধির চর্চা বাড়বে, মন সক্রিয় হবে, নোট বা পাঠ্যবই মেধাহীনভাবে মুখস্থ না করে নিজেদের বোধ আর চিন্তাশক্তি দিয়ে তারা জীবন ও জ্ঞানের সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে। এককথায়, তাদের মন স্বত:স্ফূর্ত আনন্দময় আর সাহসী হয়ে উঠবে। আত্মবিশ্বাস ও চিন্তাশক্তি হয়ে উঠবে পরিণত ও সাবালক।

দুই.

যেসব প্রশ্নের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন, স্বতস্ফূর্ত ও সৃষ্টিক্ষম করে তোলা যায়, তার নামই সৃজনশীল প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে পাঠ্যবইয়ে লেখা তথ্য ও ভাবনাগুলো শুধু চিন্তাহীনভাবে মুখস্থ করলে চলবে না, সেগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং চারপাশের জীবন ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ করতেও শিখতে হবে। এ জন্য প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নকে ভাগ করা হয় চারটি অংশে। এই চারটি অংশের উত্তর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাক্ষমতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করা সম্ভব হয়। প্রশ্নপত্রে প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। একবার দেখার চেষ্টা করি, প্রশ্নের ওই চার অংশের কোনটির দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীর স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাক্ষমতার কোনটিকে কীভাবে যাচাই করা সম্ভব।
প্রশ্নের প্রথম অংশটি খুবই ছোট। এ অংশের জন্য বরাদ্দ থাকে মাত্র ১ নম্বর। এই অংশের উত্তর দেখে যাচাই করা যায় ছাত্র বা ছাত্রীটির স্মৃতিশক্তি কতটা প্রখর। অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ে ওই অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত পর্বটুকু সে পড়েছে কি না, আর পড়ে থাকলে তা তার ঠিকমতো মনে আছে কিনা। এই অংশটুকু হলো প্রশ্নের 'জ্ঞানমূলক' অংশ।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে যাচাই করে দেখা হয় পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সে ভালোভাবে বুঝেছি কি না। অর্থাৎ তার বোঝার বা অনুধাবন করার ক্ষমতা কতটুকু। প্রশ্নের এই অংশটুকুকে বলা হয় 'অনুধাবনমূলক' অংশ। প্রশ্নের এই অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশে এমন একটি জিনিস এসে যোগ হয়, যা খুবই নতুন। আমাদের অতীতের গতানুগতিক ধারার প্রশ্নে এই জিনিস কোনো দিন ছিল না। এর নাম 'উদ্দীপক'। এর উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীর মনকে পাঠ্যবইয়ের সীমিত গতি থেকে বাইরের জগতের সংস্পর্শে নিয়ে আসা, যাতে পাঠ্যবইয়ে পড়া বিষয়কে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটিকে সে অনুধাবন করতে পারে।

এখন প্রশ্ন, এই উদ্দীপক জিনিসটি কী? উদ্দীপক হলো এমন ছোট্ট গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ অথবা গ্রাফ, চার্ট, ছবি, ইত্যাদি, যার বক্তব্যের সঙ্গে ওই প্রশ্নের কোথাও না কোথাও এক বা একাধিক অনুভূতি বা চিন্তার নিবিড় মিল আছে।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের উত্তর শুধু পাঠ্যবই থেকেই দেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের উত্তর দিতে হয় উদ্দীপকের সহায়তা নিয়ে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশে যাচাই করে দেখা হয়, পাঠ্যবইয়ে যেসব চিন্তা, ধারণা বা অনুভূতি রয়েছে, তার মধ্যকার যেগুলো ওই উদ্দীপকের ভেতর আছে, সেগুলোকে সে খুঁজে বের করতে পারছে কি না। অর্থাৎ, পঠিত বিষয়ের ভেতর থেকে সে যেসব চিন্তাভাবনা আহরণ করেছে, বাইরের ভিন্ন পরিবেশ ও ভিন্ন বিষয়ের ভেতর সেগুলোকে সে প্রয়োগ করতে পারছে কি না। প্রশ্নের এই অংশকে বলা হয় 'প্রয়োগমূলক' অংশ। প্রশ্নের এই অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

প্রশ্নের চতুর্থ অংশে যাচাই করে দেখা হয় ওই অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ের জায়গাটুকু ও উদ্দীপকের ভেতরকার ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি-কল্পনাশক্তি, গভীরতা-ব্যাপকতা ইত্যাদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা তুলনা করে বুঝতে পারছে কি না, এদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে তার নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে পারছে কি না। অর্থাৎ, তুলনামূলক বিচার-বিচেনার ভেতর দিয়ে তার নিজস্ব ও আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি সে তুলে ধরতে পারছে কি না। প্রশ্নের এই অংশকে বলা হয় 'উচ্চতর দক্ষতা'র অংশ। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোও কিন্তু 'সৃজনশীল' ধরণের। কেবল তথ্য জানলেই এগুলোর সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না, এগুলোর উত্তর দিতেও সৃজনশীল প্রশ্নের মতো একই রকম বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির দরকার পড়ে।

তিন.

একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করার মতো কষ্টসাধ্য ও নিরর্থক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। এই নির্মম শ্রম শিক্ষাজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তো বটেই, সেই সঙ্গে তার চিন্তা, বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রতিভার স্ফূর্তিকেও বন্ধ্যা করে ফেলে। তাই ওই প্রশ্নপদ্ধতি বদলে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে মুখস্থের জায়গা নেই। ছাত্রছাত্রীকে কেবল তার পাঠ্যবইটি মন দিয়ে ভালো করে বুঝে বুঝে পড়তে হবে, মনের আনন্দে মজা করে বারবার শুধু পড়ে যেতে হবে। এটুকু করলেই যেকোনো ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় যথেষ্ট ভালো ফল করতে পারবে।

আগেই বলেছি, আমাদের গতনুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হতো সীমিত কিছু প্রশ্নের ভেতর থেকে। তাই শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করত হাতেগোনা কিছু প্রশ্ন। ফলে, পাঠ্যবইয়ের একটা বিরাট অংশ তাদের জ্ঞানের বাইরে থেকে যেত। অন্যদিকে, সৃজনশীল পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো কিছুই মুখস্থ করতে হয় না, কিন্তু পড়তে হয় পুরো পাঠ্যবইটি। কেননা, এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হয় গোটা পাঠ্যবইয়ের সবখান থেকে। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে সব সময় পরীক্ষায় আসে নতুন প্রশ্ন। ফলে, প্রশ্ন কমন পড়ার কোনো আশা এখানে নেই। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের আগের মতো অল্প কিছু প্রশ্ন পড়লে আর চলে না, গোটা বইয়ের প্রতিটি চ্যাপ্টার বুঝে বুঝে বারবার পড়তে হয়। এত তাদের জ্ঞানের পরিধি আগের ছাত্রদের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। বিশ্বের যেকোন

www.pathagar.com

দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সমপরিমাণ জ্ঞান লাভ করে তারা। তাই বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় কোনোখানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে পড়ে থাকার কারণ থাকে না।

চার.

মুখস্থ করা নির্মম পরিশ্রমের ব্যাপার। ছাত্র-ছাত্রীদের এটা খুবই কষ্ট দেয়। তাই এই মুখস্থনির্ভর পদ্ধতির পরীক্ষাকে তারা ভয় পায়। তার বদলে মনের খুশিতে পাঠ্যবই পড়ে পরীক্ষা দিতে তারা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তা ছাড়া সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বুদ্ধি খাটিয়ে, নিজের মেধা ও চিন্তাশক্তিকে উদীপ্তভাবে ব্যবহার করে। এতেও তারা আনন্দ পায়। তাই ইতিমধ্যে স্কুল পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও যে এ জনপ্রিয় ও আনন্দময় হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আজ জাতিকে সৃজনশীল করে তোলার একটা বড় উপায় এই সৃজনশীল প্রশ্ন। এই প্রশ্নপদ্ধতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুখস্থ-যুগের অবসান হবে এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এত দিন সেই ছাত্র বা ছাত্রীই ছিল ভালো, যার স্মৃতিশক্তি ছিল ভালো। সৃজনশীল প্রশ্ন সেই ধারা পাল্টে দেবে। আজ সেই হবে ভালো শিক্ষার্থী যার বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনাশক্তি জাগ্রত আর সক্রিয়, পৃথিবীকে যে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির আলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। ফলে, পুরোনো পৃথিবীকে পাল্টে নতুন পৃথিবীর জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

সৃজনশীলে ভালো করার একমাত্র উপায় পাঠ্যবই ভালো করে পড়া

রবিউল কবীর চৌধুরী

উধর্ষ্তন বিশেষজ্ঞ, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সমন্বয়ক,
সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ
বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম সেসিপ)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি শিক্ষার্থীবান্ধব একটি যুগোযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ করে লিখতে হয় না। আগের পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ রাখার ব্যাপার ছিল। ফলে শিক্ষার্থী বুঝে বা না বুঝে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অন্যের তৈরি করা নোট মুখস্থ করার চেষ্টা করত। তাই শিক্ষার্থীর মনে আগে থেকে প্রস্তুত করা নোট মুখস্থ করে ভুলে যাওয়ারও ভয় ছিল। কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করার বিষয়টি খুবই গৌণ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ পাঠ্যবই ভালো করে পড়ে বইয়ের তথ্যগুলোকে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে। শিক্ষার্থীর পঠিত বিষয়/তথ্যগুলোকে শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে প্রতিফলিত করবে। পাঠ্যবইয়ের এই তথ্যগুলোকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত করতে গিয়ে শিক্ষার্থী কখনো তুলনা করবে, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দেখাবে, সম্পর্ক স্থাপন করবে, বিচার-বিবেচনা করবে, সিদ্ধান্ত দেবে। এসব করতে গিয়ে শিক্ষার্থী নানা যুক্তিতর্কের আশ্রয় নেবে। অর্থাৎ এই পদ্ধতির ফলে 'মুখস্থ' করার যন্ত্রণা থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি পেয়েছে। এখন একজন শিক্ষার্থী তার প্রজ্ঞা ও মেধা অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ের বিষয়গুলো গুছিয়ে লিখতে পারলেই পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারবে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে কোনো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। এই পদ্ধতিতে ফল ভালো করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সম্পূর্ণ পাঠ্যবইটি খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করা। পাঠ্যবইটির ওপর তোমার যত বেশি দখল থাকবে, তত তুমি ভালো করতে পারবে। কোনো গাইড বই বা আগে প্রস্তুত করা ভালো নোটের উপর নির্ভর করে পরীক্ষা দিতে গেলে তুমি ভালো ফল আশা করতে পারবে না। কেননা, পরীক্ষার কক্ষে তোমাকে শব্দচয়ন ও বাক্য গঠন করে উত্তর দিতে হবে। আগে তৈরি করা নোট থেকে উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই এই পদ্ধতিতে।

www.pathagar.com

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির দুটি অংশ

তোমরা জানো, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির দুটি অংশ- বহুনির্বাচনি ও ব্যাখ্যামূলক (যা সৃজনশীল প্রশ্ন হিসেবে পরিচিত)। উভয় অংশেই শুধু মুখস্থ করে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্র সীমিত। বহুনির্বাচনী ও ব্যাখ্যামূলক বা সৃজনশীল অংশে কিছু প্রশ্ন থাকবে, যা শিক্ষার্থী মুখস্থ করে উত্তর দিতে পারবে। যেমন ফটিকের মামার বাড়ি কোথায়? জাবেদার ছকে মোট কয়টি ঘর? কোনটি লব্ধ রাশি? পরিবার কয়টি ভাগে বিভক্ত? অ্যামিবা কোন পর্বের প্রাণী? চাহিদার উপাদান কয়টি? ইত্যাদি।

কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তোমাকে শুধু তথ্য মনে রাখলেই হবে না। সেই তথ্য বুঝে উত্তর দিতে হবে। যেমন কৃষির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে কোনটি বড় বাধা এবং কেন? দ্রুত ধাবমান গাড়ি হঠাৎ থামিয়ে দিলে শক্তির কোন ধরণের রূপান্তর ঘটে? ব্যাখ্যা করো আর্থিক লেনদেনগুলোকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় কেন?

কিছু প্রশ্ন থাকবে, যার মাধ্যমে তুমি পাঠ্যবইয়ের যে সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র, সংজ্ঞা, নিয়মনীতি আত্মস্থ করেছ, তা বাস্তব জীবনে কতটুকু প্রয়োগ করতে পারো, তা দেখা হবে। কিছু প্রশ্ন থাকবে, যার মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের জানা তথ্য ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে তোমার বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাকে দেখা হবে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে চারটি বিকল্প উত্তর (ক, খ, গ, ঘ) থেকে একটি সঠিক উত্তর বেছে নিতে হয়। কিছু কিছু বহুনির্বাচনী প্রশ্নের শুরুতেই একটি দৃশ্যকল্প/উদ্দীপক (অপরিচিত পরিস্থিতি) থাকে, যা তোমার পাঠ্যবইয়ের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা। প্রশ্নের শুরুতে যখনই কোনো দৃশ্যকল্প/উদ্দীপক থাকবে, তোমাকে তখন বুঝতে হবে যে তোমার কাছ থেকে পাঠ্যবইয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়মনীতি, সূত্র ইত্যাদির প্রয়োগ চাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তুমি পাঠ্যবইয়ের সেই সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো কোনো নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারছ কি না, তা দেখা হবে। যেমন

a. $Cu + HCl$ (লঘু) = বিক্রিয়া হয় না, কিন্তু

b. $3Cu + 8HNO3$ (লঘু) = $3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO$

এখন তোমার কাছে (ন) নং বিক্রিয়ার ধরণটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো এবং চারটি উত্তর থাকল যথাক্রমে

ক. প্রতিস্থাপন

খ. অম্লক্ষার প্রশাসন

গ. দ্বিবিয়োজন

ঘ. জারণ-বিজারণ

উপরিউক্ত চারটি বিক্রিয়ার যেকোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিক্রিয়ার ধারণাটিকে উপরিক্ত (ন) নং বিক্রিয়ায় প্রতিফলিত করানো হয়েছে। এখন তুমি তোমার পাঠ্যবইয়ের বিক্রিয়ার

www.pathagar.com

ধরণগুলোর বৈশিষ্ট্যের আলোকে উদ্দীপকের (ন) নং বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য মেলাবে এবং উত্তর হিসেবে উপরিউক্ত উত্তরগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিক্রিয়ার ধারণাটিকে বেছে নিতে হবে। এখানে কপার ও নাইট্রোজেনের পরস্পরের ইলেকট্রনের আদান-প্রদানের জন্য (ন) নং বিক্রিয়াটি জারণ-বিজারণ।

তোমার পড়া অন্যান্য বিষয়ের বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই রকম সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যকে নতুন পরিস্থিতি দেখতে চাওয়া হবে। যেমন কুটিরশিল্প/ স্থানীয় শাসনব্যবস্থা/ অর্থনৈতিক কাজ / রাজপুত নীতি / মন্দন/ কোনো সূত্রের প্রয়োগ / সালোকসংশ্লেষণ ইত্যাদি ধারণাগুলোর নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের নতুন পরিস্থিতিতে শুধু প্রয়োগ করার ক্ষমতাই দেখা হবে না, বরং শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে সেই নতুন পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারছে কি না, তাও দেখা হবে। অর্থাৎ কিছু প্রশ্ন আছে, যার উত্তর দিতে গেলে তোমাকে পাঠ্যবইয়ের তথ্যগুলো বুঝে বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তর দিতে হবে।

এখন ওই একই বিক্রিয়া দুটির ওপর নির্ভর করে তোমার কাছে বিক্রিয়া দুটিতে পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো এবং উত্তর হিসেবে তিনটি তথ্য দেওয়া হলো-

র. সক্রিয়তাক্রমে কপারের অবস্থান
রর. বিক্রিয়ক অণুগুলোর তুলনামূলক পরিমাপ
ররর. অ্যাসিড দুটির জারণ ধর্মের পার্থক্য
উপরিউক্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তোমার কাছে জানতে চাওয়া হলো, নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর দিতে গেলে তোমার একাধিক তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তোমরা জানো যে হাইড্রোজেনের (ঐ) নিচের যেসব মৌল আছে, এরা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। যেহেতু কপার (Cu) মৌলটি ঐ-এর নিচে, সে জন্য (র) বিক্রিয়াটি ঘটছে না। সুতরাং প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে (র) সক্রিয়তাক্রমে কপারের অবস্থান তথ্যটির কার্যখারিতা রয়েছে।

কিন্তু (ন) বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে HNO3 একই সঙ্গে জারক {HNO3 (লঘু) -- 4H2O + 2ND + [O]; Cu + [O]-- CuO} এবং অ্যাসিডের {CuO + HNO3-- Cu(NO3)2 + H2O} ভূমিকা পালন করে। বিক্রিয়ক HNO3 গাঢ় বা লঘু যেকোনো ক্ষেত্রেই Cu এর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে। কিন্তু HCl গাঢ় বা লঘু যেকোনো ক্ষেত্রেই Cu এর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে না। সুতরাং উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য (রর) বিক্রিয়ক অণুগুলোর তুলনামূলক পরিমাপের কোনো কার্যকারিতা নেই।

www.pathagar.com

বিক্রিয়া (ধ) এ এই জারণ-বিজারণ অনুপস্থিত, কিন্তু বিক্রিয়া (ন) তে এই জারণ বিজারণ উপস্থিত। কাজেই তথ্য (ররর) অ্যাসিড দুটির জারণ ধর্মের পাথ্যক্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বিবেচনা করতে হবে।

কাজেই তোমরা বুঝতেই পারছ যে তোমার পাঠ্যবইয়ের একাধিক তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমাকে প্রশ্নের উত্তরে উপনীত হতে হবে।

অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই রকম নতুন পরিস্থিতির আলোকে তোমাকে পাঠ্যবইয়ের একাধিক তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ব্যাখ্যামূলক বা সৃজনশীল প্রশ্ন

ব্যাখ্যামূলক বা সৃজনশীল অংশের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার আগে শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি তুলে ধরা হবে। এই নতুন পরিস্থিতি হচ্ছে 'উদ্দীপক'। এই উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য উদ্দীপকটি তৈরি করা হয়। উদ্দীপকটির মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করবে।

এই উদ্দীপক/দৃশ্যকল্পের ওপর ভিত্তি করে চারটি প্রশ্ন করা হয় (ক, খ, গ, ঘ)। ক ও খ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একজন শিক্ষার্থীকে সাধারণত উদ্দীপককে যেতে হবে না। অর্থাৎ ক ও খ প্রশ্ন দুটি উদ্দীপকের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল নয়। তবে পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের যে অধ্যায় বা অধ্যায়গুলোর বিষয়বস্তুও ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, সেই অধ্যায় বা অধ্যায়গুলো থেকেই ক এবং খ প্রশ্নটি করা হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের 'ক' অংশ

সৃজনশীল অংশে 'ক' প্রশ্নটি তোমার স্মরণশক্তিকে যাচাই করার জন্য দেওয়া হয়। অর্থাৎ তুমি পাঠ্যবইয়ের কোনো তথ্য মুখস্থ করে এই অংশের উপর দিতে পারবে। যেমন ফটিকের মামার নাম কী?/ বাংলাদেশের আইন পরিষদের নাম কী?/ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধানত কয় ধরণের শিল্প রয়েছে? / কোন আমলে বাংলায় চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল? / তাপ পরিবাহককত্ব কাকে বলে? / শীর্ষ মুকুল কাকে বলে? ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ের কোনো তথ্য মনে করার ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করা হয়। এই প্রশ্নের নম্বর বরাদ্দ ১। সাধারণত 'ক' অংশের প্রশ্নের উত্তরের জন্য তোমাকে একটি শব্দ বা একটি বাক্যের বেশি লিখতে হবে না। যদি প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী দরকার পড়ে তবে সর্বোচ্চ তিন বাক্যের মধ্যে তোমার উত্তর সীমাবদ্ধ রাখাটা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

সৃজনশীল প্রশ্নের 'খ' অংশ

শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের কোনো তথ্য ভালোভাবে বুঝেছে কি না, তা যাচাই করার জন্য 'খ' প্রশ্নটি করা হয়। মাখনকে অকাল তত্ত্বজ্ঞানী বলা হয়েছে কেন? গণতন্ত্রে নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। / কীভাবে প্রান্তিক উপযোগ মোট উপযোগের একটি অংশ? / কিভাবে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে? / তাপ মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াও কীভাবে সঞ্চলিত হয় ব্যাখ্যা কর।/ উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসে একাধিক ট্যাক্সন রাখা হয় কেন, ব্যাখ্যা করো? ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ের কোনো তথ্য বোঝার ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করা হয়। 'খ' প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তার পাঠ্যবইয়ের তথ্য মনে রাখলেই হবে না, তাকে সেই তথ্য বুঝতে হবে এবং বুঝে নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে। 'খ' প্রশ্নের নম্বর বরাদ্দ ২ এবং এই অংশের উত্তর লিখতে গেলে সর্বোচ্চ ৫টি বাক্যের মাধ্যমে উত্তর দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তোমাকে গুনে গুনে পাঁচ বাক্যেই উত্তর লিখতে হবে। তোমার প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী বাক্যের সংখ্যা যদি কিছু কম বা বেশি হয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। মনে রাখতে হবে, এই অংশের প্রশ্নের মাধ্যমে তোমার অনুধাবন করার দক্ষতাকে যাচাই করা হবে। অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ের তথ্য (information) তুমি কতটুকু বুঝতে পেরেছ, তা তোমাকে তোমার উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের 'গ' অংশ

সৃজনশীল প্রশ্নের (ব্যাখ্যামূলক অংশ) তৃতীয় অংশ, অর্থাৎ 'গ' প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তোমাকে নতুন পরিস্থিতিটি (উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প) ভালো করে বুঝে পড়তে হবে। কেননা 'গ' অংশের উত্তর দেওয়ার জন্য তোমাকে উদ্দীপকের সাহায্য নিতে হবে। সাধারণত পাঠ্যবইয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা, সূত্র, তত্ত্ব, নিয়ম, নীতি, সংজ্ঞা ইত্যাদি শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য উদ্দীপকটি তৈরি করা হয়। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণাকে উদ্দীপকের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবে।

যেমন উদ্দীপকে এমন একটি বাস্তব পরিস্থিতি দেখলে, যেখানে একটি ছেলে/মেয়ে, বাবা-মা থেকে দূরে কোথাও অবহেলায় বা অযত্নে রয়েছে। এখন হয়তো সেই নতুন পরিস্থিতিতে 'ছুটি' গল্পের কোন উপমাটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা তোমার কাছে জানতে চাইতে পারে। এখন তুমি যদি 'ছুটি' গল্পের 'প্রভুহীন পথের কুকুর' উপমাটি পড়ে থাকো এবং বুঝে থাকো, তাহলে দেখবে সেই উপমার ধারণাটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে তুমি তখন সেই প্রভুহীন পথের কুকুর উপমাটি তুলে ধরবে, ফটিকের ক্ষেত্রে কীভাবে সেই উপমাটি প্রযোজ্য হয়েছে এবং নতুন পরিস্থিতিতে কেন উপমাটি প্রযোজ্য হবে, তা ফটিকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা কতে হবে, তা ফটিকের অবস্থার পরিপেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে হবে। তোমার অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও দেখবে 'গ' অংশে তোমার কাছে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নুনির্দিষ্ট ধারণা, সূত্র, সংজ্ঞা, নিয়মনীতি, তত্ত্ব ইত্যাদি জানতে চাওয়া হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের নির্বাচনপদ্ধতি/ জাতীয়

www.pathagar.com

বাজেটের প্রকৃতি / মুঘল আমলের সামাজিক অবস্থা / কোনো পাতের তাপ পরিবাহকত্ব নির্ণয় / অক্সিন নামক বৃদ্ধিকারক রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি ধারণা প্রয়োগ করতে চাইলে উপরিউক্ত সুনির্দিস্ট ধারণাগুলোর আলোকে উদ্দীপকটি তৈরি করা হবে। উদ্দীপকটি হবে সম্পূর্ণ নতুন এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষার্থী এই অপরিচিত নতুন পরিস্থিতিতর মধ্যে উপরিউক্ত সুনির্দিষ্ট ধারণাকে খুঁজে বের করবে। সেই ধারণাটি পাঠ্যবইয়ের তথ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করবে এবং নতুন পরিস্থিতিতে (উদ্দীপকের মধ্যে) সেই সুনির্দিষ্ট ধারণাটি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা লিখবে।

'গ' প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন ব্যবহার করতে হবে। আগে থেকে তৈরি করা কোনো নোট মুখস্থ করে এই 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। শিক্ষার্থী তার নিজস্ব প্রজ্ঞা ও মেধা ব্যবহার করে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। এই 'গ' প্রশ্নর জন্য নম্বর বরাদ্দ ৩ এবং উত্তর সর্বোচ্চ ১২ বাক্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর মানে এই নয় যে তোমাকে ১২ বাক্যেই উত্তর সমাপ্ত করতে হবে। তোমার প্রশ্নের উত্তরের চাহিদা অনুযায়ী কাব্যসংখ্যা কিছু কম বা বেশি হবে। কোনো কোনো বিষয় যেমন রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদিতে 'গ' অংশে বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে ফলাফল সংখ্যায় নির্ধারণ করতে হতে পারে। তখন কিন্তু তোমাকে কোনো পূর্ণাঙ্গ বাক্য ব্যবহার না-ও করতে হতে পারে।

সৃজনশীল প্রশ্নের 'ঘ' অংশ

'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও তোমাকে উদ্দীপকের সাহায্য নিতে হবে। অর্থাৎ উদ্দীপকটির মধ্য দিয়ে তুমি পাঠ্যবইয়ের মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করবে এবং পাঠ্যবইয়ের একাধিক তথ্য ব্যবহার করে নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষনের মাধ্যমে তোমাকে এই 'ঘ' অংশের উত্তর দিতে হবে। ধরা যাক, উদ্দীপকে এমন একটি বাস্তব ঘটনা দেখলে, যেখানে ইঙ্গিত রয়েছে একটি ছেলে/মেয়ে পিতা-মাতার থেকে দূরে শহরে যান্ত্রিক ও অনুভূতিশূন্য জীবনে অনাদরে - অবহেলায় মানুষ হচ্ছে।

এখন 'ঘ' অংশের প্রশ্নের উত্তরে যদি তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে উদ্দীপকের জীবনব্যবস্থা ফটিকের কাম্য ছিল কি না, তখন তোমাকে উদ্দীপকে ছেলে/মেয়ের জীবনব্যবস্থাটি আগে বুঝতে হবে (উদ্দীপকের জীবনব্যবস্থায় শহরের যান্ত্রিক ও অনুভূতিশূন্য জীবনব্যবস্থার প্রতিফলন থাকবে)। ফটিকের কলকাতায় অবস্থানের মানসিক অবস্থা এবং গ্রামে বসবাসের মানসিক অবস্থার আলোকে তোমাকে উত্তরের দিকে ধঅবিত হতে হবে, অর্থাৎ শহরকেন্দ্রিক (যা শিক্ষার্থী উদ্দীপক থেকে বুঝে নেবে) ও গ্রামকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্তার তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে এবং ফটিক কোন জীবনব্যবস্থায় স্বাচ্ছন্দ / আনন্দিত ছিল, তা তুমি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবে।

রসায়ন বিষয়ের বিক্রিয়াটি লক্ষ করো:

a. $Cu + HCl$ (jNy) = বিক্রিয়া হয় না, কিন্তু

b. $3Cu + 8HNO3$ (লঘু) = $3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO$

www.pathagar.com

সৃজনশীল অংশে বিক্রিয়া দুটির পার্থক্যের কারণ জানতে চাইলে চারটি বিকল্প উত্তর থেকে একটি বেছে নেওয়ার যে ব্যাখ্যাটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আলোচনা করার সময় দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাখ্যাটিই তোমাকে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখতে হবে। অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্নের 'ঘ' অংশের উত্তর দিতে গেলে তোমাকে তোমার পাঠ্যবইয়ের একাধিক তথ্যের আলোকে উদ্দীপকের তথ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই রকম নতুন পরিস্থিতির আলোকে তোমাকে পাঠ্যবইয়ের একাধিক তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে 'ঘ' অংশের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

এই 'ঘ' প্রশ্নের নম্বর ৪ এবং উত্তর সর্বোচ্চ ১৫ বাক্যে সমাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে তোমার প্রশ্নের উত্তরের চাহিদা অনুযায়ী বাক্যের সংখ্যা কিছু কম বা বেশি হতে পারে।

উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষকদের করণীয়

এই সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে খুব বেশি লেখার সুযোগ নেই। কেননা, একজন শিক্ষার্থীকে উদ্দীপক পড়ে এবং বুঝে উত্তর দিতে হবে। তাই যে সময়টুকু একজন শিক্ষার্থী লেখার জন্য পাবে, সেই সময়ে তার পক্ষে যতটুকু লেখা সম্ভব, ততটুকু উত্তর প্রত্যাশিত। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীদের তাঁদের বিচনাবোধ প্রয়োগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। দক্ষতাস্তরের (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ওই দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে।

গণিত, উচ্চতর গণিত ও হিসাববিজ্ঞান

গণিত, উচ্চতর গণিত ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বিষয়ের মতো উদ্দীপকের আলোকে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ওপর ভিত্তি করে তিনটি প্রশ্ন থাকবে; 'ক' অংশ যেখানে নম্বর বরাদ্দ ২, 'খ' অংশ নম্বর বরাদ্দ ৪ এবং 'গ' অংশ নম্বর বরাদ্দ ৪।

গণিত, উচ্চতর গণি ও হিসাববিজ্ঞানের এই 'ক', 'খ', এবং 'গ' অংশ গাণিতিক সমস্যাসংক্রান্ত [হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'ক' অংশটি গাণিতিক সমস্যাসংক্রান্ত না হয়ে কোনো তথ্যনির্ভরও হতে পারে]। প্রশ্নের 'ক' অংশটি সবচেয়ে সহজ। এই অংশের উত্তর দেওয়ার সময় একজন পরীক্ষার্থীকে কম সময় ব্যয় করতে হবে এবং উত্তরের জন্য চিন্তার ব্যাপকতা কম থাকবে।

'খ' অংশটি তুলনামূলকভাবে 'ক' অংশের চেয়ে কঠিন হবে। এই অংশের উত্তর দিতে গেলে একজন পরীক্ষার্থীকে 'ক' অংশের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হবে এবং চিন্তার গভীরতা বেশি হবে। 'গ' অংশটি 'খ' অংশের চেয়ে তুলনামূলক কঠিন। উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে এই অংশটি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে বেশি সময় এবং চিন্তার গভীরতা দাবি রাখে।

www.pathagar.com

গণিত, উচ্চতর গণিত ও হিসাববিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পূর্ণ বাক্যের প্রয়োজনীয়তা কম। প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে গাণিতিক ধাপগুলো সমাপ্ত করতে হবে।

চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর :
সৃজনশীল বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের এই নিয়মগুলো শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে চিন্তা করার ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরের (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

চিন্তন-দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :
জ্ঞান বাস্মরখ রা: উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য শনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা।

অনুধাবন বা বুঝতে পারা :
লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য /মেসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা)।

প্রয়োগ বা প্রয়োগ করা :
তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন-ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান।

বিশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ করা :
বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদনগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সজ্ঞা সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন বা মূল্যায়ন করা :
ক্রাইটেরিয়া, মানদণ্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

সংশ্লেষণ বা সৃষ্টি করা :
নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য / উপাদান একত্র করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ছয়টি দক্ষতা স্তরকে নিচের চারটি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই চারটি স্তরের বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চিন্তন-দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিচের নিয়মে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

জ্ঞান স্তর :
এটি হলো চিন্তন-দক্ষতার সর্বনিম্ন স্তর। এর অর্থ হচ্ছে আগে জানা কোনো কিছু মনে করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো : সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা, নীতিমালা ইত্যাদি মনে করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যবইয়ে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

অনুধাবন স্তর :

অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা অথবা অনুবাদ করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োগ স্তর :

প্রয়োগ বলতে বোঝায় আগের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা, পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাব নিকাশ করা।

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর :

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষন (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয়সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য / উপাদান / অংশে সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতিতে মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত থাকে। আগের জানা তথ্য/ তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন-দক্ষতা।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের ওপরের নির্দেশনার আলোকে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির দুটি অংশ-বহুনির্বাচনী ও রচনামূলক (সৃজনশীল প্রশ্ন হিসেবে পরিচিত)। উভয় অংশেই শুধু মুখস্থ করে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্র সীমিত। বহুনির্বাচনী ও রচনামূলক বা সৃজনশীল কিছু প্রশ্ন থাকবে, যা শিক্ষার্থী তার স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করে, অর্থাৎ মুখস্থ করে উত্তর দিতে পারবে। কিছু প্রশ্ন থাকবে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইরে বিষয়বস্তু বুঝে উত্তর দিতে হবে। কিছু প্রশ্ন থাকবে যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়বস্তুগুলো আত্মস্থ করেছে, তা বাস্তব জীবনে কতটুকু প্রয়োগ করতে পারবে, তা দেখা হবে। শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, পদ্ধতি, ধারণা ইত্যাদি বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরিচিত কোনো পরিস্থিতিতে দেখাতে হবে। কিছু প্রশ্ন থাকবে, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আগের জানা তথ্য/ তত্ত্ব ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাকে দেখা হয়।

www.pathagar.com

পাঠদানে আধুনিকতা ও প্রযুক্তির প্রয়োগ

ড. ফজলুল হক সৈকত
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতার পথে পা বাড়িয়েছে সামাজিক অন্যসব বিষয় ও বস্তু। মার্কেটিং বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মার্কেটিং পলিসি ও প্রোগ্রাম বাজারে নামার পর রাজনীতি, ধর্মপ্রচার, শিক্ষা এবং প্রযুক্তির প্রচার প্রসারেও যুক্ত হয়েছে নবতর ভাবনা।

আমরা যদি শিক্ষাকে একটি আইটেম বা প্রোডাক্ট রূপেই বিবেচনা করি, তাহলে প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে এর বাজার পরিস্থিতি, মার্কেটিং প্রমোশনের কায়দা-কানুন এবং সর্বোপরি প্রমোশন অফিসারের যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, বিবিএ এমবিএ-র এই যুগে শিক্ষককে প্রতিযোগিতার বাজার টিকতে হয়। আর টিকতে হলে প্রয়োজন যোগ্যতা ও কাজ করার কায়দার আধুনিকতা ও প্রকৌশল প্রয়োগের সামর্থ্য। ঠিক এখানকটায় দরকার একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক। আগামীদিনের বিদ্যায়তনে হাজারো তরুণ প্রতিযোগীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে তাকে তৈরি হতে হবে। শিক্ষায় তার ভুবনটিতে কী তার দায়িত্ব, কতটুকু তার কাজের পরিসর, অগ্রগতির বা উন্নয়নের ধাপ বা সিঁড়িগুলো কোথায়- বাঁকগুলো বা কেমনতরো, নিজস্বতা প্রকাশের সুযোগ কতটুকু, জানবার ও জানাবার ভুবনের পরিসর কোন পর্যন্ত প্রসারত, তার তদারকারী কে বা কারা ইত্যাদি জিজ্ঞাসার প্রাথমিক সমাধানের পথ কিংবা পথের আলোকরেখা তাকে জেনে নিতে হবে। বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিক্ষকরা চাকরিতে প্রবেশের পর নিজের দায়িত্বে স্ব-নির্মিত শিক্ষক হয়ে ওঠেন। তার বা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত উদ্যোগ খুবই সামান্য। আর অল্পসংখ্যক শিক্ষক বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ বা উন্নত পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ পান। তবে তরুণ বা শিক্ষানবিশ শিক্ষকদের জন্য দরকার শিক্ষাদানের নৈতিকতা, পাঠদানের কলাকৌশল এবং সাম্প্রতিক শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োগিক জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবিস্মরণীয় উৎকর্ষের সাথে পাল্লা দিতে হলে পরিবর্তিত পদ্ধতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার কোনো বিকল্প আপাতত নেই। আমাদের আগামীদিনের শিক্ষকদের

www.pathagar.com

প্রশিক্ষিত করে তোলার প্রশ্নটি তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সামনে চলে আসে প্রযুক্তির এই প্রবল প্রবাহের কালে এবং প্রকৌশল প্রয়োগের পারদর্শিতার খোলা বাজারের প্রশস্ত বারান্দায়।

গতানুগতিক বা প্রথাগত পাঠদানের সময় ফুরিয়েছে বেশ খানিকটা আগে। এখন সময় ক্রমোন্নয়ন এবং পাঠে নবতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রেরণা জাগাবার। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কোনোকালে ফ্যাশন হয়ে আবির্ভূত হয়নি। মানুষ এসবের প্রয়োগে নিজেদের ও অপরের জীবন অভিজ্ঞান পাল্টে দিয়েছে। তাই প্রযুক্তি আমাদের বন্ধু। শিক্ষাভুবনে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, প্রজেক্টর, ডিজিটাল বোর্ড প্রভৃতির ব্যবহার আজ আর কোনো ফ্যাশনের পর্যায়ে পড়ে না- এটা প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষককে অবশ্যই এসব ব্যবহার করতে জানতে হবে। কেবল জেনে বসে থাকলে হবে না। সার্টিফিকেট হয়তো আমাদেরকে চাকরি পেতে সহায়তা করে কিন্তু কাজটা নিজেকেই করতে হয়। কাজেই শিখে রাখা নয় বরং ক্লাসে, আড্ডায় (পাঠ বিষয়ক নানান আড্ডাই তো হতে পারে), সেমিনারে, মতবিনিময় সভায়, ওয়ার্কশপে এই আধুনিক প্রযুক্তির যথাসম্ভব প্রয়োগ করতে হবে। ক্লাস কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায়ও আনতে হবে মাত্রাগত রূপান্তর ও পরিবর্তন। ক্লাসরুম ডেকোরেশনে ইন্টারনেট সংযোগসহ, ডিভিডি-সিডি চালাবার ব্যবস্থামতে কম্পিউটার রাখতে পারলে খুব ভালো হয়। আবার বলা-শোনা লেখা ও পড়া- এই চারটি ধাপের প্রাত্যহিক প্রয়োগ যেন ঠিকমতো অনুষ্ঠিত হয় সেদিকেও প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে কিংবা ঝিমুতে ঝিমুতে কেবল বকবক করে যাবার দিন এখন আর নেই। যেমন খড়িমাটি বা চকের জায়গায় হাজির হয়েছে মার্কার। বিষয়ের সাথে বস্তুও পরিবর্তিত হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে। তাই অভ্যাস এবং চর্চার পরিবর্তন ঘটাতে হবে সরল বিশ্বাসে ও দরকারের দায় স্বীকার করে।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য সারা পৃথিবীতে এখন অনলাইন লাইফস্কিলস ইনস্ট্রাক্টরগণ তাদের গবেষণা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করছেন। নবাগত শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তির সাথে নিজেকে পরিচিত করে তোলা, অন্যের অভিজ্ঞতা জেনে নেওয়া, নিজের জানা ভাবনার জগৎ প্রভৃতি অপরের সাথে শেয়ার করা। কারণ কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য সবার আগে দরকার কোয়ালিফাইড টিচার। ক্লাসরুমে পাঠদানের আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষকের অ্যাপ্রোচে ভিন্নতা ও পরিবর্তন আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ যেমন থাকতে হবে, তেমনি থাকবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও। টেকনিক ও ট্র্যাটেজি প্রয়োগেও সতর্ক থাকতে হয় সর্বদা। বিষয়ের ওপর গভীর জ্ঞান থাকাটা হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত: আর এই জ্ঞান বিতরণে থাকতে হবে আধুনিকমনস্কতা। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান, চিন্তার সম্প্রসারণ, তদারকির পাশাপাশি সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি এবং তার পরিচর্যায় শিক্ষককে দায়িত্বশীল থাকতে হবে। দক্ষতার সাথে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে জানতে হবে- জানাতে হবে পাঠদান ও গ্রহণকে ফলপ্রসু করার জন্য পাঠগ্রহণকারীদেরকে মূলসূত্রে নিমগ্ন রাখার জন্য। উপস্থাপনার প্রকৌশল আয়ত্ব করতে না পারলে, যুক্তি ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ না করলে শিক্ষকের মানোন্নয়ন

www.pathagar.com

কিছুতেই সম্ভব নয়। চলমান তথ্যের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা, প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারার ব্যাপারটিও বর্তমানে পেশাদারিত্বের ভুবনে বিভিন্ন দেশে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। আর ব্যক্তির সৃজনশীলতাও শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিকাশের বাহন রূপে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষা সংস্কৃতিতে যে শিক্ষক যত বেশি ক্রিটিভিটির পরিচয় রাখতে পারবেন, তিনি তত বেশি অগ্রসর থাকবেন। আফ্রিকা, ইউরোপ বর্তমানে এসব বিষয়ে অধিক গুরত্ব দিচ্ছে। প্রজন্মান্তরে দ্রব্য ও সেবার ধারণা পরিবর্তন হচ্ছে। বদলাচ্ছে ভোগ এবং উপভোগের মাত্রাও। বর্তমান প্রজন্মকে ইতিবাচক অর্থে স্বপ্নবাজ করে তুলতে হবে। দুশ্চিন্তা ও দুঃস্বপ্নের বদলে তাদেরকে চিন্তা ও স্বপ্ন দেখাতে শেখাতে হবে। জানাতে হবে জীবনবোধের তাৎপর্য ও সৌন্দর্য। কেবল সিলেবাসারে পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা নয়, নানান বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করাও একটি শিক্ষা। অভিজ্ঞ ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা ও আর্শবাদস্বরূপ। আবার প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকদের মূল্যায়নও জরুরি। তারা কী পরিবর্তন আনছেন তাদের পাঠদান পদ্ধতি তার ওপর পর্যবেক্ষণ থাকা প্রয়োজন। আধুনিক পৃথিবী চায় পেশাদারিত্ব। সবাই বোধকরি মানবেন যে, শিক্ষকগণ সমাজের ব্যতিক্রমী সমন্বয়কারী। ঐতিহ্য ও সমকালের পাটাতনে তারা আধুনিক মানুষ গড়ার প্রধান প্রশিক্ষক। কাজেই শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ণ না হলে একটি সমাজ পিছিয়ে পড়ে সবার আগে। গ্লোবাল এডুকেশন এবং বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারাটা পেশাগত উন্নতির প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। আর পরবর্তীকালে নিজের সাথে নিজেকে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে তৈরি করতে হবে পেশাগত সাফল্যের অনিবার্য ধাপসমূহ।

www.pathagar.com

দারিদ্র্যের কষাঘাতেও হার মানেনি ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমানকে আজকের অবস্থানে পৌছাতে অনেক ত্যাগ স্বীকার ও সংগ্রাম করতে হয়েছে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান আতিউর তার কিশোর জীবনের সুখ-দুঃখ বেদনার কথা অবলিলায় নিজের মুখেই তুলে ধরেছেন। সংগ্রহকৃত তার এই বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

'আমার জন্ম জামালপুর জেলার এক অজোপাড়া গাঁয়ে। ১৪ কিলোমিটার দুরের শহরে যেতে হতো পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চড়ে। পুরো গ্রামের মধ্যে একমাত্র মেট্রিক পাস ছিলেন আমার চাচা মফিজউদ্দিন। আমার বাবা একজন অতি দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক। আমরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। কোনো রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো আমাদের।

'আমার দাদার আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি। কিন্তু তিনি আমার বাবাকে তার বাড়িতে ঠাঁই দেননি। দাদার বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা ছনের ঘরে আমরা এতোগুলো ভাই-বোন আর বাবা-মা থাকতাম। মা তার বাবার বাড়ি থেকে নানার সম্পত্তি সামান্য অংশ পেয়েছিলেন। তাতে তিন বিঘা জমি কেনা হয়। চাষাবাদের জন্য অনুপযুক্ত ওই জমিতে বহু কষ্টে বাবা যা ফলাতেন, তাতে বছরে ৫/৬ মাসের খাবার জুটতো। দারিদ্র কী জিনিস, তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, কী এক অবস্থা।

আমার মা সামান্য লেখাপড়া জানতেন। তার কাছেই আমার পড়াশোনার হাতেখড়ি। তারপর বাড়ির পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। কিন্তু আমার পরিবারের এতোটাই অভাব যে, আমি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে উঠলাম, তখন আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকলো না। বড় ভাই আরো আগে স্কুল ছেড়ে কাজে ঢুকেছেন। আমাকেও লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারের পথে নামতে হলো।

আমাদের একটা গাভী আর একটা খাসি ছিল। আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওগুলো মাঠে চরাতাম। বিকেল বেলা গাভীর দুধ নিয়ে বাজারে গিয়ে বিক্রি করতাম। এভাবে দুই ভাই মিলে যা আয় করতাম, তাতে কোনো রকমে দিন কাটছিল। কিছুদিন চলার পর দুধ বিক্রির আয় থেকে সঞ্চিত আট টাকা দিয়ে আমি পান-বিড়ির দোকান দেই। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানে বসতাম। পড়াশোনা তো বন্ধই, আদৌ করবো- সেই স্বপ্নও ছিলনা।

www.pathagar.com

এক বিকেলে বড় ভাই বললেন, আজ স্কুল মাঠে নাটক হবে। স্পষ্ট মনে আছে, তখন আমার গায়ে দেয়ার মতো কোনো জামা নেই। খালি গা আর লুঙ্গি পরে আমি ভাইয়ের সঙ্গে নাটক দেখতে চলেছি। স্কুলে পৌঁছে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। চারদিকে এতো আনন্দময় চকমৎকার পরিবেশ। আমার মনে হলো, আমিও তো আর সবার মতোই হতে পারতাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে আবার স্কুলে ফিরে আসতে হবে।

নাটক দেখে বাড়ি ফেরার পথে বড় ভাইকে বললাম, আমি কি আবার স্কুলে ফিরে আসতে পারি না? আমার বলার ভঙ্গি বা করুণ চাহনি দেখেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক কথাটা ভাইয়ের মনে ধরলো। তিনি বললেন, ঠিক আছে কাল হেড স্যারের সঙ্গে আলাপ করবো।

পর দিন দুই ভাই আবার স্কুলে গেলাম। বড় ভাই আমাকে হেড স্যারের রুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে গেলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনছি, ভাই বলছেন আমাকে যেন বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগটুকু দেয়া হয়। কিন্তু হেডস্যার অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বললেন, সবাইকে দিয়ে কি লেখাপড়া হয়?

স্যারের কথা শুনে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। যতখানি আশা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম, স্যারের এক কথাতেই সব ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল। তবু বড় ভাই অনেক পীড়াপীড়ি করে আমার পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি যোগাড় করলেন। পরীক্ষার আর মাত্র তিনমাস বাকি। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, আমাকে তিনমাস ছুটি দিতে হবে। আমি আর এখানে থাকবো না। কারণ ঘরে খাবার নেই, পরণে কাপড় নেই- আমার কোনো বইও নেই, কিন্তু আমাকে পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

মা বললেন, কোথায় যাবি? বললাম, আমার এককালের সহপাঠী এবং এখন ক্লাসের ফার্স্টবয় মোজাম্মেলের বাড়িতে যাবো। ওর মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। যে কদিন কথা বলেছি, তাতে করে খুব ভালো মানুষ বলে মনে হলো। আমার বিশ্বাস আমাকে উনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

দুরু দুরু মনে মোজাম্মেলের বাড়ি গেলাম। সবকিছু খুলে বলতেই খালাম্মা সানন্দে রাজি হলেন। আমার খাবার আর আশ্রয় জুটলো; শুরু হলো নতুন জীবন। নতুন করে পড়াশোনা শুরু করলাম। প্রতিক্ষণেই হেডস্যারের সেই অবজ্ঞাসূচক কথা মনে পড়ে যায়, জেদ কাজ করে মনে, আরো ভালো করে পড়াশোনা করি।

যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হলো। আমি এক একটি পরীক্ষা শেষ করছি আর ক্রমেই যেন উজ্জীবিত হচ্ছি। আমার বিশ্বাসও বেড়ে যাচ্ছে। ফল প্রকাশের দিন আমি স্কুলে গিয়ে প্রথম সারিতে বসলাম। হেডস্যার ফলাফল নিয়ে এলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, পড়তে গিয়ে তিনি কেমন যেন দ্বিধান্বিত। আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর ফল ঘোষণা করলেন। আমি প্রথম হয়েছি! খবর শুনে বড় ভাই আনন্দে কেঁদে ফেললেন। শুধু আমি নির্বিকার- যেন এটাই হওয়ার কথা ছিল।

www.pathagar.com

বাড়ি ফেরার পথে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আমি আর আমার ভাই গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছি। আর পেছনে একদল ছেলেমেয়ে আমাকে নিয়ে হইচই করছে, শ্লোগান দিচ্ছে। সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল। আমার নিরক্ষর বাবা, যার কাছে ফাস্ট আর লাস্ট একই কথা- তিনিও আনন্দের আত্মহারা: শুধু এইটুকু বুঝলেন যে, ছেলে বিশেষ কিছু একটা করেছে। যখন শুনলেন আমি উপরের ক্লাসে উঠেছি, নতুন বই লাগবে, পরদিনই ঘরের খাসিটা হাটে নিয়ে গিয়ে ১২ টাকায় বিক্রি করে দিলেন। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে জামালপুর গেলেন। সেখানকার নবনূর লাইব্রেরি থেকে নতুন বই কিনলাম।

আমার জীবনযাত্রা এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমি রোজ স্কুলে যাই। অবসরে সংসারের কাজ করি। ইতোমধ্যে স্যারদের সুনজরে পড়ে গেছি। ফয়েজ মৌলভী স্যার আমাকে তার সন্তানের মতো দেখাশুনা করতে লাগলেন। সবার আদর, যত্ন, স্নেহে আমি ফাস্ট হয়েই পঞ্চম শ্রেণিতে উঠলাম। এতদিনে গ্রামের একমাত্র মেট্রিক পাস মফিজউদ্দিন চাচা আমার খোঁজ নিলেন। তার বাড়িতে আমার আশ্রয় জুটলো।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আমি দিঘপাইত জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হই। চাচা ওই স্কুলের শিক্ষক। অন্য শিক্ষকরাও আমার সংগ্রামের কথা জানতেন। তাই সবার বাড়িতে আদর ভালোবাসা পেতাম।

আমি যখন সপ্তম শ্রেণি পেরিয়ে অষ্টম শ্রেণিতে উঠবো, তখন চাচা একদিন কোথা থেকে যেন একটা বিজ্ঞাপন কেটে নিয়ে এসে আমাকে দেখালেন। ওইটা ছিল ক্যাডেট কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপন। যথা সময়ে ফরম পূরণ করে পাঠালাম। এখানে বলা দরকার আমার নাম ছিল আতাউর রহমান। কিন্তু ক্যাডেট কলেজের ভর্তি ফরমে স্কুলের হেডস্যার আমার নাম আতিউর রহমান লিখে চাচাকে বলেছিলেন, এই ছেলে একদিন অনেক বড় কিছু হবে। দেশে অনেক আতাউর আছে। ওর নামটা একটু আলাদা হওয়া দরকার, তাই আতিউর করে দিলাম।

আমি রাত জেগে পড়াশুনা করে প্রস্তুতি নিলাম। নির্ধারিত দিনে চাচার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে রওনা হলাম। এই আমার জীবনে প্রথম ময়মনসিংহ যাওয়া। গিয়ে সবকিছু দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ এত এত ছেলের মধ্যে আমিই কেবল পায়জামা আর স্পঞ্জ পরে এসেছি। আমার মনে হলো, না আসাটাই ভালো ছিল। অহেতুক কষ্ট করলাম। যাই হোক পরীক্ষা দিলাম; ভাবলাম হবে না। কিন্তু দুই মাস পর চিঠি পেলাম, আমি নির্বাচিত হয়েছি। এখন চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট যেতে হবে।

সবাই খুব খুশি; কেবল আমিই হতাশ। আমার একটা প্যান্ট নেই, যেটা পরে যাবো। শেষে স্কুলের কেরানি কানাই লাল বিশ্বাসের ফুলপ্যান্টটা ধার করলাম। আর একটা শার্ট যোগাড় হলো। আমি আর চাচা অচেনা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। চাচা শিখিয়ে দিলেন, মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমি যেন দরজার কাছে দাড়িয়ে বলি; ম্যা আই কাম ইন স্যার? ঠিকমতোই বললাম। তবে এতো উচ্চস্বরে বললাম যে, উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

www.pathagar.com

পরীক্ষকদের একজন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ এম. ডব্লিউ.পিট আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সবকিছু আঁচ করে ফেললেন। পরম স্নেহে তিনি আমাকে বসালেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমার খুব আপন হয়ে গেলেন। আমার মনে হলো, তিনি থাকলে আমার কোনো ভয় নেই। পিট স্যার আমার লিখিত পরীক্ষার খাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর অন্য পরীক্ষকদের সঙ্গে ইংরেজিতে কী সব আলাপ করলেন। আমি সবটা না বুঝলেও আঁচ করতে পারলাম যে, আমাকে তাদের পছন্দ হয়েছে, তবে তারা কিছুই বললেন না। পরদিন ঢাকা শহর ঘুরে দেখে বাড়ি ফিরে এলাম। যথারীতি পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলাম। কারণ আমি ধরেই নিয়েছি আমার চান্স হবে না।

হঠাৎ তিন মাস পর চিঠি এলো। আমি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। মাসে ১৫০ টাকা বেতন লাগবে। এর মধ্যে ১০০ টাকা বৃত্তি দেয়া হবে, বাকি ৫০ টাকা আমার পরিবারকে যোগান দিতে হবে। চিঠি পড়ে মন ভেঙে গেল। যেখানে আমার পরিবারের তিনবেলা খাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, আমি চাচার বাড়িতে মানুষ হচ্ছি, সেখানে প্রতিমাসে ৫০ টাকা বেতন যোগানোর কথা চিন্তাও করা যায় না।

এই যখন অবস্থা তখন প্রথমবারের মতো আমার দাদা সরব হলেন। এত বছর পর নাতির (আমার) খোঁজ নিলেন। আমাকে অন্য চাচাদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা থাকতে নাতি আমার এত ভালো সুযোগ পেয়েও পড়তে পারবে না? কিন্তু তাদের অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না। তারা বললেন, একবার না হয় ৫০ টাকা যোগাড় করে দেবো, কিন্তু প্রতি মাসে তো সম্ভব নয়। দাদাও বিষয়টা বুঝলেন।

আমি আর কোনো আশার আলো দেখতে না পেয়ে সেই ফয়েজ মৌলভী স্যারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি থাকতে কোন চিন্তা করবে না। পরদিন আরো দুইজন সহকর্মী আর আমাকে নিয়ে তিনি হাটে গেলেন। সেখানে গামছা পেতে দোকানে দোকানে ঘুরলেন। সবাইকে বিস্তারিত বলে সাহায্য চাইলেন। সবাই সাধ্য মতো আট আনা, চার আনা, এক টাকা, দুই টাকা দিলেন। সব মিলিয়ে ১৫০ টাকা হলো। আর চাচারা দিলেন ৫০ টাকা। এই সামান্য সম্বল করে আমি মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হলাম। যাতায়াত খরচ বাদ দিয়ে আমি ১৫০ টাকায় তিন মাসের বেতন পরিশোধ করলাম। শুরু হলো অন্য এক জীবন।

প্রথম দিনেই, এম. ডব্লিউ পিট স্যার আমাকে দেখতে এলেন। আমি সবকিছু খুলে বললাম। আরো জানালান যে, যেহেতু আমার আর বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই তিন মাস পর ক্যাডেট কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হবে। সবশুনে স্যার আমার বিষয়টা বোর্ড মিটিংয়ে তুললেন এবং পুরো ১৫০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই থেকে আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এস.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে পঞ্চম স্থান অধিকার করলাম এসব আরো অনেক সাফল্যের মুকুট যোগ হলো।

আমার জীবনটা সাধারণ মানুষের অনুদানে ভরপুর। পরবর্তীকালে আমি আমার এলাকায় স্কুল করেছি, কলেজ করেছি। যখন যাকে যতটা পারি, সাধ্যমতো সাহায্য সহযোগিতাও করি। কিন্তু সেই যে হাট থেকে তোলা ১৫০ টাকা, সেই ঋণ আজও শোধ হয়নি। আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করলেও সেই ঋণ শোধ হবে না।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এর লেখা 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' গ্রন্থ থেকে ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষা সম্পর্কে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার কিছু কথা

* ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটা ভারি অদ্ভুত। যেমন এ স্নিগ্ধ আর পবিত্র, তেমনি মধুর আর চিরদিনের। একবার ছাত্র মানে চিরদিনের জন্য ছাত্র, একবার শিক্ষক মানেও চিরকালের শিক্ষক। এই সম্পর্কের কোনদিন মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ছাত্র-শিক্ষকদের দেখা হোক না কেন, সেই মুহূর্তটিতে তারা দুজন দুজনের কাছে প্রথম দিনের মতোই উজ্জ্বল আর আলোময়।

* আধ্যাত্মিক শিশুদের কাছে মুর্শিদ যেমন শিক্ষকও তার কাছে তেমনি, তার আশ্রয়, উদ্ধার, পথ নির্দেশ দাতা এবং তার মনোজগতের চিরন্তনতার প্রতীক।

* হাইকোর্টের জজ বা সরকারের সচিব যে ছেলেবেলার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দেখলে আচমকা পায়ে হাত দিয়ে বসেন, এর কারণ এই। এ হল জীবনের প্রথম বিস্ময়ের সামনে মানুষের চিরকালের প্রনতি, জীবনের প্রগাঢ়তম প্রাপ্তির কাছে মানুষের স্বকৃতজ্ঞ ঋণস্বীকার।

* একজন সত্যিকার শিক্ষকের কাছে ছাত্র কী? ছাত্র তো তাঁর আত্মার সন্তান-অচেনা, অপরিচিত, রক্ত সম্পর্কহীন দূরদূরান্ত থেকে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে তারই জীবন শোষণ করে বেড়ে ওঠা তারই অনিবার্য উত্তরাধিকারী। এই ছাত্রই তো তার সম্ভাবনা, বিকাশ, পরিণতি- তার জীবন, জীবনের অর্থময়তা, জন্ম এবং জন্মান্তর।

www.pathagar.com

* শিক্ষকের খাতায় নাম লেখালেই একজন শিক্ষক হয়ে যান না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। শিক্ষকদের বেলাতেও কথাটা একই রকম খাটে। সকলেই শিক্ষক নয়, কেউ কেউ শিক্ষক। যে মানুষ ছাত্রদের বিকাশের ভেতর নিজের নিয়তিকে রক্তমাখা ভবিতব্য হিসাবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ছাত্রদের জীবনের ভেতর শবেবরাতের রাত্রের কোটি কোটি প্রদীপের মতো জ্বলে উঠতে পারেন, তিনিই তো শিক্ষক। একজন শিক্ষকের মধ্যে নানান ধরণের গুণের সমাহার থাকতে হয়, না হলে ভালো শিক্ষক হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। আদর্শ, মূল্যবোধ, ভালোমাপের পড়াশোনা, উদারতা, মমতা, বড় দৃষ্টিভঙ্গি এসব গুণ এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু যে গুণটি না থাকলে তিনি শিক্ষক নামের যোগ্যই হয়েই উঠেন না তা হল সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলার স্বতস্ফূর্ত সপারগতা। চমৎকার কথার মুগ্ধ মোহারেশ রচনা করে ছাত্রকে ক্লাশের ভেতর প্রজ্জ্বলিত করে রাখতে হয় তাঁকে। পড়ানোর বিষয়গুলোকে সাবলীল প্রাঞ্জল ও আনন্দময়ভাবে ছাত্রদের রক্তে সঞ্চারিত করে রাখতে হয়। প্রতিটি শিক্ষকই শেষ বিচারে একজন হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা যিনি কথার ইন্দ্রজাল দিয়ে ছাত্রদের হৃদয়কে তাঁর পিছনে পিছনে নৃত্যগীত মুখরভাবে আনন্দে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

* শিক্ষক জ্ঞান জগতের ভিক্ষাদাতা নন, তিনি জ্ঞানের জগতের আসতে চাওয়া ছাত্রদের আহবানকারী।

* শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচারের সময় তাঁদের জ্ঞান বা শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচারের আগে তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি, উপস্থাপনার চমৎকারিত্ব এবং তার হৃদয় জয় করবার ক্ষমতার উপর বেশি জোর দেওয়া উচিত।

* একজন মানুষের সজাগ বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগৈশ্বর্য, ক্ষিপ্ত চৈতন্য ও উপলব্ধিজগৎ- সবকিছুর গভীর প্রদেশকে আলোড়িত মন্থিত শিহরিত করে এর অনিন্দ্য গোলাপ ফুটে ওঠে। এখানে আহরণযোগ্য পুষ্প এবং আহরণকারী মক্ষিক বক্তা নিজেই। শিক্ষক যদি সন্মোহনকারী কথক হিসাবে ছাত্রদের কাছে ব্যর্থ হন, তবে তো তাঁর শিক্ষকতা জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেল। সুন্দরভাবে প্রকাশিত না হলে তো তার বক্তব্য হয়ে থাকবে গুদামের মালপত্রের মতো মৃত আর জড়। সে ব্যাপারে কেন উৎসাহ হবে পাঠকের?

* যদি ভালো লাগে, আত্মায় আনন্দ জাগে, ওমর খৈয়মের মতো যদি মদ, রুটি, কবিতার বই আর প্রিয়তমা- এসব জিনিস একসঙ্গে পাও এই ক্লাসঘরের ছাদের নিচে, তাহলেই এসো এখানে, নাহলে এখানে কী দরকার তোমার।

* শিক্ষক জাতির মেরুদন্ড। কাজেই পড়াশোনার ব্যাপারে তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি অগ্রনী থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যান নিলে হয়তো আজ ধরা পড়বে- আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সামরিক কর্মকর্তা, উকিল, এমনি যত রকম পেশার মানুষ রয়েছে সমাজে, তাদের মধ্যে শিক্ষকদের ভেতরেই পড়াশোনার চর্চা সবচেয়ে কম। (একটু

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর শোনালেও) কথাটা বললে হয়তো পুরো অসত্য হবে যে শিক্ষকরাই আজ আমাদের দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়। এর যেসব কারণ থাকতে পারে তার একটা হলো দেশের সবচেয়ে উপেক্ষিত শিক্ষাহীন এবং ব্যর্থ ছাত্রটিই আজ এই জাতির শিক্ষক।

* শিক্ষকতা আজ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের সেই আলোকবিস্তারী পেশা, যে পেশায় জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে তার আগ্রহ সবচেয়ে কম। আজ এই পেশায় যোগ দেবার পর সারাজীবন বইয়ের একটি পাতা না উল্টিয়েও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হিসেবে সসম্মানে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। শিক্ষকদের জীবনে জ্ঞানের চর্চা না থাকায় ছাত্রদের জীবনে তা স্বাভাবিকভাবেই সংক্রামিত হয় না।

* শিক্ষক হিসেবে এই মর্যাদাটাকুই চাই আমরা পৃথিবীর কাছ থেকে কেবল এই নিঃশর্ত সম্মানটুকু। এটুকুর বিনিময়ে আমরা জীবনের সব বৈভবকে শিশুর মতো বিলিয়ে দিতে পারি। একটা জাতি যখন তার শিক্ষকদের এই মর্যাদাটুকু দেয়, তখনই সেই জাতির ভেতর বড় শিক্ষক জন্মায়। শওকত উসমানের মতো বলতে ইচ্ছা করে, দৌলত দিরহাম দিয়ে গোলাম কেনা যায়, ক্রীতদাস কেনা যায়, কিন্তু তার হাসি কেনা যায় না। সামাজিক সম্মান বড় শিক্ষকের জন্মভূমি। এটুকু পেলে খেয়ে না খেয়ে সে জীবন দিয়ে দিতে পারে। আমাদের কালে যে বড় শিক্ষক জন্ম নিল না, তার একটা কারণ জাতির অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষককে এমনি মর্যাদা দেবার মতো মানুষ এদেশে ছিল না। দেশের প্রতিটা শক্তিমান মানুষ শিক্ষককে কেবল টাকায় কেনা চাকরই মনে করেছেন।

* মানুষ আসলে ভালো কিছুকেই খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু সে খারাপ হয়ে যায় পরিবেশের বৈরিতায়।

* শিক্ষকই তো শিক্ষাঙ্গনের মূল ভিত্তি, জীবন-সঞ্জীবনী। ভালো শিক্ষক হারালে শিক্ষাঙ্গন বাঁচবে কী করে? আজকের শিক্ষকরাই এই হতশ্রী চেহারা আমার স্নায়ুতে হয়ত একটু বেশি অত্যাচার করে।

* একটা কলেজের অধ্যাপক সবাই ব্রাহ্মণ হলেও, অধ্যক্ষ কিন্তু তা নন। তাঁর দায়িত্ব মূলত ক্ষত্রিয়ের, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের, মনে রাজর্ষির। তাঁকে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করতে হয়, দন্ডমুন্ডের নিয়ন্তা হতে হয়, পরিচালকের কঠোর হাতে অবিচলভাবে ব্যবস্থাপনার লাগাম ধরে রাখতে হয়। কেবল মহত্ত্ব আর সাধুতা দিয়ে অধ্যাপকের মূল্যবোধকে উঁচু করে দাঁড় করিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু অধ্যক্ষ হতে গেলে ক্ষত্রিয়ের গুণ, কঠোরতা, আপোষহীনতা, আগ্রাসী মনোভঙ্গি, আঘাত করার শক্তি, দুঃসাহস এসব কিছুই কমবেশি দরকার হয়। অন্যায়কারীকে নিরস্ত্র, ঠগকে পর্যুদস্ত, দুর্বৃত্তকে নিপাত এসব করতে না পারলে অধ্যক্ষ হিসেবে সফল হওয়া কঠিন।

www.pathagar.com

* একজন শিল্পপতি, কন্ট্রাক্টর বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীর চেয়ে একজন শিক্ষকের বেতন কম। যুক্তি হিসাবে বলা যায় একজন শিক্ষকের জীবন কাটে মার্জিত, পরিশালিত পরিবেশে, বৈদগ্ধ্যময় ব্যক্তিদের সাহচর্যে, উচ্চতর জীবন চর্চার অবকাশময় আনন্দে। জীবনের সেই মর্যাদা, তৃপ্তি বা শান্তি ঐ ব্যবসায়ী বা নির্বাহীর জীবনে নেই। এই বাড়তি প্রাপ্তির মূল্য দিতে শিক্ষকদের আয় তাদের তুলনায় হয় কম।

* একজন ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের ভূমিকা আধ্যাত্মিক গুরুর চেয়ে খুব একটা কম নয় এবং বাপ-মার চেয়ে অনেকখানিই বেশি।

* নকল ধরতে হয় সৎ এবং যোগ্যকে বাঁচাবার জন্য, পেছনের দরজা দিয়ে সুযোগ পেয়ে অযোগ্যদের ঢুকে পড়ার অন্যায় চেষ্টা প্রতিহত করার জন্য, ন্যায়সঙ্গত পৃথিবীর জন্য এক দুশ্চিন্তাহীন ও নিরাপত্তাস্মিত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য। নকল আসলে চুরি। অর্থ আত্মসাৎ। কাজেই পরীক্ষার হলে অবাধে নকল চলতে দেওয়া, আর একটা অন্যায়, দুনীর্তিপরায়ন, অবৈধ আর হতাশাগ্রস্ত সমাজের জন্ম দেওয়া একই কথা- যে সমাজ যোগ্য ও অবদানক্ষম মানুষের নৈরাশ্যপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসে, ক্ষোভে, হতাশায় এবং আত্মধ্বংসে অপচিত।

* আজ টের পাই জীবনের অপব্যবহারের কত প্রতিকারহীন বেদনা থেকে এই গভীর খেদোক্তি :

মনরে কৃষি কাজ জানো না,
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

* জীবনের তিরিশটি বছর অধ্যাপনায় কাটানোর পর সেই ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকিয়েছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, দুর্যোগে বিধ্বস্ত ক্ষেতের দিকে যেমন করে অশ্রুসজল, চোখ আর বুকভরা হাহাকার নিয়ে তাকায় একজন কৃষক। সম্পূর্ণ ভাবে ধসে পড়া শিক্ষাঙ্গনের অবক্ষয়গ্রস্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাঙ্গন, এর ব্যবস্থাপনা আর মূল্যবোধের দিকে তাকিয়ে নিজেকে তাঁর মনে হয় নিষ্ফলা মাঠেরই কৃষক।

* সুশিক্ষার পূর্বশর্ত সুশিক্ষক তা এক দ্ব্যর্থহীন স্বীকার্য সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো-সুশিক্ষক কে? কী তার গুণাবলী?

* সুশিক্ষক মানেই সুশিক্ষার্থী। তিনি আজীবনই শিক্ষার্থী। জ্ঞান সীমাহীন ও নিয়ত প্রসারমান এবং পরিবর্তনশীল। যিনি জ্ঞান বিতরণের পেশায় নিয়োজিত তাকেও প্রসারমান ও পরিবর্তনশীল জ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে নিয়ত হালনাগাদ (আপডেড) করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী যখন পরীক্ষার্থী, তখন তার কাছে কাম্য সাম্প্রতিকতম তথ্যসমৃদ্ধ উত্তর, যার নির্দেশক তার শিক্ষক। শিক্ষকের জ্ঞান যদি অপর্যাপ্ত বা সেকেল হয়, তাহলে এমন শিক্ষক শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর কোন কাজে লাগবে না। সম্ভবত এমন একটি ভাবনা মাথায় রেখেই কার্লমার্ক্স মন্তব্য করেছিলেন, এন এডুকেটর মাস্ট বি এডুকেইটেড- শিক্ষককে শিক্ষিত হতে হবে।

www.pathagar.com

* সুশিক্ষক নিজে প্রাণিত এবং তিনি শিক্ষার্থীকে প্রাণিত করার যোগ্যতা ধারণ করেন। কিসে তিনি প্রাণিত? কিসের প্রনোদনার উৎস তিনি? শিক্ষক জ্ঞান চর্চার মহান উদ্দেশ্যে প্রাণিত। তার প্রতীতী জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত যে শিক্ষক দ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব তিনিই পারেন শিক্ষার্থীর অসীম প্রেরণা-প্রণোদনার উৎস। এমন শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য বাতিঘরসদৃশ। বাতিঘর অন্ধকার সাগরে আলোর নিশানা দিয়ে সাগরে জাহাজকে পথ দেখায়, কূলে যাওয়ার আশ্বাস দেয়। এমন শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্যও তাই।

* একজন সুশিক্ষক মেধা, মনন, আচরণ, বচন ও বসনে হবেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। কারণ, শিক্ষক শুধু বই ভিত্তিক জ্ঞানের শিক্ষক নন, তিনি মানুষের শিক্ষক, তিনি মানবজীবনের বিস্তৃত সব বিষয়েরও সমান্তররাল পাঠদান করেন। আর সে কারণে তিনি মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে বিবেচিত।

সংগ্রহে : অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম

www.pathagar.com

শিক্ষকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রত্যাশিত গুণাবলী

অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম

শিক্ষক বলতে একজন আলোকিত, জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি সমাজ বিবর্তনে অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক অন্যতম মৌল সহায়ক ব্যক্তি। একজন উত্তম মানের শিক্ষক একটি প্রতিষ্ঠান এবং বিরাট মহিরুহের মত। তার সাফল্যের ভিত্তি হলো-

১। পেশাগত দক্ষতা
২। নির্মল চারিত্রিক গুণাবলি
৩। জ্ঞান সঞ্চারণে আন্তরিক সদিচ্ছা এবং প্রচেষ্টা

শিক্ষক হলো অনুকরন ও অনুসরণের মডেল। শিক্ষক বলতে এমন এক অনুস্মরণীয় মহান জ্ঞানী, গুণী ও পন্ডিত ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি শিক্ষার্থীকে লিখন প্রক্রিয়ায়, জ্ঞান অন্বেষণ ও আহরণে, মেধা বিকাশ ও উন্নয়নে, শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে নৈতিক ও মানসিক গুণাবলী বিকাশে ও সমাজ বিবর্তনে অনুঘটক হিসাবে সুশীল নাগরিক তৈরী প্রক্রিয়ায় সার্বিক ভাবে সহায়তা দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। উত্তম শিক্ষক শিক্ষার মানোন্নয়নের ভিত রচনা করেন শ্রেণি কক্ষের কার্যক্রম ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। তিনি শিক্ষার্থী কর্তৃক জ্ঞান অর্জন/আহরণ শ্রেণি কক্ষে নিশ্চিত করতে পারেন। পেশাগত দক্ষতা ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগ ব্যতীত সম্ভব নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হবেন

১। জ্ঞান তাপস
২। মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত চৌকস ব্যক্তিত্ব
৩। শ্রেণি কক্ষে আন্তরিক ভাবে পাঠদানও জ্ঞান বিতরণের আগ্রহী ব্যক্তিত্ব
৪। শ্রেণি কক্ষে সুব্যবস্থাপক ও সুশিক্ষা দানকারী অভিভাবক
৫। সুবিচারক, পরীক্ষক, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রক এবং মানোন্নয়নকারী
৬। যুক্তিবাদী আলোচক ও আলোকিত ব্যক্তিত্ব

www.pathagar.com

৭। গবেষক ও উদ্ভাবক
৮। সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব
৯। ইতিবাচক মটিভেটর
১০। সঠিক পথ প্রদর্শক, দিশারী, শিক্ষার্থী ও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীত।
১১। সৎ ও ধার্মিক
১২। সরল ও অকপট
১৩। নির্মল চরিত্রের অধিকারী
১৪। অকুতোভয় সত্যবাদী
১৫। মূল্যবোধে উজ্জীবিত আধুনিক ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি
১৬। সুশীল ও রুচিশীল ব্যক্তিত্ব
১৭। সমাজ সংস্কারক ও সমাজে বিবর্তনের অনুঘটক
১৮। পরোপকারী ও সমাজ হিতৈষী
১৯। সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব
২০। দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তি
২১। পরিশ্রমী
২২। সুপরামর্শক
২৩। হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব
২৪। নিরপেক্ষ তথা পক্ষপাতহীন আচরণকারী

নিষ্ঠাবান শিক্ষকের মৌল দায়িত্ব

শিক্ষাবোর্ড বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ শিক্ষকদের নিম্নোক্ত মৌল ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।

১। কর্ম দিবসে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতিতে সময়নিষ্ঠ হওয়া এবং ছুটি না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা।
২। সময়নিষ্ঠ ভাবে শ্রেণি কক্ষে উপস্থিত হয়ে নিষ্ঠার সাথে শ্রেণি কক্ষের পাঠ পরিকল্পনা সমাপ্ত করা।
৩। শিক্ষার্থীদের মধ্যেস্থিরতা বিকাশের জন্য আন্তরিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহায়তা করা।
৪। শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী, কর্মমুখী জ্ঞানচর্চা ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করা।
৫। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ঘটানো এবং মন মানসিকতা পরিবর্তনে অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করা।
৬। শিক্ষার্থীদের উত্তম চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করা।
৭। শিক্ষার্থীদের সুশীল ও পরমতসহিষ্ণু আনয়নে উদ্বুদ্ধ করা।
৮। উত্তম বাচনভঙ্গি এবং উপস্থাপনের (Excellent oratory and Presentation skill) মাধ্যমে পাঠদান প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হৃদয়গ্রাহী ও বোধগম্য করা।
৯। শিক্ষার্থীদের দেশ ভাবনা ও সমাজ কল্যাণে কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
১০। সাপ্তাহিক / পাক্ষিক ভিত্তিতে পঠিত বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান অর্থাৎ উত্তরপত্রে ভুলত্রুটি, উত্তরপত্রের অনাবশ্যক বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যথাযথ পরামর্শ প্রদান।

www.pathagar.com

১১। প্রত্যেক শিক্ষক ১৪৫-২০ জন শিক্ষার্থীর গ্রুপ ভিত্তিক গাইডেন্স দেয়া।
১২। বিষয় ভিত্তিক ওয়ার্কসপ, সেমিনার পেপার প্রস্তুত ও উপস্থাপন করা।
১৩। পাঠদান প্রস্তুত, অধ্যয়ন এবং নতুন পাঠদান কৌশল উদ্ভাবন।
১৪। গ্রুপভিত্তিক শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগযোগ ও আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৫। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে সময়নিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া।
১৬। শ্রেণি কক্ষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার প্রমাণ দেয়া।
১৭। পরীক্ষার হলে যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন, নকল প্রতিরোধ করা।
১৮। শিক্ষার গুণগত মান ও ভাবমূর্তি উন্নয়নে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করা।
১৯। প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করা।
২০। প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত সকল কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করা।

উক্ত বর্ণনা ছাড়াও একজন শিক্ষকের মৌলিক গুণাবলী

TEACHER- শব্দটি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করলে নিম্নোক্ত গুণাবলী প্রস্ফুটিত হয়।

T = Trained, Trainer, Talented, Tactful, Tutor, Tolerant, Teaching Art, Trustworthy, Trouthful, Transparent.

E = Enlightened, Excellence, Efficient, Effective, Energizer, Evoluetir, Encourage, Expert.

A = Affectionate, Adviser, Amiable, Accessible, Assertive, Administer, Assist, Accountable, Active, Analysing, Atility.

C = Custodian, Coach, Caring, Credibility, Careful, Competent, Clean Character, Courage, Commitment, Courte, Creative, Controllling Ability, Cooperation, Charming, Charisma, Catalyst.

H = Heart, Honest, Hospitable, Harmless, Harmony, Helper, Healthy, Humanity.

E = Exrtnordinary, Eloquent, Essence, Empower, Empathy, Eamestness, Eagerness, Elegant, Exuptional.

R = Reader, Respectful, Resourceful, Realiable, Reasonable, Realistic, Researcher, Responsible, Remote Sense.

(১) যে মানুষ ছাত্রদের বিকাশের ভেতর নিজের নিয়তিকে রক্তমাখা ভবিতব্য হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ছাত্রদের জীবনের ভেতর শবেবরাত রাত্রের কোটি কোটি প্রদীপের মতো জ্বলে উঠাতে পারেন, তিনিই তো শিক্ষক। তাঁর স্মৃতিই তো ছাত্রর আমৃত্যু স্মণ, তাঁর কাবার দিকেই তো ছাত্রের মর্ত্যকালের নিদ্রাহীন যাত্রা।

(২) আদর্শ, মূল্যবোধ, ভালমাপের পড়াশোনা উদারতা, মমতা, বড় দৃষ্টিভক্তি- এসব সুশিক্ষকের গুণাবলীর মধ্যে পড়ে। কিন্তু যে গুণটি না থাকলে তিনি শিক্ষক নামের

www.pathagar.com

যোগ্যই হয়ে ওঠেন না তা হল সুন্দর ও নান্দনিক কথা বলার স্বতঃস্ফূর্ত সপারগতা। পড়ার বিষয়গুলোকে সাবলীর প্রাঞ্জল ও জীবন লোভন ভাবে ছাত্রদের রক্তে সঞ্চারিত করতে হয়। প্রতিটি শিক্ষকই শেষ বিচারে একজন হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা যিনি কথার ইন্দ্রজাল দিয়ে ছাত্রদের হৃদয়কে তাঁর পিছনে মৃত্যুমুখর আনন্দে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

(৩) একটা জাতির মানুষদের তা তারা ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, আমলা, ব্যবসায়ী, দারোগা, ডিসি, এসপি, আমলা, শিক্ষক যা-ই-হোক, শিক্ষাঙ্গনের ভেতর দিয়েই তো তাদের যেতে হয়। জীবনে তারা কতবড় হবে তার অনেকটাই নির্ভর করে এই শিক্ষাঙ্গনে তারা বড় বা সম্পন্ন মাপের শিক্ষকদের হাতে পড়ল তার ওপর। জীবন কত জ্যোতির্ময়, কত হিরুণ্য সম্ভব তা কেবলমাত্র ভালো শিক্ষকরাই তাদের সমানে তুলে ধরতে পারেন। সেই জীবনের স্বপ্নে তাদের প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে পারেন।

www.pathagar.com

শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

মুহাম্মদ গাওয়াহীদ হোসাইন

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের শিক্ষক ছিল প্রকৃতি। কিন্তু কালের আবহ পেরিয়ে যখন থেকে সমাজবদ্ধ মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হল সেদিন থেকে সাম্প্রতিক কালের এ দিনটি পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শিক্ষক একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। কেননা শিক্ষা কার্যের সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। White-head-এর মতে "কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষকের চাইতে উত্তম নহে।" শিক্ষক হচ্ছেন সভ্যতার ধারক Gurdian of Civlization শিক্ষক শুধু শিক্ষাদানই করেন না, তিনি মানুষ গড়ার কারিগরও বটে। তিনি জাতি গঠন করেন। জাতির মান নির্ভর করে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মানের উপর, নাগরিকের মান বহুলাংশে নির্ভর শিক্ষার মানের উপর আর শিক্ষায় মান সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে শিক্ষকের গুণাবলীর উপর।

শিক্ষকের ইংরেজি প্রশিশব্দ TEACHER এর আক্ষরিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- T-Truthful (সত্যবাদী), E-Educated (সুশিক্ষিত), A-Active (সক্রিয়), C-Concious (সচেতন), H-Honest (সাধু/ধার্মিক), E-Energetic Efficent (কর্মচঞ্চল, দক্ষ) ও (R.R.R)- Reader, Writer, Aerthmatic (All round devlopment) চর্তুরমুখী প্রতিভার অধিকার। তিনি হবেন একজন শিক্ষক যিনি সত্যবাদী, সুশিক্ষিত, নিজ কর্মে যত্নবান, সমাজ সচেতন, সাধু ও ধার্মিক, অত্যন্ত দক্ষ এবং চর্তুমুখী প্রতিভার অধিকারী। যিনি হবেন গ্রহণ উপযোগী, আকর্ষণীয়, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। একজন আদর্শ শিক্ষক সকল বৈরীতার মাঝেও শিক্ষার কাজ এমন সূচারুরূপে পরিচালনা করেন যে, সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সার্থকতায় ভরে ওঠে। আবার সকল সুবিধা সরোবরে অবগাচন করেও শিক্ষকের যোগ্যতার অভাবে শিক্ষাকার্যটি ব্যর্থতায় পর্যবশিত হতে বাধ্য। তাই শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য যেমন প্রয়োজন হয় পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, আনুঙ্গিক সুযোগ সুবিধা তেমনি চাই যোগ্য ও সুশিক্ষক। আর একজন আদর্শ ও যোগ্য শিক্ষক তার নিজস্ব পেশাগত নৈতিকতার অপরূপ ডোরে আবদ্ধ।

www.pathagar.com

সমাজবদ্ধ মানুষকে জীবন ও জীবিকার জন্য কোন না কোন পেশা অবলম্বন করতে হয়। প্রত্যেক পেশারই কিছু নিজস্ব নিয়ম শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা হচ্ছে উক্ত পেশার পেশাগত নৈতিকতা (Prolessional ethics)। নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ও আত্ম জাগরণের বিবেক প্রসুত গুরুমস্তিষ্কের সুচিন্তার ফসল। যা মানুষকে মানবতা ও শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব মহিমা দান করে সৃষ্টি রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব দীপ্তি মনিমালা পরিয়েছে। এ নৈতিক শিক্ষকতা পেশারও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একজন শিক্ষকের সামনে যে নৈতিক মূল্যবোধ থাকে যাকে মানদন্ড হিসেবে ধরে নিয়ে শিক্ষক তার মহৎ পেশার মহৎ কর্ম যজ্ঞের আয়োজন করতে অগ্রসর হন। আর তাই তার পেশা নৈকিতার প্রাণকেন্দ্র।

অপরদিকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্যাস টেনে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়- প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব দৈহিক ও মানসিক সংলক্ষণ এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যে গুণ ও ক্ষমতা দিয়ে সে একটা বিশেষ বৃত্তির চাহিদা মেটাতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব সংলক্ষণ (Traits) এর ভিত্তিতে বৃত্তি নির্বাচন করা উচিত। তবেই ব্যক্তি জীবনের সফলতার সাথে সাথে সমাজও উপকৃত হয়। শিক্ষকতার পেশায় যে সকল গুণ, ক্ষমতা, দক্ষতা বৈশিষ্ট্য ও সংলক্ষণের আবশ্যক যা শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীগণের বিশ্লেষণ প্রসূত সেগুলো একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

একজন সুশিক্ষকের আরও কিছু বেশিষ্ট্য ও গুণাবলী তাঁর পেশাগত উন্নতির সহায়ক উপাদান

যথা : অমায়িকতা, আত্মসংযম, উদ্যমশীলতা, উৎসাহি প্রবণতা, আশাবাদী, মনোভাব, মুক্তবুদ্ধি, সততা, সত্যকামিতা, দূরদৃষ্টি, নমনীয়তা, বিশ্বস্ততা, আত্মপ্রত্যয়, সামাজিকতাবোধ, সংবেদনশীলতা, প্রাণশক্তির সজীবতা, পরিচ্ছন্নতা, সুরুচিবোধ, পরিমিতিবোধ, সৌন্দর্য চেতনা, প্রত্যুপন্ন মতিত্ব, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাগুণ, সহযোগিতার মনোভাব, প্রসন্নতা, কর্মে আনন্দবোধ, মুদ্রাদোষ মুক্ত, কণ্ঠস্বরের প্রতিবেদন, গঠনশীল মনোভাব, অন্যায়ের প্রতি ঘৃনাবোধ, সংকল্পে সুদৃঢ়তা, বাৎসল্যগুণ, শিক্ষক পদের যোগ্যতা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান, শাসন ও পরিদর্শনে দক্ষতা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে জ্ঞান, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে আগ্রহী, শিক্ষার্থীর দুর্বলতা সংশোধনে সৌহার্য দান, অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, সৃজনশীল কাজে উৎসাহ ও সক্রিয়তা, আত্মত্রবটি সম্পর্কে সচেতনতা, আত্ম উন্নয়নে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা, অধ্যয়নে ছাত্র সুলভ অধ্যবসায়, আধুনিক শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথ সুসম্পর্ক, শিক্ষার মৌল লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞান, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি।

শিক্ষকের উপরোল্লেখিত নানাবিধ গুণ, ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও সংলক্ষণকে বাস্তবে সাফল্যমন্ডিত প্রয়োগের প্রাক্কালে একটা দেশ ও সমাজে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক তা হলো:

www.pathagar.com

১। **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা :** শিক্ষকতা পেশার সুমহান দায়িত্বটি পালনের জন্য শিক্ষকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এমতাবস্থায় শিক্ষতার মত একটা গুরবদায়িত্ব যথাযতভাবে পালন করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার।

২। **যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন:** এদেশে যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। "যার নেই কোন গতি সেই ঝোঁকে যেন শিক্ষাকতার প্রতি" অবস্থা অনেকটা এমনই। তাই শিক্ষক নির্বাচনের সময় অন্যান্য সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে গুণসম্পন্ন যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন করা দরকার।

৩। **পেশাগত প্রশিক্ষণ ও তার প্রয়োগ :** শিক্ষকতা পেশার নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের সুব্যবস্থাদি আবশ্যক। আমাদের দেশে উক্ত ক্ষেত্রগুলো আরো সুসংবদ্ধ ও মজবুত করা দরকার।

৪। **রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি :** উন্নত দেশসমূহে শিক্ষকের মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি সমাজের উচ্চ শিখরে। কিন্তু আমাদের দেশ শিক্ষক যেন করুণার পাত্র। নিছক কর্তব্যপরায়ণ হয়ে জীবন ঘষে আগুণ জ্বালিয়ে যাবেন শুধু শিক্ষকরা তা হয় না। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে শিক্ষকদেরকে পূর্ণ মর্যাদার সুপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

৫। **শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা :** গতানুগতিক ধারা এবং স্বজনপ্রীতির স্থলে শিক্ষক নিয়োগ বিধিতে আমুল পরিবর্তন এনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা দরকার।

শিক্ষকতা একটা মহৎ পেশা (Teaching is a noble profession) কিন্তু মহৎ পেশার মহান দায়িত্বটি পালন করা কঠিন বিধায় কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন "গায়েয় জোরে আর যাই হওয়া যাক না কেন গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না।" অতএব এ গুরু সম্মান অর্জন করতে শিক্ষক ও সমাজকে এক গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষক শুধু জন্মগ্রহণ করেন না, শিক্ষক তৈরিও হন। অর্থাৎ শিক্ষকতা পেশার সুযোগ্যতাটি হল শিক্ষকের জন্মগত কিছু বৈশিষ্ট্য পেশাগত দক্ষতা, প্রশিক্ষণগত গুণাবলী, অর্জিত বৈশিষ্ট্য ও দেশ আর সমাজের সার্বিক সহযোগিতার সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ এক মনুষ্য সত্ত্বা, এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। শিক্ষক নামের অমিত শক্তি যার অসীম মহিমায় শিক্ষক থাকেন তার পেশাগত নীতিতে অটল, অবিচল। তিনি হন শিক্ষার্থীর পরম বন্ধু, উপযুক্ত পথ প্রদর্শক এবং বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ দার্শনিক অর্থাৎ শিশুর Friend, Philosopher and guide.

www.pathagar.com

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি তথা ডাল্টন পদ্ধতি, মন্টেসরী পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি ও পরিকল্পনা প্রভৃতি আলোচনা করলে দেখা যায়- সকল কর্মের নায়ক শিক্ষার্থী আর তার সার্থক রূপকার হলেন শিক্ষক। দেশ, জাতি, সমাজ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব এ সার্থক রূপকার তত্তা মানুষ গড়ার কারিগরের কাছ থেকে যথার্থ সংখ্যক শুদ্ধ, সুন্দর ও যুগোপযোগী মানুষ চায়। শিক্ষকই পারেন কালের এ দাবী মেটাতে এবং সে পারার পূর্ব কথা হচ্ছে।

(ক) শিক্ষককে তার নিজস্ব পেশাগত নৈতিকতায় অটল ও অটুট থাকা, নিজ কর্তব্য ও কর্মে অবিচল থাকা।

(খ) আর এ জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সমাজের যা করণীয় শিক্ষকের জন্য তা করা। দিনে দিনে শিক্ষকের এ জ্ঞানচক্ষুর যতার্থ উন্মেষ ঘটুক। সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র শিক্ষককে যথাযথ মান মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করুক।

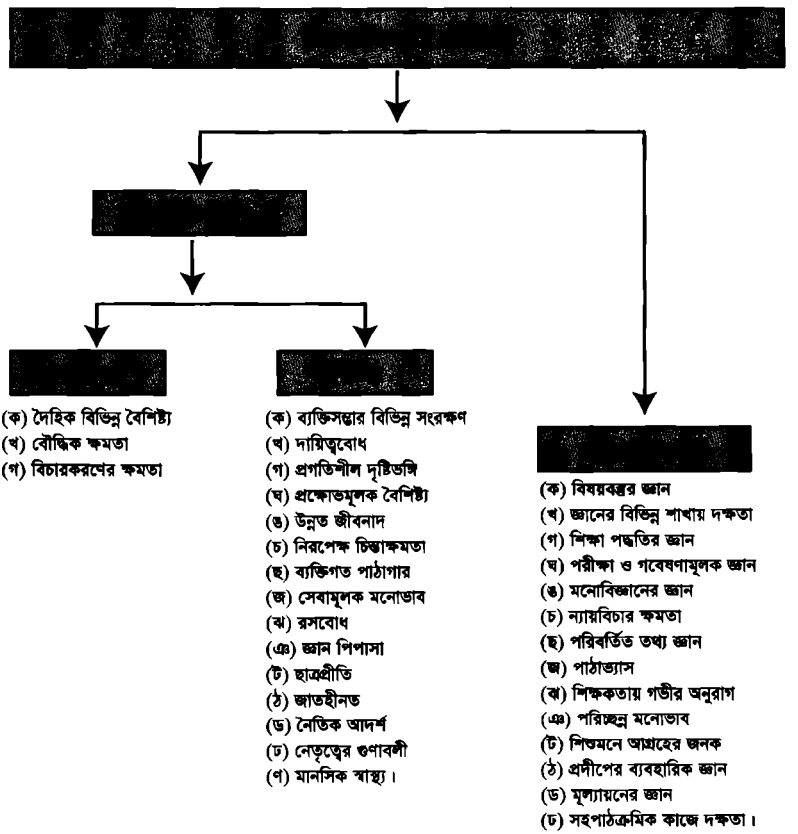

www.pathagar.com

শিক্ষকদের জন্য টিপস

ইকবাল খান
পিএইচডি (ফেলো) এডুকেশন,
হিরোশিমা ইউনিভার্সিটি, জাপান।

টিপস-০১

শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর বিষয়টি যে শিক্ষার্থীদের জন্য অতিব প্রয়োজনীয় তা তাদের বোধগম্য করান। তারা যখন বিশ্বাস করবে যে, তারা যে পড়াশোনা করছে তা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, আগ্রহী ও লক্ষ্যে পৌছার যুঁতসই তখন তারা সে ধরণের পাঠে অতি মনোযোগী হয়।

টিপস-০২

তাদেরকে যা করতে বলছেন তা তাদের জন্য যথার্থ কি না তা আগেভাগেই নিশ্চিত হোন। যদি তাদেরকে দেয়া পাঠ খুবই কঠিন হয় তাহলে তারা তা আয়ত্ত না করতে পেরে দ্রুত হতাশ হয়ে পড়বে ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আবার পাঠ যদি খুবই সহজ হয় তাহলে তাদের একঘেয়েমিভাব এসে যাবে। ফলে তাদের কাজের আগ্রহ হারিয়ে যাবে।

টিপস-০৩

প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য স্থির করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন। তারা যেন বাস্তবধর্মী, স্বল্প মেয়াদে সমাধানগুযোগ্য লক্ষ্য স্থির করে। তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন, চর্চা ও কাজে লেগে থাকার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

www.pathagar.com

টিপস-০৪

সফলতা ও ব্যর্থতার জন্য যথার্থ দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করুন। তাদের এই শিক্ষা পাওয়া উচিত যে, তারা সব কাজেই উৎকর্ষ লাভ করতে পারবে না। একজন শিক্ষার্থী যদি যথার্থভাবে কোন বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন না করতে পারে তাহলে সে তার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। ফলে সে অন্য আরেকটি বিষয়েও সফলকাম হতে পারে। শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের ভিত্তি তৈরী করুন। তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে কাজ করুন। উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহায়তা দিয়ে তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হোন।

টিপস-০৫

পড়ার বিষয়ে বৈচিত্র্যতা আয়ন করুন। এতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আগ্রহী হতে সহায়তা করবে। তাদের আগ্রহ নবরূপ লাভ করবে। ছোট ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় একঘেয়েমি ভাব দূর করতে এই বৈচিত্র্য কাজ করবে।

টিপস-০৬

সমবায় ভিত্তিতে পড়াশোনা প্রক্রিয়া চালু করুন। সবাই যাতে মিলেমিশে কাজ করতে পার। তাদেরকে নিয়ে টীম গঠন করুন যাতে একজন শিক্ষার্থীর সফলতা অন্যজনকে সফলকাম হতে সহায়তা করে। এই ব্যবস্থা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ হ্রাস করে। বিশেষ করে কম মেধাবীদের জন্য এ ব্যবস্থা খুবই উপকারী।

টিপস-০৭

শিক্ষার্থীদের কর্ম পরখ করে দেখুন। তাদের ফলাফল, হোমওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট প্রভৃতি কাজের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দিন, প্রশংসা করুন। তাদের কাজের স্বীকৃতি পেলে ওরা পড়াশোনায় অতীব আগ্রহী হয়ে উঠবে।

টিপস-০৮

উন্নয়ন লাভের পথ বাতলে দিন। কীভাবে দক্ষ হওয়া যায় ও নিজের পড়াশোনার উন্নতি করা যায় তার পথ বলে দিন যা আপনি জানেন। এতে করে তারা ভুল পথ বাদ দিয়ে সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারবে, মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারবে, পাঠ্য বিষয়টিকে ভালোমতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

টিপস-০৯

শিক্ষা দেবার মাধ্যমে মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনয়ন করা যায়, তাকে প্রভাবিত করা যায়। আপনার শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের লক্ষ্যপূর্ণ পরিবর্তন যেন সাধিত হয় সে খেয়াল রাখতে হবে সর্বদা।

টিপস-১০

শিক্ষার সবচেয়ে বড় আদর্শ হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা করা এবং তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা, বাস্তবে তা রূপায়ন করা। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করতে হবে। এমনভাবে

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ-সুবিধা বিধান করা উচিত যাতে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে নিজে চেষ্টা ও চর্চা করে।

টিপস-১১

শ্রেণিকক্ষেই অধিক পাঠ সমাপ্ত করে দেবার ব্যবস্থা করুন। কারণ এ কার্যের মাধ্যমে নানা উপায়ে বোঝা যায় শিক্ষার্থীরা শিখছে কি শিখছে না। বাড়ির কাজ পরীক্ষা করে ক্লাসে পরীক্ষা নিলে অথবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটুকু পাঠ শিখছে তা বুঝতে পারবেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্ম উন্নতি যাচাই করার কাজটি সবচেয়ে সহজ, দ্রুততম ও মজাদার। এ কাজটি যা শেখানো হয়েছে তার সাথে খুবই প্রাসঙ্গিকতাপূর্ণ। এতে শিক্ষার্থীরা শুধু যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয় তা নয় বরং তারা শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার মাধ্যমে শিক্ষককে আরও কথা বলতে অনুপ্রাণিত করে। এতে সামাজিক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়।

টিপস-১২

সহজ করে প্রশ্ন করুন। সঠিক উত্তর তখনই কেবল শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে যখন তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে হয়। তাৎক্ষণিক উত্তরদান তখনই সম্ভব হবে যখন উত্তরদান সহজ হয়, জটিল না হয়। ঘটনা নির্ভর প্রশ্নগুলো প্ররোচক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীর উত্তরের মধ্যে যখন প্রখর বুদ্ধির প্রতিফল ঘটে তখন শিক্ষক অনুপ্রেরণা বোধ করেন। শিক্ষক যখন বুঝতে পারেন যে, শিক্ষার্থীগণ জটিল উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে তখনও শিক্ষক অনুপ্রেরণা বোধ করেন। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান সংক্রান্ত কথাবার্তার প্রচলন অব্যাহত রাখুন। দেখবেন অতি সহজেই আপনার প্রার্থিত ফল পেয়ে যাবেন।

টিপস-১৩

শিক্ষাদানমূলক প্রশিক্ষণও এ সংক্রান্ত প্রচুর পড়াশোনা করুন। যদি তা না হয় তাহলে ছাত্রাবস্থায় আপনি যা শিখেছেন, যেমনভাবে শিখেছেন তাই আপনি প্রয়োগ করতে চাইবেন। ফলে আপনি যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে থাকেন, আপনার শেখা শিক্ষাদান পদ্ধতি যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে তাই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের শিক্ষকদের মাঝে স্থানান্তরিত হবে। ফলে তা হবে জাতির জন্য ক্ষতিকর।

টিপস-১৪

শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা যাতে স্বাভাবিক থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিত হবে। (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ জনের মতো, জাপানেও প্রায় একই রকম। এই সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪৫ জন হতে পারে)। এতে করে শিক্ষক সরাসরি লেখার কাজ, ছাত্রদের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান, একা একা পড়াশোনার ব্যবস্থা এবং কাজের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা ইত্যাদি কাজগুলো সময়মতো করতে পারেন।

টিপস-১৫

আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা করতে পারেন। শিক্ষক/শিক্ষিকার দিকে মুখ করে বসার স্থায়ী ব্যবস্থা থাকলে আলোচনা পদ্ধতি

www.pathagar.com

(Discussion Method) অবলম্বন কষ্টকর হয়। তাই, আলোচনা পদ্ধতির বাস্তবায়নের জন্য বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা করুন যাতে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে দেখতে পারে।

টিপস-১৬

শিক্ষাদান সংক্রান্ত মৌলিক কার্যাবলী যেমন- যা শেখাতে চান তা উপস্থাপন করুন, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অনুশীলন করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীকে সুযোগ দিন, শিক্ষার্থীরা যাতে শেখার জন্য প্রস্তুত হয় এবং আগ্রহী হয়ে উঠে সে রকম পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

টিপস-১৭

শিক্ষার্থীদের মানব মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতে শেখান। এতে থাকবে সকল মানুষের অধিকার ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, প্রতারণা ও অসৎ কর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া, সকল মানুষ সমান এই নৈতিক বোধ, চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের সাথে কাজ করার ইচ্ছা, কুসংস্কারযুক্ত কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রবণতা ইত্যাদি।

টিপস-১৮

অন্যের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হতে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ দিন। মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা, নিজ দেশের মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া, সামাজিক ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট থাকা, অন্যকে সহায়তা করে আনন্দ লাভের প্রবণতা, অন্যের নৈতিক শিক্ষা পরিপূর্ণ করার জন্য কাজ করতে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তুলুন।

টিপস-১৯

ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে করার মত কাজ যেমন-ফিল্ড ট্রিপ, বাড়ির কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক সময় নিয়ে ভেবে সিদ্ধান্ত নিন।

টিপস-২০

গৃহীত সিদ্ধান্তবলি সংশোধনের জন্যও অনেক সময় ব্যয় করুন। শিক্ষার্থীর সম্মুখীন হবার আগে ভাগেই সাধ্যমত শিক্ষাদানের বিষয়কে সুসংগঠিত করবেন। শিক্ষার্থীর সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে তার/ তাদের পরিকল্পনা পরখ করে দেখুন। তা সংশোধন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। এতে করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, আগ্রহ ও পূর্বের শিক্ষাদান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

টিপস-২১

আপনার পরিকল্পনা অবশ্যই পাঠ নির্দেশনামূলক কার্যাবলি নিয়ে গঠিত হতে হবে। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এর মধ্যে যেন স্থান, অবকাঠামো, পর্যায়ক্রমিকতা, স্থায়িত্ব, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য আচরণের মাপকাঠি, পাঠ নির্দেশনা দানের তৎপরতা বা রুটিন, বিষয়বস্তু ও উপকারনাদি ইত্যাদি থাকে।

www.pathagar.com

টিপস-২২

ভাল শিক্ষক হতে হলে শিক্ষার্থীর জন্য ভালবাসা, জ্ঞানদানের ঐকান্তিক ইচ্ছা, শিক্ষাদানের প্রবল আগ্রহ ও ভাবাবেগ, সমাজকে আপনি অতীব মূল্যবান সেবা দিয়ে যাবেন এরূপ মনোভাব প্রভৃতি গুণ আপনার মধ্যে থাকতে হবে।

টিপস-২৩

শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুর স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর জন্য এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে তার স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। শেখার কাজে শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

টিপস-২৪

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান কার্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তা ও প্রশিক্ষণ, পাঠ্য বিষয়বস্তুর চাহিদা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় সুবিধা ভোগ করার সুযোগ প্রদান করে কি না তা আপনাকে নিশ্চত হতে হবে।

টিপস-২৫

ব্যক্তির আগ্রহকে সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে একীভূত করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে তালিম দিন। এতে করে তারা সমাজ কর্মে জড়িত হতে পারবে। সামাজিক দায়িত্ব পালনে সুন্দরভাবে অংশ নেবে। তারা নৈতিক ও পূণ্যকর্মে শ্রদ্ধা পোষণ করবে। আত্ম-সংযমী, পরিশ্রমী, দয়ালু, সভ্য, মার্জিত ও রুচিশীল হতে যত্নবান হবে। দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের মধ্যে এসব গুণাবলির বিকাশ লাভ হবে।

টিপস-২৬

সত্যবাদিতা প্রদর্শন করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন। এর মাধ্যমে পরিশ্রমী হওয়া, নৈতিক গুণাবলী বজায় রাখা, সৎসাহস প্রদর্শন করা, কোন কাজটি করা যাবে কোনটি করা যাবে না প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

টিপস-২৭

শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকরভাবে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য নিয়ম শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনার বিষয় প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দিন।

টিপস-২৮

একা অথবা যৌথভাবে (কয়েকজন শিক্ষক মিলে) শিক্ষাদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, সময়সূচি, লেখার কাজ, অনুশীলন, ফিল্ডট্রিপ, পঠনীয় বিষয় উপস্থাপন, আলোচনার জন্য বিষয় নির্দিষ্ট করা, পড়াশোনার সাফল্য নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

www.pathagar.com

টিপস-২৯

ক্লাসকে সমগ্র বিবেচনা করে ক্লাসের স্বার্থ, ক্লাসের যোগ্যতা, প্রতিটি শিশুর কৃতিত্ব ও সমস্যাবলির উপর গুরুত্বারোপ করুন।

টিপস-৩০

একটি কোর্সের পাঠ নির্দেশনার পূর্বে ও পরে পরিকল্পনা গ্রহণ করুন যাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি প্রভৃতি শিক্ষার্থীর শিক্ষণকে প্রভাবিত করে।

টিপস-৩১

পাঠ্যবইসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ, অগ্রগতির হার নির্ধারণের সিডিউল, পরীক্ষা, রিপোর্ট কার্ড ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাজে অনেক সময় নিন।

টিপস-৩২

শিক্ষক হবার যে সিদ্ধান্ত আপনি গ্রহণ করেছেন তার পেছনে কী কারণ আছে তা আপনি ভাল করে জানেন। যখন আপনি শিক্ষক হয়েই গেছেন তখন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা, চেতনা প্রভৃতির প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়বে। তাই, যে আদর্শ বাস্তবায়নের সুমহান দায়িত্ব আপনি নিজে মাথা পেতে নিয়েছেন, যে কোন পরিস্থিতিতে আপনার আদর্শে আপনি অনড় থাকুন।

টিপস-৩৩

"Great teachers are great artists" শিক্ষকতা সম্ভবতঃ সবচেয়ে সেরা ক্ষমতা ও দক্ষতা যার মাধ্যমে মূর্তরূপে সুন্দরের সৃজন বা প্রকাশ সম্ভব। এর কারণ, শিক্ষাদানের প্রধান মাধ্যম মন ও আত্মা। শিক্ষা, জ্ঞান প্রভৃতি এ প্রক্রিয়ায় মন থেকে মনে, এক আত্মা থেকে অন্য আত্মায়, মস্তিষ্কের মাধ্যমে বাহিত হয়। তাই great artists হতে যে সুন্দর ও সত্য সাধনা দরকার তা যথার্থভাবে করুন।

টিপস-৩৪

স্বপ্ন দেখা এবং তদ্রুপ পরিকল্পনা গ্রহণ, অদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌতুহল, প্রচেষ্টার ফলে স্বপ্নের, পরিকল্পনার কতটুকু বাস্তবায়ন সম্ভব তা নিয়ে ভাবনা করা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভবিষ্যতের প্রতিকৃতি, কর্মে প্রণোদিত করার শক্তিশালী হাতিয়ার যা স্থির করে দিবে আপনার কি অর্জন করা উচিত, কী শেখা উচিত। একজন great teacher হিসেবে, নতুন, ধনাত্মক, রোমাঞ্চকর একটি জীবনের image (চিত্রকল্প) আপনি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন। তা করার আগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সাথে আপনার অঙ্কিত ভবিষ্যৎ জীবন চিত্রটি মিলিয়ে নিন। এবার আপনার চিত্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রবল ভালবাসা নিয়ে কাজে লেগে যান। ভেবে নিন, আপনার জন্য unique future (অনন্য সাধারণ ভবিষ্যৎ) অপেক্ষা করছে। আপনি এভাবেই একজন মহান শিক্ষাগুরু হতে পারেন। That will be a great thing!

www.pathagar.com

টিপস-৩৫

যুবক-যুবতী বা শিশু শিক্ষার্থীগণ যখন শিক্ষাঙ্গনে আসে তখন যদি তাদের মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকে, তারা যদি ক্ষুধার্ত বা ক্লান্ত থাকে, গালিগালাজ শুনে বা অপমানিত হয়ে যদি শ্রেণিকক্ষে আসে অথবা যদি তাদের নিজের হীনমন্যতা বোধ থাকে, নিজের অবস্থান দুর্বল, নিজে দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত প্রভৃতি চিন্তা থাকে, তখন তাদেরকে শিক্ষা লাভে প্ররোচিত করা খুব কঠিন হবে। জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জন বা নান্দনিক চাহিদা ব্যতীত তাদের অনান্য মৌলিক চাহিদা রয়েছে। শিক্ষক হিসেবে আপনি শিক্ষার্থীদের এসব সমস্যার কথা না জেনে তার খোঁজ খবর না নিয়ে আপনি যদি ধরে নেন যে, আপনার সকল শিক্ষার্থীর সব মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় এবং সেটা ভেবে যদি আপনি তাদেরকে সমভাবে অর্থাৎ মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় এরূপ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে একই পন্থায় শিক্ষাদান করতে চান তাহলে যাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে না তাদের মধ্যে সহজাত সমস্যার সৃষ্টি হবে। ফলে সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভে চরম ব্যর্থ হবে। মানুষ হিসেবে তার মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে তা ক্রমশ বিলুপ্ত হবে। তাই শিক্ষক হিসেবে আপনাকে জানতে হবে শিক্ষার্থীর শারীরিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম গ্রহণ, নিরাপত্তা প্রভৃতি পূরণ হয় কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে তার সামাজিক চাহিদা অর্থাৎ কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভবপর হলো কিনা তা ভেবে দেখা তার সম্পর্কে মানুষের উচ্চ ধারণা অর্জন অর্থাৎ তার কর্মের স্বীকৃতি লাভ, বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা, নান্দনিক চাহিদা অর্থাৎ সৌন্দর্যের কলা ও মমতাবোধ প্রভৃতির যথার্থ মূল্য বুঝতে বা দিতে বা দেখাতে সক্ষম হওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি পূরণ হয় কিনা তা গভীরভাবে পরখ করে দেখার দায়িত্ব শিক্ষককে নিতে হবে।

টিপস-৩৬

শিক্ষার্থীদের স্বকল্পবৃত্তি অর্থাৎ নিজ ইচ্ছাশক্তি, নির্বাচন শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি ইত্যাদির ব্যবহার (Volition) করতে শেখাতে হবে। এতে জটিল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীরা আয়ত্তে এনে তাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। বিভিন্ন কৌশল বা দক্ষতার বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ করতে পারবে সমস্যা সমাধানে। শিক্ষার্থীদের সহজাত দক্ষতার অভাব Volition- এর মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব।

টিপস-৩৭

যে সকল শিক্ষার্থীর নিজের সম্পর্কে ধারণা এই যে, সে খুবই নিম্ন শ্রেণির এবং তাদের Volition যদি Limited হয় তাহলে তাদের পড়াশোনা করতে গিয়ে কোন প্রতিযোগিতা বা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চায় না পাছে তাঁর অদক্ষতা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। মনোযোগ, পথ-নির্দেশনা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির অভাব তাঁদেরকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে, তারা Below average learing group -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যদিও তাদের মধ্যে সহজাত এমন দক্ষতা রয়েছে যে তারা ইচ্ছা করলে average বা above average school work করতে পারে। শিক্ষকগণ তাদের আশাবাদ দেয়, তাদেরকে অবজ্ঞা করে, ফলে তারা লেখাপড়া থেকে নিজকে সরিয়ে নেয়। অর্থাৎ শিক্ষকগণ ইচ্ছা করলে এর উল্টো ফলাফল অর্থাৎ এরূপ শিক্ষার্থীগণকে সফলকাম করে তুলতে পারতো।

www.pathagar.com

টিপস-৩৮

শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষা বা মেধার উৎকর্ষতা যাচাইয়ের অন্য কোন প্রতিযোগিতা বা পদ্ধতিকে মুখ্য মনে করবেন না। এইসব পরীক্ষায় অনেকেই আশানুরূপ রেজাল্ট না করে প্রতিযোগিতায় Loser হতে পারে। আবার অনেকেই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ (Win) করতে পারে। যারা ভাল ছাত্র-ছাত্রীর সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না (যদিও চেষ্টা করে) তাদের কর্মের তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকৃতি ও পুরস্কার না পেলে তাদের স্বতন্ত্র আত্মগৌরব কলঙ্কিত হয়েছে এরূপ বোধ করে। যার ফলে একসময় ভাব অর্জন করার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। অনেক পরাজয় ঋনাত্মক চিন্তাবোধ এক হয়ে এক সময় তাদেরকে অপ্রত্যাশিত মন্দ ফলাফল লাভের উপযোগী করে ফেলে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক শিক্ষার্থীর নজির রয়েছে যারা জীবনের শুরুতে ভাল Performance না করতে পারলেও ছাত্রজীবনের শেষভাগে অতি উচ্চমাপের শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত হতে পেরেছেন।

টিপস-৩৯

অধিকাংশ শিক্ষার্থীর বেলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা নিয়ে দক্ষতা যাচাই পদ্ধতিটি খাটে না বরং তাদের মেধাকে লালন করতে হবে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। ক্লাশরুম Competition কমিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র সুপ্ত ক্ষমতা, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রবণতা, ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা কার কেমন তা জানতে হবে ও তার মূল্যায়ন করতে হবে। তাহলে তারা Late bloomers হওয়ার সুযোগ পাবে। দেরিতে হলেও তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তারা পাবে।

টিপস-৪০

শিক্ষার্থীদেরকে স্ব-নিয়ন্ত্রিত হতে শেখান। স্ব-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তা ও আবেগকে দমন করে চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগাতে পারে। তারা নিজের কর্ম সমাধান করার দায়িত্বভার নিজেই নিয়ে থাকে। তারা লক্ষ্য স্থির করতে পারে। সঠিক পথে থাকতে পারে। অধিক দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। তাদের নিজের উপর অগাধ আত্মবিশ্বাস থাকে। তারা বাড়ির কাজ ও শ্রেণিকক্ষের পড়াশোনা সফলভাবে শেষ করার প্রত্যাশা করতে পারে। পড়াশোনার পরিবেশ সম্পর্কে তারা হয় সংবেদনশীল। তাঁরা জানে কোন কৌশল অবলম্বন করা উচিত, কোনটি করা উচিত নয়। তাদের মধ্যে ইচ্ছা (will) ও দক্ষতা (skill) থাকে। এ দুটি গুণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া আছে। দুটিই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাবশালী শিক্ষক/শিক্ষিকা অবশ্যই শিক্ষার্থীর মাঝে এ দুটি মূল্যবান গুণকে জাগিয়ে তোলতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা গবেষকরা একমত। স্ব-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে লক্ষ্য স্থির করে। তাদের পড়াশোনার বিষয়ে বাবা-মা, শিক্ষক/শিক্ষিকাকে খুব কমই ভাবতে হয়। হোমওয়ার্ক আগে শেষ করতে হবে না আগে অন্য পড়া পড়তে হবে, কখন টেলিভিশন দেখবে, কখন খেলবে প্রভৃতি বিষয়ে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাদেরকে কোন কাজে তাগাদা দিতে হয় না। তাঁরা স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষার্থী (Autonomous learners)। তাদের মধ্যে Volition প্রবল।

www.pathagar.com

টিপস-৪১

শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা দূর করুন। তাদের নিজের উপর যথেষ্ট আস্থাশীল (Confident) হতে শেখান। তাদের কাজ কর্মের ধনাত্মক (Positive) দিকগুলো তুলে ধরুন। তাদেরকে কোন ঋনাত্মক (Negative) কথা বলবেন না। তাদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় (Extra Time) ব্যয় করুন। তাদের হোমওয়ার্ক সম্পর্কে সমালোচনাপূর্ণ মন্তব্য করুন। তাহলে তারা বুঝতে পারবে কি করে তাদের পাঠের উন্নতি করা সম্ভব।

টিপস-৪২

নৈতিক জীবন-বিধান ও জ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে জ্ঞানদানের জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), সক্রেটিস, ইম্যানুয়েল ক্যান্ট, জেন পল স্যারটার প্রমুখ দার্শনিক, মোজেস, যীশু খৃষ্ট, কনফুসিয়াস, প্রমুখের মতো ধর্মীয় নেতা, আব্রাহাম লিঙ্কন, মোহন দাশ গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ রাজনৈতিক নেতার জীবনী পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। উল্লেখিত মনীষীদের লেখা ও তাদের নীতিবোধ থেকে শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু শেখার আছে। কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য "Aesop's Fables", "Jack and the Beanstalk" ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বেশি বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য "Sadako", "up from slavery". Diary from Anne Frank", ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। -Teenager-দের জন্য "of Mice and Men", "A man for All Seasons", "Death of a Salesman" ইত্যাদি উপযুক্ত। Philip Phenix-এর মতে, নৈতিক জ্ঞান লাভের যথার্থ উৎস হচ্ছে সামাজিক বিধি বিধান ও সামাজিক প্রথা ইত্যাদি। যা আইন, নীতিবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান পাঠে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

টিপস-৪৩

শিক্ষার্থীদেরকে ব্যক্তিগত অবস্থা ব্যক্ত করার সুযোগ দিন। তারা যেন বিতর্কিত বিষয়েও মতামত বা নিজস্ব দর্শন ব্যক্ত করতে পারে নির্ভয়ে, দ্বিধাহীনভাবে। তারা যেন শিক্ষকের ভয়ে মনে না করে যে, তাদের ব্যক্তিগত কথা প্রকাশ না করে বরং ব্যক্ত করার প্রবণতা পরিত্যাগ করা উচিত। এ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৎ সাহসের সঞ্চার ঘটবে।

টিপস-৪৪

স্কুলের বা শ্রেণিকক্ষের নিয়ম-কানুন শিক্ষার্থীদের সম্মুখে বিবৃত করুন। কেন তাদের ব্যবহার নৈতিকতাপূর্ণ হতে হবে তার যুক্তি প্রদর্শন করুন শিক্ষার্থীদের নিকট। এতে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করতে পারবেন হয়তো।

টিপস-৪৫

শিক্ষার্থীদেরকে স্পষ্ট ভাষী হতে শেখান। শিক্ষার্থীদের সাথে সৎভাবে কথা বলুন। এই কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে। কথা এবং কাজের মধ্যে পার্থক্য যেন না থাকে সে বিষয়ে, শিক্ষার্থীগণ সদা সত্য কথা বলবে, অন্যের প্রতি সহিষ্ণু হবে, মুক্ত মনের অধিকারী হবে, তাহলে আপনাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আপনার নিজের ব্যবহারও যেন সেরকম হয় অর্থাৎ আপনার আচরণে যেন সততা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি থাকে। আপনার ব্যবহার যেন অপরের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়।

www.pathagar.com

টিপস-৪৬

শিক্ষার্থীদের বুঝতে দিতে হবে যে, তাদের সাফল্য অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে। তাদের উপর শিক্ষকের অনুরূপ আস্থাও রয়েছে। কোন কিছু অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থীদের যে পর্যায়ে পৌছাতে হবে সেই মানদন্ডটি শিক্ষকগণ বাড়িয়ে দিবেন যাতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের গন্তব্যটি আগেভাবেই অনুধাবন করতে পারে। শিক্ষকদেরকে অবশ্যই এ বিষয়টিও ভেবে দেখতে হবে যে গন্তব্যটি যেন শিক্ষার্থীদের জন্য মোটেও সমস্যার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

টিপস-৪৭

কারিকুলামে যেন নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীগণ খুঁজে পায় সে বিষয়ে শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। শিক্ষার্থদের চিন্তার প্রতিফল ঘটানো ও বিশ্বাসের প্রকাশ ক্ষমতা দিতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে গোঁড়া মতবাদ (Dogma) গ্রহণ করতে তাদেরকে উৎসাহিত করা ঠিক হবে না। তাদেরকে চিন্তা করতে ও প্রশ্ন করতে দিতে হবে, তারা শুধু কারো দেয়া পৃথিবী সম্পর্কিত ঘটনাবলীর (facts) ব্যাখ্যা মেনে নেবে তা নয়, তাদের ব্যবহারের যুক্তিসিদ্ধ ও যথার্থ মানদণ্ড থাকবে। তারা সামাজিকভাবে স্বীকৃত বা সুবিধাজনক বলে কোন মানদণ্ডকে অনুসরণ করবে না। শিক্ষার্থীরা কিভাবে শিখে এবং সৃষ্টিশীল ও সমালোচনামূলক চিন্তার উপাদান কি কি তা অবগত হওয়া শিক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শেখা একটি চিন্তাশীল প্রক্রিয়া যার সাহায্যে শিক্ষার্থী হয় নতুন অন্তদৃষ্টি শক্তির উন্নয়ন ঘটায় অথবা তার পরিবর্তন সাধন করে তার মানসিক প্রক্রিয়াকে নবরূপ দান করে থাকে।

টিপস-৪৮

Socrates, Confucious থেকে শুরু করে Dewey, Tyler -প্রমুখের মতো influential হতে চেষ্টা করুন। তাদের মতো অনুপ্রেরণা দানকারী (inspirational) হতে চেষ্টা করুন। তারা কিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী influential ছিলেন তা তাদের জীবনী থেকে জানতে পারবেন। তারা ছিল শুরুদের গুরু, শিক্ষকগণের শিক্ষক। তার কারণ তাদের শিক্ষা প্রদানের উপাদান ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ নয়, তার কারণ তাদের অতীব মানুষিক মাত্রা (Human dimensions) যা তাদের তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয় শিক্ষাকে মূর্তরূপ দান করেছে। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তারাই যারা তাদের জ্ঞান (Knowledge), প্রজ্ঞা (Wisdom) ও অভিজ্ঞতা (Experience)-কে আনন্দদায়ক (interesting) ও গ্রহণ করতে বাধা (Compelling) উপায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকাশ (Translate) করে। যদিও শিক্ষক/শিক্ষিকা জানে যে, তার পড়ানোর বিষয়সূচী (Contents) খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথাপি শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করতে উদাসীন (careless) হতে পারে যদি শিক্ষকের প্রকাশ ক্ষমতা (Expressing power) যথার্থ না হয়। অথচ জ্ঞান (Knowledge) ও প্রজ্ঞা (Wisdom) শিক্ষার্থীদেরকে দান (impart) করার ভঙ্গি (style) চমৎকার হলে তা অবশ্যই শিক্ষার্থীরা ভালভাবে গ্রহণ করবে। You should know all about things necessary for being a superlative teacher-not the mechanics (কার্যসাধন পদ্ধতি) of instruction (শিক্ষা প্রদান কর্ম) but the essence (মৌলিক অংশ) of what has made all great teachers so powerful in commanding (পাওয়ার দাবী রাখতে বা যোগ্য হতে) attention (মনোযোগ) respect (শ্রদ্ধা) ও devotion (পরম অনুরাগ) from all students.

www.pathagar.com

টিপস-৪৯

শিক্ষার্থীগণ কিভাবে শিক্ষা লাভ করে তা শিক্ষকের জন্য জরুরী। তাদের সমালোচনামূলক ও সৃষ্টিশীল চিন্তাদানকারী শিক্ষার, উপাদান সম্পর্কেও শিক্ষককে অবগত হতে হবে। শিক্ষা লাভ একটি চিন্তাশীল প্রক্রিয়া যা দ্বারা শিক্ষার্থীগণ নতুন অর্ন্তদৃষ্টি (insight) ও বুঝতে পারার (understanding) ক্ষমতার উন্মেষ ঘটায় অথবা তাদের মানসিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনয়ন করে বা তার নবরূপ সাধন করে। শেখার কাজে ভাবী ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রয়োজনাদী সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম ও তার চিন্তা (inductive thought) এবং ব্যকলন চিন্তা (deductive thought) অন্তর্ভুক্ত শিক্ষালাভ করার সবচাইতে ভাল উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে করে করে শেখা। শিক্ষকদের বুঝতে হবে যে, শিক্ষার্থীগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিখে, অন্যদেরকে দেখে দেখে শিখে। তারা পুনরায় চেষ্টা করা, পরবর্তী কমিটি করা বা দক্ষতা অর্জন করার উদ্দীপনা পেয়ে পেয়ে শিখে। তারা যদি শিক্ষার্থীরা পড়তে বা টেনিস খেলতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে তারা জানবে না কীভাবে পড়তে হয় অথবা টেনিস খেলতে হয়। যেসব শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে না তারা যেসব শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে তাদের সমান শিক্ষালাভ করতে পারে না। যা শিক্ষার্থীগণ শিখে ফেলেছে তাই শিক্ষার্থীদেরকে প্রভাবিত করবে আরও কি শেখা যায় ও কীভাবে শেখা যায় তাতে। কোন শিক্ষার্থীর জন্য অতিরিক্ত শিক্ষণ (additional instruction) প্রয়োজন, কোন শিক্ষার্থী নতুন পাঠ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তা জানা শিক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একই পড়া শিখতে কোন শিক্ষার্থীর কম অনুশীলন করতে হয়, কোন শিক্ষার্থীর বেশি সময় লাগে তাও শিক্ষককে আবিষ্কার করতে হবে।

টিপস-৫০

শ্রেণিকক্ষে শেখা ও শেখানোর কাজ চলে। সাধারণত শিক্ষক শেখান, শিক্ষার্থীগণ শিখে থাকেন। শেখানোর কাজটিকে সুন্দর, সফল এবং অর্থবহ করার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নানা পদ্ধতি (method) ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষাদানের কাজাটিকে সহজ ও সফল করে তোলে। এ পদ্ধতি কিরূপ হবে তা নির্ণয় করার জন্য শিক্ষার্থীদের বয়স, শিক্ষার স্তর, বিষয়বস্তু ও পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে হবে। সাধারণত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান (classroom Teaching) করতে গিয়ে বক্তৃতা (lecture), আলোচনা (discussion) ও স্বাধীনভাবে পড়াশোনা (independent study) করা প্রভৃতি মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় শিক্ষক কখনো বক্তৃতা প্রদান করেন, কখনও শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শিক্ষার্থীগণ প্রশ্নের উত্তর দেয় কখনো এই প্রশ্নোত্তর ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্ম আলোচনার রূপ নেয়, তখনই আমরা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাদানকে সফল বলতে পারবো যখন সব শিক্ষার্থী একদিকে মুখ করে সারিবদ্ধভাবে বসে শিক্ষক/শিক্ষিকার কথা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শোনে, যদি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সফল আদান-প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় উপাদান কথা বলা (recitation) হয়। বক্তৃতা, প্রশ্ন করা, প্রশ্নোত্তর প্রদান ও আলোচনার মধ্য দিয়ে যে কথাবার্তা হয় মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাগবেষকগণ একে শ্রেণিকক্ষ বাচনিক খেলা

www.pathagar.com

(Language game) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে কথা বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক/শিক্ষিকার মাঝে আদান প্রদান শুরু করা, শ্রেণিকক্ষে কি ধরণের কাজ করা হবে তা ঠিক করা ও তার অনকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজটি হয়। কোন বিষয়ে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা (Soliciting), মন্তব্য (Comment), বা মতামত (Opinion) ব্যক্ত করা, নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দান (responding), প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার (reacting) মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীগণ ও শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজের চিন্তা চেতনা ও ধারণাকে ব্যক্ত করার সুযোগ পাবে।

টিপস-৫১

ছাত্র-ছাত্রী অসদারচরণ বা বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি বিঘ্নিত করলে বুঝতে হবে যে, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই ব্যর্থতা একটি শ্রেণিকক্ষে বা যেসব শিক্ষার্থী শান্ত ও চুপচাপ থাকে তাদের আচরণের ও প্রতিফলিত হয়। শিক্ষক যদি সফলভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিরবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয় তাহলেই শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অসদাচরণ করবে। এটি হবে শিক্ষকের পেশা জীবনে ব্যর্থ হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ক্লাসে অবাঞ্চিত আচরণ প্রতিরোধ করার জন্য শিক্ষকের সংবেদনশীলতা (Sensitivity), শ্রেণিকক্ষে কি ঘটছে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি, একাধিক আচরণ সমস্যার প্রতি একই সময়ে মনোযোগ দান, কাজের গতি অক্ষুন্ন রাখা, শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কার্যাবলির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা, দলীয় মনোযোগ ধরে রাখা ইত্যাদি সংবেদনশীলতার (Sensitivity) অন্তর্ভুক্ত নৈপুন্য (skill) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কখন তা প্রয়োগ করতে হবে তাও বুঝতে হবে। শ্রেণিকক্ষের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার সঠিক সময় হলো বছরের শুরু। শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার প্রথম দিকেই শিক্ষককে ক্লাস পরিচালনার নিয়মগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর উপরই নির্ভর করবে সারা বছর ক্লাসগুলো কতটা ভালভাবে চলবে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই উপযুক্ত নিয়মবিধি তৈরী করতে হবে। শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও সমস্যার বিষয়ে ঘন ঘন যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, স্পষ্টভাবে পথ নির্দেশনা ও নির্দেশনাদানের প্রবণতা থাকতে হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা-শিক্ষার্থীদের নিকট কি প্রত্যাশা করেন তা তাদেরকে জানাতে হবে। শিক্ষার্থীগণ প্রত্যাশিত আচরণ (behaviour) করছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বিপদগামী (wrong coursed) আচরণ সংশোধন করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে যথোপযুক্ত (proper) তথ্য সরবরাহ করা, করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা ক্লাসের আচরণ সমস্যা প্রতিরোধের কার্যকর (fruitful) পন্থা।

টিপস-৫২

প্রত্যেক শিক্ষকই বিশ্বাস করেন যে, সে ছেলেমেয়েদেরকে চিন্তা করতে শিখান। যদি তিনি শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তা করতে শিখাতে ব্যর্থ হন তাহলে তার শিক্ষাদান কর্মকে ব্যর্থ বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু আমরা শিক্ষকগণ যেভাবে শিশুদেরকে চিন্তা করতে শিখিয়ে থাকি তার খুব কমই নিত্যদিনের জাগতিক কাজে লাগে। বস্তুত, স্কুলের কাজ করতে যে চিন্তা প্রয়োজন হয় তা বাইরের জাগতে মুল্যহীন প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ বাইরের

www.pathagar.com

জগতে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারি। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ছাত্রকে পড়াশোনার সমস্যার স্বরূপ উদঘাটিন ও তার সমাধানের পথ বলে দেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের উচিত ছেলেমেয়েদেরকে এমনভাবে চিন্তা করতে শেখানো যাতে তাদরে চিন্তার ফলে তারা শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনার স্বরূপ উদঘাটিন করত: তার সমাধানও করতে পারে, পাশাপাশি তারা যেন স্কুলের বাইরের প্রতিদিনকার জাগতিক সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে তাদের চিন্তাকে কাজে লাগাতে পারে।

টিপস-৫৩

David I Roger Johnson- এর মতে, শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই পরস্পরকে শ্রদ্ধা দেখাতে ও মূল্যায়ন করতে শেখাতে হবে। এতে করে তারা একে অপরের থেকে শিখতে পারবে। পাশাপাশি তাদেরকে অন্যের ধারণার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার মতো মানসিকতাও ধারণ করতে হবে। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাজে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিচিত্রি পরিস্থিতিতে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে, শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে সহায়ক হতে হবে। কোন একজন শিক্ষকের একার পক্ষে এ কাজ করার হয়তো সম্ভব হবে না। এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যা সম্পন্ন হতে বছরের পর বছর লেগে যাবে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে স্কুল প্রশাসনকে।

টিপস-৫৪

মানুষের জীবনের অধিকাংশ সমস্যার সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্বাত্ত্বিক বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতা থাকে। সমস্যার সমাধানকল্পেও উল্লেখিত বিষয়সমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হয়। রোগ, শোক, মৃত্যু ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন, পড়াশোনা শেষ করে একজন শিক্ষার্থী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলো। এখন তাকে প্রতিনিয়ত নতুন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। নতুন লোকদের সঙ্গে মিশতে হয়। শ্রেণিকক্ষে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার সময় হয়তো এরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা তাকে করতে হয়নি কখনো। কিন্তু এগুলো জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী যেভাবে চিন্তা করতে শিখেছে ও সমস্যার সমাধান করতে শিখেছে তা এখন কাজে না লাগলে শিক্ষার্থী সমস্যায় পড়বে। তাই শিক্ষাদান করার সময় এসব বিষয় ভাবতে হবে। সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি বিষয়কে মনে রেখে শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যার স্বরূপ ও সমাধানে চিন্তা করতে শিখাতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি পাঠই হবে তাদেরকে বাস্তব জীবনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করার সহায়ক।

টিপস-৫৫

শিক্ষার্থীদেরকে পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলুন। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বা পদার্থ বা সামগ্রী ও ধারণার নিপুনভাবে ব্যবহার করে নিজের কাজে লাগাতে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করুন। সহিষ্ণুতার সাথে নতুন ধারণা গ্রহণ করুন। নতুন কিছু আবিষ্কারে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর্মে, অনুসন্ধানকার্যে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ

www.pathagar.com

দিন। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাকে মূল্যায়ন করতে শেখান। নিজস্ব উদ্যোগী ও স্বাধীন শিক্ষার্থী হতে ছাত্রদের অনুপ্রেরণা দান করুন। মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনুন। তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যারা অনুৎসাহিত তাদেরকে উৎসাহিত করুন। তাদের চেতনায় নাড়া দিন। ভাসা ভাসা উত্তর গ্রহণ করবেন না। বৈচিত্রময় বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে সংহত করুন (integrate)। শিক্ষা লাভের ও চিন্তা করার উত্তেজনা (Excitement) কে সজীব রাখুন। দেখবেন শিক্ষার্থীরা আপনার প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

টিপস-৫৬

শিক্ষাদান সফল হলো কিনা তা নির্ভর করে শিক্ষকগণ কীরূপ প্রশ্ন করেন, কীভাবে তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন, শিক্ষার্থীদের নিকট তাদের প্রত্যাশা কি ও শিক্ষার্থীদের প্রতি তাদের আচরণ কিরূপ, তাঁদের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (Classroom Management) কৌশল (tecnique), তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি (Method), শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ প্রভৃতির উপর। Teachers are born, not made- কথাটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে তখন যখন শিক্ষাদান করার সব কৌশল আপনার জানা হয়ে যাবে। কিভাবে শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে তা যদি অবগত হতে পারেন তাহলে ধরে নিবেন আপনি অনেক বড় একটি সম্পদ লাভ করেছেন।

টিপস-৫৭

The dumber the teacher, the better the student- "অর্থাৎ শিক্ষক যত নীরব, শিক্ষার্থী তত ভাল।" একথা দিয়ে যা বুঝায় তাহল শিক্ষকের জ্ঞান অনেক সময় শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষক অনেক জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে অনেক কিছু না জেনে যদি শুধু অনেক কিছু জানার ভান করে ও তাঁর জ্ঞানের গল্প বলে তাঁর সময় কাটিয়ে দেন, নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য নানা কৌশলের আশ্রয় নেন তাহলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভে গৌণ ভুমিকা পালন করবে। বাধ্য হয়ে শিক্ষকের আত্মপ্রচার কাহিনী শুনবে। কিন্তু সত্যিই যদি শিক্ষক অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি তা ঢাকঢোল পিটিয়ে কখনও প্রচার করবেন না। জীবনে অনেক শিক্ষকের সন্ধান মিলে যাদেরকে দেখে কোনক্রমেই বুঝার উপায় নেই যে তারা কত প্রতিভার অধিকারী। তাদের রয়েছে 'ছাই চাপা আগুন'। নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে ভাল কথা। কিন্তু তা অপ্রয়োজনে জাহির না করে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষের পাঠকার্যে সক্রিয় অংশীদার হতে সাহায্য করুন। তারা যেন অচল শ্রোতা (inactive listener) বা অক্রিয় গ্রাহক (Passive receiver) না হয়। শ্রেণিকক্ষের আলোচনাকে অনেক শিক্ষা গবেষক শ্রেষ্ঠ কথোপকথন (great convcersation) বলে আখ্যায়িত করেছেন। শিক্ষার্থীরা এই কথোপকথনে বহিরাগত (outsider) এর ভূমিকা যেন কখনও পালন না করে সে বিষয়ে শিক্ষককে যত্নবান হতে হবে।

www.pathagar.com

টিপস-৫৮

শিক্ষার্থীদের বোধশক্তির অবকাঠামো সুদৃঢ় করা যায় কীভাবে? এর উত্তরে Weinstcin i ও Mayer বলেছেন, আটটি বোধশক্তি দৃঢ়কারী কৌশলের কথা।

প্রথমত: মৌলিক মহড়া (Basic rehearsal) এর মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের নাম, শব্দের ভাণ্ডার আয়ত্ত করা এবং বিভিন্ন জিনিসের ক্রম (order) জানা সম্ভবপর হয়।

দ্বিতীয়: জটিল মহড়া (Complex rehearsal) যথার্থ নির্বাচন বা পছন্দ করার শক্তি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে, শিক্ষকের পড়ানোর সময় তাদের কোন বিষয়টি অনুকরণ করতে হবে, নিজেরা যখন বাসায় পড়াশোনা করবে তখন কোন বিষয়টি - underline করবে, কোনটির outline করবে।

তৃতীয়: মৌলিক বিস্তৃতিকরণ (Basic elaboration) কোন বিষয়কে মৌলিক বিস্তৃতিকরণ করতে হবে, যেমন, ইংরেজি ভাষা (English Language) শেখার ক্ষেত্রে Noun এবং Verb ইত্যাদির মৌলিক বিস্তৃতিকরণ করার কৌশল জানতে হবে।

চতুর্থত: জটিল বিস্তৃতিকরণ (Complex elaboration) নতুন তথ্যের বিশ্লেষণ করা বা পুরনো তথ্যের সাথে নতুন তথ্যের সংশ্লেষণ (Synthesizing) করার কৌশল (Stratcgy) রপ্ত করতে হবে।

পঞ্চমত: মৌলিক বিন্যস্তকরণ (Basic organization) নতুন তথ্যের বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করা, বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন করা বা বিভিন্ন ক্রমবিন্যাস করার কৌশল শিক্ষার্থীদের আয়ত্ব করতে হবে।

ষষ্ঠত : জটিল বিন্যাসকরণ (Complex organization) বিভিন্ন তথ্য উপাত্তকে প্রাধান্য অনুসারে বিন্যস্তকরণ করাও শিক্ষার্থীদেরকে শিখতে হবে।

সপ্তমত: শিক্ষার্থীদের বোধশক্তি Monitoring করা এর মাধ্যমে তাদের উন্নতি পরখ করে দেখা, কোন শিক্ষার্থী সঠিক পথ ধরে এগুচ্ছে, কোনটি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছে, কোনটির ভুল হচ্ছে কোনটির শুদ্ধ হচ্ছে তা যাচাই করা সম্ভব।

অষ্টমত: কোন পরীক্ষা নেবার সময় অথবা পঠন পাঠনকালে সতর্ক ও মনোযোগী হওয়ার মতো Affective strategy রপ্ত করা।

www.pathagar.com

টিপস-৫৯

যে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক নির্ণয় করে বিজ্ঞান তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আর কলা (arts) হচ্ছে কীভাবে সে সংশ্লিষ্টতাকে সফল ও শৈল্পিক শিক্ষাদান কার্যে তার প্রয়োগ করা হয় তা। সকল উৎকর্ষ শিক্ষাদান একই রূপ না হলেও তাদের মধ্যে কিছু মনস্তাত্ত্বিক উপাদান থাকে। Tajmahal এবং Lincoln Memorial দেখতে ভিন্নতর হলেও দুটোই ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষামূলক স্মারক। দুটোই মার্বেলে তৈরী, দুটোই একই রূপে একই প্রকৌশলে, একই নান্দনিকরূপে তৈরী করা। অনুরূপভাবে কিন্ডার গার্টেনে পড়ানোর কথা বলুন, ক্যালকুলাস, সাহিত্য বা অটোশপের শিক্ষাদানের কথাই বলুন না কেন, সর্বক্ষেত্রেই instruction দেবার প্রভাবশালী উপাদান অনুসৃত হয় বা অনুসরণ করা উচিত। সকল শিক্ষকেরই শিক্ষণ বিজ্ঞান (Pedagogy) শেখা উচিত। ফলে তাঁরা শ্রেণিকক্ষে নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে শৈল্পিকভাবে শিক্ষাদান করতে পারবে। শিক্ষকতায় উৎকর্ষ বংশগতভাবে কারো উপর অর্পিত বা বর্ষিত হয় না। Madeline Hunter এর মতে, তা কঠোর অধ্যয়ন ও উদ্দীপ্ত কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব।

টিপস-৬০

Teaching is a people industry, and people (espccially young people) perform best in places where they feel wanted and respected. নতুন পাঠ দেওয়া বা নতুন কিছুতে শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ করার কাজ হাতে নেবার পূর্বে শিক্ষককে যা জানতে হবে তা হচ্ছে "What do my students already know" অর্থাৎ আমার শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে কি শিখে ফেলেছে। এই তথ্যটি বিভিন্নভাবে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় আপনার সহায়ক হবে। প্রথমত: শিক্ষার্থীদের Background ও interest এর যুতসই পাঠদানের ক্ষেত্রে নবতর পাঠ উপস্থাপনা করতে এই প্রশ্নের উত্তর শিক্ষককে সহযোগিতা করবে।

দ্বিতীয়ত: নতুন কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করতে পারার ক্ষেত্রে পূর্বের সহায়ক দক্ষতা যা যখন তাদের অনেক কাজে লাগবে।

শিক্ষকগণ বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের ধরণ ও মাত্রা আবিষ্কার করতে পারবে। এ তথ্য Instruction দেবার কৌশল (devise) প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার আগ্রহী রাখতে সহায়তা করবে, নতুন ও অপ্রস্তুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজে লাগবে।

টিপস-৬১

শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষোপকরণ তৈরী করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের বয়স, পূর্বজ্ঞান (prior knowledge), পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষোপকরণ তৈরী করার পরিকল্পনা করতে হবে। তাছাড়া বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেচনা করে নির্দিষ্ট পাঠের জন্য তৈরী উপকরণ আদৌ পাঠসহায়ক কিনা, এই উপকরণ শিক্ষার্থীদের কতটুকু উপকারে আসবে, কোন প্রক্রিয়ায় উপকরণটি দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনে

www.pathagar.com

পঠন পাঠনে আগ্রহ বাড়ানো যাবে, প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানে এই উপকরণ ব্যবহার করা যাবে কিনা, এটি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকবে, তার স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য কীভাবে তা তৈরী করা উচিত, উপকরণ স্বল্প খরচে ও কম সময়ে প্রস্তুত করা সম্ভবপর কিনা, উপকরণটি কাঠামো শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী কিনা প্রভৃতি বিষয় গুরুত্ব সহকালে বিবেচনা করতে হবে।

টিপস-৬২

একজন শিক্ষক হিসাবে শুধু কীভাবে শিক্ষালাভ করা যায় তা জানাই আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষালাভ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কি কি বাধার সম্মুখীন হয় তাও জানা অপরিহার্য। কখনও তাদের শিক্ষালাভের বাধা সাময়িক (Temporary), কখনও তাদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বাধা (barrier), স্থায়ী (permanent) শিক্ষার্থীদেরকে জোরপূর্বক কোন কিছু করতে বাধ্য করা (coercion) এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করা (threat), (যাতে তারা শিক্ষালাভ ইচ্ছায় নয় বরং শিক্ষা লাভ করতে বাধ্য হয়) শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে চরম বাধা (major barrier)। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী Glasser এর মতে, শিক্ষার্থীদের high quality education প্রদানের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক বাধ্যকারী বিষয়সমূহ (coercive elements) সবচেয়ে বড় বাধা (greatest impediment) হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী Hart বলেন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে, ভয়-ভীতি (threat) প্রদর্শন করলে তাদের মস্তিষ্কে কার্যক্ষমতা হ্রাস হতে থাকে। কারণ এই ভয়-ভীতি তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। মনের সাথে দেহের সম্পর্ক যেহেতু খুবই নিবিড়, তাই মনের সাথে সাথে মস্তিষ্কও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মস্তিকের মাধমেই যেহেতু বজায় থাকে তাই মনের অসুস্থতায় ফলে মস্তিষ্ক সঙ্কটপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে শিক্ষার্থী একসময় শিক্ষালাভে অক্ষম (incapable) হয়ে পড়ে। Hart বলেন, অসংখ্য শিক্ষালাভে অক্ষম শিক্ষার্থীর অক্ষমতার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে যে তাদের মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষণ (common symptom) হচ্ছে তারা সবাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে। অথচ শিক্ষক/শিক্ষিকা ভেবেছিলেন যে, এই ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদেরকে শিক্ষালাভে ব্রতী করে তোলা যাবে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো।

টিপস-৬৩

লজ্জা (shame) is a cousin of coercion (ভয়-ভীতি প্রদর্শন)। লজ্জাবোধ থাকার ফলেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভে বিমুখ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তোমাকে/তোমাদেরকে ধিক, এই কথাটি যদি মা-বাবা, শিক্ষক/শিক্ষার্থীগণ, নিজের ভাই-বোন, সহপাঠী সবাই বারবার কারো দিকে ছুঁড়ে দেয় তাহলে তা শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদাবোধকে হ্রাস করে দিবে। আত্মমর্যাদাহানি থেকে আত্মবিশ্বাস হারাতে বসবে তারা। আত্মবিশ্বাস হারানোর ফলে তার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থতা (chronic failure) জন্ম নেবে। ব্যর্থতা জন্ম দেবে আরও লজ্জাজনক পরিস্থিতি। ফলে এক পর্যায়ে সে শিক্ষাজীবন থেকে বিদায় নিবে। যার শিক্ষাজীবন ব্যর্থতায় ভরা তার ব্যক্তিজীবন হবে আরও ব্যর্থ। লজ্জা পাবার ভয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকভাবে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সন্তুষ্টকারী ব্যবহার (teacher pleasing behaviour) করা শুরু করে। যারা বেশি কৃতিত্বলাভে আগ্রহী তারা শিক্ষাগুরু ও

www.pathagar.com

মা-বাবার সম্মুখে কোন বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হবার ভয়ে ভালমতো পড়াশোনা করে পাছে তাদের ফলাফল খারাপ হলে মা-বাবা বা শিক্ষাগুরু তাদেরকে ভৎর্সনা করবে। যে কোন মূল্যে ব্যর্থ না হবার জন্য তারা চেষ্টিত হয়। একজন শিক্ষাগুরু হিসাবে আপনার main challenge হবে আপনার শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষালাভের প্রচেষ্টায় জয়ী হতে শেখানোর পাশাপাশি কীভাবে পরাজয়ের সাথে পাল্লা দেওয়া যায় তা শিখানো। ঝুঁকি নিতে গিয়ে, অজানাকে জানার জন্য দুঃসাহসী হয়ে যাত্রা করতে, নতুন বিষয়ে বা নতুন ধারণা লাভে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে অতি বেশি প্রত্যাশার ষোলআনা প্রাপ্তি কখনই মানুষের জীবনে ঘটে না। এই চরম সত্য কথাটি আপনার নিজেরও জানা আবশ্যক, আপনার শিক্ষার্থীদের জানা আবশ্যক। কীভাবে আপনার শিক্ষার্থীগণ নিজেদের ভুল করাটাকে গ্রহণ করে, ভুল সিদ্ধান্ত নেবার ফলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাড়িত হয়, ভুল পদ্ধতিতে কর্ম সম্পাদনের খেদ কর্তৃক প্রভাবিত হয় তার উপর নির্ভর করে তারা কতটা সমস্যার সৃষ্টিশীল সমাধানকারী (creative problemsolver) হবে, অকুণ্ঠ সত্যসন্ধানী (fearless truth-secker) হবে, সচেতন লব্ধ প্রতিষ্ঠ হবে অথবা জীবনে কতটা স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে এক সময় একজন অসার ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

টিপস-৬৪

শিক্ষালাভের বিষয়ে আপনি যা সত্য ও বাস্তব বলে মনে করেন তা মিলিয়ে নিন। প্রায়ই নিজের মধ্যে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখুন। যা পান তা কাগজে লিপিবদ্ধ করুন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষালাভ করে সে বিষয়ে আপনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করুন। আপনার লিপিবদ্ধ করা তালিকা নির্দিষ্ট সময় পর পর পুনর্নিরীক্ষণ (review) করুন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করুন (যদি সম্ভবপর হয়) যদি না তা প্রকৃতপক্ষে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করার মত যুক্তিযুক্ত হয়। যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ না হয় তাহলে তা বর্জন করুন। একজন শিক্ষক হিসাবে প্রতিনিয়ত আপনি যে প্রত্যয় লাভ করে চলছেন তা আপনার শিক্ষার্থীগণ যে বিষয়ে প্রত্যয়ী হয়ে উঠছে, একজন শিক্ষক বা একজন শিক্ষার্থী হিসাবে দু'জনেই যে প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষালাভের পথ ধরে হেঁটে চলছেন তা পরখ করে দেখুন। চূড়ান্তভাবে আপনি পরিশীলিত যে প্রত্যয় ফর্দ লাভ করবেন তাই একজন শিক্ষক/শিক্ষিকার শিক্ষালাভের বা শিক্ষা প্রদায়ক প্রত্যয়। এটি হবে কেবল আপনার নিজের। এটিকে আপনার ডেস্কে রাখুন। এটি হবে litmus test- এর মতো শিক্ষালাভের অভিজ্ঞতার ফসল যা আপনার শিক্ষার্থীদের প্রদান করবেন।

টিপস-৬৫

শিশুদেরকে ভালবাসতে শিখুন। তাদের মাঝে শিক্ষাদানের মানসিকতা নিয়ে অবস্থান করার আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করুন। ধরে নিন আপনার পাশে যে শিক্ষার্থীরা বড় হচ্ছে তারাই হবে আপনার প্রতিনিধি। তাজের অজস্র চোখে ওরা যে বিশ্বকে দেখবে তা আপনারই বিশ্ব এবং তাদের দেখায় আপনার দেখা হবে। ওদের চিন্তায় চেতনায় আপনার চিন্তা ও চেতনার প্রতিফলন ঘটবে। ওদের রক্তের প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় আপনার নীতি ও আদর্শের ধারা প্রবাহিত হবে। ওদের মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে আপনার চিন্তা কাজ করবে অনুক্ষণ। ওদের, হৃদয়ের পরতে পরতে আপনার হৃদয় প্রসারিত থাকবে।

www.pathagar.com

ধরে নিন যে, এই পৃথিবীতে আপনি ভিন্নতর কিছু একটা করতে এসেছেন। শিক্ষার্থীদের জীবনে আপনি যে ভিন্নতা আনয়ন করে চলছেন আপনার জন্ম না হলে হয়তো তা সম্ভব হতো না। আপনার এরূপ প্রচেষ্টা না থাকলে হয়তো পৃথিবীটা ভিন্নতর হতো। শিক্ষকতা করার যে মহৎ কাজ মাথা পেতে নিয়েছেন তাতে অনড় থাকুন।

আপনার মানসিক মহতী শক্তিনাশকারী বিরূপ ঋণাত্মক চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে Challenge এর সাথে সংগ্রাম করে যান। বিভিন্ন উপায় নিয়ে ভাবুন যা আপনার শিক্ষার্থীদের জীবনে পরিবর্তন সাধন করতে পারে। This will give you the power you need to be an effective teacher. আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থী যদি একদিন সত্যিকার মানুষ রূপে গড়ে উঠে, বিকশিত হয় তখন মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে আপনার গর্বটা কিন্তু কম হবে না। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি শক্তিশালী হাতই হবে আপনার হাত।

টিপস-৬৬

সৃজনশীল শিক্ষার্থীদেরকে অনেক সময় অলস বা দিবা স্বপ্নদ্রষ্টা বলে ভাবা হয়ে থাকে। কারণ তারা অধিকাংশ সময় বসে বা চিন্তা করে কাটায় যা দেখে বুঝা যায় না যে, তারা ব্যস্ত। কখনও তাদের চিন্তা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাদের প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করা হয়, তাদের স্বপ্নকে বিদ্রুত করা (ridiculed) হয়, তাদের ধারণা অপ্রকাশিত থাকে, তাদের মতামত অযাচিত থাকে। তাদেরকে "disabled Learner" আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অবশ্যই এরূপ শিক্ষার্থীর অব্যবহৃত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। অবশ্যই তাদের creative juice (সৃজনশীলতার উৎস) এবং চিন্তা চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। পনেরটি বিষয়ে উপর অবলম্বন করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রক্রিয়াকে বলদায়ক করা যায় যথা (১) আপনার শিক্ষার্থীদেরকে পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল করে গড়ে উঠতে দিন। (২) শ্রেণিকক্ষের পড়াশোনাকে রোমাঞ্চকর ও প্রাণবন্ত করে তুলুন। (৩) শিক্ষালাভের উত্তেজনাকে সজীব রাখুন। চিন্তা করার শক্তিকে সর্বদা জিইয়ে রাখার জন্য উৎসাহ দিন, উদ্দীপ্ত করুন ও প্রণোদিত করুন। (৪) বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞানকে সংহত করতে শিখান। (৫) নীরব ও সক্রিয় স্থানে পড়াশোনার স্থান ঠিক করুন যেখানে শিক্ষার্থীরা একত্রে আপনার guidance এবং direction পেয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। (৬) শিক্ষার্থীদের ধারণা পুরোপুরি কর্মে প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত হতে শিক্ষা দিন। (৭) ধারণা কাজে লাগানোর ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গতি লাভের সুযোগ দিন। (৮) শিক্ষার্থীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অসাড় শিক্ষার্থীর চেতনাকে উদ্দীপনা দিয়ে নাড়া দিন। ভাসা-ভাসা উত্তর গ্রহণ করবেন না। (৯) স্ব-দীক্ষিত ও স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভ করাকে উৎসাহ দিন। (১০) নিজের সৃষ্টিশীলতাকে শিক্ষার্থীরা যেমন ভালভাবে মূল্যায়ন করতে পারে সে বিষয়ে তাদেরকে তালিম দিন। (১১) নতুন মতামত গ্রহণে সহনশীল হন। (১২) বিষয়বস্তুও ভাবনার নিপুণভাবে ব্যবহার করে কর্ম সম্পাদনে আপনার শিক্ষার্থীদের পটু করে তুলুন। (১৩) "কোন একটি গ্রহণযোগ্য উত্তর বা বিন্যাসকৃত উৎকৃষ্ট উদাহরণ বা আদর্শ রীতিই শেষ। এর উপরে আর কিছু নেই।" -এরূপ ধারণার বিরোধিতা করতে পিছপা হবেন না। (১৪) শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু অনুসন্ধান করবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে, ভবিষ্যৎবাণী করবে। এসব ক্ষেত্রে তাদেরকে সর্বদা উৎসাহিত করবেন। (১৫) স্তর, মেধা ও গুণপনায় সমকক্ষকের নিগ্রহ এড়িয়ে চলার মতো দক্ষতা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিন।

www.pathagar.com

টিপস-৬৭

যে কোন কাজ করার আগে তার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হয়। শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ কাজটি ভালভাবে সম্পন্ন করতে হলে সর্বপ্রথম তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষক/শিক্ষিকার ধারণা লাভ করতে হবে। উদ্দেশ্যের উপরই কাজের প্রকৃতি ও পরিসর কতটা হবে তা নির্ভরশীল। পরিকল্পিত উপায়ে পাঠদান প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হবে। ফলপ্রসু (effecitve) পরিকল্পনা করতে হলে আপনাকে নিম্নের বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করতে হবে। (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লক্ষ্য (২) কোর্স বা পাঠ্য বিষয়ের লক্ষ্য (৩) শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা (ability), স্বাভাবিক বা অর্জিত ক্ষমতা (aptitude), চাহিদা এবং আগ্রহ (interest) (৪) পাঠ্যসূচী এবং বিভিন্ন যথোপযোগী unit যার উপর নির্ভর করে পড়াশোনার বিষয়টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (৫) স্বল্প সময়ে বাস্তবায়িত করা যায় শিক্ষাদানের এরূপ কৌশল অথবা স্বল্প সময়ের পাঠ পরিকল্পনা (lesson planning) ইত্যাদি। শিক্ষকের পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি রূপ। John Zahorik দুইশত জন শিক্ষক/শিক্ষিকার উপর জরিপ চালিয়ে দেখেছেন যে, তাদের অধিকাংশ যৌক্তিক পাঠ পরিকল্পনা করে না বা পাঠ্য বিষরে লক্ষ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করে না। তারা পাঠ্যসূচী, পাঠ্য উপকরণ, উৎস ও শিক্ষালাভের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের উপর জোর দিয়ে থাকেন। Clark ও Peterson গবেষণা করে জানতে পারেন যে, শিক্ষকগণ বিষয়বস্তুর জ্ঞান বা পাঠ্যসূচী এবং পাঠদান কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব দিয়ে দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা (daily lesson plan) করে থাকেন। Although (যদিও) planning is a shared (ভাগ করে নেওয়া) resonsibility (দায়িত্ব) of administrators (প্রশাসকগণের) supervisors (তদারককারীদের) and teachers, the individual teacher must modify (বদলে দেওয়া) any existing plans and originate (কারো থেকে শুরু হওয়া) his or her own plans for instruction in the classromm.

টিপস-৬৮

শিক্ষকতা করতে গিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে নানা ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। চ্যালেঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষক যে বিষয়টি শিক্ষাদানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন সে বিষয়টি তিনি নিজে ভালভাবে জানেন কিনা, এই বিষয়ের উপর তার কতটা দখল আছে, বিষয়টি কীভাবে শিখালে শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করতে ও কাজে লাগাতে পারবে তা জানা। শেখা ও শেখানোর কাজটি উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন, অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ও সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীলতা সৃষ্টি প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়। শিক্ষাদান করতে গিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে, আপনি কি শিখাবেন, কেন শিখাবেন, কাকে শিখাবেন, কোথায় শিখাবেন ও কীভাবে শিখাবেন। এসব উপাদান সমন্বয়ে শিক্ষার সংগঠন হয়। শিক্ষাদান কর্মকে ভালভাবে সংগঠিত করতে হলে আপনাকে বিশিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপন করতে হবে, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিসর নির্ধারণ করতে হবে, শিক্ষালাভ করা ও শিক্ষাদান করার পদ্ধতি ও কৌশল নিরূপণ করতে হবে, সময় ও অর্থের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, সার্বিক মূল্যায়ন ও অনুসরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

টিপস-৬৯

শিক্ষকগণ পাঁচটি স্তরে পরিকল্পনা করে থাকেন। যেমন- বার্ষিক (yearly) ইউনিট অনুসারে, শিক্ষাবর্ষের ভাগ বা পর্ব অনুসারে সাপ্তাহিক (weekly) ও দৈনিক (daily)। পরিকল্পনার সময় effective teacher যা ভেবে পরিকল্পনা করেন তা হলো, উদ্দেশ্য, তথ্যের উৎস, পাঠের সংক্ষিপ্তসার, পরিকল্পনার কার্যকারিতা বিচারের মানদন্ড (criteria) ইত্যাদি। প্রাথমিক স্কুলসমূহের ক্ষেত্রে, শিক্ষাদাতাদের নেতা হিসাবে অধ্যক্ষকে গণ্য করা হয় এবং সে-ই শিক্ষকদের পরিকল্পনা পরখ করা ও মূল্যায়নের জন্য দায়ী থাকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের প্রধান বা বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা সাধারণত এই পেশাদারী দায়িত্ব পালন করে। সে-ই বিভিন্ন শিক্ষকদের সঙ্গে মিলে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন করে থাকে। গবেষকদের মতে, অধিকাংশ middle grade শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করেন, (১) পূর্বের সফলতা ও ব্যর্থতা (২) জেলা শিক্ষা অফিসের কারিকুলাম গাইড (৩) পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয় (৪) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (৫) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার বিষয় (৬) স্কুল ক্যালেন্ডার (৭) বার্ষিক বা শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন টার্ম অনুসারে তাদের কৃত পূর্ববর্তী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর। ইউনিট, সাপ্তাহিক বা দৈনিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁরা সবচেয়ে প্রভাবিত হয় (১) পাঠ্যবস্তু ও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সামগ্রীর সহজলভ্যতা (২) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (৩) অনুসূচীর বিঘ্নতা (schedule interruption) (৪) স্কুল ক্যালেন্ডার (৫) জেলা শিক্ষা অফিসের কারিকুলাম গাইড (৬) পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত বিষয় (৭) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (৮) শ্রেণিকক্ষের কর্মকাণ্ডের প্রবাহ (৯) পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রভৃতির উপর। কিন্তু পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উচিত নমনীয়তা নীতি অবলম্বন করা। structure ও Routine বিবেচনা করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন সাধনে তাদের চাহিদা ও আগ্রহ অনুধাবন করা। Good teachers know that good teaching is really about caring and sharing; the capacity to accept, undedrstand, and appreciate students on their terms and through their world; making students feel good about themselves; having positive attitudes and setting achievement goals; and getting all fired up with enthousiasm and a cheerful pressence.

টিপস-৭০

সফলভাবে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শিক্ষক/শিক্ষিকাকে উষ্ণ (warm) অর্থাৎ স্নেহশীল, উদ্যোগী, সুবিচারক, ধৈর্যশীল, সুসংগঠিত, জ্ঞানী ও আনন্দদায়ক হতে সহায়তা করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী Ryans -এর মতে, একজন সফল (effective) শিক্ষক হতে হলে অবশ্যই আপনাকে নিম্নলিখিত গুণসমূহের অধিকারী হতে হবে। যথা- (১) স্নেহপ্রবণ (warm)। শিক্ষাদান করতে গিয়ে যে কোন পর্যায়ের শিক্ষার্থীর প্রতি স্নেহশীল আচরণের প্রকাশ আপনাকে একজন সফল শিক্ষক হতে সহায়তা করবে। The warm teacher is sociable, amiable and patient. (২) উদ্দীপনার প্রকাশক উৎসাহ, উদ্দীপনার প্রকাশ করতে গিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। নিজে ধনাত্মক আচরণ করবেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে একই রূপ আচরণ প্রত্যাশীও তারা হবেন। খুব বেশি বহির্মুখী (extroverted) বা অন্তর্মুখী (introverted) না হয়ে বরং অত্যন্ত

www.pathagar.com

ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বুঝতে দিতে হবে, তিনি তাদের ব্যাপারে আগ্রহী। (৩) সুবিচার (proper judgement)। শিক্ষার্থীদের যথার্থভাবে এবং সর্বদা একইভাবে বিচার করতে হবে। সফল শিক্ষক যারা তাঁরা শিক্ষার্থীদেরকে কোনরূপ ভয়-ভীতি প্রদর্শন ছাড়াই সুবিচারক হতে পারেন। (৪) ধৈর্যশীল সব শিক্ষার্থীদের পক্ষে একই মাত্রায় সবকিছু রপ্ত করা যে সবসময় সম্ভবপর হয় না এ বিষয়ে শিক্ষককে অবশ্য সতর্ক (careful) থাকতে হবে। নিজে প্রকৃতপক্ষে ধৈর্যশীল হয়ে শিক্ষার্থীদেরকে তা অবগত করতে হবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের নিকট থেকে ধৈর্যশীল হতে শিখবে। (৫) সুসংগঠিত (organized)-The organized teacher is purposeful, resourceful and in control) (৬) জ্ঞানী শিক্ষক যা পড়াবেন তার উপর প্রচুর পড়াশোনা করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন। অন্যথায় পড়াতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাবেন যা শিক্ষকের জন্য হবে আত্মঅবমাননাকর। (৭) বলবর্ধক-শিক্ষার্থীদের স্বভাবের উপর নির্ভর করে সবচেয়ে ফলপ্রসূ বলবর্ধক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। সর্বোপরি সফল শিক্ষক হতে হলে অবশ্যই creative, experimenting, original and dynamic হতে হবে।

টিপস-৭১

Ralph Tyler-এর মতে, শিক্ষার্থী, সমাজ ও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে উদ্দেশ্য (goal) নির্ণয় করতে হবে। শিক্ষাবিদগণ সনাক্তকারী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যসমূহ philosophy এবং psychology অনুসারে screen (যাচাই) করবে। ফলে যা পাওয়া যাবে তা হবে specific। একে Instructional objective বলতে পারবেন। Raphy Tyler লক্ষ্য নির্বাচন ও লক্ষ্যকে পরিশীলিত করতে দুটি screen - এর কথা বলেছেন।

(১) শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন-শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন কার্যে সহযোগিতা করা ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অভাব পূরণ করা বিদ্যালয়ের মহান দায়িত্ব। যে পর্যবেক্ষণে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদার প্রতিফলন ঘটে, যা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিদ্যালয়ের কর্মের পার্থক্য নির্ণয় করে, যা কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয় তার পার্থক্য করে, যা কোনো নির্দিষ্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্য একটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের ব্যবধান নির্ণয় করতে পারে, তা স্কুলের কর্মসূচী নির্ণয়ের মৌলিক উপাদান সংস্থান করে। এভাবে জাতীয়, প্রাদেশিক, স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাধারণ চাহিদা কী তা সনাক্ত করা সম্ভব। অন্যান্য চাহিদা যা সবার জন্য কমন তাও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

(২) বিদ্যালয়ের বাইরের সমসাময়িক জীবন পর্যবেক্ষণ করাক্রমে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত জটিলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ফোরণ, দ্রুতগতিতে পরিবর্তনশীল পৃথিবী প্রভৃতি। আমাদের জীবনে আজকে এবং আগামীকাল কী প্রবল প্রভাব ফেলবে তাও শিক্ষাবিদগণের অবগত হতে হবে। সমস্যা হলো, ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা পুরোপুরি আজ আমরা অবগত হতে পারি না। শিক্ষার্থীদেরকে কর্মজগতের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে স্থানীয় (local), আঞ্চলিক (regional), জাতীয় (national), আন্তর্জাতিক (international) ভাবে মানুষের জীবন ও জীবন সংশ্লিষ্ট সমস্যা study করতে হবে। কারণ আমরা সবাই একটি 'global village' -এ বসবাস করি।

www.pathagar.com

(৩) প্রতিটি বিষয়েরই পেশাদারী সংস্থা (professional association) থাকে যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের লক্ষ্য ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান তালিকাভুক্ত করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে কতটা অবদান রাখবে তা গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখতে হবে।

(৪) দর্শনের ব্যবহার - উদ্দেশ্য নিরূপণ করার পর একে পুনর্মূল্যায়ন ও পরিশীলন করতে হবে। কাজটি করতে হবে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সমাজ দর্শন হবে প্রথম স্ক্রীন (screen) শিক্ষক হিসাবে আপনাকে সচেতন হতে হবে। আপনি কেমন জীবন লাভ করতে চান, শিক্ষার্থীদের জীবন কিরূপ দেখতে চান আর সমাজের কোন বিষয়টি আপনি উন্নত করতে চান। আপনার শিক্ষার্থীদের জন্য আপনি যে লক্ষ্য স্থির করতে চান তা যেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপুর্ণ হয়। শিক্ষা গণতন্ত্রের জন্য। এই দর্শন যেন আমাদের শিক্ষায়তনের লক্ষ্যে ভালভাবে প্রতিফলিত হয়।

(৫) মনোবিজ্ঞানের ব্যবহার-লক্ষ্য অবশ্যই শিক্ষা লাভের মনস্তাত্ত্বিক দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এর অর্থ হলো, শিক্ষালাভ অবশ্যই বিভিন্ন তত্ত্ব, ধারণা প্রভৃতি যা আমরা গ্রহণ করি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। লক্ষ্য স্থির করার পূর্বে চিন্তা করে দেখতে হবে কীভাবে তাতে পৌছা যায়, আদৌ লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভবপর হবে কিনা, লক্ষ্যে পৌছতে সময় ও অর্থের পরিমাণ কেমন লাগবে প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে।

টিপস-৭২

শিক্ষালাভের প্রক্রিয়ায় শিক্ষক বা শিক্ষিকা অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। তাই এ প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ সভ্য সমাজের কাছে অতি সম্মানিত ব্যক্তি বলে গণ্য হয়। শিক্ষার্থীগণ তাঁদের আদর্শকেই সর্বাধিক অনুকরণ করে। কিন্তু শিক্ষকগণ অধিকাংশ সময় তাঁদের আচরণ ও মনোভাব শিক্ষার্থীদের নিকট প্রকাশ করার ব্যাপারে সচেতন থাকেন না। ফলে তাঁরা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যবোধ ও মনোভাব শেখাতে ব্যর্থ হন। শিক্ষক হওয়া খুব কঠিন কাজ নয়, তবে একজন সফল শিক্ষক হওয়া খুবই কঠিন কাজ। সঠিক আচরণ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিভিন্ন ধরণের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। শিক্ষক যদি কার্যকর কৌশলসমূহ ব্যবহার করেন এবং সঠিক বলবর্ধক নির্বাচন করেন তাহলে তা তাঁকে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনায় (classroom management) সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ লাভে সহায়ক হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাকে নিশ্চিত হতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়ে :

(১) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কতগুলো অচরণ অবশ্যই করবেন- যেমন- উৎসাহ প্রকাশ করার জন্য প্রায়ই হাসবেন, শিক্ষার্থীদেরকে নাম ধরে ডাকবেন
(২) পরিবর্তন করা দরকার এরূপ আচরণগুলো নির্বাচন করবেন।

www.pathagar.com

(৩) আচরণের হার বা পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।
(৪) কোন উপায় অবলম্বন করলে ভাল হয় তা স্থির করবেন।
(৫) আচরণের ফলে শিক্ষার্থীর কার্যসম্পাদন ভাল হচ্ছে নাকি মন্দ হচ্ছে তা বুঝতে হবে।
(৬) যদি কোন আচরণের আনুপাতিক হার বেশি হয় তবে চিন্তা করে দেখতে হবে আচরণটি ক্ষতিকর কিনা।
(৭) এই আচরণের হার কমে গেলে তা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ কার্যে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে।

টিপস-৭৩

শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা মতে, শিক্ষার্থী আর শ্রেণিকক্ষের নিষ্ক্রিয় (inactive) শ্রোতা (listener) নয়, শিক্ষা রঙ্গমঞ্চের সেই প্রধান নায়ক। জ্ঞানের পথে শিক্ষার্থীকে নিজের পায়ে হেঁটে চলতে হবে। শিক্ষক এই কর্মে সাহায্যকারী ও পথ-প্রদর্শক হিসাবে পাশে থাকবেন। জার্মান শিক্ষাবিদ John Frederic Herbert-এর মতে, মানুষের মন এক ও অভিন্ন। জন্মের পূর্বে সে কোনকিছুই শিখে আসে না। পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনের ফলে সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে। Herbert এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা শিশুর মনের মধ্যে পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে নতুন নতুন ভাব তৈরী করতে পারে। এই ভাবগুলোর নাম দিয়েছেন ভাবজট। তাঁর মতে, শিশুকে নতুন কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলতে হলে তার পূর্বের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভাবজটের সাথে নতুন অভিজ্ঞতাকে জুড়ে দিতে হবে। তবেই, তা শিক্ষার্থী কর্তৃক গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

টিপস-৭৪

আপনার শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে পাঠে মনোযোগী না অমনোযোগী তা নিশ্চিত হন। নিম্নলিখিত আচরণ দেখে বুঝতে পারবেন যে আপনার শিক্ষার্থীগণ অমনোযোগীঃ (১) শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত শ্রেণিকক্ষের এপাশ-ওপাশ হাঁটাহাঁটি করা (২) ক্লাসের আলোচনা উপেক্ষা করা হোমওয়ার্ক করা বা অন্য কোন বই পড়া দেখে (৩) পেন্সিলের সাহায্যে অন্যমনষ্কভাবে হিজিবিজি কাটা (doodiling), করণীয় কাজ না করে ছবি আঁকাআঁকিতে আপনার শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত থাকলে (৪) ডেস্কে মাথা নামিয়ে ঝিমোতে থাকলে, (৫) জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলে অথবা পথের কারো দিকে তাকিয়ে থাকলে (৬) শ্রেণিকক্ষের কাজের বা পাঠের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোন কিছুর দিকে একদৃষ্টিতে শিক্ষার্থী তাকিয়ে থাকলে (৭) কনুই (elbow) ডেস্কের উপর রেখে বসলে অথবা উরুর অধোদেশে হস্তদ্বয় রেখে বসলে, (৮) কোন সহপাঠীকে লাঠি, আঙুল ইত্যাদির সাহায্যে খোঁচা দিলে বা কাউকে বিরক্ত করলে (৯) শ্রেণিকক্ষের কাজ করার জন্য অপ্রস্তুত থাকা, যেমন- কোন পেন্সিল নেই, কোন কলম নেই, কোন নোটবই নেই, পাঠে পড়ানো হচ্ছে যে বিষয়ে সে বিষয়ের বই নেই শিক্ষার্থীর কাছে এরূপ হলে (১০) বসার চেয়ারকে কাত করে একবার সামনে একবার পেছনে দোলানো দেখলে। শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত আচরণ দেখে বুঝতে পারবেন আপনার শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীগণ পাঠে মনোযোগীঃ (১) উত্তর দেবার উদ্দেশ্যে হাত উঠালে, (২) শিক্ষক /শিক্ষিকার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর Instruction শুনলে, (৩) শিক্ষার্থীর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে, প্রাতিষ্ঠানিক কাজে বিজড়িত থাকলে (৪) যে ছাত্রটি কথা বলছে তার কথা শুনতে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা (৫) অবসর সময়ে বা স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন করার সময়ে কোন না কোন পড়াশোনা সংশ্লিষ্ট কাজে মগ্ন থাকা (৬) পেন্সিল, খাতা, কলম, নোটবই প্রভৃতিসহ পাঠের জন্য প্রস্তুত থাকা (৭) সতর্ক, সবল ও ভাল অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করা (৮) সিটে চুপচাপ অনড় অবস্থায় বসে থাকা, সর্বদা ক্লাসের সম্মুখভাবে বসা।

টিপস-৭৫

David G. Ryans-এর মতে, একজন ফলপ্রসূ শিক্ষক হতে হলে তার মধ্যে অবশ্যই নিজের ২৫টি সমালোচনামূলক আচরণ (Critical Behaviour) থাকবে। যথা-(১) সে প্রাণবন্ত থাকবে। তাকে দেখে প্রবল উৎসাহী মনে হবে (২) শিক্ষার্থী (pupil) ও শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের কার্যাবলীতে তাঁকে আগ্রহী মনে হবে। (৩) সে হবে আনন্দব্যাঞ্জক ও আশাবাদী (optimistic) (৪) সে হবে স্বসংযত, সহজে কখনোই ভাবাবেগ তাড়িত হবে না। (৫) মজা করতে পছন্দ করবে, তাঁর মধ্যে রসবোধ থাকবে (৬) নিজের ভুল চিনতে পারবেন এবং নিজের ভুল স্বীকার করবে (৭) তাঁর মাঝে স্বচ্ছেতা থাকবে, শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর আচরণ হবে পক্ষপাতশূন্য (impartial), বস্তুনিষ্ঠ (৮) ধৈর্যশীল হবে (৯) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সে হবে সদয় ও সহমর্মিতাপূর্ণ (১০) শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক হবে শিষ্টাচারযুক্ত ও বন্ধুত্বপুর্ণ। (১১) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে (১২) শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করবে এবং ভালভাবে সমাপ্ত কাজের জন্যও প্রশংসা করবে (১৩) শিক্ষার্থীদের

www.pathagar.com

প্রচেষ্টাকে অকপট বলে ধরে নেবে (১৪) সামাজিক পরিস্থিতিতে, অন্যদের প্রতিক্রিয়াও প্রত্যাশা করবেন (১৫) শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের শেষসীমা পর্যন্ত চেষ্টা করতে তাদেরকে উদ্দীপনা দেবে (১৬) শ্রেণি কক্ষের কার্যপ্রণালি হবে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত (১৭) সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে শ্রেণিকক্ষের কার্যবিধিকে নমনীয় রাখতে হবে (১৮) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কি চাহিদা থাকতে পারে তা বুঝতে হবে (১৯) প্রকৃত কৌশলও শিক্ষণ সামগ্রীর মাধমে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দীপ্ত করতে হবে (২০) পরিষ্কারভাবে, বাস্তবভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা ও প্রতিপাদন করতে হবে (২১) নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে সঠিক ও আনুপঙ্খিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে (২২) নিজের সমস্যার মাঝে কাজ করতে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করবেন ও তাদের সুসম্পন্ন কাজের মূল্যায়ন করবে (২৩) শান্ত, গম্ভীর ও ধনাত্মক আচরণের মাধমে নিয়মানুবর্তিতা আনয়ন করবে (২৪) স্বেচ্ছায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে (২৫) অনুদ্ভূত (potential) সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বেই সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে ও সে বিষয়ে পূর্বেই পদক্ষেপ নিবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

টিপস-৭৬

পাঠ্যপুস্তকসমূহের সমালোচক হতে শঙ্কিত হবেন না। মাঝে-মধ্যে পাঠ্যপুস্তকসমূহে নিম্নমানের লেখা থাকে বা বেঠিক তথ্য থাকে। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থাকে না। ফলে শিক্ষার্থীগণ তাদের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হয় না। পাঠ্যপুস্তকের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, তা অনেক সময় শিক্ষার্থীদেরকে একঘেয়ে করে তোলে। আজকের শিক্ষার্থীগণ টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি উৎস থেকে তথ্য পেয়ে অভ্যস্ত। তারা জানে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, মিডিয়া প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ কীভাবে করতে হয়। শুধুমাত্র একটি পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখতে উপযুক্ত নয়। যখন পাঠ্যপুস্তকের অসাড় লেখা বা বিষয়ের ফলে শিক্ষার্থীগণ তাদের আগ্রহ, ইচ্ছা প্রভৃতি হারিয়ে ফেলে তখন পাঠ্যপুস্তকে দোষারূপ করুন, আপনার শিক্ষার্থীদেরকে নয়। আপনাকে শিক্ষার্থীদের জায়গায় রেখে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন আপনি কি এই বিয়ষটি পড়তেন যদি আপনাকে পড়তে বাধ্য না করা হতো? বিষয়টি কি আপনার মনোযোগ কেড়ে নিতে সক্ষম? আপনাকে বইটির যে কয়টি পাতা পড়তে বলা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি পড়তে আপনি কি প্রলুব্ধ হতেন? যদি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর 'না' হয় তাহলে এই পাঠ্যপুস্তকটি আপনার শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বহীন ভাবতে পারেন। যে কোন পাঠ্যপুস্তককে আপনি একটি 'রেফারেন্স ওয়ার্ক' মনে করতে পারেন। একে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্যের সমাহার ভাবতে পারেন। পড়াশোনার মূল উৎস অন্যান্য শিক্ষণসামগ্রী, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি প্রভৃতি যা আপনি শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের প্রদান করে থাকেন সেগুলো। তাছাড়া সম্পূরক বিভিন্ন শিক্ষণসামগ্রী যা অধিক সজীব, প্রাণবন্ত ও শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকারী তা পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিবেন, যা আপনার শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকটিকে খুবই সাধারণ বিষয়ে পরিণত করতে শেখাবে।

www.pathagar.com

টিপস-৭৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মানোন্নয়নে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার জুড়ি নেই। শ্রেণিকক্ষের নিত্যদিনকার পঠন পাঠনের উপরই সারা বছরের সামগ্রিক ফলাফল নির্ভর করে। কথায় আছে, 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল'। তাই প্রতিদিনের শ্রেণিকক্ষের পড়াশোনাই সারা বছরের সাফল্যের খণ্ড চিত্র। শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকেন শ্রেণি শিক্ষক। শ্রেণি শিক্ষক তার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীদের নিজে কাজ করে চলেন। শ্রেণি শিক্ষক হিসাবে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন তা করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান অবশ্যই আপনার থাকতে হবে। নিজেকে এ বিষয়ে সুসংগঠিত করতে হবে। পাশাপাশি আপনার শিক্ষার্থীদেরকেও এ বিষয়ে সচেষ্ট করে তুলতে হবে। আপনার নিজের ও আপনার শিক্ষার্থীদের বর্তমানের পঠন পাঠন সংক্রান্ত কাজের পূর্ণ বিবরণ নোট করতে হবে। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করুন। শিক্ষাদানের সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে যত্নবান হোন। Communicative method-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে সচেষ্ট হোন। দক্ষ শিক্ষক হতে হলে আপনার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে Interaction থাকতে হবে। Feed Back পেতে হবে আপনাকে। শিক্ষক শুধু একজন ছাত্রের শিক্ষাদানকারীই নন, তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিভাবকও। তাই একজন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর অতীব শুভাকাঙ্খী হিসাবে আপনার সব পরিকল্পনাই হবে তাদের মঙ্গল করার অভিপ্রায়ে। শ্রেণিকক্ষের একজন Leader amd Motivator হিসাবে শ্রেণিকক্ষের অভীষ্ট লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদেরকে পৌছে দেবার মহান দায়িত্ব আপনারই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আনুপাতিক হারে Pair work and Group work-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। Quick learner, Mediocre and Late Learner সকলের মঙ্গলের জন্য Quick learner দের নেতৃত্বে Pair and Group work এর ব্যবস্থা করে Class design করুন। এতে করে আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পাঠদান শেষ করতে পারবেন। আপনার শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠানের সম্পদের প্রতি যত্নশীল হতে বলুন। বিদ্যালয়টি যে তাদের জন্য অতি পবিত্র স্থান এবং এর প্রতিটি দ্রব্য সামগ্রী, অনু পরমাণু পর্যন্ত যে তাদের 'জীবন বদলের অন্যতম হাতিয়ার তা তাদেরকে উপলব্ধি করতে শিখান। আর বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা যে তাদের জীবনের জন্য অমূল্য এক অভিভাবক, অসীম সম্পাদানকারী, পরম বন্ধু যিনি তাঁদেরকে তিল তিল করে গড়ে তোলেন, তাদের জন্য মস্তিষ্কের শক্তি ক্ষয় করে চলেন নিত্য তা তাদেরকে শিখতে দিন আপনার ব্যক্তিত্ব, কর্ম আচরণ প্রভৃতির মাধ্যমে। তাহলেই আপনি বদলে নিতে পারবেন পৃথিবীর রূপ। You must be an epitome of ideal to your students. Your conduct as a teacher will certainly be Texemplary শিক্ষতা করছেন বলে নিজেকে হীন ভাবছেন? 'যার নেই কোন গতি, সে করে পণ্ডিতি' কথাটি কী আপনি বিশ্বাস করেন? No, Never শিক্ষক হিসাবে আপনি অতীব মঙ্গল সাধন করে যাচ্ছেন ব্যক্তি, দেশ ও জাতির। মহতী কর্মে জীবন ক্ষয়কারী একজন মানুষ মনের অজান্তেই গড়ে তুলছেন অজস্র মানুষ। দেশের রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে সকল খ্যাতিমান মানুষ আপনার মতো একজন শিক্ষাগুরুরই ছাত্র। হতে পারে আপনি এখন যে ছাত্রকে শাসনে, আদরে, পাঠদান করে যাচ্ছেন- সেই অনাগত দিনের রাষ্ট্রনায়ক, দেশের

www.pathagar.com

কর্ণধার, রণবীর। তখন সে গর্বে, সে বিজয়ানন্দে, বিস্ময়ে আপনার হৃদয় কম দোলা দিবে না। সে আনন্দটার মূল্য কত বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে তা কেবল আপনিই অনুভব করবেন আর কেউ নয়।

টিপস-৭৮

সর্বদা ইতিবাচক বক্তব্য প্রদান করুন। কখনো নেতিবাচক কথা আপনার শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন না। আপনার শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান, তাদের অবস্থার উন্নতি করতে উৎসাহ দিন। তাদেরকে বলুন, যদি চেষ্টা করো তাহলে সফলকাম তোমরা হবেই। শিক্ষার্থীদেরকে ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শিখান। তাদেরকে অযথা বলপ্রয়োগ করবেন না। তাদেরকে কর্মে প্রণোদিত করুন। তাদের স্বাধীনভাবে শিখতে দিন। তাদের যোগ্যতার উপর আপনার যে বিশ্বাসবোধ আছে তা তাদের নিকট প্রদর্শন করুন। তাদের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিন। শিক্ষার্থীদের মাঝে সমবায়ের ভিত্তিতে বা টীম গঠন করে কাজ করতে তাদের উদ্দীপ্ত করুন। শিক্ষার্থীদেরকে বুঝতে দিন যে আপনি তাদের কাজে গর্ববোধ করেন। শিক্ষার্থীর ব্যাপারে আশাবাদী হোন। প্রবল উৎসাহী হোন। শিক্ষার্থীদের সহায়ক শক্তি হোন। তাদের জন্য এমন প্ররিস্থিতির সৃষ্টি করুন যাতে তা সবার জন্য সফলতা নিয়ে আসে। সর্বাদা উদ্দীপ্তকারী মন্তব্য করুন। যেমন : 'আমি জানি তুমি পার', 'চেষ্টা চালিয়ে যাও', 'তোমার দক্ষতা আমাকে মুগ্ধ করেছে' 'সত্যিই ইংরেজি বিষয়ে তোমার জ্ঞান প্রশংসার যোগ্য'। 'তোমার ব্যাপারে আমি সর্বদা গর্ববোধ করি' ইত্যাদি।

টিপস-৭৯

শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তার নৈপুন্য বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিস্থিতি তৈরী করার পরিকল্পনা করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষের নিয়মকানুনের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মতামত নিতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে তারা কোন দিক-নির্দেশনা ব্যতীত কোন কাজের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার সুযোগ করে দিতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে তাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটাতে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের দিয়ে বিভিন্ন রকমের অনুশীলন করাতে পারেন। স্বাধীন চিন্তার অনুশীলন কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন শিক্ষার্থীরা কারো সহযোগিতা ব্যতীতই কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। অনুশীলনের মাধ্যমে তারা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারে। খুব বেশি সময় ধরে অনুশীলন না করিয়ে অল্প সময়ে অনুশীলন করিয়ে বাকিটা বাড়ির কাজ হিসাবে দিতে হবে। নিম্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বারবার পড়তে বলতে হবে। শব্দের অর্থ বর্ণনা করার কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। পড়াটা শিক্ষার্থীগণ বুঝতে পেরেছে কিনা তা নিশ্চত হতে হবে। শিক্ষার্থীরা একবার কোন কাজ করতে শুরু করলে তাদের মাঝে ঘোরাফেরা করে জানার চেষ্টা করতে হবে তারা সবাই ঠিকমতো কাজটি করছে কিনা। তাদের কাজে তখন কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যে কাজগুলো শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে করছে সেগুলো সংগ্রহ করে তাদের প্রাপ্ত নম্বরগুলো তাদের ফলাফলের সঙ্গে যোগ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

টিপস-৮০

ভাল শিক্ষক হতে হলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াসমূহের সকল দিক আপনার রপ্ত থাকতে হবে, পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে, শিক্ষার্থীদেরকে প্রেরণা দান করার কৌশল জানতে হবে, আচরণগত ব্যবস্থাপনার কৌশল রপ্ত করতে হবে। শিক্ষক হিসাবে যেমন আপনার নিজের পরিচর্যা করবেন তেমনি পরিচর্যা করবেন আপনার শিক্ষার্থীদের। শ্রেণিকক্ষের যথার্থ পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে আপনার শিক্ষার্থীদের নিজের ও একে অপরের পরিচর্যা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। শিক্ষকতা পেশায় উৎকর্ষতা লাভের জন্য ব্যক্তিগত জীবনেও আপনাকে অন্যের মনে দাগ কাটতে সক্ষম এরূপ একজন ব্যক্তিতে পরিণত হতে হবে। সত্যিকার শিক্ষাবিদে পরিণত হোন। এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও এরূপ ফলপ্রসূ শিক্ষকে পরিণত হোন যাকে শিক্ষার্থীরা আজীবন মনে রাখে। আপনার মধ্যে এমন কতক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে যার ফলে আপনার উপর আস্থা রাখতে পারে। আপনার মুখের কথাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। B.F. Skinner- এর মতে, শিক্ষকগণ ব্যর্থ হন তাদের মানবীয় সীমাবদ্ধতার জন্য নয়। তারা ব্যর্থ হয় কারণ তারা শিক্ষার্থীদের আচরণ ব্যবস্থাপনা করতে পারে না।

টিপস-৮১

(১) আপনার সামথ্য ও আপনার দুর্বলতা দু'টো বিষয়েই আপনি অবগত থাকুন। আপনার শিক্ষার্থীগণও সহকর্মীগণ আপনার, ব্যবহার, আচরণ ও আপনার যোগ্যতার বিচার করবে। অন্যেরা ঠিক যেভাবে আপনাকে দেখতে পারে, বুঝতে পারে, আপনার সম্পর্কে বিচার, বিবেচনা করতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে আপনার নিজেকে আপনি দেখুন। আপনার এমন কোন দিক যদি থাকে যা সংশোধন করা দরকার, উন্নয়ন সাধন আবশ্যক, তাহলে তা করুন। (২) শিক্ষক হিসাবে আপনি বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন শিক্ষণসামগ্রী ও বিভিন্ন মানুষের (বিশেষ করে শিক্ষার্থী) সান্নিধ্যে আসবেন। তাঁদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা আপনার থাকতে হবে। আপনার অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে এসব সম্পদের ব্যবহার হলে তা আপনার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ করে তুলবে। (৩) আপনার শিক্ষার্থী, সহকর্মীবৃন্দ, তত্ত্বাবধায়কগণ প্রভৃতির ভাবভঙ্গী ও অনুভূতি বোঝতে চেষ্টা করুন। তাঁদের সঙ্গে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির মানুষগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করা যায়, কীভাবে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন, তাঁদের সঙ্গে সহযোগীমূলক কর্মকাণ্ড কীভাবে গড়ে তোলা যায় তা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে।

ট্রিপস-৮২

অনেক শিক্ষাকই একইরূপ সমস্যায় ভুগে থাকেন। তাই সকলের ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করুন। শিক্ষকদের অবসরে বসে থাকার লবিতে পরস্পরের সমস্যা, অসন্তোষ প্রভৃতি প্রকাশ করা যেতে পারে ও সমস্যা সমাধানের সম্যক উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে আপনার শিক্ষার্থীদের নিকট কখনও আপনার অসন্তুষ্টির অবাধ প্রকাশ ঘটাবেন না। এতে কোন সমাধান তো হবেই না বরং তা আপার শিক্ষকতার পেশাকে সমস্যাপূর্ণ করে তুলবে ক্রমশ। সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় আপনাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবার বিষয় বুঝতে হবে ও তার প্রয়োগ করতে হবে। কোন একটি পথ বেছে নেবার সময় দৃঢ় ও যৌক্তিকতাপূর্ণ হোন। আপনার এই সিদ্ধান্তের প্রভাব স্কুলের বাকী সকলকে কতটা প্রভাবিত করবে তা চিন্তা করে দেখুন।

www.pathagar.com

টিপস-৮৩

বিদ্যালয় (নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ) পরিচালনার বিষয়টি হলো আমলাদের আওতাধীন। তাই শিক্ষক হিসাবে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন, আদর্শ, আচরণ, ধরণ প্রভৃতি আপনাকে শিখতে হবে। আপনি যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীদের মতো আপনার কাছে প্রতিষ্ঠানের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। অনেক সময় সমস্যার কথা ভেবে আপনি আপনার পেশার মহত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তা মোটেও সমস্যা নয়। আপনি আপনার অভিজ্ঞ সহকর্মী বা তত্ত্বাবধায়ককে জিজ্ঞাসা করলেই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। কারণ তারাও অনুরূপ সমস্যায় পড়ে তার সমাধান করে কর্মজীবনে বীরত্বের সাথে এগিয়ে চলছেন।

টিপস-৮৪

প্রতিদিনকার সময়ের জন্য একজন ব্যক্তি ও পেশাদারী হিসেবে আপনার জন্য অনেক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অনেক কাজ করে দিবেন এরূপ প্রত্যাশাও থাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তাই সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে শেখা আপনার জন্য জরুরী। কোন কাজটিকে অধিক প্রাধান্য দিতে হবে, কোনটি সর্বাগ্রে সম্পাদন করতে হবে, কিভাবে পরিকল্পনা করলে ভাল হয়, তা ভাবতে হবে। কীভাবে কাজগুলো করে শেষ করা যায় তা নিশ্চিত হতে হবে। কীভাবে কাজগুলো না করে বাঁচা যায়, কীভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়, কী ঝামেলা? এসব দায়িত্ব না পেলে কত্তো ভাল হতো? এসব কখনও ভাববেন না। তবে শিক্ষকতা পেশা আপনাকে যেন ভারাবনত না করে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের প্রকট হস্তক্ষেপকারী না হয় সেটা ভেবে দেখবেন। কিছু অতিরিক্ত সময় আপনার শিক্ষার্থী, সহকর্মী প্রভৃতির জন্য ব্যয় করবেন। আবার কিছু সময় পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা, পাঠ পরিকল্পনা করা বা সব ধরণের সংশ্লিষ্ট লেখালেখির কাজ করে কাটাবেন। আর আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আপনার একান্ত ব্যক্তিগত, পরিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্য কিছু সময় বরাদ্দ রাখছেন কি না তাও নিশ্চিত হোন। তা না হলে সবকিছু ভেস্তে যাবে, গোলমেলে হয়ে যাবে।

টিপস-৮৫

একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার দায়িত্ব কী তা কি আপনি জানেন? শ্রেণিকক্ষে একদল শিক্ষার্থীকে পড়ানোর চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব একজন শিক্ষকের। একটি সামাজিক বিষয়ের উপর শিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন হয়। তার চেয়ে বেশি যা আপনি করেন বা আপনি করেন বলে প্রত্যাশা করা হয় তা হচ্ছে ঐ প্রসঙ্গটি আপনাকে কতটা প্রভাবিত করে তা। বিভিন্ন শিক্ষার্থী, তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসক, শিক্ষার্থীর বাবা-মা, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বিভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করে আপনার নিকট। বাস্তবতার নিরিখে, চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কুলের কৃষ্টি ও প্রত্যাশার আলোকে আপনাকে প্রার্থিত বিভিন্ন বিচিত্র ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হতে হবে। আপনার পেশাদারী অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে বিস্তৃত করুন। শিক্ষণ, ওয়ার্কশপের স্বেচ্ছাকর্মী হোন। শিক্ষাদানের বিনিময় কর্মসূচীতে যোগ দিন। অধ্যয়ন করা ও সংশ্লিষ্ট কাজে ভ্রমণে অনুরক্ত থাকুন।

www.pathagar.com

টিপস-৮৬

শিক্ষক হওয়া মানে একটি কঠিন পথে, পা ফেলা। তবে শিক্ষকতা পুরস্কার প্রদানকারী, খ্যাতিমান করতে পারে এমন একটি পেশা। যোগ্য শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষণ কর্মে নিয়োজিত থাকেন, তখন একটি নীরস মুহূর্তের কথাও ভাবা যায় না। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে কোন সম্প্রদায় তথা কোন এক জাতির আকৃতি, প্রকৃতি পরিবর্তন ও বিকাশ সাধন করতে পারেন শিক্ষক। শিক্ষকের প্রভাব দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী প্রভাব। তাদের প্রভাব কতদূর গিয়ে থামবে এ বিষয়ে কেউ বলতে পারবে না কেবল মহান সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত। শিক্ষকতা একটি গর্ববোধ করার মত পেশা। পেশাগত উন্নয়ন ও বিকাশলাভ ঘটানো শিক্ষকের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কাজটিকে খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে আপনার সামর্থ্য ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে সর্বদা নিরলসচিত্তে কাজ করে যান।

টিপস-৮৭

শিক্ষার্থীরা যেরূপে আছে সেরূপেই তাদেরকে গ্রহণ করুন। তবে তাদের গঠনমূলক গুণাবলিকে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোর বলিষ্ঠরূপ দিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন। যেকোন পরিস্থিতিকে গ্রহণ করুন। শিক্ষার্থীদের সম্মুখে বিরূপ পরিস্থিতির কারণে ঘাবড়ে যাবেন না। আপনার সৃষ্ট বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও রুটিন ভালোভাবে ব্যাখ্যা করুন। মনে রাখবেন আপনার বর্ণনা যেন সংক্ষিপ্ত হয়। একজন দৃঢ়চিত্তের বন্ধু হিসাবে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত হোন। তবে এমনভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে আপনি তাদের শিক্ষাদাতা। নিজে শান্ত থাকুন, আপনার শিক্ষার্থীদেরকে শান্ত রাখুন। দুর্ব্যবহার আশা করলেও তাকে প্রশয় দিবেন না। দুর্ব্যবহারের সাথে এঁটে উঠতে শিখুন। কখনও তাতে মেজাজ বিগড়াবেন না। কোন একটি পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করুন। বলুন "আমি এটি পছন্দ করি" অথবা "আমি এ বিষয়টি পছন্দ করি না"। আপনার বক্তব্যে সর্বদা সুদৃঢ় সুর থাকবে। কোন সঙ্কোচ বা অপরাধবোধ না রেখে 'না' বলুন। সত্যিকারভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন বা শুভেচ্ছা নিন।

টিপস-৮৮

আমরা শিক্ষকগণ প্রায় প্রতিদিনই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে নানারূপ প্রশ্ন করে থাকি। ভালোভাবে প্রশ্ন করতে পারাটাও একটি আর্ট। প্রশ্ন করার সময় অবশ্যই প্রশ্ন করার নিয়ম বা পদ্ধতিসমূহের (methodology) প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষকের প্রশ্ন করা ও শিক্ষার্থীর জবাব দেয়ার মাঝের সময় গড়ে ১ সেকেন্ড হওয়া আবশ্যক। এই অপেক্ষা করার সময় (wait time) ৩ সেকেন্ড থেকে ৪ সেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে। ধীরে ধীরে ভালো করে প্রশ্ন করার কৌশল জানতে হবে। সারা বছরব্যাপী এই কাজ চলবে শিক্ষকদের। এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। "হ্যাঁ' বা "না" উত্তর হয় এরূপ প্রশ্ন করুন। এমন ধরণের প্রশ্ন করুন যাতে সঠিক উত্তর দেবার মাত্রা বেড়ে যায়। যেমন- Orwell কি Animul Farm লিখেছিল? অথবা কে civil war-এ জয়লাভ করেছিল? এসব প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অনুমান করতে শিখানো যায়, আবেগপ্রবৃত্ত চিন্তা করতে শিখানো যায়, সঠিক উত্তর প্রদানকারী শিক্ষার্থীতে পরিণত করা যায়।

www.pathagar.com

প্রশ্নসমূহ অবশ্যই স্পষ্ট শব্দে ব্যক্ত করতে হবে এবং শিক্ষকের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও এমন প্রশ্ন করুন যার উত্তরের ইঙ্গিত সেই প্রশ্নে থাকে। যেমন কেন Andrew Jacksaon একজন মহান রাষ্ট্রপতি হতে পেরেছিলেন? এই প্রশ্ন থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে Andrew Jackson কেমন লোক ছিলেন। Who clse? Waht পষংব? এ ধরণের করুন। আপনার শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাঁর নিকট থেকে তথ্য বের করতে পারেন। তবে এতে যেন ক্লাসের বাদ বাকী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কোন প্রশ্ন করা না হয় অর্থাৎ তাদেরকে অবজ্ঞা করা যেন না হয়। যেকোন একজন ছাত্র-ছাত্রীকে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তাকে নাম ধরে ডেকে প্রশ্ন করুন।

টিপস-৮৯

উদ্দীপ্তকারী প্রশ্ন করুন। শুধুমাত্র স্মরণশক্তি পরখ করার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে না। শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির উদ্রেককারী প্রশ্ন করুন। শিক্ষার্থীদের উত্তর দেবার সামর্থ্যের বাইরে প্রশ্ন করবেন না, যদি তা করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা একঘুয়ে হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীদের সামর্থের সাথে সমত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্থির করুন। শিক্ষার্থীদেরকে প্রাসঙ্গিক ও আনুক্রমিক প্রশ্ন করুন। এমন ধরণের প্রশ্ন করুন যাতে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে ও উদ্বুদ্ধ হতে পারে। প্রশ্ন হতে হবে সহজ সরল ও স্পষ্ট যাতে সহজে বোঝা যায়। শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন করতে ও উত্তরদানে অনুপ্রাণিত করুন। প্রশ্ন করার পর কয়েক সেকেন্ড থামুন যাতে শিক্ষার্থী উত্তর প্রদানের উদ্দেশ্যে হাত উঁচু করতে পারে। দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে উত্তরদানে উৎসাহিত করুন। প্রশ্ন করার সময় ঘুরে ঘুরে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে যাবেন। শিক্ষার্থীরা যদি সঠিক উত্তর না দিতে পারে তাহলে তাদেরকে বলুন, 'তুমি বুঝতে পার না, দেখি কে তোমাকে সহায়তা করতে পারে', 'তোমার উত্তর সঠিক নয়। পুনরায় চেষ্টা করে দেখ। তুমি সঠিক উত্তর দিতে পারবে'।

টিপস-৯০

শিক্ষক হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের পারদর্শিতার অভীক্ষা (achievement test) প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হয়। শ্রেণি পরীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য শিক্ষকগণ বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষার্থীর পারদির্শিতা বা শিক্ষায় তার অগ্রগতি কেমন তা সঠিকভাবে জানতে হলে প্রশ্ন প্রণয়নের রীতিনীতি জানতে হবে। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple choice question) করতে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে: ১) প্রশ্নের মূল অংশটি অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে উপস্থাপন না করে প্রশ্নাকারে উপস্থাপন করতে হবে। ২) বিকল্প প্রশ্নগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র একটি সঠিক উত্তর বা সর্বোত্তম উত্তর থাকবে। ৩) প্রশ্নের উত্তরগুলোর সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। উত্তরে কোন শব্দের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখবে। ৪) প্রশ্নের মূল অংশে সঠিক উত্তর নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যেন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ৫) প্রশ্নের মূল অংশের কোন শব্দের সঙ্গে সঠিক উত্তরে ব্যবহৃত শব্দের মিল না থাকা উচিত। কারণ এতে উত্তর নির্বাচনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ৬) সম্ভাব্য

www.pathagar.com

উত্তরগুলোর দৈর্ঘ্য সমান রাখার চেষ্টা করতে হবে। সঠিক উত্তরটিকে সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে তাকে অন্য উত্তরগুলোর তুলনায় বড় করে ফেলা হয়। এমতাবস্থায় কমপক্ষে অন্য একটি উত্তরের পর্যন্ত বাড়িয়ে নিতে হবে। ৭) মূল প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য সকল উত্তরের মধ্যে ব্যাকরণগত মিল থাকতে হবে। ৮) প্রশ্নে নেতিবাচক শব্দ যথা সম্ভব পরিহার করতে হবে। ৯) বিকল্প উত্তরগুলো যতটা সম্ভব সমধর্মী করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তখনই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা যাবে যখন প্রত্যেকটি উত্তরই সঠিক উত্তর বলে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সঠিক উত্তর থাকে কেবল একটিই। ১০) অনেক সময় বিকল্প উত্তরগুলোর মধ্যে একটি থাকে "উপরের সবগুলো" বা "উপরের কোনটি নয়"- এ জাতীয়। এ ধরণের বিকল্প উত্তর যতটা সম্ভব বর্জন করা ভাল। গণিত এবং শব্দের বানানের ক্ষেত্রে "উপরের কোনটি নয়" উত্তর ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন বিষয়ের সামগ্রিক ধারণা পরীক্ষা করার জন্য মাঝে মধ্যে কোন প্রশ্নে "উপরের সবগুলো" উত্তর ব্যবহার করা যায়। ১১) সম্ভাব্য উত্তরগুলোর মধ্যে সঠিক উত্তরটির অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে অনুমানে উত্তর দেওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

টিপস-৯১

রচনামূলক প্রশ্ন (Essay type question) তৈরী করার সময় যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা হলো: ১) প্রশ্নের ভাষায় যেন প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের কোন প্রকার ভুল বোঝার অবকাশ যেন না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। ২) প্রশ্নের ভাষা যেন শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা অনুযায়ী হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অজানা শব্দের ব্যবহার বা বাক্যের জটিলতার কারণে শিক্ষার্থীদের কোন প্রকার অসুবিধা যেন না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে। ৩) প্রশ্নোত্তরের পরিসর সম্পর্কে উপযুক্ত নির্দেশনা দিতে হবে। ৪) অল্প সংখ্যক বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্নের পরিবর্তে অধিক সংখ্যক সীমিত-উত্তর প্রশ্ন করতে হবে। ৫) পাঠ্যপুস্তকের সবগুলো অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করতে হবে। ৬) একবারে পরীক্ষা নেওয়া দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হলে বিভিন্ন পর্যায়ে নিরীক্ষা নিতে হবে। ৭) প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলোকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রথমেই কোন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে সে তার নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। ৮) শিক্ষার্থীদের অর্জিত ফলাফল তুলনা করতে চাইলে সকলের একই রূপ জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করতে হবে। তাই প্রশ্ন বাছাই এর সুযোগ বাতিল করে দিতে হবে। অর্থাৎ সকল প্রশ্নের উত্তর দেবার কথা বলে দিতে হবে। ৯) প্রশ্ন প্রস্তুত করার পর সমতুল্য একটি দলের উপর প্রয়োগ করে উত্তর লেখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে।

টিপস-৯২

শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় প্রশ্নে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বা বিবৃতি থেকে এক বা একাধিক শব্দ তুলে নেয়া হয়। শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করে বাক্যটি পূরণ করতে বলা হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীকে তার পূর্বে অর্জিত জ্ঞানকে উদ্ধার করতে হয় স্মৃতি থেকে। সাধারণত বাক্য বা বিবৃতির শেষ দিকে শূন্যস্থান রাখা হয়। কারণ প্রথমদিকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার ফলে পরীক্ষার্থীর পক্ষে শূন্যস্থানটি পূরণ করা

www.pathagar.com

সহজতর হয়। শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় প্রশ্ন তৈরী করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে : ১) পাঠ্য পুস্তক থেকে হুবহুব বাক্য তুলে দেয়া যথার্থ হবে না। এতে শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয় মুখস্ত করার প্রবণতা বেড়ে যাবে। ২) শূন্যস্থানটি বাক্যের প্রথম দিকে না হয়ে বাক্যের শেষদিকে হওয়া চাই। শূন্যস্থানটি বাক্যের প্রথমদিকে থাকলে বক্তবটি বুঝতে শিক্ষার্থীর অসুবিধা হতে পারে। ফলে শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসাতে হবে শিক্ষার্থী তা ঠিক করতে ব্যর্থ হয়। ৩) বাক্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ তুলে নিতে হবে। সঠিক গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি সরবরাহ করতে সক্ষম হলেই বোঝা যাবে যে, বাক্যটির মূল বক্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। ৪) একটি বাক্য থেকে অধিক শব্দ তুলে নেয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ৫) বাক্যে ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার্থীর ভাষা জ্ঞানের উপযোগী হতে হবে। ৬) বাক্য বা বিবৃতির শূন্যস্থানটি পূরণ করার জন্য কেবল একটি উপযুক্ত শব্দ যেন থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ৭) বাক্যের প্রত্যেকটি শূন্যস্থানের দৈর্ঘ্য সমান রাখতে হবে।

টিপস-৯৩

"সত্য-মিথ্যা নির্ণয়" করার প্রশ্ন তৈরী করতে হলে যা যা মনে রাখতে হবে তা হলো: ১) অর্থপূর্ণ বাক্যটি খুব বেশি দীর্ঘ হতে পারবে না। ২) বাক্যে ব্যবহৃত ভাষা খুব সহজ সরল ও পরিচিত হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। ৩) বইয়ের বাক্য সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না। কারণ পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ বাক্য শিক্ষার্থীর মুখস্ত থাকে। যার ফলে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই সহজ হয়ে যায়। ৪) বাক্যের কিছু অংশ সত্য এবং কিছু অংশ মিথ্যা হওয়া প্রত্যাশিত নয়। ৫) সত্য-মিথ্যা বাক্যের অবস্থানের জন্য কোন একটি বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করা যাবে না। ৬) সত্য-মিথ্যা বাক্যের সংখ্যা সমান হতে হবে। ৭) কোন চাতুর্যপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা যাবে না। ৮) সত্যতা বা অসত্যতা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে এরূপ বাক্য ব্যবহার না করার চেষ্টা করতে হবে। ৯) সত্য এবং মিথ্যা দুটি বাক্যেরই দৈর্ঘ্য যাতে সমান থাকে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। ১০) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বক্তব্যকে সত্য বা মিথ্যা বাক্যে পরিণত করা যাবে না। ১১) বাক্যে একের অধিক নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। ১২) বাক্যে এমন শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হবে না যা বাক্যের সত্যতা বা অসত্যতার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

টিপস-৯৪

শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষক/শিক্ষিয়ত্রীর কাজের সূচনা ঘটে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন ও যথোপযুক্ত পাঠ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাই সর্বাগ্রে যা করা উচিত তা হলো সারা বছরের পাঠ্যবস্তু খতিয়ে দেখা। তারপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষাদান করতে হলে পাঠ্যবিষয়কে কতগুলো ভাগে ভাগ করা উচিত তা নির্ধারণ করা। এক বছরে যতগুলো কর্মদিবস থাকে তা হিসেব করে সারা বছরের কার্য পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। সাময়িক পর্ব হিসেব পাঠ্যবস্তুকে ভাগ করতে হবে। যদি বছরের দুটি পর্ব পরীক্ষা হয় তাহলে এক এক পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত কতটুকু পড়াশোনা শেষ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এরপর দৈনিক পাঠদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কোন সময় পর্যন্ত কতটুকু পড়াবেন তা ঠিক করতে হবে। কিভাবে পড়াবেন, পাঠদানের পদ্ধতি কিরূপ হবে তাও ঠিক করতে

www.pathagar.com

হবে। পাঠদান পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তা ঠিক করতে হলে ১) আপনাকে পাঠের প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে হবে। পাঠটি চিন্তামূলক হলে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাদানকারীর ভূমিকাই মুখ্য। আবার পাঠটি সমস্যামূলক হলে সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আবিষ্কার বা পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে। ২) শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মানের উপর শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর মান অনুযায়ী পদ্ধতির বৈচিত্র্য ও সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে। ৩) শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচনে শিক্ষকের উদ্ভাবনী শক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্তুর উপস্থাপনের নিজস্ব বিবেচনা ও সৃজনী শক্তির সাহায্যে শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে পারেন।

টিপস ৯৫

বাজে শিক্ষক অভিযোগ করেন, সাধারণ শিক্ষক ব্যাখ্যা করেন, ভালো শিক্ষক শিখান আর মহান শিক্ষক উদ্বুদ্ধ করেন।

ডক্টর এইচ নারসিমা
(১৯২১-২০০৫)

টিপস ৯৬

একজন সু-শিক্ষক একশত হাতি থেকেও শক্তিশালী।
-ড. হুমায়ুন আহম্মেদ

www.pathagar.com

পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে হলে

——— সুমিত রায়

অনেক শিক্ষার্থী আছেন যাদের স্বভাব খুব অস্থির। কোনো বিষয়েই তারা বেশিক্ষণ মনোযোগ স্থির রাখতে পারেন না। এ কারণে দীর্ঘ সময় বই নিয়ে বসে থাকা তাদের জন্য খুব কঠিন। মনোযোগ দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। মনোযোগ বাড়ানোর সুফল একটি ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টার করা যাক। ধরুন আপনি পড়ার টেবিলে বসে 'Tense' অধ্যায়টি পড়ছেন। আপনি ঠিক করেছেন এই পড়াটা আগামী দুই ঘন্টার মধ্যে শেষ করবেন। এজন্য আজ বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বাদ দেবেন। অনেক দিন ধরে 'Tense' অধ্যায়টিতে এসে আপনি আটকে আছেন। পড়া এগুচ্ছে না। আজ 'Tense' শেষ করে তবেই পড়ার টেবিল থেকে উঠবেন। ধরে নিচ্ছি, এই মুহূর্তে আপনার শক্তি ভাণ্ডারে কাজ করার জন্য জমা আছে ১০০ ইউনিট শক্তি। এই শক্তি নিয়ে আপনি পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পড়ার পর আপনি টের পেলেন আজ বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে সম্ভাব্য আড্ডার দৃশ্যটি আপনার মাথায় ঘুরছে। বন্ধুদের সঙ্গে মনে মনে আড্ডা দিয়ে কিছু শক্তি খরচ করে পুনরায় আপনি পড়তে শুরু করলেন। পড়তে গিয়ে একটি কঠিন লাইনে আটকে আপনার মন আবার বই থেকে সরে গেল। আপনি ভাবতে শুরু করলেন এই বইয়ের ভাষা সহজ নয়। অন্য লেখকের গ্রামার বইটা আরো সহজ ছিল, ওটা না কিনে ভুল হয়েছে। আগামী মাসে হাতে টাকা এলে বইটি কিনে ফেলতে হবে ইত্যাদি। একটু ধাতস্থ হয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন আপনি। কিছুক্ষণ পড়ার পর মাথায় এলো আগামী পরীক্ষার দুশ্চিন্তা। এভাবে এক সময় দেখা গেল আপনার শক্তিকে আপনি একের পর এক চিন্তা-ভাবনায় ব্যয় করে ফেলেছেন। ফলে পড়ার পেছনে ব্যয় করতে পেরেছেন খুব অল্প পরিমাণ শক্তি। ২ ঘন্টা শেষ হয়ে যাবার পর আপনি দেখলেন অধ্যায়টির অর্ধেকও শেষ করতে পারেন নি। ওদিকে বিকেলের আড্ডাটাও ভেস্তে গেল। দুই ঘন্টার পুরোটাই অপচয়। অথচ আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে কাজ করায় পটু হতেন তাহলে পড়াটা নিশ্চিত হয়ে যেত। পুরো শক্তি একই সময়ে কেবল মাত্র একটি কাজে ব্যয় করতে পারলেই এটা সম্ভব। দৈনন্দিন জীবনে আমরা মনোযোগের অভাবে এভাবে বহু সময় নষ্ট করে ফেলি এবং বহু কাজই লক্ষ্য

www.pathagar.com

অর্জনে ব্যর্থ হয়। এক মনে কাজ করার ক্ষমতা যে কোনো ব্যক্তির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এই ক্ষমতা থাকলে নিশ্চিত মনে সব ধরণের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সামলানো যায়, প্রত্যেকটি কাজ উপভোগ করা যায় নিজের মতো করে।

শিক্ষার্থীরা প্রায়ই নিজের বিরুদ্ধে নিজে অভিযোগ করেন, আমরা মনটা খুব অস্থির, একমনে কাজ করতে পারি না। তারা অনেকেই ভাবেন, এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই যেহেতু তাদের স্বাভাবটাই এমন। কিন্তু মোদ্দাকথা হলো, নির্দিষ্ট কয়েকটি কৌশল অনুসরণ করে যে কারো পক্ষে মনোযোগ শক্তি বাড়ানো সম্ভব।

অনুশীলনী-১

প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে অনুশীলনটি করতে হবে। একটি চেয়ারে আরাম করে বসুন। আরাম করে বসা মানে খুব বেশি হাত-পা ছেড়ে বসা নয়। লক্ষ্য রাখবেন, শরীরের কোথাও যেন বাড়তি চাপ না পড়ে। এই অনুশীলনটি বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়েও করতে পারেন।

প্রথমে চোখ বন্ধ করুন। কল্পনা করুন, আপনার সামনে একটি ধবধবে সাদা পর্দা ঝুলে আছে। পর্দাটিকে আপনার সামনে স্থিরভাবে ঝুলে থাকতে দিন। কোনো কাজের চিন্তা যদি মনে এসে ভিড় করে তাহলে আস্তে করে মন থেকে চিন্তাটিকে সরিয়ে দিন। শ্বাস-প্রশ্বাসকে অনুভব করার চেষ্টা করুন, তবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন না। একে নিজস্ব গতিতে চলতে দিন এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করুন। প্রতিদিন ২০ মিনিট এই অনুশীলনটি করুন।

অনুশীলনী-২

একটি কাঁটাওয়ালা ঘড়ি নিন। টেবিল ঘড়ি বা বাসার দেয়াল ঘড়িটি এজন্য ব্যবহার করতে পারেন। ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটি যখন ঠিক ১২ তে আছে তখন কাঁটার মাথায় চোখ রাখুন। কাঁটাটি ১২ বার হয়ে ডানদিকে এগুতে থাকবে। আপনি দৃষ্টির মাধ্যমে কাঁটাটিকে অনুসরণ করুন। কিন্তু চোখকে কাঁটার মাথায় স্থির রাখুন। টানা দুই মিনিট কাঁটাটি অনুসরণ করুন। এ সময় অন্য চিন্তা মাথায় এলে খুব বেশি বিচলিত হবেন না। ধীরে ধীরে অন্য চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে এনে পুনরায় কাঁটাতে স্থির করুন।

অনুশীলন-৩

কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার সময় কতবার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটল তার রেকর্ড রাখুন। ধরা যাক, আপনি পড়তে বসেছেন। হাতের কাছে একটি সাদা কাগজ ও কলম বা পেন্সিল রাখুন। যখনই টের পাবেন আপনার মনোযোগ পড়ার মধ্যে নেই, মনে অন্য চিন্তা ঘোরাফেরা করছে তখনই সাদা কাগজে কলম বা পেন্সিল দিয়ে একটি দাগ দিন। পুনরায় পড়ায় মন দিন। আবার যদি টের পান আপনি অন্য কিছু ভাবছেন পুনরায় কাগজটিতে দাগ দিন এবং পড়ায় মন ফিরিয়ে আনুন। এভাবেকাগজে দাগের সংখ্যা আপনাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কত বার আপনার মনোযোগ বিঘ্নিত হয়েছে। তখন আপনি নিজেই মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবেন।

www.pathagar.com

অনুশীলনী-৪

জেগে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে যখন যে কাজ করছেন সে কাজই। কেমনে করার চেষ্টা করুন। আয়নায় তাকিয়ে দেখুন ব্রাশ দাঁতের ঠিক জায়গায় পড়ছে কি না। টুথপেস্টের ফেনা মুখে যে অনুভূতি তৈরি করছে তা অনুভব করুন। এভাবে দৈনন্দিন জীবনে তুচ্ছ থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি কাজ মনোযোগের সাথে করার চেষ্টা করুন।

একটি কাজ করার সময় পরের কাজের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবেন না। বর্তমান কাজটিতে নিজেকে পুরোপুরি নিবেদন করুন।

অনুশীলনগুলো নিয়মিত করলে ধীরে ধীরে আপনার মনোযোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। শুধু যে পড়াশোনার ক্ষেত্রেই আপনার মনোযোগ বাড়বে তা কিন্তু নয়, অনেক কম সময়ে অনেক বেশি কাজ আপনি করতে পারবেন। তাছাড়া মন দিয়ে কাজ করার ফলে কাজকে আরো বেশি উপভোগ করা যায়। যে কোনো কাজ সেটা পড়াশোনা কিংবা যাই হোক না কেন সেখানে আনন্দের খোরাক থাকলে সেটি আরো কমসময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

কেন ভুলে যাই, মনে রাখব কিভাবে

আমরা সবাই কম-বেশি জরুরী ও জানা বিষয়-জিনিস ভুলে যাই। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ততক্ষণ পর্যন্ত নেই, যতক্ষণ না ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর তখনই আমরা বলতে বা অনুভব করতে শুরু করি 'আমার স্মরণ শক্তি কমে যাচ্ছে'। আসলে কি তাই? না , তা নয়। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে, মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়া (Occasional Memory Lapses) সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক। অবশ্য বয়স বৃদ্ধিকে অনেকেই স্মরণ শক্তি কমে যাওয়ার কারণ বলে মনে করি, যা পুরোপুরি সঠিক নয়। সাময়িকভাবে স্মরণ শক্তি কমার কারণ অনেক। ক্লান্তি, অবসাদ, অত্যধিক কর্মচাপ, অন্যমনস্কতা, টেনশান, ভয়-ভীতি উদ্বেগ ইত্যাদি মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, যার ফলে আমরা জরুরী বা সাধারণ বিষয় জিনিসের কথা মনে রাখতে পারি না। জানা জিনিস বিষয় মনে করার জন্য মস্তিষ্ক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে চলে, আর তা বাধাপ্রাপ্ত হলে যথাসময়ে আমরা বিষয়টা স্মরণ করতে পারি না। আমাদরে দেশে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' সর্বাংশে সঠিক। চাপ- উত্তেজনা উদ্বেগের জন্য অমাদের মধ্যে সাময়িকবাবে বিস্মৃতি ঘটে বা স্মৃতি- শক্তি কাজ করে না। এটাকে বলে চাপ জনিত স্মৃতি হ্রাস বা (Stress refated memory loss) আনন্দের কথা এই যে, এ ধরণের মেমোরি লস কখনোই স্থায়ী নয়।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মনে রাখার বা স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারটি চর্চা ও অনুশীলনের বিষয়। স্মৃতি-শক্তি বাড়ানোর আটটি উপায় নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি:

১. মনের পোশাকে সবল করুন: ফিলাডেলফিয়ার মেমোরি ইন্সটিটিউটের ড. জোসেফ মেনডেলস বলেন, 'মস্তিষ্ক ব্যবহার করা নতুবা হারাবে- এই বাক্যটির পেছনে কিছুটা সত্য রয়েছে। মস্তিষ্ক ব্যবহার করার চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলার মাধ্যমে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যাদের বসয় বেশি তাদের ক্ষেত্রে? প্রফেসর মেনডেলস জানান, যদিও ৫০ বছর বয়সের পর মস্তিষ্কে জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কিছু মনে করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু নতুন গবেষণায় দেখা গেছে স্মৃতি- শক্তি হ্রাস একটি অনিবার্য

www.pathagar.com

বিষয় নয়। স্মৃতি শক্তি পরীক্ষায় অশীতিপর বৃদ্ধদের মধ্যে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ তাদের ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সকালের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের এই শক্তির পেছনে কী কারণ কাজ করছে? কারণটি হলো "মন মস্তিষএক ব্যবহারের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করা। তারা মস্তিষ্ককে অলস বসিয়ে রাখেননি, কর্মব্যস্ত রেখেছেন।"

পেনসিলডানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কে ওয়ার্নসার স্কী ৩৫ বছর যাবৎ ৫০০০ নারী পুরুষের ওপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, বৃদ্ধ বয়সে তারাই মনের ক্ষমতা ও স্মৃতি শক্তি ধরে রাখতে পারেন, যারা মনের পেশীর (Mental muscle) শক্তি বাড়ান মস্তিষ্ক ব্যবহার কর। অর্থাৎ তারা পরিবর্তনকে সহজে গ্রহণ করেন নতুন জিনিস সানন্দে শেখার চেষ্টা করেন নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন, লেখা বা কথার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করেন, নতুন নতুন জায়গায় ভ্রমণে যান, মনে রাখার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। তাস, দাবা, ক্রুসওয়ার্ড খেলা, ধাঁধাঁর সমাদান, কম্পিউটারে নতুন প্রোগ্রাম শেখা, নতুন ভাষা বা বাদ্য-যন্ত্র বাজানো শেখা, ইত্যাদির মাধ্যমে মস্তিস্কের ব্যায়াম হয়। এ সব তৎপরতা মনকে সক্রিয় ও স্মৃতি শক্তিকে সবল করে।

মস্তিষ্কের একটি ব্যায়াম শেখান মেরিল্যান্ডের মেমোরি এসেসমেন্ট ক্লিনিকের প্রফেসর টমাস ক্রুক। অতি- সাধারণ ব্যায়ামটি হলো: যখন আপনি কোনো অপরিচিত স্থানে যান, সেখানে ১০টি বস্তু দেখে নিন। চলে যাওয়ার সময় মনে মনে দেখতে চেষ্টা করুন বস্তুগুলো কোথায় কোথায় রয়েছে।

২. মনোযোগী হোন: অনেকবার এমন ঘটতে আপনার জীবনে যে, একটা জরুরী কাগজ যত্ন করে কোথাও রাখলেন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় কোথায় রেখেছেন তা কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিটার সুইস অন করে তা ভুলে গিয়ে অন্য কাজ করছেন। কেন এমন হয়? স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্মৃতি শক্তি গবেষক প্রফেসর ডানিয়েল ল্যাপ এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'অধিকাংশ সময় আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত হই এবং তখন আমরা কি করছি সে সম্পর্কে অসচেতন থাকি। এ সময়টির কার্যকলাপ সচেতনভাবে রেকর্ড হয় না বলে আমরা মনে করতে পারি না।' এ সমস্যার সমাধানও প্রফেসর ল্যাপ বাতলে দিয়েছেন, 'মাঝে মাঝে কি করছেন, তা দেখুন এবং নিজের কাজগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন। যা স্মরণ রাখতে চান, তা জোরে বলুন। জরুরী কাগজটি যখন রাখছেন, তখন বলুন, আমি কাগজটি... রাখলাম।' অথবা, একটু পরে কাপড় ইস্ত্রি করবো।' একটি তথ্য মনে রাখার ইচ্ছের চেয়ে মনে রাখার চেষ্টা' অধিকতর গরুত্বপূর্ণ। যখন কিছু পড়ছেন বা কারো কথা শুনছেন, তখন মাঝে - মধ্যে থেমে গিয়ে কি পড়লেন বা শুনলেন তা ভাবুন। মনে রাখার জন্য মনের তথ্য ভাণ্ডারে জমা রাখার সময় নিজেকে আপনি যতবেশি ইঙ্গিত দেবেন, তত বেশি সহজে তা স্মরণে আনতে পারবেন।

৩. লিখে রাখুন: এটা সবার জানা যে, লিখে রাখা স্মরণ শক্তি বাড়াতে সহায়ক। Memory Fitness Over ৪০ গ্রন্থে ড. রবিন ওয়েস্ট বলেছেন,'লিখে রাখার সঙ্গে স্মৃতির যোগাযোগ রয়েছে। লিখে রাখলে তথ্যটা মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। আপনি যদি

www.pathagar.com

করণীয় অর্থাৎ To-do তালিকাটা হারিয়েও ফেলেন, শ্রেণি বিন্যাস করে আপনি সব কটি তথ্য স্মরণ করতে পারবেন।'

৪. ছবি দেখুন: কারো নাম ভুলে যাওয়া আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। প্রফেসর টমাস ক্রুপ একটি কৌশল উদ্ভাবন করেছেন তাহলো- প্রত্যেক মানুষের চেহারায় কোন না কোন বৈশিষ্ট্য আছে। মনের পর্দায় সে বৈশিষ্ট্যটা দেখুন। সেটার সঙ্গে অন্য কিছুর সাদৃশ্য খুঁজে দেখুন। মনে করুন সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন বা হচ্ছেন, দেখলেন তার নাকটা বাকা, অনেকটা কাস্তের মতো। মনে মনে বলুন, কাস্তের মতো নাক। আর মুখে বলুন, নামটা হচ্ছে.....। মনের পর্দায় নাক, কাস্তে ও নামের সঙ্গে একটা সুস্পষ্ট ছবি, বস্তু বা নামের সংযোগ ঘটান। কাস্তের মতো নাকঅলা লোকটার নাম যদি খালেক হয়, তাহলে দেখতে পাবেন খালের পাশে একটা কাস্তের মতো নাক,

কুইজ : আপনার স্মৃতি কতখানি ভাল

একবার ভাল করে নীচে আইটেমের তালিকাটা পড়ে নিন। তারপর যেসব আইটেম মনে আছে, লিখুন :

পেঁয়াজ চাল
লবণ পোলাও
ডিম মাছ
লাউ আম
চিংড়ি চিনি
তেল মরিচ
আটা পানি গোশত

কতটি আইটেম লিখেছেন? বয়সের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন

বয়স স্বাভাবিক
১৮-৩৯ ১০ আইটেম
৪০-৫৯ ৯
৬০-৬৯ ৮
৭০+ ৭

www.pathagar.com

ভালো শিক্ষার্থী কীভাবে হবে

——— মো. আফলাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বিএমটিটিআই, ঢাকা।

একজন শিক্ষার্থীকে 'ভালো শিক্ষার্থী' হতে হলে প্রথমেই তাকে পড়াশোনায় তার মেধার যথাযথ প্রয়োগে সচেষ্ট হতে হবে। ভালো শিক্ষার্থী হতে হলে কী কী গুণ কিভাবে অর্জন করা দরকার তা জেনে নাও।

মেধা কাজে লাগাও : একজন ভালো শিক্ষার্থীকে বেশি স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে। পাঠ্যবইয়ের পড়া বোঝা, মনে রাখা, তাড়াতাড়ি শেখা ও দ্রুত লেখার ব্যাপারে তাকে হতে হবে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্যতম। তার পড়তে ভালো লাগবে, পড়াশোনায় আনন্দ পাবে ও পড়াকে কখনোই কঠিন ভাববে না। পড়াকে সে সব সময় আনন্দের সঙ্গে নেবে, ঠিক খেলাকে যেভাবে নিয়ে থাকে। একজন মেধাবী শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলে সব প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নপত্রে যেভাবে চেয়েছে, ঠিক সেভাবে উত্তর লিখতে পারবে।

মনোযোগ বাড়াও : ভালো ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার ব্যাপারে সব সময় মনোযোগী থাকে। পড়াকে তারা উপভোগ করে থাকে। একাগ্রতার কারণে তারা পড়াশোনার জন্য নিয়মিত বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ায় তাদের পড়া মুখস্থ করা বা বোঝার ক্ষমতা ও লেখার ক্ষমতা থাকে বেশি। ভালো শিক্ষার্থী হওয়ার এ নিয়মটি তাদের প্রকৃত মেধাবী হতে সাহায্য করে থাকে। এই মনোযোগের ব্যাপারটি ওই শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার বাইরেও সামাজিক জীবনে সুন্দরভাবে চলতে সাহায্য করে।

দায়িত্বশীল হও : একজন ভালো শিক্ষার্থীর অবশ্যই কাজকর্মে দায়িত্ববান হতে হবে। পড়াশোনার ব্যাপারে হতে হবে বেশি যত্নবান। শিক্ষার্থী যে পড়াশোনার ব্যাপারে দায়িত্বশীল সে নিজেকে একজন প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

পরিশ্রম করো : শিক্ষার্থীমাত্রই পরিশ্রমী হতে হবে। পড়াশোনায় শ্রম দিয়েই ভালো ফলাফল অর্জন করতে হয়। তারা কখনো নিজের পড়াশোনায় ফাঁকি দেয় না। তারা পরিশ্রম করে আনন্দ পায়। পরিশ্রমের কারণে ভালো ফলাফল অর্জন তার জীবনকে বদলে দেয় পুরোপুরি। ছাত্রজীবনের পরিশ্রমের এ শিক্ষাটি সবচেয়ে বেশি কাজে দেয় বাস্তব জীবনে।

www.pathagar.com

বই পড়ো : একজন ভালো ছাত্রের বড় গুণ হলো সে মূলত পড়ুয়া ভালো শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার বেশ আগেই সিলেবাস শেষ করে ফেলে যে কোনো পড়া যেকোন অবস্থায় পড়ে ও বুঝে আত্মস্থ করতে পারে।

অংশ নাও শ্রেণিপাঠে : একজন ভালো শিক্ষার্থী প্রতিটি শ্রেণিপাঠে অংশ নেবে। কারণ, যেকোনো বিষয়ের প্রতিটি শ্রেণিপাঠে উপস্থিত থাকলে একজন শিক্ষার্থীর পড়া বুঝতে সুবিধা হয়। এতে তার পঠিত বিষয়টি খুব সহজে মুখস্থ বা আত্মস্থ হয়ে যায়। বাড়ির কাজ করা, শ্রেণিতে পড়া বলা, শিক্ষককে প্রশ্ন করা, প্রতিটি কাজই সে করবে। শ্রেণিতে তার একান্ত অংশগ্রহণ থাকবে। এ ধরণের ভালো ছাত্রছাত্রী যেকোনো শ্রেণির প্রাণস্বরূপ। এরা শ্রেণিকক্ষকে জমিয়ে রাখে, আনন্দময় করে তোলে। এ রকম শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে।

লক্ষ্য ঠিক রাখো : মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ছেলেবেলা থেকেই তাদের জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ভাবে। সে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য তারা পড়াশোনায় প্রচুর সময় দিয়ে থাকে। কখনো কোনো কারণ পড়াশোনায় মন না বসলে তখন তাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের কথা মনে পড়ে। 'আমাকে আমার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে এ রকম ভাবনা থেকে তারা উৎসাহ পেয়ে থাকে। একজন ভালো শিক্ষার্থীর জীবনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। স্টেপহেন বলেছেন, 'মানুষের নিজস্ব একটা লক্ষ্য স্থান থাকলে সেই স্থানেই সে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে।'

আত্মবিশ্বাস বাড়াও : একজন ভালো শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস সব সময়ই বেশি থাকে। যেকোনো পরীক্ষায় এদের বিশ্বাস থাকে প্রবল। 'আমি পারব', 'আমি পেরেছি'। এ ধরণের ভাবনায় তার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। বেশি ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হওয়ায় ভালো ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায়ও ভালো করে। তারা পড়াশোনা নিয়ে কখনো হতাশ হয় না। নিয়মিত অনুশীলনের ফলে তাদের পড়াশোনায় বিশ্বাস দিন দিন বাড়তে থাকে। ভালো শিক্ষার্থীকে হতে হয় আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী।

সময়কে কাজে লাগাও : একজন ভালো শিক্ষার্থী কখনো সময়ের অপচয় করে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিদিনের পড়াশোনা শেষ করতে হবে। যে খেলাধুলা, টিভি দেখাসহ অন্য কাজে সময় কম দেয় সে পড়াশোনা করতে সময় পায় বেশি। সে তখনকার পড়া তখনই শিখে থাকে। প্রতিদিনের রুটিন অনুসারে সময় ভাগ করে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে থাকে। এতে সময়ের অপচয় হয় না। পরীক্ষায় সে জন্য ফলাফল হয় সেরা।

পড়ো পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বইও : ভালা হতে হলে শুধু পাঠ্যবই পড়লেই চলবে না। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্য বইও পড়তে হবে। যেমন- সাধারণ জ্ঞানের বই, জীবনী গ্রন্থমালা, উপদেশমূলক বই, সমসাময়িক বিষয়ের ওপর বই। সঙ্গে প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা অবশ্যই পড়তে হবে। এ ধরণের বই জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বিনোদনের কাজ করে।

www.pathagar.com

ছাত্রজীবন গঠনের কথা

ছাত্রজীবন প্রতিটি মানুষের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান সময়। এটাই হলো মানুষের সমগ্র জীবনের ভিত্তিভূমি। প্রথম জীবন অর্থাৎ ছাত্রজীবন সুগঠিত না হলে পরবর্তী জীবন সফল, সুন্দর এবং সুখ-শান্তির হয় না।

কথায় বলে, 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। আর এই মেরুদণ্ড মজবুতের কাজটি বাল্যকাল থেকেই শুরু করতে হয়। ছাত্রজীবনই এর উপযুক্ত সময়।

প্রাচীনকাল থেকে ছাত্রজীবনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় ছাত্রজীবন ছিল অত্যন্ত গৌরবের। এ সময় থেকেই শিশু-কিশোররা তাদের চরিত্রকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করে গড়ে তুলতে শেখে। যুগে যুগে যে সমস্ত মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের ছাত্রজীবন থেকে আমরা সে দৃষ্টান্ত পাই। ছাত্রজীবনে নিজেকে গড়ে তোলার জন্যে যারাই মনোযোগী হয়েছেন, সময়ের গুরুত্বকে বিবেচনা করেছেন, পড়ার সময় পড়া এবং খেলার সময় খেলাধুলা করেছেন, শিক্ষকের আদর্শকে নিজের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছেন, পরবর্তীকালে তাঁরাই সম্মানিত হয়েছেন সমাজে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেগম রোকেয়া, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ মহান মানুষের জীবনকথা থেকে আমরা সে দৃষ্টান্ত পাই। তাই ছাত্রজীবনের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন, "বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে সকলে তোমায় ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না। তুমি কখনও আলস্য করিও না। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

অবোধ বালকেরা সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখাপড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চিরকাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।

www.pathagar.com

শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে। যখন পড়িতে বসিবে, অন্যদিকে মন দিবে না। অন্যদিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না, অধিক দিন মনে থাকিবে না, পড়া বলিবার সময় ভাল বলিতে পারিবে না।

সদা সত্য কথা বলিবে। যে সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না। পিতামাতাই জীবন্ত দেবতা। যাহাদের দুঃখ-কষ্টে লালিত-পালিত, যাঁহাদের স্নেহ ভালবাসায় আমরা জীবিত, সেই পিতামাতাই পরম দেবতা। তাঁহাদের বাদ দিয়া অন্য দেবতার পূজায় ধর্ম হয় না। কদাচ পিতামাতার অবাধ্য হইও না।"

ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

আমাদের ছাত্রগণ যেন শুধুমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে; তাহারা যেন অভয় প্রাপত হয়; দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে।

আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে, ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। ..... বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না, প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন কি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। 'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে লাভ করতে পারে।"

এভাবেই বহু মনীষী বহু কথা বলেছেন ছাত্রজীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে। কেউ বলেছেন, ছাত্রদের জাতি গঠনকারী হতে হবে। কেউ বলেছেন, প্রত্যেক জীবনে একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। আদর্শহীন জীবন কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায়। ছাত্রজীবন থেকেই একটি বিশেষ আদর্শকে গ্রহণ করে তাকে সারা জীবন অনুসরণ করে চলতে হয়।

www.pathagar.com

নতুন শিক্ষাজীবন, নতুন করে শুরু

মোহাম্মদ আতাউর রহমান

তোমরা যারা এবারের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ- নিশ্চয়ই তোমরা এ সময়টি কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি নিয়ে খুব ব্যস্ত। ভর্তি উদ্বেগের পাশাপাশি এক ধরণের আনন্দও নিশ্চয়ই তোমাদের মনকে উদ্বেলিত করে তুলছে। সে আনন্দ কলেজ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে তোমাদের শিক্ষাজীবনের এই ক্রান্তিকালে কেবল নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুখস্বপ্ন নয়, কলেজপর্বের পড়াশোনা যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সে জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে মানসিকভাবে। দীর্ঘদিনের স্মৃতিবাহী স্কুলকে পেছনে ফেলে তোমরা যারা কলেজের শিক্ষাজীবন শুরু করতে যাচ্ছ, তারা অবশ্যই এ পর্যায়ের পড়াশোনাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে দুই বছরের এ কলেজ শিক্ষাজীবন তোমাদের কেবল সিলেবাসভুক্ত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে না- সেই সঙ্গে তোমাদের শিখতে সহায়তা করবে অনেক কিছু। কলেজ পর্যায়ে তোমরা অনেকেই নিজের বাসস্থান এবং বাবা-মায়ের সান্নিধ্য ছেড়ে পড়াশোনা করতে যাবে দূরে কোথাও। সেখানে তোমার সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠবে নতুন সহপাঠীদের সঙ্গে, যারা আসবে দেশের নানাস্থান থেকে। পাঠ্যপুস্তক পড়ার বাইরেও তোমরা অংশগ্রহণ করবে নানা শিক্ষা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে। এ পর্যায়ের পড়াশোনার ফলাফলই তোমাদের উচ্চতর শিক্ষার গতিপথকে অনেকাংশে নির্ধারণ করে দেবে। আর সেই পথ ধরেই তোমরা প্রবেশ করবে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে। সুতরাং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সময়টুকু তোমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি আর প্রচেষ্টাই তোমাদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সাফল্য এনে দিতে পারে। কার্যকর পড়াশোনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, আর আন্তরিক প্রচেষ্টাই তোমাদের সফল করে তুলতে পারে। কলেজ পর্যায়ে তোমাদের পড়াশোনা, জীবনযাপন, শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাসহ নানা বিষয়ে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন থেকেই।

নিয়ন্ত্রিত রেখো নিজেকে : স্কুল পর্যায়ে পড়াশোনাকালে তোমাদের মা-বাবা কিংবা অভিভাবক যতটা আগলে রেখেছেন। কলেজ পর্যায়ে হয়তো ততটা সম্ভব হবে না। জীবন-যাপন ও পড়াশোনার ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর বাবা-মায়ের নজরদারি সামান্য হলেও শিথিল হবে নানা কারণে। পড়াশোনার জন্য মা-বাবার সান্নিধ্য থেকে অনেকেই চলে যাবে দূরে কোথাও। স্কুলের শিক্ষকেরা তোমাদের যতটা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে সে পরামর্শ তোমাদের নিজে থেকেই জেনে নিতে হবে। কেননা, সবদিক থেকেই ধরে নেওয়া হবে তুমি এখন অনেকটা বড় হয়েছ। নিজেকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য তোমার নিজের সিদ্ধান্তটিই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই প্রতিটি কাজই করতে হবে ভেবেচিন্তে।

www.pathagar.com

মূল লক্ষ্য পড়াশোনা : কলেজে ভর্তির পর তোমার মূল লক্ষ্য হবে ভালো ফলাফলের জন্য কার্যকর পড়াশোনা। কারণ, এ পর্যায়ের ভালো ফলাফলই তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ অনেকাংশে তৈরি করে দেবে। কার্যকর পাঠাভ্যাস, পাঠচর্চায় যথাযথ সময় দেওয়া, নিয়মিত ক্লাস করা, পাঠ অনুধাবন ও অনুশীলনই তোমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নেবে।

ভুল পথে পা নয় : কলেজ পর্যায়ের মুক্ত পরিবেশের কারণে তোমাদের নিজেদের মনে হতে পারে অতি স্বাধীন। আত্মনিয়ন্ত্রণে ত্রুটি থাকলে এ সময় ভুল পথে পা বাড়ানোর সম্ভাবনাটাও এ সময় বেশি। এ জন্য খুব সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলতে হবে ভুল পথগুলো। এ সময় ক্ষতিকর অভ্যাসগুলো থেকে তোমরা নিজেদের সরিয়ে রাখবে দুরে। বন্ধু নির্বাচনেও তোমাদের থাকতে হবে যথেষ্ট সচেতন।

সময়কে কাজে লাগাও : সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। কাজেই এ পর্যায়ের সময়কে যথার্থভাবেই কাজে লাগাতে হবে। ক্লাসে অংশগ্রহণ, ক্লাস লেকচারে মনোযোগ দেওয়া, যথাসময়ে হোকমওয়ার্ক সম্পন্ন করা এবং সর্বোপরি যথাযথ পরীক্ষা প্রস্তুতিই তোমাদের সময়ের সার্থক ব্যবহার বলে গণ্য হবে।

পড়ার ফাঁকে অন্য শিক্ষা : কলেজে তোমাদের জন্য থাকবে পড়ার বাইরেও নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ। খেলাধুলার মতো নির্মল বিনোদনে অংশগ্রহণ, শিক্ষামূলক সংগঠন ও কার্যক্রমে অংশগ্রহন, বিতর্ক, সাহিত্যচর্চা, শিক্ষাসফরের মতো কার্যক্রমগুলোতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে তোমরা অর্জন করবে জীবনের নান বাস্তব শিক্ষা।

প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো এড়িয়ে চলা : মানুষের কল্যাণের জন্যই প্রযুক্তির উদ্বাবন। কিন্তু এসব প্রযুক্তির অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে তোমাকেও। মোবাইল ফোন, টিভি, ভিডিও, ভিডিও গেমস, ইন্টারনেট ইত্যাদির প্রতি অতি আসক্তি তোমার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

থাকতে হবে সুস্থ : স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। জীবন উন্নয়নের যাত্রাপথে তোমাদের থাকতে হবে সুস্থ। যথাসময়ে খাবার গ্রহণ, নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুম, ফাস্টফুড পরিহার, নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা আর যথাযথ জীবনাচরণ তোমাদের রাখবে সুস্থ।

শিক্ষক যোগাযোগ : চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য দরকার হবে বিষয়ভিত্তিক পাঠ প্রস্তুতি। আর এ পাঠ প্রস্তুতিতে সহায়তার জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের তৈরি করা হ্যান্ডনোটগুলোও দেখিয়ে নিতে পার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে। এসব বিষয়ে শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলাও পড়াশোনার জন্য জরুরি।

শেষ কথা : সব সময়ই মনে রাখবে, প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কলেজ শিক্ষার পর্বটিকে সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করতে হবে। এ জন্য যথাযথ শ্রম প্রদান, ধৈর্য ও অধ্যাবসায় রাখতে হবে অব্যাহত।

www.pathagar.com

খেয়াল রাখো বানান যেন ভুল না হয়

——————— মো. কামরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী।

এইচএসসি পরীক্ষায় প্রস্তুতি ভালো থাকলে নম্বর ভালো আসবে। বাংলা বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা বেশি দুশ্চিন্তায় থাকে এতে যথেষ্ট নম্বব উঠানো যায় না। এটি একটি ভুল ধারণা। বাংলা বিষয়ের পেছনে শিক্ষার্থীরা সময় মোটেই দিতে চায় না এমনকি অনেকেই মূল পাঠ্য বই পড়ে না। অনেকের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মৌলিক ধারণাই নেই। হাতের লেখা, বানান, বাক্য গঠন সম্পর্কে সচেতন হলে ভালো নম্বর পাবে। বাংলায় বেশি নম্বর তথা এ+ পাওয়ার প্রথম শর্ত হলো পাঠ্যবই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। শব্দের বানান নির্ভুল হতে হবে। বিশেষ করে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত লেখকের নামের বানান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতার বানান যেন নির্ভুল হয়। বাক্য হবে সহজ ও সাবলীল। প্রশ্নে যা চাওয়া হয় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর শুরু ও শেষ করতে হয়।

অনেক শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন না করেই গাইড বা ফটোকপি নোট মুখস্থ করে লিখতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ে।

ভালো নম্বর উঠানো সম্ভব এ রকম প্রশ্নের উত্তরগুলো প্রথমে দিতে হয়। যেমন ব্যাকরণ অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক প্রশ্ন। এরপর চিঠিপত্র, ভাষণ/প্রতিবেদন, ছোট প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ইত্যাদি। এগুলোতে ১০০ ভাগ নম্বর না উঠলেও এ+ উঠার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সবশেষে বিবরণমূলক বা বড় প্রশ্ন, রচনা ইত্যাদি লিখতে হয়। কোনো প্রশ্ন নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা বা দুশ্চিন্তা করে সময় নষ্ট করা কোনোক্রেমেই উচিত নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর মোট সময়কে ৩টি ভাগে ভাগ করতে হবে

ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা
অধ্যক্ষ
নটর ডেম কলেজ, ঢাকা।

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এ মুহূর্তে কী করণীয়?
পরীক্ষার মাত্র আর কয়েকটি দিন বাকি। এ সময় সবার আগে লক্ষ রাখতে হবে শারীরিক, মানসিক সুস্থতার প্রতি। সব রকমের দুশ্চিন্তা মুক্ত থেকে প্রতিটি বিষয় বার বার রিভিশন দিতে হবে। কোন অবস্থাতে শরীরের ওপর বেশি চাপ না দেয়া ভাল।

পরীক্ষায় ভাল করার জন্য কী কী কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে?
প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে সম্পূর্ণ প্রশ্ন ভালভাবে পড়ে নিতে হবে। তার পর যে সব প্রশ্নে উত্তর করা যাবে সেই সব প্রশ্নকে মার্ক করে তার মধ্যে যে প্রশ্নের উত্তর সব চেয়ে বেশি ভাল হবে বলে মনে কর সেটিকে আগে লিখতে হবে। তার পরে পর্যায়ক্রমে সব কটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে লেখার পর যেন কিছু সময় হাতে থাকে। ঐ সময় সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর রিভিশন দিতে হবে। কারণ প্রথম লেখাতে অনেক ভুল থাকে, তাই অবশ্যই রিভিশন করতে কখনও যেন ভুল না হয়।

এ+ পেতে চতুর্থ বিষয়ের ভূমিকা কী?
এ+ পেতে চতুর্থ বিষয়ের গুরুত্ব অনেক। সাধারণত বাংলা ও ইংরেজিতে এ+ হয় না। সেই ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে এ+ পাওয়া সম্ভব।

মডেল টেস্ট প্রস্তুতির কতটুকু সহায়ক?
এ সময়ে তাড়াহুড়ো কিংবা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে মডেল টেস্ট দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই বলে আমি মনে করি। নিজে নিজে ঘরে বসে রিভিশন করা ও নিজের ভুল নিজেরই ধরা সবচেয়ে ভাল প্রস্তুতি। এভাবে নিজের ভুল নিজে ধরতে পারলে, এই ভুল আর কখনও হয় না।

www.pathagar.com

পরীক্ষা হলে সময় বন্টন সম্পর্কে আপনার মতামত?

প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর মোট সময়কে ৩টি ভাগে ভাগ করতে হবে। যেমন প্রতিটি বড় প্রশ্নের জন্য আলাদা সময়, ছোট প্রশ্নের জন্য এক রকম সময় ও সর্বশেষ রিভিশনের জন্য এক রকম সময় ভাগ করতে হবে; যাতে সব প্রশ্নের উত্তর ও রিভিশন সময় মতো শেষ করা যায়।

পরীক্ষার আগের রাতের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত?

পরীক্ষার আগের রাতে বেশি বেশি করে ঘুমাতে হবে। কারণ অনেকে এই রাতে পড়াশোনা বেশি করে। তাতে দেখা যায় রাত জাগার কারণে মস্তিষ্কে এত বেশি চাপ পড়ে যে হলে গিয়ে সব ভুলে বসে, তখন টেনশনে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এ সময় নতুন কিছু পড়া কি ঠিক হবে?

এখন আর নতুন করে কিছু পড়া আদৌ ঠিক হবে না। এখন সব পুরনো পড়াকে বেশি বেশি রিভাইজ দিতে হবে।

অভিভাবকদের প্রতি আপনার পরামর্শ

অভিভাবকদের নিজ নিজ সন্তানের শারীরিক, মানসিক সুস্থতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ করে দিতে হবে। ভাল ফলের জন্য মনোবল দৃঢ় রাখার জন্য সাহায্য করতে হবে। সন্তান পড়াশোনা করে কিনা, খাওয়া দাওয়া করে কিনা, সময় মতো ঘুমাতে যাচ্ছে কিনা, যানজটের ভিতর দিয়ে সময় মতো হলে পৌছাতে হবে সে দিকে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। সবাই ভাল ফল করবে এই দোয়াই রইল সকল পরীক্ষার্থীর প্রতি।

গ্রন্থনা- নাহিদ হাসান

www.pathagar.com

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির নানা দিক

জাহাঙ্গীর হাসান
প্রভাষক
আইডিয়াল কলেজ সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা।

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে একেবারেই অল্প কিছু সময় আছে। এরই মধ্যে সব বিষয় দ্রুত রপ্ত করতে হবে। শুধু বিষয় রপ্ত করাই নয়, ভাল ফলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীর আরও কিছু বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হয়, যা ভাল ফলের জন্য সহায়ক। নিচে এ রকম কিছু দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হলো:

পরীক্ষার দিনের পরামর্শ

পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার আগে : প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কলম, পেনসিল, জ্যামিতি বক্স, শার্পনার, ইরেজার ও ক্যালকুলেটার ইত্যাদি গুছিয়ে রাখতে হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে গমন : পরীক্ষা হবার এক ঘন্টা আগে ঘর থেকে বের হতে হবে। অবশ্য বাড়ি থেকে কেন্দ্রের দুরত্ব, ট্রাফিক জ্যাম ও যানবাহনের পাওয়া না পাওয়ার সময়ের হেরফের হওয়ার ব্যাপারটি নির্ভর করে। পরীক্ষার হলে ঢোকার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একজনকে সার্বক্ষণিক সাহায্যকারী হিসাবে কাছে রাখতে হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্র : পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে প্রথমে তোমাকে সিট খুঁজে বের করতে হবে। না পেলে সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শককে জানাতে হবে।

পরীক্ষার খাতা পাওয়ার পর : পরীক্ষার খাতা পাওয়ার পর নির্ভুলভাবে রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ অন্যান্য বিষয় পূরণ করতে হবে। কোন ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে জানাতে হবে। এছাড়া অতিরিক্ত খাতা নিলে তার নম্বর ঠিকভাবে লিখতে হবে।
পরীক্ষা শেষ হবার আগ মুহূর্ত : পরীক্ষা শেষ হবার ১৫ মিনিট পূর্বেই একটি সতর্ক ঘন্টা বাজে। এ সময়ের মধ্যেই লেখা শেষ করতে হবে এবং খাতা বাঁধাই করতে হবে। তারপর যদি সময় থাকে খাতটি প্রথম থেকে পড়া শুরু কর এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন কর।

লাস্ট মিনিট সাজেশন

১। পরীক্ষার আগের দিন রাত জেগে পড়া একদম নয়।
২। পরীক্ষার আগে কোন নতুন পড়া যাবে না।
৩। পরীক্ষার হলে ঢোকার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বইয়ের মুখ ডুবিয়ে বসে থাকার দরকার নেই। মনে করতে হবে, যা পড়ার তা আগেই পড়া হয়ে গেছে।
৪। পরীক্ষার দিন অন্যের কথায় কম কান দেয়া। নিজে যতদুর সম্ভব ফোকাসে থাকার চেষ্টা করবে।
৫। পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে ভুলেও বন্ধুকে তুই কি লিখেছিস রে-জিজ্ঞেস করতে যাবে না।
৬। একদিনের পরীক্ষা শেষ মানেই সেই বিষয়টি থেকে আপাতত তোমার ছুটি।
৭। বাড়িতে ফিরে স্রেফ অন্যদিনের পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা করবে।

www.pathagar.com

উত্তর প্রদান ও উপস্থাপনার কৌশল

মাসরুরা ফেরদৌস তারিন
এইচএসসি (বাণিজ্য) জিপিএ-৫.০০
ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা।

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভেচ্ছা রইল। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্যে পড়াশোনার পাশাপাশি পরীক্ষার সময়টুকুও হতে হবে Preplanned। আর এজন্য ভাল প্রস্তুতির পাশাপাশি কিছু কৌশল মাথায় রেখে ভাল ফল সুনিশ্চিত করা যায়।

১। উত্তরপত্র : পরীক্ষকের কাছে তোমার উত্তরপত্রই তোমার পরিচয়। খাতার সুন্দর ও রুচিশীল উপস্থাপনা ভাল মার্কসের সম্ভাবনা বাড়ায়। উত্তরপত্রের নির্ধারিত জায়গা থেকে লেখা শুরু করতে হবে। অবশ্যই খাতায় মার্জিন করে উত্তর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পেন্সিল বা সাইন পেন ব্যবহার করা যায়। আর ভাজ করার ক্ষেত্রে ওমআর শীটে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মার্জিন করার ক্ষেত্রে খাতার উপরে দেড় ইঞ্চি, বামে এক ইঞ্চি মার্জি রাখতে পার। ডানে ও নিচে আধা ইঞ্চি করে মার্জিন রাখলে উপস্থাপনা সুন্দর হবে। কোন পৃষ্ঠায় উত্তর শেষ হবার পর পৃষ্ঠার ১/৩ বা তার কম অংশ খালি থাকলে সেখান থেকে নতুন উত্তর শুরু না করাই ভাল। মূল খাতা ও অতিরিক্ত খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় অবশ্যই নম্বর দিতে হবে।

২। প্রশ্ন নির্বাচন : পরীক্ষার হলে প্রশ্ন নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কোন ধরনের প্রশ্নের উত্তরে ভাল মার্কস ওঠার সম্ভাবনা বেশি তা পরীক্ষার্থীকে বুঝতে হবে। যদি একাধিক প্রশ্ন কমন পড়ে তবে বর্ণনামূলক প্রশ্নে চেয়ে বিষয়ভিত্তিক টু দা পয়েন্ট প্রশ্ন নির্বাচন করাই ভাল। রচনামূলক প্রশ্নে অনেক সময় একাধিক অংশ থাকে। বিভিন্ন অংশে প্রশ্নের মার্কস বন্টন হয় বলে এতে বেশি নম্বর ওঠানো সহজ। অবশ্যই সবকটি অংশের উত্তর জানা থাকতে হবে। তবে সবটাই নির্ভর করবে উত্তরের সুন্দর ও নির্ভুল উপস্থাপনার ওপর।

৩। সময় বন্টন : পরীক্ষায় নির্ধারিত সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর করতে পারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বিষয়ে কোন প্রশ্নে কতটা সময় নেবে তা আগেই ঠিক করে রাখ এবং সে অনুযায়ী অনুশীলন কর। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার হলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তও জরুরী। নির্বাচিত প্রশ্নের মান ও গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। পরীক্ষায় প্রশ্নের জন্য সময় বিভাজন পূর্ব পরিকল্পিত না হলে সব প্রশ্নের উত্তর করা বা মান রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে। প্রশ্ন অনুযায়ী সময়ের ছক মাথায় রেখে এগোলেই ৩ ঘন্টার পূর্ণাঙ্গ উত্তর করা যাবে।

www.pathagar.com

৪। **উত্তরের ক্রম :** সাধারণত যে প্রশ্নের উত্তর সবচাইতে ভাল জানা তার উত্তর আগে করা উচিত। এতে করে শেষের দিকে হাতে সময় কম থাকলেও পরীক্ষার্থীর ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়া বর্ণনামূলক প্রশ্ন শেষের দিকে উত্তর করা ভাল। প্রথম দিকে সুন্দর উপস্থাপনায় বিষয়ভিত্তিক উত্তর উপস্থাপন করলে পরীক্ষকের ইতিবাচক মনোভাব আকর্ষণ করা যায়।

৫। **উত্তর উপস্থাপন :** উত্তর শুরু করার জন্য পৃষ্ঠার মাঝ বরাবর মার্জিনের নিচে প্রশ্নের নম্বর লিখে আন্ডারলাইন করতে হবে। প্রশ্নের নম্বরের পাশে প্রয়োজনমতো বন্ধনী ব্যবহার করে (অথবা) চিহ্নিত করতে হবে। উত্তরে সঠিক বানান ও ব্যাকরণগত নির্ভুল বাক্য ব্যবহার করতে হবে। সময় বন্টন অনুযায়ী প্রতিটি প্রশ্নের মান কাছাকাছি রাখলে ভাল নম্বর পাওয়া যায়। রচনামূলক বা তাত্ত্বিক প্রশ্নে ভূমিকা, মূল বক্তব্য, উপসংহার- এই কাঠামো অনুসরণ করতে হবে। উপসংহার ছাড়া যে কোন প্রশ্নই অসম্পূর্ণ বিবেচনা করা হয়। উত্তরের শেষে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহার এবং উত্তর শেষ হবার পর অবশ্য সমাপ্তি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। উত্তরে লাইনের ব্যবধান যেন দৃষ্টিকটু মনে না হয়। উত্তরে কোনরকম ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, রোল, কলেজ) ব্যবহার করবে না।

৬। **হাতের লেখা :** স্পষ্ট ও সুন্দর হাতের লেখা পরীক্ষককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। হাতের লেখা অপরিচ্ছন্ন ও উত্তরে কাটাকাটি থাকলে তা পরীক্ষকের খারাপ এর কারণ হতে পারে। পরীক্ষকের বোধগম্যতাই সবচেয়ে জরুরী। আর তাই সময়ের অভাবে হাতের লেখা অস্পষ্ট হয়ে পড়লে ভাল মার্কস পাওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া উত্তরে পয়েন্ট বিশ্লেষণ করার জন্য সুস্পষ্ট প্যারা করা উচিত।

স্পষ্ট লেখার মাধ্যমে সম্পূর্ণ উত্তরের কাঠামো ফুটিয়ে তুলতে হবে। হাতের লেখার ওপর নির্ভর করে প্রতি পৃষ্ঠায় কমপক্ষে ১৪/১৫ লাইন লিখতে হবে।

৭। **ভিন্ন রং এর কালি ব্যবহার :** পরীক্ষার্থীর লেখার গতির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন কালির কলম ব্যবহার করা উচিত। এটি আবশ্যকীয় ব্যাপার নয়। তবে বিভিন্ন পয়েন্ট কিংবা মনীষীর উদ্ধৃতি ভিন্ন কালিতে লিখলে তা পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এছাড়া প্রশ্নের নম্বর আন্ডারলাইন করার জন্য সাইন পেন ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্যই কালো এবং নীল রং ছাড়া অন্য কোন রং ব্যবহার করা যাবে না।

৮। **উত্তরপত্রের রিভিশন :** যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেই উত্তরপত্রের রিভিশন দেয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক বিষয়ের সময় বিভাজনের ক্ষেত্রে রিভিশনের সময় আলাদা করে রাখা উচিত। রিভিশন মানেই পুরো উত্তরপত্র পড়ে নেয়া নয়। প্রত্যেক প্রশ্নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা তথ্য দেয়া হয়েছে কিনা তা এক নজর দেখে নেয়াই রিভিশন। যেমন-
- প্রশ্নের সঠিক নম্বব দেয়া হয়েছে কিনা,
- প্রয়োজনীয় খসড়া, টীকা ও উদাহরণ দেয়া হয়েছে কিনা,
-সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহার দেয়া হয়েছে কিনা।

www.pathagar.com

৯। কভার পেইজ : উত্তরপত্রের কাভার পেজে ওএমআর শীট সংযুক্ত থাকে যাতে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করতে হয়। এটি পূরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে উত্তরপত্র দেয়া হয়। তাই কোন রকম তাড়াহুড়া না করে ঠাণ্ডা মাথায় প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখে সতর্ককতার সঙ্গে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

১০। আত্মনিয়ন্ত্রণ : পরীক্ষার সময় নিজের ওপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি না করে সাবলীলভাবে উত্তর করতে হবে। নার্ভাস হয়ে পড়লে অনাকাঙ্খিত ভুল হয়ে যেতে পারে। মানসিক চাপ এড়িয়ে স্বাভাবিক পরীক্ষা দেয়াটা জরুরী। প্রশ্ন কমন না পড়লেও ঘাবড়ে না গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় যতটুকু জানো তা নির্ভুলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করবে। কোন বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে অন্য পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কথা না বলে নিজ জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে পরিদর্শকের কাছে জানতে চাইবে।

www.pathagar.com

উত্তরপত্র পাবার পর সঠিকভাবে রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখবে

রীনা দাস
উপাধ্যক্ষ
হলিক্রস কলেজ, ঢাকা।

কয়েক বছর ধরে জনকণ্ঠ এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শ, শুভেচ্ছা জানিয়ে যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছে তা শিক্ষার্থীর ও অভিভাবকদের কাছে সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই জনকণ্ঠের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য কিছু কথা।

দেখতে দেখতে দু'বছর কাটিয়ে শিক্ষার্থীরা আগামী এইচএসসি পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সকল পরীক্ষার্থীর জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও বিশেষ প্রার্থনা- সবাই যেন সুস্থ শরীরে থেকে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয়। কারণ এখনকার আবহাওয়া খুবই প্রতিকূল, চারিদিকে জ্বর, ব্যাধি লোডশেডিং-এসব প্রতিকূলকাকে সুস্থ মন ও শরীরে মোকাবিলা করতে হবে। তাই প্রথমেই দরকার নিয়মমতো সবকিছু করা- অনেক পরীক্ষার্থী এখনও সারাদিন নানা কোচিংয়ে দৌড়াদৌড়ি করে, কেউ কেউ সারারাত পড়াশোনা করে। এতে শরীর ও মন দুটোই অস্থির ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। প্র্যাকটিক্যালসহ এইচএসসি পরীক্ষা প্রায় দু'মাস ধরে চলতে থাকে-সেজন্য এসব কথা মনে রেখে অভিভাবকদের উচিত পরীক্ষার্থীদের সারাদিনের জন্য একটু সুষ্ঠু রুটিন তৈরি করতে সাহায্য করা।

ভাল ফলের জন্য অবশ্য প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ- তাই চতুর্থ বিষয়সহ ইংরেজি, বাংলা সব বিষয়ের প্রতি সমানভাবে যত্নশীল হতে হবে। কোনভাবেই শুধু সাজেশন এর ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতি নিলে ভাল ফল করা সম্ভব নয়। প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যসূচীর সবকিছু জানতে হবে এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে অনুশীলন করা উচিত। আশা করি এতদিনে পরীক্ষার্থীরা প্রতিটি কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নসহ টেস্ট পেপার প্রশ্নগুলোর উত্তর আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এতে করে একই বিষয়ের বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন সম্পর্কে জ্ঞান হয় এবং সেভাবে উত্তর দেবার প্রস্তুতি হয়।

পরীক্ষার হলে করণীয়

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়গুলোও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

পরীক্ষার কেন্দ্রে আসবার আগেই অভিভাবকদের লক্ষ রাখতে হবে যে, পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড এর মূল কপি ও ফটোকপি, উত্তরপত্রে লিখবার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সঠিকভাবে নিয়েছে কিনা। অবশ্যই সঠিক সময়ে কেন্দ্রে পৌছানো দরকার। না হলে অহেতুক টেনশনে পরীক্ষার্থী নার্ভাস হয়ে যাবে।

পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেটদের সকল নির্দেশ মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। উত্তরপত্র পাবার পর সঠিকভাবে রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখবে এবং কালো বল পয়েন্ট দিয়ে গোল ভরাট করতে হবে। প্রশ্ন ভালভাবে পড়তে হবে ও সবচেয়ে ভালভাবে জানা প্রশ্নগুলো আগে লিখতে হবে এবং কঠিনগুলো পরে লিখতে হবে।

প্রায়শই দেখা যায় অতিরিক্ত খাতা নেবার পর যে যে নিয়ম থাকে তা সঠিকভাবে না করার কারণে সেই খাতার প্রাপ্ত নম্বর মূল খাতার নম্বরের সঙ্গে যোগ হয় না। তাই অবশ্যই অতিরিক্ত খাবার নম্বর মূল খাতার যে স্থানে লিখতে হয় তা লিখতে হবে এবং কয়টি খাতা নিয়েছ সেই সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। সর্বোপরি পরীক্ষার হলের সকল শৃঙ্খলা মেনে পরীক্ষার হলের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার দায়িত্ব পরীক্ষার্থীর।

তোমাদের বয়স এখন কম। আর এটাই জীবনের জন্য প্লাস পয়েন্ট। এই সময়ে মেধাকে যত কাজে লাগাতে পারবে, ততই বৃদ্ধি পাবে ভবিষ্যৎ জীবনের পরিধি। পরীক্ষার পূর্বে প্রস্তুতি বলতে এটাই শেষ কথা নয় যে, আমার সব শেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে পরীক্ষার পূর্বে পুরনো লেখাপড়াটাই নতুন উদ্যমে চালিত করতে হবে। বিভিন্ন আঙ্গিকে, সেটা যদি হয় কৌশলমাফিক তাহলে সফলতার পরিমাণটা বাড়বে। একথা অনস্বীকার্য যে, কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের এখনই মোক্ষম সময়। এ সময়ে নানা বৈচিত্র্যের মাঝে জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতির মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার পূর্বে এই সময়টা নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে প্রকৃতি ও কৃত্রিমতা বৈরী প্রভাব ফেলতে পারে, যা কাটিয়ে উঠতে না পারলে জীবনে কখনই সফলতা আসবে না।

www.pathagar.com

পরীক্ষার উত্তরপত্র যেমন হওয়া উচিত

আবদুল হাফেজ
সহযোগী অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

পরীক্ষার শব্দটা শুনলেই মনে নানা চিন্তা এসে যায়। পরীক্ষা মানেই রাতদিন পড়ে সিলেবাস শেষ করা। এত কিছুর পরও অনেক পরীক্ষার্থীর মুখেই হতাশার বাণী শোনা যায়। এরূপ আফসোস আর হতাশা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমার এই পরামর্শ।

১। **কভার পৃষ্ঠার তথ্য পূরণ :** পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পূরণ একজন পরীক্ষার্থীর প্রথম কাজ। রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয় কোড, কেন্দ্রের নাম, অতিরিক্ত খাতার নম্বর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পূরণ করতে হবে। অত:পর পূরণকৃত তথ্যগুলো নির্ভুল কিনা তা আবার যাচাই করতে হবে। কোন প্রকার ভুলত্রুটি হলে অবশ্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে অবহিত করতে হবে।

২। **মার্জিন :** প্রতিটি পৃষ্ঠার ওপর এবং বামদিকে এক ইঞ্চি স্পেস রেখে মার্জিন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পেন্সিল ব্যবহার করাই ভাল। মার্জিন ব্যবহারে খাতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়-যা পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

৩। **পৃষ্ঠার নম্বর বসানো :** পৃষ্ঠায় নম্বর বসানোর কাজটি উত্তর দেয়ার আগেই করতে হবে এবং অতিরিক্ত খাতা নিলে তাতেও নম্বর বসাতে হবে। এতে খাতা পিনআপ করতে এবং পরীক্ষকের খাতা দেখতে সুবিধা হয়।

৪। **খাতার স্বচ্ছতা :** পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই ওভাররাইটিং থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন বাক্য বা শব্দ ভুল হলে তা একটানে কেটে সঠিক কথাটি লিখতে হবে।

৬। **লাইনের মাঝে ফাঁক :** লাইনের মাঝে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁক রাখতে হবে। তবে তা যেন অতিরিক্ত বা অপেক্ষাকৃত কম না হয়। এতে পরীক্ষক বিরক্ত বোধ করেন।

৭। **পয়েন্ট ক্রমিক নং ও আন্ডারলাইন :** পয়েন্টভিত্তিক উত্তরগুলোতে পয়েন্টের ক্রমিক নং বসাবে এবং পয়েন্টগুলোর নিচে আন্ডারলাইন করতে ভুলবে না।

www.pathagar.com

৮। **প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর :** সঠিকভাবে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর লিখবে এবং তা আন্ডারলাইন করবে। প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর ভুল হলে পরীক্ষার্থী মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সঠিক মান পেতে ব্যর্থ হয়।

৯। **অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বর্জন :** প্রশ্নের উত্তরগুলো প্রাসঙ্গিক, স্পষ্ট, সহজবোধ্য করার চেষ্টা করবে। অপ্রাসঙ্গিক/অতিরিক্ত/অবান্তর মন্তব্য বর্জন করবে।

১০। **হাতের লেখা :** শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাতের লেখার ধরণ অপরিবর্তিত রাখবে। লেখার স্পষ্টতা পরীক্ষকের একান্ত কাম্য। কাগজের অপচয় না করে প্রথম পৃষ্ঠার সুনির্দিষ্ট স্থান থেকে লেখা আরম্ভ করবে।

১১। **খাতায় খালি পৃষ্ঠা :** কোন কোন পরীক্ষার্থী ভুলে এক পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে অন্য পৃষ্ঠায় চলে যায়। এ ক্ষেত্রে করণীয় খালি পৃষ্ঠায় ক্রস চিহ্ন দেয়া অথবা পরিদর্শকের স্বাক্ষর নেয়া।

১২। **প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা :** পরীক্ষার খাতার প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। যেমন ১ এর পর ২, ৩।

উপর্যুক্ত নিয়মগুলো ছাড়াও প্রশ্ন বুঝে উত্তর প্রদান করতে হবে। যেমন: প্রশ্ন যদি কে, কি, কেন হয়? তাহলে প্রথমে কে'র উত্তর, দ্বিতীয় প্যারায় কি'র উত্তর, তৃতীয় প্যারায় কেন'র উত্তর। উত্তর সংশ্লিষ্ট চিত্রটি বক্সে ঘেরার করতে হবে। খাতায় বৈচিত্র্য এবং উত্তরে নতুনত্ব থাকতে হবে। তাহলেই পরীক্ষার উত্তরপত্রটি হবে আকর্ষণীয়, যা বেশি নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক।

www.pathagar.com

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ

——— মোঃ মোবারক সরদার
সাবেক অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা শুভেচ্ছা নিও। আগামী কয়েকদিন পরে শুরু হতে যাচ্ছে পরীক্ষা। আশা করি মহান আল্লাহর কৃপায় তোমরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছ। এই সময়টা তোমাদের জন্য অতি মূল্যবান সময়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শিক্ষা জীবনের দ্বিতীয় ধাপ। মনে রাখবে Intermediate is the turning point of life. এই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মাধ্যমেই অনেক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ে এবং অনেকে এই পরীক্ষায় ভালো ফল করে পরবর্তীতে মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট প্রভৃতি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ পায় এবং নিজেকে সুন্দরভাবে গড়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়। আমি আশা করি তোমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এখন পড়াশোনায় রত আছ। তোমাদের প্রস্তুতিকে আরও ফলদায়ক করতে নিচে কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করা হলো যা তোমাদের ভালো ফলাফলে সহায়তা করবে।

পড়া মনে রাখার পদ্ধতি : অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা বলে আমি প্রচুর পড়ি কিন্তু মনে রাখতে পারি না। আমি মনে করি তারা প্রচুর পড়ে ঠিকই কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়ে না বা বুঝে পড়ে না। কোন বিষয় নিম্নোক্তভাবে পড়লে মনে রাখতে সহজ হবে।

১। কোন বিষয় মনে রাখতে হলে প্রথমে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। মানুষের মন একটাই, সেই মন যখন পড়ার মধ্যে দিবে তখন পড়া মুখস্থ হতে বাধ্য।

২। যেকোন বিষয় ভালোভাবে বুঝে পড়বে। কখনও না বুঝে মুখস্থ করবে না। না বুঝে মুখস্থ করলে কিছুক্ষণ পরে ভুলে যেতে হয়।

৩। একটানা অনেক সময় পড়লে ক্লান্তি আসে। তাই ক্লান্তি আসার পূর্বে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পড়তে হবে।

৪। কোন নতুন বিষয় মুখস্থ করতে নীরবে পড়ার চেয়ে একটু জোরে পড়াই উত্তম।

৫। নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী পড়ার অভ্যাস করতে হবে। পড়ায় অনিয়মিত হওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

৬। কোন বিষয় মুখস্থ করার পর কয়েকবার রিভিশন দিতে হবে এবং না দেখে লিখতে হবে তাহলে বেশি মনে থাকবে।

৭। কোন বিষয় পড়ার পর নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে এতক্ষণ আমি কী পড়লাম? কী শিখলাম? কী জানলাম? এবং এসব প্রশ্নের উত্তর নিজে বের করতে হবে।

পরীক্ষার পূর্বদিন করণীয় : পরীক্ষার পূর্বদিন কোন নতুন বিষয় মুখস্থ করবে না। শুধুমাত্র বিষয়গুলো রিভিশন দিবে। কলম, পেন্সিল, পেপার মার্কার, প্রবেশ পত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, স্কেল, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে রাখবে। পরীক্ষার পূর্বরাতে বেশি রাত জাগা মোটেও ঠিক নয় তাই ১১ টার আগে ঘুমিয়ে পড়বে।

পরীক্ষার দিন সকালে করণীয় : খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবে। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যাবে। প্রথম পরীক্ষার দিন সকাল আটটা পর্যন্ত পড়বে। তারপর নয়টার মধ্যে গোসল, খাওয়া ও অন্যান্য কাজ সারবে এবং নয়টায় পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে রওনা হবে। পরীক্ষার প্রথম দিন এক ঘন্টা আগে যাওয়ার কারণ হলো তোমাকে নতুন স্থানে নতুন পরিবেশে কক্ষ নং, আসন নং ইত্যাদি খুঁজতে দেরী হতে পারে তাছাড়া রাস্তায় যানবাহনের অভাব বা যানজট দেখা দিতে পারে। যারা হাতে কম সময় নিয়ে আসে তারা অনেক সময় এসব কারণে দেরীতে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে। তখন মনে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং পরীক্ষায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

পরীক্ষার হলে করণীয় : সাধারণত দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজিতে খারাপ রেজাল্ট করে। ইংরেজি পরীক্ষা প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজিতে খারাপ ফলের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে দুশ্চিন্তা এবং ভয়। পরীক্ষার হলে কখনও দুশ্চিন্তা করবে না, ভীত হবে না, সতেজ মন নিয়ে থাকবে। পরীক্ষা শুরু ১৫ মিনিট আগে উত্তরপত্র প্রদান করা হবে। উত্তরপত্র পাওয়ার পর প্রথম বিষয়, কোড, রোল নম্বর, রেজিঃ নম্বর ইত্যাদির বৃত্ত খুব সাবধানে পূরণ করবে। তারপর প্রতি পৃষ্ঠায় পেন্সিল দিয়ে মার্জিন টেনে নিবে।

প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর প্রথমে সম্পূর্ণ প্রশ্নটি ভালোভাবে পড়বে। তরপর যে প্রশ্নগুলোর উত্তর পারবে সেগুলো চিহ্নিত করবে। চিহ্নিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে যেসব প্রশ্নের উত্তর খুব ভালোভাবে পারবে সেগুলো প্রথমে লিখবে। প্রশ্নে যা চাওয়া হবে সেই অনুযায়ী উত্তর দিবে। কখনও বাড়তি কথা লিখে সময় নষ্ট করবে না। উত্তর লেখার শুরুকে '....নং প্রশ্নের উত্তর' কথাটি স্পষ্ট করে লিখবে। ইংরেজিতে `Ans. to the question no...' লিখবে।

প্রশ্ন নং এবং উত্তরের বিভিন্ন পয়েন্টে পেপার মার্কার ব্যবহার করতে পার।
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে প্রশ্ন ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিবে।

www.pathagar.com

এজন্য একটি প্রশ্ন কত রকমে হতে পারে তা আগে থেকেই আয়ত্ত করতে হবে। প্রশ্নোত্তর প্রথম এবং শেষ অংশ খুব সুন্দরভাবে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে। প্রশ্নোত্তরে ভূমিকা, সূচনা, প্রারম্ভিকা, পূর্বকথা, উপসংহার, শেষ কথা, ইতিকথা, যবনিকা ইত্যাদি না লিখে প্যারা আকারে লিখবে। পরীক্ষায় হাতের লেখার দিকে খেয়াল রাখবে, বিশেষ করে প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় হাতের লেখা যেন অস্পস্ট কিংবা কাটাকাটি নাহয়। কোন প্রশ্নের উত্তর যদি একটি পৃষ্ঠার মাঝখানে এসে শেষ হয়। তবে নতুন প্রশ্নের উত্তর সে পৃষ্ঠা থেকে শুরু না করে পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে শুরু করাই শ্রেয়। প্রতি প্রশ্নের উত্তর শেষে দাগ টেনে সমাপ্তি চিহ্ন দিয়ে দিবে। পরীক্ষার হলে এক মিনিট সময়ের মূল্য অত্যাধিক। তাই সময়ের প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব দিবে। মোট ২ ঘন্টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরের জন্য সময় ভাগ করে নিতে হবে। যেমন অর্থনীতি বিষয়ে ৫টি রচনামূলক প্রশ্ন ও ৮টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এক্ষেত্রে রচনামূলক প্রশ্নের জন্য সর্বোচ্চ ৫X২২=১১০ মিনিট এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য সর্বোচ্চ ৮X৭=৫৬ মিনিট সময় নিতে হবে। সব প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ হলে উত্তরপত্র ভালোভাবে রিভিশন দিবে। প্রশ্ন নং, বানান ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

অভিভাবকদের করণীয় : শ্রদ্ধেয় অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলছি পরীক্ষার পূর্বমূহুর্তে পরীক্ষার্থীদের খুব বেশি চাপ দেওয়া উচিত হবে না। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। বেশি আদর বা বেশি শাসন করা যাবে না। তাদের খাওয়া, ঘুম ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম পরীক্ষার পূর্বদিন সম্ভব হলে পরীক্ষা কেন্দ্র চিনে আসবেন তাহলে পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীকে তাড়াতাড়ি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে সুবিধা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সফলতার উপর নির্ভর করবে পরবর্তী জীবনের সফলতা। কোন কাজে সফল হতে হলে কতগুলো বিষয় যেমন পরিশ্রম ও চেষ্টা এবং সকলের দোয়া থাকতে হবে। পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে উপরে বর্ণিত পরামর্শগুলো মেনে চলবে। তোমরা ভালো ফলাফল অর্জন করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে এই কামনা করি।

www.pathagar.com

পরীক্ষার আগে অভিভাবকদের করণীয়

এসএম আলী আজম
সহকারী অধ্যাপক

অভিভাবক হিসেবে আপনি সন্তান বা কারও ভরণপোষণ কিংবা লেখাপড়া ব্যয় সঠিকভাবে বহন করছেন, তেমনি তার পরীক্ষার আগে, পরীক্ষা চলাকালীন ও পরীক্ষার পরে আপনাকে বহু কাজ সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। এ সময়ে অভিভাককদের সন্তানের প্রতি অবহেলা বা উদাসীনতায় সন্তানের পরীক্ষায় ভয়ঙ্কর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। সন্তানের লেখাপড়ায় হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে অভিভাবকদের দায়িত্ব শেষ হয়নি। বরং পরীক্ষাকালীন অভিভাববৃন্দ পরীক্ষার্থীর প্রতি করণীয় কাজ না করলে তা কেবল ফলশূন্য অর্থ ব্যয়ই হবে।

১। আপনার সন্তান বা পরীক্ষার্থী নিয়মিত লেখাপড়া করছে কিনা খোঁজ-খবর নিন।
২। পরীক্ষার্থীর পাঠের অগ্রগতি বিভিন্ন কৌশলে জানুন।
৩। লক্ষ করুন, পরীক্ষার্থী বুঝে পড়ছে কিনা। সহজ বিষয় না বুঝে অনর্গল পড়তে থাকলে, চেষ্টা করুন তাকে বুঝিয়ে দেয়ার।
৪। পরীক্ষার্থী দৈনিক রুটিন মাফিক পড়ছে কিনা তা দেখুন।
৫। পরীক্ষার্থী কোনও বিয়ষ পাঠে খুব জোর দিচ্ছে আর কোনও বিষয় অবহেলা করছে বলে মনে হলে তাকে স্মরণ করে দিতে পারেন, সহজ হলেও কোনও বিষয় হালকাভাবে নেয়া ঠিক নয়।
৬। পরীক্ষার্থী যেন অতিরিক্ত বা খুব কম না ঘুমায় সে বিষয়ে অভিভাকক হিসেবে আপনার দৃষ্টি দরকার। প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে ওঠার ব্যবস্থা করুন। পরীক্ষার্থী যেন ৬/৭ ঘন্টা সুষ্ঠু ঘুমাতে পারে তা নিশ্চত করুন।
৭। ঘুম থেকে ওঠার পর পরীক্ষার্থীকে ১০ মিনিট হালকা ব্যায়াম ও জগিং করতে বলুন।
৮। সকালে ১০ মিনিট সময় যেন পরীক্ষার্থী স্ব স্ব ধর্ম চর্চা বা নামাজ ও ইবাদতে ব্যয় করে তার পরামর্শ দেন। এতে শিক্ষার্থীর মন সুস্থ হবে এবং পাঠে সহজেই মন আকৃষ্ট হবে।
৯। পরীক্ষার্থী কোনও মতেই যেন বাইরে দীর্ঘক্ষণ শারীরিক পরিশ্রমে খেলাধুলায় মগ্ন না থাকে, তা দেখুন।
১০। পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার রুমে সামান্য সাজসজ্জা, উন্নয়ন বা আলোকসমৃদ্ধ করতে পারেন। রিডিং রুমের পরিবেশের কিছুটা উন্নয়ন, ডেকোরেশনে আধুনিকায়ন শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত করা হলে দেখা যাবে শিক্ষার্থী এ কক্ষে পড়াশোনায় আগের চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করছে।

www.pathagar.com

১১। পরীক্ষার্থী এ সময়ে দূরে কোথাও যেন ভ্রমণে না যায়, তা দেখুন।

১২। পরীক্ষার্থীর খাবারে বৈচিত্র্য নিয়ে আসুন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ রাখার প্রথম নিয়ামতক 'সুষম খাবার' সময়মতো খাওয়ান। পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। তবে অতিরিক্ত খাবার বা রুচিহীন সমৃদ্ধ খাবার জোর করে খাওয়ানোর মানে নেই। এতে পরীক্ষার্থীর বমি, বদহজম, ডিসেন্টি হয়ে যেতে পারে। পরীক্ষার্থী যে খাবার পেয়ে তৃপ্ত হয়, ক্ষতিকর না হলে তাই দেন।

১৩। পরীক্ষার্থীর জন্য হঠাৎ করে বিনোদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করে, হালকা বিনোদন পরিবেশ বজায় রাখুন। আকস্মিক ডিশ লাইন কেটে দেয়া হলে বা টিভি দেখা নিষিদ্ধ করা হলেই যে সে খুব বেশি পড়বে- তা ঠিক নয়। এতে কখনও পরীক্ষার্থীর মধ্যে নেতিবাচক মনোভাবেরও উদ্রেক হতে পারে। পরীক্ষার্থীর টিভির প্রতি তীব্র ঝোঁক ধীরে ধীরে কমান। পরীক্ষার্থীর সর্বাধিক প্রিয় নাকট বা অনুষ্ঠানটি দেখার সুযোগ করে দেন। তবে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে পরিবারের অন্যদেরও টিভি দেখা বা বিনোদন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ কমিয়ে দেয়া ভালো। পরীক্ষার্থীকে এক রুমে বন্দি করে অন্যরা হৈহুল্লোড় ও হাসাহাসি করে টিভি বা অন্য অনুষ্ঠান উপভোগ করছে- এমনটা না হওয়াই ভালো।

১৪। বন্ধুদের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর যোগযোগ কমিয়ে আনার কৌশল নিতে পারেন। তবে পরীক্ষার্থীকে নিঃসঙ্গ করে রাখা যাবে না। অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা যে আত্মীয়কে দেখলে পরীক্ষার্থী আনন্দিত হয়, এমন লোকদের সঙ্গে স্বল্পসময়ের জন্য পরীক্ষার্থীর সংযোগ ঘটাতে পারেন।

১৫। বিভিন্ন কলেজের টেস্ট বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর মাঝে মাঝে মডেল টেস্ট নিতে পারেন। আপনি না বুঝলে অন্যের দ্বারা তা করিয়ে নিতে পারে। তবে পরীক্ষা আরম্ভের ২ সপ্তাহ আগে থেকে এরূপ পরীক্ষা বা লেখার কাজ না করে পড়ার প্রতি জোর দেয়া ভালো।

১৬। পরীক্ষার্থী যেন দা, ব্লেড ইত্যাদি ব্যবহার অর্থাৎ কাটাকাটি কিংবা আগুনের ব্যবহার কম করে তার দিকে লক্ষ্য রাখুন।

১৭। পরীক্ষার্থীকে বাইরের সভা, সেমিনার, রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা অনুষ্ঠানাদিতে যাওয়া থেকে বিরত রাখুন।

১৮। পরীক্ষার্থীকে একা বাসায় রেখে অন্যরা বেশ সেজেগুজে মজা করে বাইরের অনুষ্ঠানে গেলে পরীক্ষার্থীর মধ্যে অসহায়ত্তভাব জাগ্রত হতে পারে। এ সময়ে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি কিছুটা এড়িয়ে যাওয়া যায়। পরিবারের সবাই অনুষ্ঠানে না গিয়ে দু/একজন পরীক্ষার্থীকে সঙ্গ দিতে পারেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে আপ্যায়নের মেন্যুর অনুরূপ খাবার তৈরি বা ক্রয় করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

১৯। চাকরিজীবী পিতা, মাতা, ভাই, বোন বা অভিভাবক সংসারে বেশিক্ষণ থাকার চেষ্টা করুন। তবে সবাই মিলে হট্টগোল করবে না। অনেক অভিভাবক আছেন যারা আবার বাসায় থাকলে পরীক্ষার্থীর সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে।

২০। এ সময়ে নিজ পরিবারে অনুষ্ঠানাদি বর্জন বাঞ্ছনীয় এবং আত্মীয়-স্বজন এড়িয়ে চলা ভালো। নিকট যেসব আত্মীয় সপরিবারে কয়েকদিনের জন্য আপনার বাসায় আসতে ইচ্ছুক, বিনয়ের সঙ্গে তাদের আপনার সন্তানের পরীক্ষার পর আসার আমন্ত্রণ জানান।

www.pathagar.com

প্যারাগ্রাফ লেখার সহজ উপায় ও নিয়ম

——— এমএ কবির
সহকারী প্রধান শিক্ষক
হলিচাইল্ড কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাইস্কুল

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার শুভেচ্ছা নিও। আজ আমি প্যারাগ্রাফ লেখার কিছু সহজ উপায় ও নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত প্রায় সব শ্রেণিতে ইংরেজিতে প্যারাগ্রাফ পড়ানো হয়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আশানুরূপ নম্বর পায় না। কারণ তাদের প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। তারা কিছু সাজেশন ফলো করে ও না বুঝে মুখস্থ করে। অনেক সময় দেখা যায় প্রশ্ন কমন না পড়লে প্যারাগ্রাফ এর উত্তর না করে ১০টি মার্ক ছেড়ে দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে। অথচ প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে সহজে তার উত্তর করা যায়। এবার এসো প্যারাগ্রাফ কী তা নিয়ে আলোচনা করি।

প্যারাগ্রাফ হলো কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কের তার বিভিন্ন দিক অবলম্বনে Unity of thought. Order Ges assortment অনুসরণ করে লেখা ১২/১৪ টি বাক্য এর সমাবেশ। একটা ভালো প্যারাগ্রাফ এর তিনটি অংশ থাকতে হবে। যেমন-

(a) the introductory sentence
(b) the middle part or body
(c) the concluding sentence

একটি সুন্দর প্যারাগ্রাফ লিখতে হলে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

* যে বিষয়ের ওপর প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে তা সম্পর্কে প্রথমে মনের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা বা চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে।
* প্যারাগ্রাফটিতে একটি মাত্র ভাব স্থান পাবে।
* প্যারাগ্রাফ এর বাক্য গুলো সুসংবদ্ধ একটি অনুচ্ছেদে থাকতে হবে।
* অনেক সময় দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা একাধিক অনুচ্ছেদ বা প্যারা লিখে থাকে। এটি মোটেই ঠিক নয়। একাধিক প্যারা লিখলে কোনো নম্বর পাওয়া যাবে না।
* একাধিক প্যারা লিখলে সেটি আর প্যারাগ্রাফ থাকে না। তা রচনা হয়ে যায়।
* প্যারাগ্রাফ এর বাক্যগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রত্যেকটি বাক্য এর সঙ্গে তার পরের বাক্য এর পূর্বাপর সম্পর্ক বজায় থাকে।
* একটি প্যারাগ্রাফ এ ১২/১৪টির বেশি বাক্য লেখা উচিত নয়।
* অনেকের ধারণা প্যারাগ্রাফ বড় করে বা বেশি শব্দ ব্যবহার করলে নম্বর বেশি পাওয়া যায়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

www.pathagar.com

* প্যারাগ্রাফ অবশ্যই ১২০-১৪০ শব্দের মধ্যে হতে হবে নইলে নম্বর পাওয়া যাবে না।
* প্যারাগ্রাফ এর বাক্যগুলো Indirect speech- এ লিখতে হবে।
* কোনো কথার বা বাক্যের Reptition বা পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।
*একটি ভালো প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য Vocabulary & Grammar rules- এর ওপর দক্ষতা থাকতে হবে। কারণ সঠিক বাক্য লেখার জন্য Vocabulary & Grammar rules অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
* মনে রাখবে প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য নিয়মিত চর্চা করতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর topic লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

পড়ালেখায় মনোযোগিতা বাড়ানোর সহায়ক উপায়সমূহ

ইত্তেফাক ॥ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রথম বলতে হয় মনোযোগী হও। পড়ালেখা উপভোগ করা। রেজাল্ট ভাল হবেই।

যেভাবে পড়া উচিত নয়:

ক্যাজুয়েল রিডিং পড়া উচিত নয়। এই ধরণের রিডিং হচ্ছে মনোযোগ না দিয়ে একটায় পড়া। একটা বাক্য আওড়ানো, অনেকটা তোতা পাখির মত। এরকম পড়া কোন উপকারে আসে না। এই কারণে পড়াগুলো বেশিক্ষণ মনের মধ্যে থাকে না বা পরে কাজেও লাগে না। এরকম পড়ালেখাতে যে সময়টুকু নষ্ট হলো সেটাও আর ফেরত আসে না। মোট কথা, এটা বেশ অসন্তিকর। মনোযোগ ছাড়া পড়ালেখা কেবলমাত্র সময় এব শক্তি অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তাই এটা বাদ দেয়া উচিত।

মনোযোগের গোপন রহস্য :

মনোযোগী হওয়ার জন্য খুব বেশি যাদুকরী হওয়ার দরকার নেই। মনোযোগী হতে হলে শুধুমাত্র পড়ালেখাটিকে আনন্দ হিসাবে নেওয়া উচিত। বাজারে মনোযোগিতা বাড়ানোর অনেক মেডিটেশন বই পাওয়া যায় তবে সেগুলো যে তোমার মনোযোগ বাড়াবে তা কিন্তু নয়। আমার কথা হল মনোযোগ বাড়াতে হলে যে বিষয়ে পড়ব সেটার উপর বিশেষভাবে মনোযোগ সন্নিবেশিত করতে হবে।

যেভাবে পাঠ্য বিষয়ের উপর মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায় :

বইয়ের সব বিষয়গুলো যে মজাদার হবে এমনটি নয়। তাই প্রথমে সাধারণভাবেই পড়া শুরু করা যায়। কিন্তু সব তার বিষয়গুলোতে বেশকিছু তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য রাখে। এমনটি বুদ্ধিদীপ্ত ধারণাযুক্ত উপস্থাপনা/লেখাতেও তথ্য থাকে। আর এইজন্যই বই পুস্তকসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মাঝে মাঝে অনেক ভীতিকর হয়ে থাকে। এই সমস্ত ধারণাগুলো মজাদার হয়ে থাকে যখন আমরা আসল ধারণাগুলো আন্দাজ করে নিতে পারি। তুমি নিজেই তথ্যগুলোর মধ্যে থেকে কিছু পাওয়ার বা আবিষ্কার করার চেষ্টা কর।

পড়ালেখার টিপস :

১। প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা খাতা তৈরি কর।

২। পড়তে বসলে অবশ্যই খাতা এবং কলম (দুই রঙের কলম) সাথে নিবে।

৩। যখন বই পড়বে তখন পাঠ্যগুলো থেকে নিজেই প্রশ্ন তৈরি করে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা কর। এটা তোমার মনোযোগ আরো বাড়াবে।

৪। প্রশ্ন বের কর এবং লেখ একটা রঙের কালি দিয়ে এবং উত্তর লেখ আরেক রঙের কালি দিয়ে। বইয়ের দেয়া সরাসরি উত্তর ও তথ্য বসিও না।

৫। যত প্রশ্ন বের করবে তত বেশি মনোযোগী হবে তত বেশি আগ্রহ বাড়বে।

www.pathagar.com

৬। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে তোমার নোট কয়েকবার রিভাইস কর।
৭। বইয়ের দেয়া উদাহরণ পড় এবং অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর কর। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এখন তুমি কত সহজে অনেক প্রশ্নের উত্তর বের করছ।

রিভাইসের উপযুক্ত সময় :
১। প্রতিদিন শোবার আগে রাতের বেলায় যেগুলো তুমি নোটে লিখে রেখেছ।
২। প্রত্যেক সপ্তাহে নোটগুলো আবার রিভাইস দাও।
৩। পরীক্ষার আগে গোছানো নোটগুলো দেখে নাও।
আশা করি উপরের নির্দেশগুলো পরে বুঝে চর্চা করবে।

ভালো উত্তরপত্রের বৈশিষ্ট্য
পরীক্ষার খাতায় সমৃদ্ধ উত্তর ও স্পষ্ট হাতের লেখা ছাড়াও আরও কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। উত্তরপত্রটি কেমন হলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর।

প্রতিটি শিক্ষার্থীই স্বপ্ন দেখে ভালো ফলাফল করার। অন্যদিকে একজন পরীক্ষক পরীক্ষার খাতা দেখে বুঝতে পারেন, উত্তরপত্রটির মালিক কেমন ছাত্র। পরীক্ষার খাতায় সমৃদ্ধ উত্তর ও স্পষ্ট হাতের লেখা ছাড়াও আরও কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। উত্তরপত্রটি কেমন হলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর।

১। OMR এর তথ্য পূরণ :
প্রথম পৃষ্ঠাটির নাম হলো OMR। এর তিনটি অংশ থাকে। ডগজ এর ১ম অংশের তথ্যগুলো পূরণ করা একজন শিক্ষার্থীর প্রথম কাজ। পরীক্ষার রোল, রেজিস্ট্রেশন, বিষয় কোড, বোর্ড, শাখা প্রভৃতি তথ্য সম্বলিত বৃত্তগুলো ভরাট করতে হবে। মনে রাখবে এসবের কোন একটি ভুল হলে তোমার রেজাল্ট স্থগিত হবে। কালো বল পেন বৃত্তগুলো এমনভাবে ভরাট করবে যেন ভেতরের চিহ্ন দেখা না যায়। আবার অপর পৃষ্ঠায় কোন দাগ না পড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। লিখোকোডে কোন দাগ দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কোন ভুলত্রুটি বা সন্দেহ হলে সাথে সাথে পরিদর্শককে অবগত করবে।

২। পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং বসানো :
খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় এক কোণায় পৃষ্ঠা নং বসাবে। প্রশ্নপত্র দেয়ার পূর্বেই এ কাজটি করতে হবে। অতিরিক্ত উত্তরপত্র নেয়ার সময় অবশ্য নম্বর বসানোর সময় পাবে না। তখন শুধুমাত্র প্রথম পৃষ্ঠায় নং বসাতে পার। যেমন- প্রথমটিতে ১, দ্বিতীয়টিতে ২, এভাবে ক্রমিক নম্বর দিবে। এতে করে পরীক্ষা শেষে খাতা সেলাই করতে সুবিধা হয়।

৩। মার্জি করা :
খাতার বামদিকে এক ইঞ্চি কাগজ বাদ দিয়ে মার্জিন করবে। প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পূর্বেই এ কাজটি সেরে নিবে। এ অংশটি পরীক্ষকের জন্য বরাদ্দ। এখানে পরীক্ষক উত্তর মূল্যায়নপূর্বক নম্বর দিয়ে থাকেন। পরীক্ষার মাঝখানে অতিরিক্ত উত্তরপত্র নেবার পর সময়ের স্বল্পতার জন্য মার্জিন করা সম্ভব না হলেও ভাংতি দিয়ে হলেও বামের এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা রাখবে। প্রতিটি পৃষ্ঠার ডানদিকেও লেখার সময় ১/২ ইঞ্চি জায়গা খালি রাখবে।

www.pathagar.com

৪। প্রশ্নের ক্রমিক নং লেখা :
প্রতিটি উত্তর লিখতে গিয়ে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর দিতে ভুল করবে না।
অনেকে অসাবধানতাবশত ৩নং এর স্থলে ৭নং, আবার ৪নং স্থলে ১নং ভুলে লিখে থাকে। এ ধরণের ভুল করলে নম্বর কাটারও বিধান রয়েছে। তবে পরীক্ষক মানবিক কারণে প্রশ্নের নং সংশোধন করে খাতা মূল্যায়ন করে থাকেন। তাই ঠান্ডা মাতায় প্রশ্নোত্তরের সঠিক ক্রমিক নম্বর লিখবে।

৫। ঠিকানা বা মন্তব্য না লেখা :
পরীক্ষার খাতায় অনেকে পরীক্ষার্থী নিজের ঠিকানা বা কোন মন্তব্য লিখে থাকে। বাংলা বা ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষায় এ কাজটি বেশি হয়। দরখাস্ত বা চিঠি লিখতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা এ কাজটি করে থাকে। অনেকে আবার 'স্যার, আমাকে দয়া করে পাস নম্বর দিয়ে দিবেন' বলে মন্তব্য জুড়ে দেন। এসবই বেআইনী। একজন্য খাতাটি বহিস্কার পর্যন্ত হতে পারে। কাজেই এ ধরণের ভুল কখনো করবে না।

৬। খাতায় খালি পৃষ্ঠা না রাখা :
কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী ভুলে বা পরে অমুক উত্তরের জন্য জায়গা রেখে অপর পৃষ্ঠায় চলে যায়। হয়তো যখন চোখে পড়ে তখন পরীক্ষা শেষের দিকে। এ অবস্থায় করণীয় হলো খালি পৃষ্ঠায় ক্রসচিহ্ন দেয়া অথবা ঐ পৃষ্ঠায় কক্ষের পরিদর্শকের স্বাক্ষর নেয়া। কেননা লেখার মাঝখানে পৃষ্ঠা খালি থাকলে পরীক্ষকের মনে সন্দেহ জন্ম নেয়।

৭। উত্তর পড়ার উপযুক্ত হওয়া :
পরীক্ষার খাতায় যত ভালো নোটই লেখ না কেন, তা যদি পড়া বা বোঝা না যায় তখন পরীক্ষক খাতা মূল্যায়নে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। এজন্যই উত্তর যতটুকুই লিখবে তা যেন স্পষ্টভাবে পড়া যায়। অন্যদিকে প্রশ্ন কমন না পড়লে অনেকেই বানিয়ে উত্তর দেন। কেউ কেউ এমন সব উদ্ভব কথাবার্তা লিখে থাকে। যার সাথে প্রশ্নের কোন মিলই থাকে না। তাই সবদিক থেকে উত্তর পড়ার উপযোগী ও প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য হলেই পরীক্ষার নম্বর দিয়ে থাকেন।

৮। সময়ের সাথে :
উত্তরের সঙ্গতি :
বিধান : উত্তর লেখার সাথে সময়ের সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে। এজন্য আগে থেকেই প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের জন্য কতটুকু সময় পাবে তা নির্ধারণ করতে হবে এবং সেইভাবে পরীক্ষার জন্য নিজের প্রস্তুতি নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর মানবিক শাখার পরীক্ষার্থীরা রচনামূলক প্রশ্নের জন্য ২১ মিনিট এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য ৯ মিনিট গড়ে সময় পেয়ে থাকে। কেউ যদি কোন উত্তর এর চেয়ে বেশি সময় নিয়ে লিখে, তাহলে তার পক্ষে সবগুলো প্রশ্নোত্তর লেখা সম্ভব হবে না। তাই এ ব্যাপারে পূর্ব পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

৯। সুন্দর উপস্থাপনা :

প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের উপস্থাপনা বা স্টাইল হতে হবে আকর্ষণীয়। বিশেষ করে ভূমিকায় থাকতে হবে বৈচিত্র্যতা। উত্তরের মৌলিক অংশকে ভিতরে রেখে উপস্থাপনা যত বেশি ভালো করা যাবে তত বেশ নম্বর পাওয়া যাবে। উপসংহারও হতে হবে ব্যতিক্রমধর্মী। তবে উত্তরের মধ্যে নিজস্ব কোন ধরণ উপস্থাপন করতে পারলে আরও ভালো হয়। উল্লেখ্য, ভূমিকা ও উপসংহার শব্দ দুটি না লিখে শুধু উত্তরের শুরু ও শেষ কথার বক্তব্য লেখাই উত্তম।

১০। পয়েন্টভিত্তিক উত্তর :

বর্তমান যুগ পয়েন্টের যুগ। উত্তরে যে যত বেশি পয়েন্ট দিবে সে তত বেশি নম্বর পাবে। তবে পয়েন্টের সাথে ডিসকাসের অবশ্যই মিল থাকতে হবে। প্রতিটি পয়েন্টের ধারাবাহিক নম্বর বসাবে এবং আন্ডারলাইন করবে। পরীক্ষক খাতায় এ ধরণের বৈশিষ্ট্য পেলে ধরে নেয় এটি একটি মেধাবী শিক্ষার্থীর খাতা। তখন বেশি নম্বর দেয়ার মানসিকতাও তৈরি হয়।

১১। কালো কালির ব্যবহার :

কালো কালির ব্যবহার পরীক্ষা দেয়ার নিয়মাবলীতে লেখা থাকে। OMR ফরম পূরণ থেকে শুরু করে প্রশ্নোত্তর লেখা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই কালো কালির বলপেন ব্যবহার করতে হবে। অনেক পরীক্ষার্থী রঙিন কলম ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষ করে প্রশ্নের নং লেখা, পয়েন্টের আন্ডারলাইন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রঙিন কালি ব্যবহার না করাই উত্তম। আর লাল কালির ব্যবহার তো একেবারেই নিষেধ।

১২। স্বাক্ষর প্রদান

পরীক্ষক OMR ফরম এর নির্ধারিত জায়গায় স্বাক্ষর করবেন। তবে এর আগে এর তথ্যগুলো সঠিক কিনা তা চেক করবেন। পরীক্ষার স্বাক্ষরলিপিতে পরীক্ষার্থী স্বাক্ষর প্রদানের পর সেখানেও ডানদিকে নির্ধারিত জায়গায় স্বাক্ষর করবেন। পরীক্ষার স্বাক্ষরলিপিতে পরীক্ষার্থী স্বাক্ষর প্রদানের পর সেখানেও ডানদিকে নির্ধারিত জায়গায় স্বাক্ষর করবেন। পরীক্ষার্থী যদি অতিরিক্ত উত্তরপত্র নিতে চায়, তাহলে তা দেয়ার সময় অবশ্যই হাতে পরিদর্শক স্বাক্ষর করবেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগে পরিদর্শক OMR এর কাগজ খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন। তবে ওগজ এর বাকি দুটি অংশ খাতার সাথেই থাকবে। অতিরিক্ত উত্তরপত্র কিন্তু সেলাই করতে ভুলবে না।

www.pathagar.com

পড়া মনে রাখার কৌশল

——— মাহবুব হাসান

বিশ্বায়নের এ সময়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যতোটা সম্ভব নিজেকে এগিয়ে না রাখতে পারলে সফলতার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ভাল একটা একাডেমিক রেজাল্ট করতে হলে প্রয়োজন নিজেকে নিয়ে কঠিন এক পরিশ্রমে ও দীর্ঘ অনুশীলন ও অধ্যবসায়ে নিমগ্ন হওয়া। কাজটা যতোটা কঠিন মনে করে শিক্ষার্থীর আসলেই কি ব্যাপারটা এতোটা কঠিন? এ প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আরো খোলামেলা বিশ্লেষণ করে দেখে নিতে হবে সবার আগে। অধ্যবসায় মগ্ন হয়ে শুধু পড়েই গেলে কিন্তু খানিক বা কয়েকদিন পরই সব ভুলে গেলে তাহলে যে সময়টা খরচ হলো তার প্রাপ্তিটা কি? তেমন কিছুই না। তাই পড়াগুলো ভালভাবে মনে রাখার কৌশলটা জানা থাকা প্রয়োজন। পড়ার সময়টা বেছে নেয়া খুব জরুরি। কখন কোন বিষয়টি নিয়ে পড়লে আয়ত্ত করে সুবিধা হয় তা ভেবে ঠিক করে নেয়া। সকাল হচ্ছে উত্তম সময় পড়ালেখা মনে রাখার। প্রথমে সম্পূর্ণ বিষয়টি এক বার বা দুই বার মনোযোগ সহকারে পড়া। তারপর আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা কর। যে বিষয়টি নিয়েই পাঠ শুরু করো না কেন বিষয়টি কি তা বুঝে উঠাটা সবচেয়ে জরুরি। পাঠ্যটি ভালভাবে অনুধাবন না করতে পারলে মনে রাখা যায় না। যদি কোন পাঠ বুঝতে সমস্যা থাকে তাহলে সে সমস্যাটা সমাধান করে নিয়ে পড়লে অনায়াসে তা আয়ত্ত করা যায়। প্রতিদিন অনুশীলন চালিয়ে না গেলে কোন সহজ বিষয়ও মনে থাকে না। অল্প করে হলেও একটা রুটিন মেনে প্রতিদিনের পাঠগুলো নিয়মিত পড়তে থাকলে এ চর্চা মনে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। শব্দহীনভাবে পড়ার চেয়ে শব্দ করে পড়ছো তখন তুমি যা পড়ছো সেটাই আবার শুনতে পাচ্ছো এতে করে বিষয়টার প্রতি বা যে পাঠটি নিচ্ছিলে সেটা অনেক ভালভাবে তোমার স্মৃতিকে আকর্ষণ করে এবং স্মৃতিতে তা থেকে যায়। ঘুমের সময় বায়োলজিক্যাল ক্লক অনুযায়ী নির্ধারণ কর।

পড়তে মন না বসলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে বস। অনেক সময়ই দেখা যায় পড়ার প্রতি প্রবল এক অনিহা কাজ করতে থাকে। পড়ার টেবিলে বসতে একেবারেই মন চায় না। এভাবে বেশি সময় ধরে চলতে থাকলে ব্যাপারটা একটা স্থায়ী প্রভাব তৈরি করে। তাই কোন কোন সময় ভাল না লাগলেও নিয়মিত পড়াশোনা করার যে রুটিন সেটা ভঙ্গ না করারই ভাল। এতে করে অনুশীলনের অভ্যাসটা থেকে যায়। আর নিয়মিত পাঠ মন রাখতে সহায়ক হয়। পড়ার রুটিনটা এমনভাবে সাজাতে হবে যেন অতিরিক্ত রাত করে ঘুমাতে না যেতে হয়। ঘুম একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বেশি বেশি রাত জাগলে স্মৃতি সংকট দেখা দেয় এবং সহজ বিষয়গুলোও ভুল হয়ে যায়। তাই রাত জাগার চেষ্টা না রাখাই ভাল। নিয়মিত অন্তত ৩০ মিনিট হালকা শরীর চর্চা করা। শরীর ভাল থাকলে মানসিকভাবে সুস্থির থাকা যায় এবং স্থির একটা মন নিয়ে পড়া শুরু করলে ভাল ফলাফল কেবল সময়েরই ব্যাপার। নিয়মিত শরীর চর্চা কর, এতে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখে। এমন একজন বন্ধু নির্বাচন করো যার সঙ্গ তোমাকে প্রতিনিয়ত বুদ্ধির

www.pathagar.com

কসরত করতে উৎসাহিত করবে। নিজেকে সব সময় ঐ সব কাজের মাঝে ব্যস্ত রাখো যে ক্রিয়াশীলতা তোমার বুদ্ধিমত্তাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে সহায়ক হবে। মানসিক কোন চাপ নেবে না। মানসিকভাবে অস্থিরতা তোমাকে শারীরিকভাবেও অসুস্থ করে রাখবে। এতে করে পড়াশোনায় তুমি দিন দিন পিছিয়ে পড়বে। কোন বিষয়ই তুমি স্বাভাবিক মনোযোগ নিয়ে পড়তে পারবে না। মানসিক চাপ স্মৃতিশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অবসর সময়ে বই পড়, খেলাধুলা কর এবং নিজের বিনোদনের ব্যবস্থাটা যেন সুস্থ চর্চা হয় এ বিষয়টা খেয়াল রাখবে।

সৃজনশীলতাটাও পরখ করে নিও

কেউ বলতে পারো এ সময় আবার সৃজনশীলতা নিয়ে কাজ করার অবকাশ কোথায়? পরীক্ষার মাত্র ক'টা দিনইতো বাকি। এ সময়টা হলো শেষ প্রস্তুতিটাকে আরো সবল করে তোলা। সৃজনশীলতার জন্য আলাদা সময় বের করার মানেই হলো সময়ের অপচয়। কথাটা আসলে ঠিক নয়। ভুলে যেওনা যে এখন আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিটাই সৃজনশীল। মনোবিজ্ঞানী ডেনি ক্লেই বলেছিলেন- 'জীবনটা একটা বড় ক্যানভাস এবং সেখানে তুমি যা খুশি আঁকতে পারো কিন্তু তুমি কি আঁকার জন্য যথেষ্ট দক্ষ নও, তাহলে তোমার সৃজনশীল দক্ষতা বাড়াতে মনোযোগী হও। তাহলে ব্যাপারটা কি এই দাঁড়ালো না যে একজন নিবিড় চর্চা ও অধ্যবসার ভেতর দিয়ে নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে নিয়েই সফলতা অর্জন করে। আর কিছুদিন পর পরীক্ষা। এ সময়টাতে তোমাকে মানসিকভাবে অনেক উৎফুল্ল থাকতে হবে, কারণ মানসিকভাবে তুমি যতো ভাল ও আত্মবিশ্বাসী থাকবে শেষ এ সময়ে তোমার প্রস্তুতিগুলো ততোই ভাল হবে। তোমার অখণ্ড মনোযোগই বলে দিবে যে তুমি কতোটা সৃজনশীল হয়ে উঠেছো। একজন মানুষ কখনোই অনেকগুলো বিষয়ে সুদক্ষ হয়ে উঠতে পারেনা- এটা যেমন সত্যি তেমনি এমন একজনের কথা ভাবা যেতে পারে যে অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে এবং প্রয়োজনীয় অংশগুলো ব্যবহার করে নিজেকে সফল করে তুলতে পারে। তাই তুমি যখন পরীক্ষার আগের সময়টার প্রস্তুতিতে রয়েছো আলাদা করে নিজের ভাল লাগার বিষয়টাতে বা বিষয়গুলোতে আটকে থাকার কোন অবকাশই নেই। প্রতিটি বিষয়ের প্রতি তোমার সমান গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। এই যে তোমার নিয়মিত মনোযোগী অনুশীলন তার মাধ্যমে তোমার সৃজনশীলতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং বিষয়ভিত্তিকভাবে তোমার যে জ্ঞান দাঁড়াচ্ছে এতে করে পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রটি হাতে পেয়ে তুমি মোটেই ভড়কে যাবে না। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখা গেল কিছু একটা বাদ পড়ে গেছে এতে করে উত্তরটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে না। রিভিশন দেয়ার সময় তোমার কাছে ব্যাপারটা খুব সহজেই ধরা দেবে কারণ বিষয়টা সম্পর্কে তুমি যে মনোযোগী পাঠটি এখন নিচ্ছ তারই সুফলটা তখন তুমি পাবে। আর এটাও তোমার নিজস্ব সৃজনশীলতার একটা প্রকাশ। শুধু মৌলিক কিছু করার ক্ষেত্রেই যে সৃজনশীলতা থাকে তা কিন্তু নয়। তোমার পাঠ্য বইগুলোর নিয়মিত পাঠের ভেতর দিয়েও তোমার সৃজনশীল মানসিকতা বাড়ে এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সময়ে এ ব্যাপারটা তোমাকে সহযোগিতা দিবে। বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ের রচনামূলক উত্তরগুলো লেখার সময় তোমার এই মনোযোগী পাঠ অনেক সুফল দিবে।

www.pathagar.com

পাঠদক্ষতার কৌশল

——— আবদুল হালিম

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সশব্দ পাঠের ফলে কমপ্রিহেনশন এবং ভোকাবুলারির উন্নয়ন ঘটে, দ্রুততা বা সাবলীলতা বাড়ে এবং তা মনে রাখা সহজ হয়।

পাঠ আয়ত্ত করতে পড়তে হয় সব শিক্ষার্থীকেই। তবে সবার পড়ার ধরণ যেমন এক রকম নয়, তেমনি এর সাফল্য বা কার্যকারিতাও সবার সমান নয়। কার্যকর পাঠচর্চার জন্য পাঠের বিষয়, সময়/পরিপার্শ্বিকতা, ভাষা ও ভোকাবুলারির ওপর দখল এবং শারীরিক মানসিক প্রস্তুতিসহ নানা বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। সবকিছু অনুকূল হলেই কেবল পাঠে আসে সাবলীলতা, পাঠ হয় কার্যকর।

পড়ার ধরণঃ যারা বইয়ের পাতায় দৃষ্টি রেখে কেবল মনে মনে পড়ে থাকে তাদের যুক্তি হলো, পড়া নয়, বোঝাটাই আসল ব্যাপার। বিষয়টি বুঝতে পারলেই মনে রাখা সহজ হয়ে যাবে। তবে পড়ার ধরণ নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তারা বোঝার ব্যাপারটি প্রাধান্য দিলেও নীরব পাঠের চেয়ে সশব্দে পাঠকেই সমর্থন করে থাকেন। শব্দ করে পড়ুয়াদের তারা বলেন সাউন্ড রিডার। শব্দ করে পড়ার সময় একাধারে দুটি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়- একটি হচ্ছে বইয়ের পাতার দিকে তা পাঠ্যবিষয়ের দিকে মনোযোগ, অন্যটি হচ্ছে পাঠের বিষয়টি নিজের কানে শোনা। নিজের মুখে উচ্চারিত শব্দাবলিও কানে শুনলে কয়েক মুহূর্ত তা নিজের মনের মধ্যেই অনুরণিত হয়ে থাকে, যা বিষয়টি স্মরণ রাখতে সহায়তা করে। একটি সহজ পরীক্ষায় বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা যায়। একটি লিখিত সংখ্যা বা ফোন নম্বর যদি কয়েক মুহূর্ত কাউকে দেখিয়ে পরক্ষণে তা আড়াল করে সংখ্যাটি স্মরণ করতে বলা হয়, তাহলে সে তা লিখতে ততটা সফল হবে না- যতটা সফল হবে ওই সংখ্যাটি পাঠ করে শুনিয়ে স্মরণ করতে বললে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সশব্দ পাঠের ফলে কমপ্রিহেনশন এবং ভোকাবুলারির উন্নয়ন ঘটে, দ্রুততা বা সাবলীলতা বাড়ে এবং তা মনে রাখা সহজ হয়।

ভাষার ওপর দখলঃ ভাষার ওপর দক্ষতা বা দখল ভাল থাকলে একজন শিক্ষার্থী বাক্যের অর্থ বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সাবলীলভাবে বা দ্রুত পড়তে পারবে। কিন্তু যদি বাক্য গঠন, বিরতি চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকে কিংবা শব্দের অর্থ জানা না থাকে, তাহলে শব্দ করে পড়েও ভাল ফল পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক পাঠককেই দেখা যায়, একটি বাক্য বারবার সশব্দে পড়ছে। তার পরও তা মনে রাখতে পারছে না। অর্থ বুঝতে না পারায় এমনটি হতে পারে। সমৃদ্ধ ভোকাবুলারির সঙ্গে সঙ্গে যতি চিহ্নের ব্যবহারের

www.pathagar.com

ওপরও ভাল ধারণা থাকতে হবে। যেখানে বিরতি দরকার সেখানে বিরতি না দিয়ে অন্য জায়গায় বিরতি দিলে পুরো বাক্যের অর্থটাই পাল্টে যেতে পারে।

পড়ার প্রস্তুতি : কার্যকরভাবে পড়ার জন্য দরকার পূর্বপ্রস্তুতি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেনতেনভাবে বই নিয়ে পড়ে গেলেই পড়া কার্যকর হবে না। পড়ার যথোপযুক্ত সময়, পড়ার সময়কাল, পরিবেশ এবং শারীরিক- মানসিক প্রস্তুতিই শিক্ষার্থীকে কার্যকর পড়াশোনার দিকে এগিয়ে নিতে পারে।

স্থান ও পারিপার্শ্বিকতা : পড়ার জন্য অবশ্যই একটি পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ দরকার। সেই সঙ্গে দরকার সব ধরণের পাঠোপকরণ।

শুনে শুনে শেখা : পাঠের সাবলীলতা ও দ্রুততা ধাপে ধাপে বাড়ানো যায় নানাভাবে। যাদের গতিময় পাঠাভ্যাস রয়েছে, তাদের পড়ার ভঙ্গিমা পর্যবেক্ষণ করে অন্যরাও নিজের পাঠের উন্নয়ন সাধন করতে পারবে। এভাবে শুনে শুনেও পাঠের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

প্রযুক্তির সহায়তা : এস নোটোলির মতে ফ্লুয়েন্ট রিডাররাই ভাল পড়ুয়া। ফ্লুয়েন্সি পর্যবেক্ষণও বাড়াতে তারা প্রযুক্তির সহায়তা নিতে পারে। তারা কিছু নির্বাচিত পড়া বা ম্যাটার পড়ে রেকর্ড করে তা বাজিয়ে শুনবে। পড়ার মান বুঝে ওই শিক্ষার্থী এ পড়ার ওপর নিজেই নম্বর দিতে পারবে। কারণ পড়ার শুদ্ধতা ও ত্রুটিগুলো সে খুব সহজেই ধরতে পারবে।

এভাবে প্রতি মিনিটে কয়টি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারিত হয়েছে কিংবা কতবার ঠেকে গিয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা যায় সহজেই। এস নোটোলি বলে, প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার ওই পাঠটুকু রেকর্ড করার সময় পাঠক পর্যায়ক্রমে তার ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে পারবে।

সাপোর্টেড রিডিং : সাপোর্টেড রিডিং হচ্ছে এমন একটি পর্যায়, যে পর্যায়ে একজন দক্ষ পাঠক একজন নতুন শিক্ষার্থী পাঠককে তার পাঠ দক্ষতায় সহায়তা করে; বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এমন একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে দক্ষতার কারও সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে একযোগে সবাই সশব্দে কোন কিছু পড়া বা উচ্চারণ করা। আমরা অনেকেই ছোটবেলায় যে রকম একসঙ্গে নামতা পড়তাম, অনেকটা সে রকম। এটা হতে পারে বাবাব মা ও শিশু, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, বেশি ও কম বয়সী শিক্ষার্থী অথবা একই ক্লাসের একাধিক শিক্ষার্থী একসঙ্গে।

আমাদের অবস্থান : অনর্গল পড়ে যাওয়ার দক্ষতায় অনেক শিক্ষার্থীর অবস্থানই সুবিধাজনক নয়। যেখানে পরীক্ষার জন্য পাঠ আয়ত্ত করতেই তারা হিমশিম খায়, সেখানে পড়ার শৈল্পিক উৎকর্ষ বাড়াতে তাদের সময় কোথায়? কিন্তু শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে, শব্দের গঠন সম্পর্কে ধারণা, ভোকাবুলারি, যতি চিহ্নের ব্যবহার এবং সর্বোপরি

www.pathagar.com

ভাষার ওপর দক্ষতা যেমন পড়ার দক্ষতা বাড়ায়, তেমনি পড়ার দক্ষতা আবার পাঠ আয়ত্তে সহায়ক হয়ে থাকে। এ ছাড়া তাৎক্ষণিক বক্তব্য দেয়া কিংবা ধারা বিবরণী প্রদান করা অথবা সংবাদ পাঠের মতো ক্ষেত্রে ভাষার সৃজনশীলতা ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াতে ভাষার ওপর দক্ষতা তথা রিডিং ফ্লুয়েন্সি একান্ত জরুরী।

যেসব শিক্ষার্থী রিডিং পড়তে গিয়ে বারবার ঠেকে যায়, বাধাগ্রস্ত হয় বারবার; আর সে কারণে পুরো বিবরণটি আয়ত্ত করতে সমস্যা হয়। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে চেষ্টা করলে অবশ্যই পাঠ দক্ষতা বাড়াতে পারবে।

www.pathagar.com

টাইম ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার্থীর সাফল্যের মূলমন্ত্র

——————— হাবীবুর রহমান চৌধুরী

আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য কখনও ফেলে রাখা উচিত নয়। শিক্ষার্থীদের জন্য একথা আরও বেশি প্রযোজ্য। কেননা পড়ি, পড়বো করতে করতে শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার সময় দেখা যায় সিলেবাসের অনেক কিছুই পড়া হয়নি। টাইম ম্যানেজমেন্টেই রয়েছে এ সমস্যার সমাধান। সময় নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, রুটিন অনুযায়ী পড়াশোনার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী পেতে পারে সাফল্য। বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে যেমন বিশাল সমুদ্র, কণা কণা বালি নিয়ে মরুভূমির বিস্তৃতি তেমনি অসংখ্য মুহূর্তের সমন্বয়ে মানবজীবন। তাই এ সময়কে যতটা সতর্কতার সাথে কাজে লাগাতে পারবেন সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ততটাই সহজ হবে। আর সময়কে অধীন করে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনাই হলো টাইম ম্যানেজমেন্ট। টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তো বটেই, তবে শিক্ষার্থীদের এর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কারণ তাদের আজকের পরিকল্পনারও ভিত গড়ে দেবে আগামীর ভবিষ্যৎ।

টাইম ম্যানেজমেন্ট কী: টাইম ম্যানেজমেন্ট হলো সময়ানুক্রমিক পরিকল্পনা যার সাহায্যে সময়ের কাজ সময়ে করার পাশাপাশি পূর্ব থেকেই একটি পরিকল্পনা বা ছক করা। যাতে পরবর্তী সময়ে কাজটি সুচারুরূপে সমাধান করা যায়। আপনি একে 'টাইম ম্যাপ' নামেও আখ্যায়িত করতে পারেন। যে ম্যাপ কতভাগ অর্জিত হয়েছে, কি করছেন, লক্ষ্যের কতভাগ অর্জিত হয়েছে, কতটা হওয়া উচিত ছিল, সাফল্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে কতটা করতে হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা দেবে।

কীভাবে করবেন : টাইম ম্যানেজমেন্ট তৈরি করার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা। অর্থাৎ সময়কে তো আর ধরে বেঁধে রাখা যাবে না, তবে একে আয়ত্তের ভেতর আনতে হবে। আপনি এতদিন কী করেছেন, কতটা করা উচিত ছিল এসব নিয়ে না ভেবে নতুন করে পরিকল্পনা করুন। প্রথমে লক্ষ্য স্থির করুন এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যা করা উচিত তা নির্ধারণ করুন। কারণ আপনার ভবিষ্যৎ কিন্তু নির্ধারণ করছে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট কী হবে তার ওপর। অতএব খুব ভেবে চিন্তে আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে। পড়াশোনা, ক্লাসের সময়সূচি, লাইব্রেরি, খেলাধুলা, পরিবারের জন্য সময়, নিজের জন্য সময়, শরীর চর্চা, বিনোদন সব কিছুই কিন্তু টাইম ম্যানেজমেন্টের অংশ। সুতরাং আপনার তৈরি সময়ানুক্রমিক সিডিউল বা নির্ঘন্ট যা-ই বলুন না কেন, তা হতে হবে সুশৃঙ্খলিত নিয়মের অধীন। এবার আপনি প্রতিদিন যে

www.pathagar.com

কাজগুলো করেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন। তালিকাটিতে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারেন। যেমন- গুরুত্বপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্ব অনুসারে দিনের যে সময়টিতে আপনি পড়াশোনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেটি প্রাইম টাইম। সে সময় আপনার কাজ কম করতে ভাল লাগে সেটি অফ পিক টাইম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর জন্য গার্বেজ টাইম নির্ধারণ করে নিন। আসলে সকাল থেকে সারাদিন কারও পক্ষে পড়াশোনা, এমনকি কোনো কাজই করা সম্ভব নয়। সুতরাং আপনি নিজের স্বার্থেই কাঙ্খিত সাফল্যের লক্ষ্যে আপনার সময়কে বেঁধে নিন নিয়মের গন্ডিতে।

রুটিন তৈরি করুন: যদি কোনো কাজ খেয়াল খুশিমত করা হয় তাহলে সেই কাজটি কোনোদিনই ভালো হয় না। আবার এলোমেলোভাবে করার জন্য কাজও হয় অত্যন্ত কম। হয়তো দিন শেষে দেখা যাবে ষোলো আনা কাজের বারো আনাই বাকি। যেহেতু আপনি একজন শিক্ষার্থী সেহেতু আপনার জন্য রুটিন মেনে পড়াশোনা, কাজ করা জরুরি। আপনার রুটিন তৈরী করুন প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে। সাপ্তাহিক দিনপঞ্জিতে যেসব বিষয় আপনার রাখতে হবে তা হলো-

* প্রতিদিনের ক্লাস সিডিউল, ল্যাবরেটরী এবং অন্যান্য যে কোনো কাজ অর্থাৎ যেগুলো আপনি সচরাচর করে থাকেন।
* প্রতিদিন কত ঘন্টা ঘুম আপনার জন্য জরুরি তার একটি নির্দিষ্ট সময় নিধারণ করুন এবং সেই সাথে কখনও ঘুম থেকে উঠবেন সেই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।
* দুপুর এবং রাতের খাবারের জন্য ১ ঘন্টা সময় বরাদ্দ রাখুন। কারণ আহার গ্রহণের পাশাপাশি বিশ্রামের জন্যও কিছুটা সময় রাখা উচিত।
* খেলাধুলা, কোচিং ইত্যাদির পাশাপাশি আপনি যে কাজগুলো করে থাকেন, এমনকি ছুটির দিনটিকেও রুটিনের মধ্যে রাখুন।
* সপ্তাহের তিন/চার দিন নিয়মিতভাবে শরীরচর্চার জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখুন। কারণ পড়াশোনার জন্য দরকার সুস্থ শরীর। শরীরচর্চা মানসিক চাপে কমাতে এবং উদ্যম বাড়াতে সাহায্য করে।
* সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কিছুটা সময় বিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট রাখুন।
* খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুটা সময় দিবা নিদ্রার জন্য রাখা যেতে পারে।

সাপ্তাহিক রুটিন: রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রতিদিনের কি কাজ আছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। যদিও আপনার সপ্তাহের রুটিন করা আছে। আপনি জানেন আগামীকাল আপনার কোন ক্লাস, কতটা সময় লাইব্রেরি, লাঞ্চ কোচিং-এ কাটাবেন। তারপরও আপনি পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। দেখা গেল পরের দিন সকালে অনির্দিষ্ট অথচ জরুরি একটি কাজে আপনি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে, রুটিন করাই হলো না। আপনার মূল্যবান সময় থেকে আরেকটি দিন চলে গেল। যেভাবে আপনি আপনার সাপ্তাহিক দিনপঞ্জি সাজিয়েছেন সেভাবে বিস্তারিত নয়, ছোট্ট একটি কাগজে পরের দিনের কাজের সময়, লাঞ্চ, বিকেলের প্রোগ্রাম, সন্ধ্যার পড়াশোনা, বিষয়ভিত্তিক কতটুকু সময় এবং বরাদ্দ, রাতের খাবার গ্রহণ, ঘুম প্রভৃতির সময় এবং সংক্ষেপে কখন কি করবেন লিখে রাখুন। আরও একটু স্পষ্টভাবে বললে আপনার প্রাত্যাহিক রুটিনটি

www.pathagar.com

স্পষ্টভাবে বললে আপনার প্রত্যাহিক রুটিন সাজাতে পারেন এভাবে- সকাল ৭.০০-৮.৩০ মি.: নাস্তা সেরে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছানো (ক্লাসের সময় অনুযায়ী সময় পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে সকালে হোমওয়ার্কগুলো আরেকবার ঝালাই করে নেয়া যেতে পারে)। সকাল ৮.৩০ মি.- দুপুর ২.০০ মি.: ক্লাস। ২.০০-২.৩০ মিনিট : বিশ্রাম ও খাবার গ্রহণ। ২.৩০-৪.৩০ মিনিট, পুনরায় ক্লাস (ক্লাস না থাকলে এ সময় লাইব্রেরি অথবা নিজে অধ্যয়ন অথবা কোচিংয়ের জন্য রাখা যেতে পারে)। বিকাল ৫.০০ থেকে ৬.০০টা পর্যন্ত খেলাধুলা, হালকা ব্যায়াম। ৬.৩০ মিনিট হাত-মুখ ধোয়া, হালকা নাস্তা সেরে পড়তে বসা। ৬.৩০-৮.৩০ মিনিট গুরুত্ব অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ এবং যে বিষয়টি কঠিন সেটির জন্য একটু বেশি সময় বরাদ্দ করা। তবে একাধারে বিরামহীনভাবে কোনো কিছুই করার ঠিক নয়। একটি বিষয় পড়া শেষ হলে পরবর্তী বিষয় শুরু করার আগে ৫ মিনিট বিশ্রাম নেওয়া ভাল। এতে হাতে পায়ের রক্ত সঞ্চাল ঠিকমতো হবে এবং মস্তিষ্কের চাপ কমবে। রাত ৮.৩০-৯.০০ টায় রাতের খাবার গ্রহণ। ৯.০০-১০.৩০ টায় পড়াশোনা। ১০.৩০ থেকে ১১.০০ পরবর্তী দিনের জন্য রুটিন তৈরি করে ঘুমাতে যাওয়া।

www.pathagar.com

পরীক্ষার প্রশ্ন নির্বাচনই আসল পরীক্ষা

মোঃ বদরুল ইসলাম
অধ্যক্ষ
বিএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা

প্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা নিয়ো। প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর প্রশ্ন কয়েকবার পড়বে। প্রশ্নের মধ্যে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে কি-না তা লক্ষ করবে। যে প্রশ্নগুলো ভালো জানা আছে কিংবা উত্তর করবে সেগুলোর পাশে চিহ্ন দিয়ে রাখবে। খুব ভেবেচিন্তে প্রশ্ন নির্বাচন করবে, যাতে পরে পরিবর্তন করতে না হয়। প্রশ্নপত্র পড়া ও নির্বাচনের জন্য প্রথম ১০ মিনিট ও উত্তরপত্র রিভিশন দেওয়ার জন্য শেষ ১০ মিনিট এবং বাকি ১৬০ মিনিট উত্তর লেখার জন্য বরাদ্দ রাখবে। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় প্রতি ১ নম্বরের জন্য ১.৬ মিনিট, ৫ নম্বরের জন্য ৮ মিনিট এবং ১০ নম্বরের প্রশ্নের উত্তরের জন্য ১৬ মিনিট সময় বরাদ্দ। এতে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হবে। প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণমানের ওপর নির্ভর করে আগে থেকেই প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবে। প্রশ্নের দেওয়া মানের সঙ্গে মিল রেখে উত্তর করতে হবে। উত্তর বড় হওয়ার ফলে নম্বর যত বাড়ে, অতিরিক্ত সংক্ষেপ করার ফলে নম্বর কমে তার চেয়েও বেশি। যে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর করতে বলা হয় তার সবগুলোই করতে হবে। সব সময় প্রশ্নের সিরিয়াল অনুযায়ী উত্তর করতে চেষ্টা করবে এতে পরীক্ষকের উত্তরপত্র দেখতে সুবিধা হয়।

www.pathagar.com

সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুতি নাও

——— অধ্যাপক মাহফুজুল হক
অধ্যক্ষ
ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ

সুপ্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী আন্তকির শুভেচ্ছা নিয়ো। সামনেই তোমাদের পরীক্ষা। পরীক্ষার আর বেশি দিন বাকি নেই। তোমাদের রুটিন অনুসারে প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি ও রিভিশন এ দুটি বিষয় সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। মুখস্ত করা প্রশ্নোত্তরগুলো কৌশলে লেখার চেষ্টা করবে। বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে তথা-উপাত্তগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে লিখতে হবে। তথ্য উপাত্ত যেন ভুল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে।

সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্নের উত্তর লেখার চেষ্টা করতে হবে। একটি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়ে অন্য প্রশ্নের খাপছাড়া উত্তর করলে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে না।
মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরীক্ষার হলে যাবে। প্রশ্ন পড়ে, বুঝে নিয়ে তারপর উত্তর লিখবে। জীবনকে সাজাতে যেমন প্রয়োজন অধ্যবসায় ও পরিশ্রম, তেমনি পরীক্ষায় ভালো করতে দরকার নিয়মিত অনুশীলন। বাকি দিনগুলোয় নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাও, তবেই ভালো করতে পারবে।

www.pathagar.com

বই পড়া সম্পর্কে মনীষীদের বাণী

_____ সংগ্রহ : সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম

০১। "পড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে" ---- আল কোরআন।

০২। "যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি তত সভ্য" ---- প্রমথ চৌধুরী।

০৩। "A good book"- said Milton is a Precious life blood of a master- spirit embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life."

০৪। "A good book is a good friend" "সেরা বই সেরা সাথী"। --- কাইয়ুম।

০৫। ৫০টি ভালো বই তোমার জন্য বাছাই করে রাখো, এই বই-ই তোমার চির জীবনের সহচর হয়ে থাকবে। --- অলিভার গোল্ডস্মিথ।

০৬। "একটা ভালো বই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বন্ধু, আজ এবং চিরকালের জন্য" --- মার্টিন এফ টুপার।

০৭। "যে বই সমৃদ্ধ তোমার প্রকৃত ইচ্ছা ও কৌতুহল জাগে সেই বইই তুমি পড়বে"। --- জনসন।

০৮। "বইয়ের চেয়ে ভালো কোন আসবাবপত্র নেই"।---- সিডনি স্মিথ।

০৯। "বই ব্যক্তিকে আনন্দ, সমাজকে আলো আর দেশকে দেয় সমৃদ্ধি"। --- ঢাকা বই মেলার শ্লোগান।

১০। "বই পড়ার আনন্দ দ্বিগুন হয়, যখন এমন এক জনের সঙ্গে বাস করা যায়, যে আমার মত একই বইগুলো ভালবাসে"। -- ম্যাঙ্গফিল্ড।

www.pathagar.com

১১। "বই বিহীন কক্ষকে আত্মাবিহীন দেহের সঙ্গে তুলনা করা চলে"।
--- জনলিলি।

১২। "একটি বই হলো আমাদের মনের মধ্যে যে বরফের সমুদ্র রয়েছে তা ভাঙ্গার জন্য কুঠার বিশেষ"। --- উইলিয়াম হেজলিট।

১৩। "অস্ত্র, নারী আর গ্রন্থ প্রত্যহ দেখা উচিৎ"। --- ফরাসী প্রবাদ।

১৪। "বই মানেই কোন কিছুর দিক নির্দেশনা পাবার এক আলো"। --- কাইয়ুম।

১৫। "বই মানুষের অজ্ঞতা দূর করে"। --- কাইয়ুম।

১৬। "একটি ভাল বই যা দিতে পারে দশজন ভালো বন্ধুও তা দিতে পারে না"।
---- মার্টিন টুপার।

১৭। "আমার মধ্যে যদি উত্তম বলে কিছু থাকে তবে আমি বইয়ের কাছে ঋণী"।
--- ম্যাকসিম গোর্কী।

১৮। "বই যদি ভালো কিছু দিতে না পারতো তবে পৃথিবীর অগ্রগতি বহু আগেই থেমে যেতো"।---- টমাস বার্থ হিল।

১৯। "আমরা যত বেশি বই পড়বো ততবেশি আমাদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অবহিত হবো"।-- শেলী।

২০। "যদি কোন দিন বই না পড়ি তাহলে মনে হয়- ও I have not grown today " (আজ আমার বিকাশ হয়নি)। ---- মুনীর চৌধুরী।

২১। "ঘুম না এলে বই পড়লে ঘুম পায়, বই ঘুমের ঔষধ"। --- শেখ হাসিনা।

২২। "বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয়নি"। --- সৈয়দ মুজতবা আলী।

২৩। "মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে"।
--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪। "রুটি, মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বই অনন্ত যৌবনা" । -- ওমর খৈয়াম।

২৫। "A Home without books is like a house without windows" - H.W. Beecher.

www.pathagar.com

২৬। "The man Who does not read good books has no advantage over the man who cann't read them"- Mark Twain.

২৭। "If a book is worth reading it is worth buying.
--- John Ruskin.

২৮। "যে বইয়ের রাজ্যে বসবাস করে অথচ বই পড়ে না তার চেয়ে বড় মুর্খ আর নেই"-- প্যাট মোর।

২৯। "When we buy a book, we buy pleasure"--- ভিনসেট স্টারেট।

৩০। "যার বাগান পুষ্পরাজিতে পূর্ণ এবং যার গৃহ গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ মনের দিক থেকে সেই ঐশ্বর্যবান" ।-- এন্ডি উল্যাংস।

৩১। "যার বাড়িতে একটি বইয়ের লাইব্রেরি আছে মানসিক ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে সে অনেক বড়"-- ইবসেন।

৩২। "যে বই পড়ে না তার মধ্যে মর্যাদাবোধ জন্মে না"-- পিয়ারসন।

৩৩। "তোমার মুখ এমন একটা বই যেখানে মানুষ বিচিত্র সব ঘটনা পড়তে পারে" -- শেক্সপিয়র।

৩৪। "যে বই সম্বন্ধে তোমার প্রকৃত ইচ্ছা ও কৌতুহল জাগবে সেই বই আগে পড়বে"। --- জনসন।

৩৫। "ভালো খাদ্যবস্তুতে পেট ভরে, কিন্তু ভালো বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে" -- স্পিনোজা।

৩৬। "যে প্রতিদিন মাখন খায় অথচ বই পড়ে না তাকে আমি সব সময়ই কৃপার চোখে দেখি"--- লংফেলো।

৩৭। "আমরা যত বেশি বই পড়াশুনা করবো, ততবেশি নিজেদের অজ্ঞতা আবিষ্কার করে লজ্জিত হবো"---- জন অলকট।

৩৮। "একটি ভালো বই নিঃসন্দেহে ভালো জিনিস, তবে একজন মহান ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা তার চেয়েও ভালো"--- বেঞ্জামিন ডিজরেইলি।

৩৯। "কতগুলো বইকে শুধু চাখতে হবে, কতকগুলো গিলতে হবে এবং কিছু সংখ্যক বইকে চিবিয়ে হজম করতে হবে" ।-- বেকন।

www.pathagar.com

৪০। "ভালো খাবারের পেছনে বেশি টাকা ব্যয় না করে একটি ভালো বই কেনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ" । --- ড. মুজাফফর আহমদ।

৪১। "যে গৃহে বই নেই সে গৃহে আত্মাও নেই" ।---- জন হেনরী।

৪২। "একশতটা বই পড়ে নব্বইটা ভুলে যাওয়ার চেয়ে দশটা বই পড়ে নয়টা মনে রাখা অনেক ভাল"---- হিটলার।

৪৩। "এখন লোকে বই পড়ে না। মাগনা দিলেও না। উপহার দিলে পড়বে এমন লোকও খুঁজে পাওয়া যায় না" । --- কবি মাহমুদ টোকন।

৪৪। "বরং প্রচুর বই নিয়ে গরীব অবস্থায় চিলেকোঠায় থাকবো, তবু এমন রাজা হতে চাই না যিনি পড়তে ভালোবাসেন না" । --- ম্যাকলে।

৪৫। "নাপিতের বাড়িতে গেলে ৫/৬টি ক্ষুর পাওয়া যায় কিন্তু একজন শিক্ষকের বাড়িতে গেলে ৫/৬টি বই পাওয়া যায় না" ।--- ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

৪৬। "আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না" । --- প্রমথ চৌধুরী।

৪৭। "বই আনন্দের প্রতীক, বই জ্ঞানের প্রতীক" । --- কবি জসীম উদ্‌দীন।

৪৮। "পড়! পড়! নূতন পুরানো সকলের বড় মনের সঙ্গে তোমার মন মিলিয়ে তোমার মনকে বড় কর। সমস্ত মনীষীদের ভাবের সৌন্দর্য লুট করে তোমার মনকে সুন্দর কর। তারপর সঁপে দাও সেই মন দেশের সেবায়, দশের সেবায়" । --- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

৪৯। "সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেয়া। কিন্তু প্রশ্ন এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্ট করি কী প্রকারের বই পড়ে"?--- বার্ট্রান্ড রাসেল।

৫০। "যেমন জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে, তেমনি আনন্দ পেতে সকলের বই পড়া উচিৎ" । --- কাইয়ুম

৫১। "তুমি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা বই পড় তবেই তুমি জ্ঞানী হবে" ।--- স্যামুয়েল জনসন।

৫২। "A good book is that which disturbed"--- Kayum.

৫৩। "যতদিন লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে, ততদিন মানুষ জ্ঞানী থাকে। আর যখনই তার ধারণা জন্মে যে, সে জ্ঞানী হয়ে গেছে তখনই মুর্খতা তাকে ঘিরে ধরে" । ---- সক্রেটিস।

www.pathagar.com

৫৪। "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত লেখাপড়ার কোন শেষ নেই"--- আল-হাদীস

৫৫। "Great books not only act as a sourse of inspiration for noble works but also serveas driving force behind human civilization"..-- President Prof. Dr. Iajuddin Ahmmed.

৫৬। "বই, বউ এবং কমলা নাকি কখনো পুর্ব অবস্থায় নিজের কাছে ফেরৎ আসে না"। --- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

৫৭। "আমাদের বই পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্য চর্চার উপায়ন্তর নেই"।--- প্রমথ চৌধুরী।

৫৮। "আমরা বই পুস্তকে যা পড়ি তা হলো বিদ্যা, তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যা পাই তা হলো জ্ঞান"।--- পাকিস্তানের নোবেল বিজয়ী ড. আবদুস সালাম।

৫৯। "Promotion of Books can still save us from mental Proverty"--- S.A. Kayum.

৬০। "জনগণকে বইমুখী করতে পারলে সকল ক্ষেত্রে যোগ্য লোক তৈরী হবে" -- আবদুস সালাম আজাদ (প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী)।

৬১। "বই হচ্ছে মস্তিষ্কের সন্তান" । ---- সুইফ্‌ট।

৬২। "একটি বই তখনই সক্রিয় হয়ে উঠে যখন তা পাঠকের বিমল স্পর্শ লাভে ধন্য হয়"।--- একজন গ্রন্থ বিশেষজ্ঞের মতে।

৬৩। "আজকাল শিক্ষক ও লোকদের বাসায় সাধারণত তুমি কোন বই পাবে না। কাউকেই দেখবে না বসে বসে বই পড়ছে। তবে তাঁদের কাছেই একটা বই তুমি পাবেই। সেটা হলো চেক বই।"--- সৈয়দ মুজতবা আলী।

৬৪। "এখন আমাদের নূতন প্রজন্ম আগের যে মানুষের কাছ থেকে জন্মাবে সেই মানুষটা তো নেই। তাই আমাদের চলে যেতে হল বইয়ের কাছে। বই কী? অতীতে যারা শক্তিমান মানুষ, সম্পন্ন মানুষ, আলোকিত ও গভীর মানুষ তাদের ফলবান জীবনই তো এই সব বই"। --- আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

৬৫। "লেখক শওকত ওসমান প্রচুর বই কিনতেন। তিনি বলতেন- গ্রন্থ ক্রেতার কাছে দোকানদাররা হলেন পকেটমারেরমতো। সুযোগ পেলেই ফতুর করে দেয়"। ---

www.pathagar.com

৬৬। "প্রাবন্ধিক অরুন সেন তার এক গ্রন্থ সংগ্রাহক কবি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন উঁচু উঁচু তাক থেকে মেহনত করে নামিয়ে বই পড় কেমন করে? বন্ধুটি অম্লান বদনে জবাব দিয়েছিলেন- সেটাইতো সুবিধে, পড়তে হয় না"।

৬৭। "সাহেবেরা পাখি মারলে তাহারও ইতিহাস লেখা হয়।" আমাদের দেশে অনেক গ্রন্থ পাগল লোক আছেন তাদের খবর ক'জন রাখেন।" --- বঙ্কিম চন্দ্র।

৬৮। "পোকায় কাটার চেয়ে, অন্য কেউ নিয়ে কেটে পড়া অনেক ভাল, অনেক পূণ্যের। তবে বইয়ের মালিক যদি বউ পাগল না হয়ে বই পাগল হয় তাহলে তার বই চুরি করা মুশকিল"।--- লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

৬৯। "আগে বাংলা ভাষায় পড়তে হবে। বাংলা পড়তে হবে। বাংলায় লিখতে হবে। পরে অন্য কিছু -----।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭০। "আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের' মাধ্যমে আর কলমের আশ্রয় পুস্তক।"--- মুজতবা আলী।

৭১। "বই মনের জন্য এক উন্নতমানের ক্লোরফর্ম।" --- রবার্ট চ্যাম্বার।

৭২। "আইনের মৃত্যু হয় কিন্তু বইয়ের মৃত্যু হয় না।" -- বুলওয়ার লিটন।

৭৩। "বই যেন এ পৃথিবীর মধ্যে আর এক সূক্ষ্ম পৃথিবী। যখন আমি দীর্ঘ নিদ্রায় শয়ন করি, তখন একটি বইয়ের উপর যেন আমার মস্তক শায়িত হয়।"
--- আলেকজান্ডার স্মিথ।

৭৪। "ভাল বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি।" --- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭৫। "বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয় না, কোন দিন মনোমালিন্য হয় না"।---- প্রতিভা বসু।

৭৬। "জীবন নিতান্তই এক ঘেয়ে, দুঃখ কষ্টে ভরা, কিন্তু মানুষ বই পড়তে বসলেই সে সব ভুলে যায়"।---- ম্যাক্সিম গোর্কি।

৭৭। "যে একটা ভাল বই পাওয়া সত্ত্বেও পড়ে না এবং একটি প্রস্ফুটিত ফুলকে ছিঁড়ে ফেলে- তার মত বোকা নেই।" -- ষ্টেকেন গ্রসন।

৭৮। "বই হচ্ছে এমন এক জিনিস যা শুরু হয় আনন্দ দিয়ে এবং শেষ হয় জ্ঞান দিয়ে।"--- আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

www.pathagar.com

৭৯। "জীবনে মাত্র তিনটি জিনিসের প্রয়োজন বই, বই এবং বই। --- টলষ্টয়।

৮০। "বই বিশ্বাসের অঙ্গ, বই মানব সমাজকে সভ্যতা টিকাইয়া রাখার জ্ঞান দান করে, অতএব বই হইতেছে সভ্যতার রক্ষাকবচ" ।--- ভিক্টর হুগো।

৮১। "ব্যায়ামের দ্বারা যেমন শরীরের উন্নতি হয় বই পড়ার দ্বারা মনেরও তেমনি উন্নতি হয়ে থাকে" ।---- এডিসন।

৮২। "বই হল বিশ্বাসযোগ্য আয়নার মত যাতে আমাদের মনের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে- জ্ঞানী ও বীরদের মনের প্রতিবিম্বও এর থেকে বাদ পড়ে না" ।--- গিবন।

৮৩। "বই লেখাটা নিষ্পাপ বৃত্তি এবং এতে করে দুষ্কর্মের থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়"– বার্ট্রান্ড রাসেল।

৮৪। "উইদাউট থ্রী ডেজ অব রিডিং টক বিকাম্‌স ফ্লেভারলেস- তিন দিন কোন বই না পড়লে মানুষের কথায় আর সুগন্ধ থাকে না।"--- ফ্রান্সিস বেকন।

* মন্তব্য :
সংকল্পকের বই পড়া সম্পর্কে নিজস্ব মন্তব্য মনীষীদের বাণী হিসেবে গণ্য হবে না।

www.pathagar.com

জ্ঞান, বিদ্যা ও শিক্ষা সম্পর্কে মনীষীদের বাণী

_____ সংগ্রহ : সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম

০১। "বিদ্যা ভাল-মন্দ বিবেচনা করবার শক্তি এনে দেয়। বিদ্যা বেহেস্তের পথ আলোকিত করে। ইহা নির্জনে সঙ্গী, মরুভূমিতে সহচর। বিদ্যা আমাদিগকে বিমল আনন্দের দিকে নিয়ে যায়, শত দুঃখ বিপদের মধ্যেও আমাদেরকে সচল রাখে। বিদ্যা মানব সমাজের অলংকার স্বরূপ এবং শত্রু সম্মুখীন হবার অমোঘ কবচ"।
---- হযরত (সা:)।

০২। "যে অন্যদের জানে সে শিক্ষিত, কিন্তু জ্ঞানী হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে জানে। জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা কোন কাজে আসে না"– সেক্সপিয়ার।

০৩। "আমরা বই পুস্তকে যা পড়ি তা হলো বিদ্যা, তা বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে যা পাই তা হলো জ্ঞান" ।--- নোবেল বিজয়ী ড. আবদুস সালাম।

০৪। "শিক্ষা মানুষকে একটি সংহত জীবনবোধ দান করে। শিক্ষা মানুষের জীবনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির পরাগ মেলে দেয়" ।--- মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

০৫। "জীব সত্তার ঘর থেকে মানব সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা।"
--- মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

০৬। "আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতুহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধি বৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশী কিছু পারেন না।"
--- প্রমথ চৌধুরী।

০৭। "শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র শক্তিশালী করা।"
-- বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন।

www.pathagar.com

০৮। "শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সমালোচক তৈরী করা এবং একটি শিক্ষিত মনের মান এমন হবে যে সে একটি চিন্তার বিষয় গ্রহণ না করেও বিবেচনা করতে পারবে।"---এরিস্টটল।

০৯। "মানুষটা ভালো কি মন্দ এতে কিছু যায় আসে না, বিচার্য বিষয় হলো, মানুষটা জ্ঞানী বা বোকা।" -- কবি উইরয়াম ব্লেক।

১০। "শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র হচ্ছে সীমা ছাড়া ভন্ডামি"।---
(Democracy without education is Hypocrisy without limitation) --- ইংরেজদের দেশের একটি প্রবাদ।

১১। "মানুষের যে সব ভালো গুণ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়, তার যর্থাযথ বিকাশ সাধনই প্রকৃত শিক্ষা।"--- মহাত্মাগান্ধী।

১২। "I can not teach anybody anything, I can only make them think." --- Socrates.

১৩। "Knowledge is virtue, from knowledge, virtue and goodness flourish, from ignorance, he said all that is evil. "---- Socreates.

১৪। "Without Education, development can neither be broadbased not sustain"-- "শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন হবে না সার্বজনীন, না হবে টেকসই"।--

১৫। "মানুষ তার অন্তরের পবিত্রতা শিক্ষার মাধ্যমে রক্ষা করতে পারে। শিক্ষাই সর্বশক্তিমান।"--- জেমস মিল।

১৬। "এক ঘন্টার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং হাজার শহীদের জানাযায় যায় উপস্থিত হওয়ার চেয়ে এক সহস্র রজনী দন্ডয়মান হয়ে প্রার্থনা করার চেয়ে উত্তম।"--- আল হাদীস।

১৭। "যে শিক্ষার্থী শিক্ষার জন্য বহির্গত হয় আল্লাহ বেহেস্ত তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন, সে যে সব পদক্ষেপ নেয় তার প্রত্যেকটি অনুগৃহীত হয় এবং যে সব পাঠ গ্রহণ করে তার প্রত্যেকটির জন্য সে পুরস্কার পেয়ে থাকে।"--- আল হাদীস।

১৮। "জ্ঞান অন্বেষণকারীকে স্বর্গে ফেরেস্তারা খোশ আমদেদ জানাবেন।"-- আল হাদীস।

১৯। "মানুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বিদ্যা।"---- আল হাদীস।

www.pathagar.com

২০। "যে শিক্ষার জন্য জীবনপাত করে সে মরে না।"--- আল হাদীস।

২১। "আমরা বিদ্যা শিক্ষা করি প্রাণের বিকাশের জন্য।"--- আহমদ ছফা।

২২। "জ্ঞানই হচ্ছে বিধাতার দান সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় দান। যে ব্যক্তির কথা ও কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ সে ব্যক্তিই জ্ঞানী।"--- প্লেটো।

২৩। "ধনীরা জ্ঞানীদের সমীহ করে- আর গরীবদের আদেশ করে।"--- টমাস ফুলার।

২৪। "Education makes a people easy to lead but difficult to drive, easy to govern, but impossible to enslave."

২৫। "জ্ঞানের চেয়ে কল্পনা বেশি প্রয়োজনীয়"– আলবার্ট আইনস্টাইন।

২৬। "চিন্তা ছাড়া শিক্ষা হচ্ছে বৃথা, আর শিক্ষা ছাড়া চিন্তা বিপদজনক।"- কনফুসিয়াম।

২৭। "কষ্ট এবং ক্ষতির পরে মানুষ বিনয়ী ও জ্ঞানী হয়"।--- ফ্রাঙ্কলিন।

২৮। "জ্ঞানী লোকেরা কখনো পরাজয়ের পর অলসভাবে বসে থাকে না। তারা খুশির সাথে চেষ্টা করে ক্ষতিটা পূরণ করতে।"---সেক্সপিয়ার।

২৯। "যাদের ইন্দ্রিয় শক্তি অশিক্ষিত তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই।"--- রবীন্দ্রনাথ।

৩১। "বিদ্যা বুদ্ধিই যদি উপার্জনের একমাত্র মাপকাটি হতো তবে মুর্খেরা না খেয়ে মরতো।"--- শেখ সাদী (রা:)।

৩২। "চরিত্রের মধ্যে যদি সত্যের শিখা দীপ্ত না হয় তবে জ্ঞান, গৌরব, অভিজাত, শক্তি সবই বৃথা।"--- মাওলানা রুমী।

৩৩। "যে শিক্ষা আত্মাকে বলিষ্ঠ করে না, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে না, তা আদৌ শিক্ষা নয়।"--- জে, আর লাওয়েল।

৩৪। "বিদ্যা শিক্ষা না করে পণ্ডিত হবার চেষ্টা করা সর্বাপেক্ষা বড় বোকামী।"
--- হযরত ওমর (রা:)।

৩৫। "অসতর্কতা জ্ঞানের অভাবের চেয়ে ক্ষতিকর।"-- টলস্টয়।

৩৬। "জ্ঞান সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।"--- হযরত আলী (রা:)।

www.pathagar.com

৩৭। "শিক্ষার যে অংশটুকু নিজের জীবনে লাগবে, সেটুকুই হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা জীবনের মূল অংশ।"-- জে.আর লাওয়েল।

৩৮। "বড় বড় ভাবনা নিয়ে তোমার হৃদয়কে শিক্ষিত করে তোল। বীরত্বপূর্ণ কাজে বিশ্বাসীরাই জয়ী হয়।"--- ডিজরাইলী ।

৩৯। "যে কোন শিক্ষাই চর্চা ব্যতীত বলিষ্ঠ হয় না।"--- ল্যাগ ল্যান্ড।

৪০। "বিদ্যা অর্জন কর, কারণ যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্জন করে সে ধর্ম-কর্ম করছে। যে ব্যক্তি বিদ্যা চর্চা করে সে আল্লাহর প্রশংসাই করছে। যে ব্যক্তি বিদ্যা অন্বেষণ করে সে খোদার এবাদত করছে" ।- আল হাদীস।

৪১। "একজন জ্ঞানী লোক লক্ষ লক্ষ মুর্খের চাইতে অধিক শক্তিশালী"। - বায়জীদ বোস্তামী।

৪২। "শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই জীবনে পরিপূর্ণতা আসে" ।-- টমাস হুড।

৪৩। "মানুষ তার অন্তরের পবিত্রতা শিক্ষার মাধ্যমেই রক্ষা করতে পারে। শিক্ষাই সর্ব শক্তিমান।"-- জেমস মিল।

৪৪। "মানুষ যেমন দামি পকেট ঘড়ির ব্যবহার করে থাকে প্রয়োজনবোধে বার করে সময় দেখে, অনর্থক ঘড়ি বার করে সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায় না, বিদ্যা জিনিসটা দামি পকেট ঘড়ির সাথে তুলনা করা চলে। শুধু প্রয়োজনেই তার ব্যবহার নচেৎ পকেটের ভেতেরই লুকানো থাকাতেই মঙ্গল- অনর্থক ফলাও করে সবাইকে দেখিয়ে বেড়ালে শুধু অহমিকা প্রকাশ হয়" ।--- চেষ্টা ফিল্ড।

৪৫। "সকল শিক্ষার আদি, মধ্য, অন্ত শিক্ষার সার হইতেছে পরের ভাবনা ভাবতে শিখা। যাহার এ শিক্ষা নাই সে শিক্ষিত নহে। যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শিখেন নাই, তিনি বিদ্বান হইতে পারেন, বুদ্ধিমান হইতে পারেন কিন্তু তাহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। এই শিক্ষা বলিয়াই ইউরোপের উন্নতি এবং আমেরিকার অত্যন্নতি।"
-- অক্ষয় চন্দ্র সরকার।

৪৬। "ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে এই, সুশাসক সেই ব্যক্তি যে অন্যের কাজে দোষ দেখার আগে নিজের দোষ বের করে এবং তা সংশোধন করে।"
-- বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ।

৪৭। "শিক্ষা হলো একমাত্র সেইটুকুই, যা স্কুলের সব পড়া ভুলে যাবার পরও আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায়।"--- আলবার্ট আইনস্টাইন।

www.pathagar.com

৪৮। "শিক্ষা মুখস্ত করার বিষয় নয়, তা উপলব্ধি, হৃদয়ঙ্গম ও আত্মস্থ করার ব্যাপার। শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে"।
-- আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

৪৯। "The Lesson of History is that nobody takes lesson from it"
"ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে এই যে, কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না"।

৫০। শিক্ষার জন্য লেখাপড়া লাগে। ডিগ্রির জন্য লাগে না। সে জন্য একজন মার্কিন পিতা তার ছেলেকে বলেছিলেন-
" Son, you have acquired a good number of degress, Now go, get an education."

৫১। "তুমি যদি জ্ঞানী লোকদের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন গড়তে চাও, তবে তাদের কাছ থেকে যা শোন তা নোট করে রাখ।"--- চার্লস মরিস।

৫২। "শিক্ষা হচ্ছে মনের চোখ, সে চোখের দেখা কখনো ভুল হয় না।"- ফ্রান্সিস বেকন।

৫৩। "শিক্ষা ছাড়া কেউই জ্ঞান এবং নিপুনতা লাভ করতে পারে না।"-- ডেমোক্রিটাস।

৫৪। "সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তা মানুষকে মুক্তি দান করে।"-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৫। "যে ধরণের শিক্ষা একজন মানুষকে পরিচালিত করতে শুরু করে, পরবর্তী কালে সেই শিক্ষাই তার ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে।"-- প্লেটো।

৫৬। "অতিরিক্ত উপাসনার চেয়ে অতিরিক্ত বিদ্যা শ্রেয় এবং সংযমই ধর্মের অবলম্বন। সারারাত উপাসনা করার চেয়ে রাত্রে একঘন্টা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ভাল"।
--- আল হাদীস।

৫৭। "শিক্ষা বলতে কি বুঝায়? প্রাণকে সম্পূর্ণ জাগানো। প্রাণ বলতে বোঝায় সত্য আগ্রহের লক্ষ্য ধরে নিরন্তর এগোনো। আমাদের দেশের মানুষ আগ্রহহীন, মানুষের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, জ্ঞানের প্রতিও। -- শিশুকাল থেকে ছেলেদের মনে আমরা শিক্ষণীয় বিষয় ভারী করে চালাই, তাতেই শিক্ষার আগ্রহ মারা পড়ে।"
-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৮। "শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বুদ্ধিমত্তার চর্চা ও জ্ঞান আহরণের দক্ষতার বিকাশ, স্থির বিশ্বাসকে শিক্ষার্থীর মনে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা নয়।"-- বার্ট্রান্ড রাসেল।

www.pathagar.com

DAVID G. RYANS দৃষ্টিতে একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

DAVID G. RYANS এর মতে, একজন ফলপ্রসু শিক্ষক হতে হলে তার মধ্যে অবশ্যই নিম্নের ২৫টি সমালোচনামূলক আচরণ থাকবে:-

১। সে প্রাণবন্ত থাকবে। তাকে দেখে প্রবল উৎসাহী মনে হবে।
২। শিক্ষার্থী ও শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের কার্যাবলীতে তাকে আগ্রহী মনে হবে।
৩। সে হবে আনন্দব্যনজক ও আশাবাদী।
৪। সে হবে সংযত, সহজে কখনোই ভাববেগ তাড়িত হবে না।
৫। মজা করতে পছন্দ করবে, তাঁর মধ্যে রসবোধ থাকবে।
৬। নিজের ভুল চিনতে পারবে এবং নিজের ভুল স্বীকার করবে।
৭। তার মাঝে স্বচ্ছতা থাকবে, শিক্ষার্থীদের সাথে তার আচরণ হবে পক্ষপাতশূন্য (Impartial), বস্তুনিষ্ঠ।
৮। ধৈর্যশীল হবে।
৯। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সে হবে সদয় ও সহমর্মিতাপূর্ণ।
১০। শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক হবে শিষ্টাচারযুক্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ।
১১। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে।
১২। শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্ঠাকে প্রশংসা করবে এবং ভালভাবে সমাপ্তি কাজের জন্যও প্রশংসা করবে।
১৩। শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্ঠাকে অকপট বলে ধরে নেবে।
১৪। সামাজিক পরিস্থিতিতে অন্যদের প্রতিক্রিয়াও প্রত্যাশা করবে।
১৫। শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত চেষ্টা করতে তাদের উদ্দীপনা দিবে।
১৬। শ্রেণী কক্ষের কার্যপ্রণালী হবে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত।
১৭। সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে শ্রেণীকক্ষের কার্যবিধিকে নমনীয় রাখতে হবে।
১৮। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কি চাহিদা থাকতে পারে তা বুঝতে হবে।
১৯। প্রকৃত কৌশল ও শিক্ষন সামগ্রীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দীপ্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

২০। পরিস্কারভাবে, বাস্তবভাবে বিভিনন বিষয়ের ব্যাখ্যা ও প্রতিপাদন করতে হবে।
২১। নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে সঠিক ও আনুপাঙ্খিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
২২। নিজেদের সমস্যার মাঝে কাজ করতে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করবেন ও তাদের সুসম্পন্ন কাজের মূল্যায়ন করবে।
২৩। শান্ত, গম্ভীর ও ধনাত্মক আচরণের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা আনয়ন করবে।
২৪। স্বেচ্ছায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে।
২৫। অনুদ্ভুত সমস্যা সমূহের ক্ষেত্রে পূর্বেই সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে ও সে বিষয়ে পূর্বেই পদক্ষেপ নিবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

উৎস: ইকবাল খান (পিএইচডি) ইত্তেফাক- ০৩-০৪-২০০২
সংগ্রহে : সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম।

www.pathagar.com

দু'বছরের পড়াশোনা ভালভাবে রিভিশন দেয়া উচিত

জনকণ্ঠ ৩০.০৪.২০০৬
মিঞা লুৎফুর রহমান
উপাধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের এই মুহূর্তে করণীয় কী?
মিঞা লুৎফুর রহমান: এই সময় তাদের দু'বছরের পড়াশোনা খুব ভালভাবে রিভিশন দেয়া। অহেতুক এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে। দু'টি বছর নিজেরা চিন্তাভাবনা করে যে প্রস্তুতি নিয়েছে পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য তা যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

ভালফলের জন্য কী কী কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে?
মিঞা লুৎফুর রহমান: ভাল ফলের জন্য প্রতিটি বিষয়ের ওপর ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। যেসব প্রশ্নের উত্তর খুব ভাল হবে সেগুলো আগে উত্তর করা ভাল। ভাল মানের লেখার ওপর পরীক্ষার ফল নির্ভর করে। সম্পূর্ণরূপে টেনশনমুক্ত হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

এ সময় নতুন কিছু পড়া কি ঠিক হবে?
মিঞা লুৎফুর রহমান: এ সময় নতুন করে পড়া ঠিক হবে না কারণ পরীক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি আছে। এই মুহূর্তে পূর্বকালীন পড়াশোনা রিভাইস দিতে হবে। আমি মনে করি এখন পড়া আয়ত্ত করার সময় নয়। পড়া রিভাইসের সময়। এখন নতুন পড়া করতে গেলে পুরনো পড়া বোলার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

মডেল টেস্ট প্রস্তুতির সহায়ক কতটুকু?
মিঞা লুৎফুর রহমান: মডেল টেস্ট সম্পূর্ণ একটি কর্মাশিয়াল ব্যাপার। আমি মনে করি নিজের দু'বছরের পড়াশোনা নিজেই সময় ধরে মডেল টেস্ট দিলে ও পরে রিভাইস দিলে দেখা যাবে নিজের ভুল নিজেই ধরতে পারবে। এটি ছাত্র-ছাত্রীদর জন্য বেশি সহায়ক।

অভিভাবকদের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?
মিঞা লুৎফুর রহমান: সব অভিভাবক চান তাঁদের সন্তান পরীক্ষায় ভাল করুক। আর এ জন্য অভিভাবকের সবসময় সচেতন হতে হবে। সন্তান ঠিকমতো পড়াশোনা করে কিনা, খাওয়া-দাওয়া করে কিনা, সঠিক সময় ঘুমাতে যাচ্ছে কিনা এবং আমাদের দেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে যে যানজট তাতে ঠিক সময়মতো পরীক্ষার হলে পৌঁছতে হবে সে দিকে অভিভাবকের সচেতন থাকতে হবে।
গ্রন্থনা- নাহিদ হাসান

www.pathagar.com

আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর সমান গুরুত্ব দেয়া উচিত

জনকণ্ঠ ৩০.০৪.২০০৬

সৈয়দা নুরুন্নাহার বেগম
অধ্যক্ষ রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা।

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের এ মুহূর্তে করণীয় কী?

সৈয়দা নুরুন্নাহার: সবরকমের দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে প্রতিটি বিষয় বার বার অনুশীলন করতে হবে। যে বিষয়গুলোতে সমস্যা আছে সেগুলোর মনোযোগ সহকারে ভালভাবে রিভিশন দিতে হবে। যে কোন পরীক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরীক্ষার হলে যাওয়া পর পূর্ব পর্যন্ত সঠিক প্রস্তুতি।

পরীক্ষায় ভাল করার জন্য কী কী কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে?

সৈয়দা নুরুন্নাহার:এইচএসসি ভর্তি হওয়ার পর থেকেই রুটিন মাফিক লেখাপড়া করা, আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলোয় সমান গুরুত্ব দেয়া এবং সুপরিকল্পিতভাবে সময়ের সদব্যবহার করা। সেই সঙ্গে সুষম খাদ্য গ্রহণ ও পরিমিত বিশ্রাম একজন শিক্ষার্থীর ফল বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক।

সিলেবাস শেষ করতে না পারলে, কীভাবে এই স্বল্প সময়ে প্রস্তুতি নেবে?

সৈয়দা নুরুন্নাহার: বর্তমান সময়ের প্রশ্নপত্রের ধারানুযায়ী কোন অধ্যায়ই একেবারে বাদ দেয়া ঠিক নয়। সিলেবাসের সব অংশের ওপরই মোটামুটি একটা ধারণা রাখা প্রয়োজন। যদি কারও সিলেবাস শেষ না হয় তবে নার্ভাস না হয়ে যতটা সম্ভব প্রস্তুতি নেয়ার চেষ্টা করা উচিত।

এ+ পেতে চতুর্থ বিষয়ে ভূমিকা কি?

সৈয়দা নুরুন্নাহার: এ+ পেতে চতুর্থ পত্রের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি, বাংলায় এ+ না পেলেও চতুর্থ বিষয় এ+ পেতে সাহায্য করবে।

মডেল টেস্ট কি প্রস্তুতির সহায়ক?

সৈয়দা নুরুন্নাহার: মডেল টেস্ট যে কোন পরীক্ষার ক্ষেত্রেই সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক। প্রাক প্রস্তুতি হিসাবে মডেল টেস্টের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

উত্তরপত্রে উপস্থাপনা ভাল ফল কী ভূমিকা রাখে?

সৈয়দা নুরুন্নাহারঃ পরীক্ষকের দুটি আকর্ষণের জন্য চমৎকার উপস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। যথাযথ উপস্থাপনা থেকে পরীক্ষার্থীর লেখার মান ও কৌশল সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, যা ভাল ফল বিকাশে ভূমিকা রাখে।

ভাল ফলের মানসিকতাই ভাল ফলের পূর্বশর্ত- আপনার মন্তব্য কি?

সৈয়দা নুরুন্নাহারঃ অবশ্যই। একজন ভাল ছাত্রকে সবসময় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ সাধনার সঙ্গে সিদ্ধি লাভের একই যোগসূত্র রয়েছে।

অভিভাবকদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি?

সৈয়দা নুরুন্নাহারঃ ভাল ফল করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র অভিভাকদের পক্ষেই সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বিষয়টি খুবই জরুরী

জনকণ্ঠ ৩০.০৪.২০০৬

ডা. সজল আশফাক

পরীক্ষা মানেই টেনশন ও উৎকণ্ঠা, পরীক্ষা মানেই পরিশ্রম। পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বে শারীরিক চাপটাই প্রধান হলেও পরীক্ষার ঠিক আগে আগে সাথে মানসিক চাপটাও যোগ হয়। কেউ কেউ পরীক্ষা নিয়ে বাড়তি মানসিক চাপের মধ্যে পড়েন। এই মানসিক চাপ অনেক পরীক্ষার্থীকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। পরীক্ষা নিয়ে টেনশন করেন না এমন পরীক্ষার্থী পাওয়া যাবে না। এই বিষয়টিকে বলা হয় পরীক্ষাভীতি। পরীক্ষা নিয়ে টেনশনের বিষয়টি নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা অযথাই টেনশনে ভোগেন। প্রস্তুতি শত ভাল হওয়ার পরও এঁদের টেনশনের অন্ত নেই। আর এক ধরণের পরীক্ষার্থী আছেন যাঁরা সব সময়েই সব কিছু নিয়ে একটু কম টেনশন করেন। এঁরা প্রকৃতিগতভাবেই এই টেনশনহীনতা অর্জন করে থাকেন। এঁরা অল্প প্রস্তুতি নিয়েও পরীক্ষা ভাল করেন, কারণ এঁরা জানেন তা পরীক্ষার খাতায় লিখে আসতে পারেন।

পরীক্ষার সময় পড়াশোনা করতে হয়, প্রস্তুতির প্রায় পুরো ঘটনাটা ঘটে মস্তিষ্ককে নিয়ে। মস্তিষ্কের প্রভাব পরে গোটা শরীরে। এ সময় মস্তিষ্ককে একটু বেশি কাজ করতে হয়। অন্য সময় মস্তিষ্ক যে কাজ ছাড়া বসে থাকে তা কিন্তু নয়। মস্তিষ্ককে যে যত বেশি ক্রিয়াশীল রাখবে সে পরীক্ষায় তত বেশি ভাল করবে। অর্থাৎ যে নিয়মিত পড়াশোনা করবে তার মস্তিষ্ক তত বেশি ক্রিয়াশীল থাকবে।

পরীক্ষার সময়ে মানসিক চাপের অন্যতম কারণ হচ্ছে এডরেনালিন নামক হরমোনের অতিরিক্ত নিঃসরণ। এডরেনালিন শরীরের জন্য একটি প্রয়োজনীয় হরমোন যা শরীরকে সক্রিয় হওয়ার কাজে উদ্দীপনা যোগায়। কিন্তু অতি মানসিকচাপ এই এডরেনালিন হরমোনের নিঃসরণকে বাড়িয়ে দেয় এবং কিছু অস্বস্তিকর উপসর্গের সৃষ্টি করে। তবে শারীরিক পরিশ্রমে এই এডরেনালিন ব্যবহৃত হয়। তাই শারীরিক পরিশ্রমে এই এডরেনালিনের মাত্রা কমে আসে। সুতরাং অতি মানসিক চাপের ফলে নিঃসরিত

www.pathagar.com

এডরেনালিনের মাত্রা কমাতে হালকা ব্যায়াম করতে হবে। এই ব্যায়াম শরীরে উদ্যম ফিরিয়ে এনে মনকে চাঙ্গা করে তুলবে এবং অতি এডরেনালিনজনিত উপসর্গ যেমন- বুকের ধুকপুকানি, ঘনঘন শ্বাস, মাংসপেশির খিঁচুনিভাব ইত্যাদি কমিয়ে আনবে।

পরীক্ষার সময় কায়িক পরিশ্রম না হলেও স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি ক্ষুধা পায়। কিন্তু সাথে মানসিক চাপ যোগ হওয়ার ফলে মুখে রুচি থাকে না অনেকের। খাওয়ার সময় গিলতে অসুবিধা হয়, মুখ শুকিয়ে থাকে। পরীক্ষার টেনশনে অনেকের মুখে একধরণের আলসার দেখা দেয়, এই আলসার খুবই কষ্টদায়ক। এই আলসারের নাম- এ্যাপথাস আলসার। অন্যান্য মানসিক চাপ থেকেও এ্যাপথাস আলসার হতে পারে। তবে পরীক্ষার্থীদের মধ্যেই এটি বেশি দেখা যায়।

পরীক্ষার সময় অনেকেরই ঠিকভাবে ঘুম হয় না কিংবা নিদ্রাহীনতায় পেয়ে বসে অনেকের। এই নিদ্রাহীনতা পরীক্ষার্থীর জন্য সুফল বয়ে আনে না।

পরীক্ষার ঠিক আগে আগে অনেকেই আক্রান্ত হয়ে থাকে টেনশন ডায়রিয়ায়। এই ডায়রিয়া জীবানুঘটিত ডায়রিয়া নয়। পরীক্ষার টেনশনের ফলে পরিপাকতন্ত্রের সংকোচন প্রসারণ বেড়ে যায় ফলে বারবার বাথরুমের চাপ দেখা দেয়, ঘনঘন পাতলা পায়খানা হতে থাকে।

পরীক্ষা সময় কেউ কেউ অমনোযোগী হয়ে পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এইটাও একটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। যার নাম অ্যাটেনশন ডেফসিট ডিসঅর্ডার উইথ হাইপার অ্যাকটিভিটি (এ.ডি.এইচ.ডি)। এই সমস্যায় আক্রান্ত পরীক্ষার্থী অমনোযোগীতার পাশাপাশি আচরণে অস্বাভাবকি আচরণ করে থাকে। এজন্য সত্তর মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

পরীক্ষার আগে চাঙ্গা থাকার জন্য অনেকেই চা কফি গ্রহণ করে থাকেন। এই চা কফি শরীরকে চাঙ্গা রাখে। কিন্তু অনেকেই এ সময় অতিরিক্ত চা কফি গ্রহণ করে থাকে, যা কিছুটা শারীরিক সমমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। অতিরিক্ত চা কফি নিদ্রাহীনতা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এ সময়ে চা কফি গ্রহণ করা যাবে তবে তা যেন মাত্রারিক্তি না হয়। এ সময়ে দৈনিক ৪/৫ কাপ চা কফি গ্রহণ করলে কোন সমস্যা নেই। অনেক রাতে জেগে পড়াশোনা করার বিষয়টি পরীক্ষার প্রস্তুতির একটি প্রচলিত বিষয় হলেও এটি শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীর জন্য সুফল বয়ে আনে না। পড়াশোনার জন্য সকালবেলা, দুপুর ও সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সময়কে বেচে নেয়া ভাল। রাত ও বিকেলের সময়টিকে রাখা যেতে পারে ঘুম ও বিশ্রাসের জন্য। অনেকে বিকেলবেলা পড়তে অভ্যস্ত। এ সময়টাকে পড়াশোনার কাজে লাগাতে চাইলে, একা একা না পড়ে ইতোপূর্বের পড়াগুলোকে যাচাই করে নেয়ার জন্য অন্যাদের সঙ্গে আলোচনা করা ভাল। বিকেলে পড়াশোনা নিয়ে ডিসকাশন খুবই কাজে আসে।

www.pathagar.com

শুধুই পড়লেই হবে না। পড়ে পড়ে অন্যের পড়া শুনতে হবে, একা লিখতে হবে। এভাবেই সম্পন্ন হবে প্রস্তুতি। পরীক্ষার আগে এবং পরীক্ষার সময় শরীরটাকে সুস্থ রাখা খুবই জরুরী। এ জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

* এ সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শরীরে যাতে কোন রোগ আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা। বিশেষ করে পানিবাহিত রোগ যেমন-ডায়রিয়া, ফুড পয়জনিং, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস বা জন্ডিস সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এই সব রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য কোনক্রমেই বাসি খাবার, বাইরের খোলা খাবার খাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে ফুটানো বিশুদ্ধ পানি।

* পরীক্ষার শরীরের জন্য বাড়তি পুষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। তবে যারা নিয়মিত সুষম খাবার গ্রহণ করে থাকে তাদের জন্য খুব বেশি বাড়তি খাবারের দরকার নেই। কিন্তু মস্তিষ্ককে সুস্থ ও কার্যকর রাখার জন্য শস্যদানা জাতীয় খাবার, দুধ, সবজি, ডিম গ্রহণ করা যেতে পারে।

* পরীক্ষার সময় পড়াশোনার সময়টি নির্দিষ্ট করে অতিরিক্ত রাতজাগা থেকে বিরত থাকা থাকতে হবে। অতিরিক্ত রাতজেগে পড়াশোনা অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। মনে রাখতে হবে পড়াশোনায় মনোনিবেশের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ঘুমেরও প্রয়োজন রয়েছে।
* প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত আধাঘন্টা আগে পড়াশোনার পূর্ব আপাতত শেষ করে কিছুক্ষণ রিল্যাক্স করতে হবে। কিছুটা সময় নিজের মতো উপভোগ করতে হবে। এতে রাতের ঘুমটা ভাল হবে।

* পরীক্ষার আগে নিয়মিত অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটাহাটি অতি এডরেনালিনজনিত মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে। তাই হাঁটতে হবে।

* টেনশন কমানোর জন্য ইয়োগা বা যোগ ব্যায়াম কিংবা মেডিটেশন করা যেতে পারে। এতে শরীর কিছুটা রিল্যাক্স হয়। মেডিটেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এ সম্পর্কে আগে থেকে খোঁজখবর থাকলে ভাল। মেডিটেশন সম্পর্কে জানা না থাকলে দৈনিক ১৫ মিনিট চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে বুক ভরে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নিতে ইতিবাচক চিন্তায় বা কল্পনায় আপন মনে হারিয়ে যেতে হবে।

টেনশন পরীক্ষার্থীদের অন্যতম সমস্যা। এই টেনশন দূর করতে পরীক্ষায় কৌশলগত প্রস্তুতির বিকল্প নেই।

পরীক্ষা নিয়ে কিছু হাস্যকর কিছু ভুল ধারণাও রয়েছে। অনেকেই মনে করেন পরীক্ষার আগে ডিম খেলে পরীক্ষায় গোল্লা পাবে। আসলে বিষয়টি একেবারেই মনগড়া। পরীক্ষার আগে ডিমের প্রয়োজন আছে শরীরের পুষ্টির জন্য।

www.pathagar.com

পরীক্ষার আগে অনেকেই বেশি বেশি খেয়ে থাকেন। মনে করেন এ সময় বেশি খেলে মেধা বাড়বে। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা ঠিক নয়। এ সময়ে অতিভোজন অনেক সময় শরীরকে অলস করে তুলতে পারে, অতিরিক্ত ঘুমের উদ্রেক করতে পারে, যা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যাহত করবে।

পরীক্ষার আগের দিন কখনই অতিরিক্ত পড়াশোনা করা যাবে না। পরীক্ষার কেন্দ্র এবং পরীক্ষার সময় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। পরীক্ষার দিন যাতে পরীক্ষার কেন্দ্র খুঁজে বের করতে না হয়। আর পরীক্ষার হলে পৌঁছানোর জন্য বাহন এবং পর্যাপ্ত সময় হাতে রাখতে হবে। পরীক্ষার আগের রাতেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ, প্রবেশপত্র ইত্যাদি একটি বাক্সে তৈরি অবস্থায় রেখে দিতে হবে। আগের দিন বাড়তি ক্যাফেইন এবং নিকোটিন গ্রহণে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনে কিছুটা সময় রিল্যাক্স করতে হবে। পরীক্ষার আগের রাতে পরীক্ষা নিয়ে কোন নেতিবাচক চিন্তা মাথায় ঢোকানো ঠিক হবে না। বন্ধুর সঙ্গে, 'এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা পড়া হয়নি, প্রশ্ন খুব হার্ড হবে শুনেছি' এ জাতীয় কথা চালাচালি না করাই উত্তম।

এ ছাড়া পরীক্ষার্থীকে প্রস্তুতি নিয়ে আস্থাশীল থাকতে হবে। পরীক্ষার্থীকে আশ্বস্ত করতে পরিবারেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। টেনশন দূর করতে কনফিডেন্স নিয়ে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। মনে রাখতে হবে জীবনে পরীক্ষা থাকবেই। আর এই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে পরীক্ষাকে জয় করতে হবে। পরীক্ষা ছাড়া জীবন হয় না। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে না ভেবে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। কারণ জীবন এক চলমান প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে রয়েছে পরীক্ষা। পরীক্ষা একটি স্বাভাবিক বিষয়। এটি জীবনেরই অংশ। কাজেই এ নিয়ে বাড়তি টেনশনের দরকার নেই। পরীক্ষার মধ্যে চড়াই উৎরাই থাকবে। কোন পরীক্ষা কার জীবনে সাফল্যের দ্বার খুলে দেবে তা কেউই জানে না। সুতরাং পরীক্ষা নিয়ে অযথা টেনশন নয়।

www.pathagar.com

ভাল ফলের জন্য প্রতিটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ

——— রোয়েনা হোসেন
অধ্যক্ষ
ভিকারুননিসা নুন স্কুল ও কলেজ

শেষ সময়ের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত?

রোয়েনা হোসেন: একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সামগ্রিক শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর এইচএসসি পরীক্ষার ফল নির্ভর করে থাকে। তার পরেও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ফল ভাল করার একটি অপরিহার্য কাজ। এই স্বল্প সময়ে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে প্রতিটি বিষয় রিভিশন দেয়া প্রয়োজন। এই সময়ে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, অনুশীলন ও দক্ষতার ওপর ফলাফলের মান অনেকখানি নির্ভরশীল। বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি কেমন হওয়া প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থীর ভাল ফলাফলের জন্য প্রতিটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সকল বিষয়ের প্রতিই যত্নশীল হতে হবে। এ কথাও সত্য যে, শিক্ষার্থীদের কাছে সকল বিষয় সমান, কঠিন বা সহজ নয়। সে ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের উপস্থাপন কৌশল নম্বর প্রাপ্তির পদ্ধতি এক রকম নয়। অতএব সে ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকের নির্দেশনাকে অনুসরণ করে চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। তাছাড়া পাঠ্যবইকে গুরুত্ব দেয়া, লেখার প্রাকটিস করা, টেস্ট পেপারের প্রশ্নাবলি থেকে প্রশ্নের ধরণগুলোক লক্ষ্য করা এবং চর্চা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দিতে হতে। চতুর্থ বিষয়টিকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা শিক্ষার্থীর জিপিএ, উত্তরণে এই চতুর্থ বিষয়ের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

ইংরেজিতে ভাল করতে হলে করণীয় কী?

রোয়েনা হোসেন: ইংরেজি দুটি পত্রকেই গুরুত্ব দিতে হবে। টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ করে উত্তর শিখতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিষয় থেকে প্যারাগ্রাফ লেখার প্র্যাকটিস করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য আঙ্গিকের প্রশ্ন যেমন: শূন্যস্থান পূরণ, বাক্য গঠন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শুদ্ধ ইংরেজিতে, শুদ্ধ বানানে, শুদ্ধ বাক্য গঠনে যথাযথ আঙ্গিকে উত্তর লিখতে ইপ্সিত নম্বর পাওয়া সম্ভব।

www.pathagar.com

বিভাগভিত্তিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে করণীয় কি?

রোয়েনা হোসেন: প্রতিটি বিভাগের জন্যই আবশ্যিক বিষয়সমূহ সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের নম্বর উত্তরণের পথটি পরিশ্রমসাধ্য বটে, তবে কিছুটা সহজসাধ্যও। তাছাড়া ব্যবহারিক অংশ আছে এমন বিষয়গুলো নির্দিষ্ট নিয়মে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করলে নম্বর পাওয়া যায়। মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য নম্বর তোলা খুব সহজসাধ্য নয় বলেই বিষয়ভিত্তিক নিয়মে পুন: পুন: অনুশীলন করতে হবে। নিজের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সময় বিভাজন করে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীদের হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ এই দুটি বিষয়ে অধিকতর অনুশীলন প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের দিকেও যত্নশীল হতে হবে।

সময় বন্টন কেমন হওয়া উচিত?

রোয়েনা হোসেন: পরীক্ষার্থী বিষয়ভিত্তিক নিজের সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে সময় বন্টন করে নিজস্ব রুটিনে পড়াশোনা করবে। যেসব বিষয়ে নিজের দুর্বলতা আছে সেসব বিষয়ে বেশি সময় দিতে হবে।

প্রশ্নের উত্তর কেমন হবে?

রোয়েনা হোসেন: প্রশ্নোত্তরের ধরণ অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসারে হতে হবে। সফল বিষয়ের জন্য এটুকু বলা যায় যে, প্রশ্নের মান ও আঙ্গিক রক্ষা করে উত্তর লিখতে হবে। উত্তর অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে। উত্তরে অপ্রয়োজনীয় কিছু লেখা যাবে না। কোন কোন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর চাওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশের উত্তর যথাযথভাবে লিখতে হবে। প্রতিটি অংশের জন্যই নম্বর বরাদ্দ করা থাকে। উত্তর যুক্তিসঙ্গত, স্বচ্ছ ও সঠিক আয়তনে লিখতে হবে।

পরীক্ষার আগে অভিভাবকদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

রোয়েনা হোসেন: পরীক্ষার আগে অভিভাবকদের নিজ নিজ সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সন্তানের পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে এবং একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারে। ফলাফল সম্পর্কে সন্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা অনুচিত। তার মনোবল দৃঢ় রাখার জন্য তাকে সব সময় সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে।

শেষ মুহূর্তে নতুন কিছু পড়া উচিত কিনা?

রোয়েনা হোসেন: এই বিষয়টি পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে নতুন কিছু পড়তে গিয়ে অর্জিত বিষয়গুলো যেন অবেহলা না করা হয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষার আগের রাতের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত?

রোয়েনা হোসেন: পরীক্ষার আগের রাতে পড়া বিষয়গুলো শেষবারের মতো রিভিশন দিতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় পাঠ্যপুস্তক যথাসম্ভব পড়ে নিতে হবে। পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে শেষ রিভিশন বেশ সহায়ক। তবে এ রাতে শারীরিকভাবে বিশ্রাস ও ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজন। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন কলম, প্রেন্সিল, প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ইত্যাদি গুছিয়ে রাখতে হবে। নিজের প্রতি আস্থা ও মানসিক বল এই মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন।

গ্রন্থনা- রাহুল শর্মা

www.pathagar.com

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জন করার জন্য যা যা করণীয়

জনকণ্ঠ ॥ ৩০ এপ্রিল ॥ ২০০৬

এমএস আফরোজ আক্তার
উপাধ্যক্ষ (কলেজ), রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

১। পরীক্ষার শেষ সময় নতুন কিছু পড়া ঠিক হবে না, যা পড়া হয়েছে তা ভাল ভাবে রপ্ত করার চেষ্টা কর।

২। অবহেলায়/পরে পড়লেও চলবে- এই ধরণের মানসিকতা নিয়ে সময় নষ্ট করার সময় এখন আর তোমাদের হাতে মোটেই নেই।

৩। সিলেবাসের নোট তৈরি করা হয়ে গেছে, পুনর্পাঠ চলছে, কোচিং ক্লাশ বিষয়ভিত্তিক প্রোগ্রেস টেস্ট চলছে এবং সেই সাথে চলছে শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক পরামর্শ।

৪। নোটগুলোর মান আরও উন্নত করার জন্য শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে কিছু অতিরিক্ত 'পয়েন্ট' যোগ করে নিতে হবে। যাতে নম্বর ৯০+ ওঠে; তবেই নিশ্চত হওয়া যাবে যে জিপিএ-৫ পাবে।

৫। দৃঢ় মনোবল ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে তুমি ভাল ফল করবেই।

৬। এখন শুধু প্রশ্নের উত্তরগুলো বার বার লিখতে হবে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং নোটের সাথে মিলিয়ে কারেকশন করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের দিয়ে 'চেক' করাতে হবে।

৭। কোচিং ক্লাশে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে। সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৮। এই সময় অভিভাবকদের তাদের সন্তানের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে-

ক) অধিক রাত জেগে যেন লেখাপড়া না করে।

খ) নিয়মিত যেন পরিমিত খাবার খায়।

গ) কোন অবস্থাতেই অসুস্থ হওয়া চলবে না।

ঘ) প্রায়ই পরিবারের সদস্যগণ তাদের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেবেন এবং উৎসাহ দেবেন যাতে আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করে।

৯। বাংলা মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বইয়ের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেশ কিছু বই পাওয়া গেলেও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য এখন পর্যন্ত কোন বই প্রকাশিত হয়নি। বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকদের নোটের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এতে সুবিধা হলো হুবহু নোটি লিখে দিয়ে আসতে পারলে তাদের জন্য এ+ নিশ্চিত বলা যায়।

www.pathagar.com

১০। ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বইয়ের সংখ্যা কম হওয়ায় তাদেরও উচিত সুন্দর করে নোট তৈরি করে নেয়া এবং সেই অনুযায়ী পড়াশোনা করা।

১১। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের আশার ব্যাপার হলো, তুলনামূলকভাবে তারা (রাজউক কলেজে) বাংলা মাধ্যমের চেয়ে ভাল ফল করে। কারণ বই স্বল্পতার জন্য এবং বিদেশী ভাষায় পড়াশোনা করতে হয় বলে তারা লেখাপড়ায় বেশি মনোযোগী হয়। তোমাদের জন্য আমার উপদেশ- এই অভ্যাসটি ধরে রাখবে তবেই আগামীতে আরও ভাল রেজাল্ট করতে পারবে।

১২। সব বিভাগের এবং মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমার উপদেশ-পরিশ্রমের বিকল্প নেই। এই কথাটি মনে রেখে লেখাপড়ায় অধ্যবসায়ী হবে। ইনশাল্লাহ ভাল রেজাল্ট করবে। সুস্থ দেহ, সুস্থ মন এবং ভাল প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পার। এখন সবকিছু নির্ভর করছে তোমাদের ওপর। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।

www.pathagar.com

সব বিষয়েই সমান গুরুত্ব পাবে

——— জসীম উদ্দিন আহমেদ
অধ্যক্ষ
অগ্রণী স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

পরীক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের জন্য পরীক্ষার আগের দিনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভীতি দূর করা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে ১৫ মিনিট আগে পরীক্ষা শেষ করার জন্য প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা সহায়ক ভূমিকা রাখে। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে। মূলত এখানেই গ্রেড পয়েন্ট ৫ পাওয়া নির্ভর করে। বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজিকে কম গুরুত্ব দেয়। এটা না করে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা কোনো এক বিষয়ে ৮০ শতাংশের কম নম্বর পেলে জিপিএ-৫ পাওয়া যাবে না, যদি না চতুর্থ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত গ্রেড পয়েন্ট যোগ করা সম্ভব হয়। আবার ৩৩ শতাংশের কম কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হলে রোল নম্বরের পাশে এফ লেখা থাকবে।

মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি লিখতে হয়, সে জন্য পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করার জন্য সঠিক প্রশ্ন নির্বাচন করে নিতে হবে। ব্যবসায় শাখার শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি সব বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। পরীক্ষার আগের রাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন- প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড গুছিয়ে রাখা এবং অধিক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা না করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

www.pathagar.com

ভালো নম্বর পেতে পরীক্ষা দাও পরিকল্পনা মতো

——— বাদল চৌধুরী
শিক্ষক
ঢাকা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

মন শান্ত রাখবে: পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে মনটাকে একেবারে শান্ত রাখবে। কারণ মন ধীরস্থির না হলে পরীক্ষা ভালো হবে না। অনেক জানা বিষয়ও মনে পড়বে না। পরীক্ষার হলে গিয়ে কোনো বন্ধুর সঙ্গে ওল্টাপাল্টা কথাবার্তা কিংবা হইচই করবে না। চুপ করে তোমার নির্ধারিত আসনে বসে থাকবে।

নির্ধারিত আসনে বসো: পরীক্ষার ওয়ার্নিং বেল পড়লে পরীক্ষার হলে ঢুকে নিজের জায়গায় বসে পড়ো। সাধারণত ফাইনাল বেল পড়ার ১৫ মিনিট আগেই উত্তরপত্র দেওয়া হয়। খাতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপত্রটির দুই ধারে প্রয়োজনে সুন্দর করে মার্জিন দিয়ে দাও। প্রশ্ন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করো। এ সময় তোমার ঘড়ির সঙ্গে হলের ঘড়িটা মিলিয়ে নেবে।

প্রশ্ন পড়া: প্রশ্ন পাওয়ার পর ভালোভাবে প্রশ্নটা পড়বে। দেখে নাও সব বিভাগে জানা প্রশ্ন পেয়েছ কিনা। জানা প্রশ্নগুলোর পাশে ছোট করে দাগ দাও। অর্থাৎ প্রথমেই কোন কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবে তা নির্বাচন করে ফেলো। এর জন্য সময় নষ্ট করা যাবে না। তারপর প্রশ্ন দেখে, তা নির্বাচনের জন্য তুমি পাঁচ মিনিট সময় পাবে।

পরিষ্কার খাতা : উত্তরপত্রটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বিশেষভাবে দরকার। কোথাও যেন কাটাকাটি না হয়। তোমার খাতা দেখে পরীক্ষক যেন অবাক হয়ে যান। কী সুন্দর লেখা! কখনো যদি কিছু কাটাতেই হয় তবে এক টানেই কাটবে।

জেনে রেখো : উত্তরপত্রে প্রশ্নের নম্বর উপরে পুরোপুরিভাবে লিখবে। কেবল ক, খ, গ ইত্যাদি লিখবে না। লিখবে ১নং প্রশ্নের উত্তর (ক)। সেজন্য নম্বর উল্লেখ করে বড় করে লিখবে।

www.pathagar.com

উত্তর লেখার শেষে: প্রতিটি উত্তর লেখা শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুটা ফাঁক দিয়ে পরের উত্তর লিখবে। প্রয়োজনে দেড় ইঞ্চি ফাঁক রাখবে। এর ফলে দুটি প্রশ্ন যে আলাদা তা বোঝা যাবে এবং পরীক্ষকের পক্ষে নম্বর দিতে সুবিধে হবে।

ধারাবাহিকতা রাখবে : যদি তোমার সব বিভাগের যে কতটা প্রশ্ন লিখতে হবে সবই জানা থাকে তা হলে উত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখবে। প্রথমে ১ নম্বরের উত্তর, তারপর ৩ নম্বর, ৯ নম্বর। এলামেলোভাবে লিখলে দেখতেও ভালো লাগে না। সে ক্ষেত্রে তোমার প্রস্তুতির দুর্বলতাও ধরা পড়বে।

অনুচ্ছেদ করে লেখো: প্রতিটি বড় প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় ভূমিকা বিষয়বস্তু, সমালোচনা বা মূল্যায়ন ও উপসংহার লিখবে। উপসংহার না লিখলে প্রশ্নের উত্তর শেষ হয়েছে কিনা, তা বোঝা যাবে না। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষক যথাযর্থ নম্বর নাও দিতে পারেন। বিষয়বস্তু লেখার সময় পৃথক অনুচ্ছেদ ব্যবহার করবে। পয়েন্ট থাকলে তা আলাদা অনুচ্ছেদ করে লিখবে।

কোনো প্রশ্ন বাদ দেবে না : যদি কোনো প্রশ্ন ভালো করে জানা নেই অথচ লিখতেই হবে বা হয়তো একটাও জানা প্রশ্ন পাওনি এমন হয়, সে ক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সবশেষে লিখবে। উত্তরটা লেখার আগে কয়েক মিনিট ভেবে নাও। তারপর প্রশ্নটা কোন ধরণের তার ওপর নির্ভর করে একটা ভূমিকা লেখো। কী পরিস্থিতি তা একটু গুছিয়ে সুন্দর করে নিজের ভাষায় লিখবে। এরপর যতটুকু মনে পড়ছে সেই ব্যাপারটা অনুচ্ছেদ করে সাজিয়ে লেখো। শেষে একটা উপসংহার লিখবে। উত্তর ছোট হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু কোনো কারণেই ছেড়ে দেবে না। ছেড়ে দিলে নম্বর অনেকটা কমে যাবে।

সময় মেনে উত্তর লেখা : প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় ঘড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে লিখবে।

তাই পরীক্ষার হলের সঙ্গে ঘড়িটা মিলিয়ে নেবে। খুব ভালোজানা থাকলেও বেশি লেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ একটা প্রশ্নের উত্তর বেশি লিখলে অন্য প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় কম হয়ে যাবে।

বেশি লিখলেই যে বেশি নম্বর পাওয়া যায় এমন ধারণা ভুল। উত্তরটা গুছিয়ে যথাযথ লিখলেই হবে।

www.pathagar.com

জেনে রেখো ১০টি দরকারি পরামর্শ

——————— দেবব্রত দাস
সিনিয়র শিক্ষক
ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ল্যাবরেটরি কলেজ, ঢাকা।

সামনেই এইচ,এস,সি পরীক্ষা শুরু। এখন শেষ মুহূর্তে জেনে রাখো, পরীক্ষায় ভালো করতে হলে কী কী করা দরকার।

১। উত্তরপত্রটি এক কথায় পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। সাজিয়ে সুন্দর করে উত্তর পরিবেশন করা প্রয়োজন।

২। উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পরীক্ষার বিষয়, পত্র, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে।

৩। উত্তর লেখার সময় শুরুতেই প্রশ্নের নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে। একই প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর একসঙ্গে রাখার চেষ্টা করবে।

৪। একই প্রশ্নের তিনটি অংশের উত্তর একসঙ্গে জড়িয়ে লিখবে না। একটি অংশের উত্তরের শেষে একটু জায়গা ছাড় দিয়ে পরের অংশের উত্তর লিখবে।

৫। বড় প্রশ্নের তিনটি অংশের উত্তর একসঙ্গে জড়িয়ে লিখবে না। একটি অংশের উত্তরের শেষে একটু জায়গা ছাড় দিয়ে পরের অংশের উত্তর লিখবে।

৬। একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলে গেলে, কিছুটা জায়গা ছাড় দিয়ে পরের প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু করবে।

৭। খেয়াল রাখবে, হাতের লেখা যেন সুন্দর হয়। দুটি লাইনের মাঝে ফাঁক রেখে পরিষ্কারভাবে লিখবে।

৮। বানানের দিকে নজর রাখবে। বানান যেন বেশি ভুল না হয়।

৯। একটু পড়েই প্রশ্নের উত্তর লিখবে না। আগে প্রশ্নটি ভালো করে পড়ো। প্রশ্নে কী চেয়েছেন ভালো করে বুঝে নাও। তারপর উত্তর করো।

১০। শুধু লেখা নয়, উত্তরের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি ও মানচিত্র দেওয়ার চেষ্টা করবে।

www.pathagar.com

পরীক্ষার খাতা কেমন হবে জেনে নাও

——————— দেবব্রত দাস
সিনিয়র শিক্ষক
ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ল্যাবরেটরি কলেজ, ঢাকা।

প্রতিটি এইচএসসি পরীক্ষার্থীরই পরীক্ষার খাতার নিয়ম-কানুন মেনে চলা উচিত। পরীক্ষক শিক্ষার্থীর খাতাটি দেখেই যেন বুঝতে পারেন কে ভালো ছাত্র আর কে মধ্যম ধরণের ছাত্র। সঠিক উত্তর দেওয়া আর সুন্দর হাতের লেখা হলেই এটি ভালো ছাত্রের খাতা হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। এর সঙ্গে আরো কিছু নিয়ম-কানুন পালন করতে হয় এবং তখনই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া যায়। কী কী নিয়ম মেনে চললে খাতাটি একজন ভালো ছাত্রের খাতা বলে মনে হবে তা জেনে নাও।

দরকারি তথ্য পূরণ : একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর প্রথম কাজ হলো নিজের সম্পর্কিত সব তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করা। রোল, রেজিস্ট্রেশন, বিষয় কোড, কেন্দ্রের নাম প্রভৃতি তথ্য অবশ্যই পূরণ করে বৃত্ত ভরাট করতে হবে। মনে রাখবে এসব তথ্য ভুল হলে তোমার রেজাল্ট স্থগিত হতে পারে। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে কালো বলপেন ব্যবহার করবে। কোন সমস্যা হলে পরিদর্শকের সাহায্য নেবে।

খাতায় মার্জিন করা : পরীক্ষার খাতায় মার্জিন দেবে কী দেবে না- এটা নির্ভর করবে তোমার লেখার সহজতার ওপর। ইচ্ছে করলে খাতায় মার্জিন দিতেও পারো আবার নাও দিতে পারো। মার্জিন টানলে পেন্সিল দিয়ে টানবে। প্রতিটি পৃষ্ঠার বাম দিকে এক ইঞ্চি জায়গা বাদ দিয়ে মার্জিন করবে। প্রশ্ন হাতে পাওয়ার আগেই এ কাজটি সেরে নেবে।

রঙিন কলমের ব্যবহার : পরীক্ষার খাতায় রঙিন কলম ব্যবহার করবে না। লাল কালির ব্যবহার একেবারেই নিষেধ। যেহেতু তুমি কালো কালি বা নীল দিয়ে প্রশ্নোত্তর লিখছ সেহেতু সেই কালি দিয়েই খাতার সব কাজ করা উচিত।

www.pathagar.com

পৃষ্ঠায় নম্বর দেওয়া : পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়ার কাজটি প্রশ্ন দেওয়ার আগেই সেরে নিবে। প্রতিটি পৃষ্ঠার ওপরে এককোণায় ছোট করে খাতার পৃষ্ঠা নম্বব লিখবে। অতিরিক্ত উত্তরপত্র নিলেও পৃষ্ঠা নম্বর বসানোর চেষ্টা করবে।

ওভার রাইটিং : ওভার রাইটিং করবে না। কোনো শব্দ বা বাক্য ভুল হলে একটানে কেটে ওপরে বা ডানপাশে সঠিক কথাটি লিখবে। ওভার রাইটিং করলে শব্দ সহজে পড়া যায় না এতে পরীক্ষক বিরক্ত হতে পারেন।

দু লাইনের মাঝে ফাঁক : অনেকেরই দু লাইনের মাঝে ফাঁক রাখে বেশি। দেখা গেছে এক লাইনে শব্দ লিখে পাঁচটি প্রতি পৃষ্ঠায় মাত্র সাত আট লাইন উত্তর লিখে। এটা ঠিখ নয়। প্রতি পৃষ্ঠায় কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ লাইন লিখবে। লাইন অবশ্যই সোজা রাখবে। সুন্দর করে লিখবে।

পয়েন্টের ক্রমিক নং : বেশকিছু উত্তর থাকে পয়েন্ট ভিত্তিক, এ ধরণের উত্তরে পয়েন্টের ক্রমিক নম্বর বসাবে এবং প্রতিটি পয়েন্টের নিচে আন্ডারলাইন করবে।

প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর : অনেকেই প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর দিতে গিয়ে উল্টা পাল্টা করে ফেলে। ৪ নং এর জায়গা ৬নং আবার ৬ নং এর পরিবর্তে ৪ নং লিখে ফেলে। তাই প্রশ্নোত্তরের ক্রমিক নম্বর সাবধানে সঠিকভাবে লিখবে।

অপ্রয়োজনীয় লেখা : পরীক্ষার খাতায় নিজের ঠিকানা বা কোন মন্তব্য লেখা অনুচিত। কেউ কেউ লিখে দেয় স্যার আমাকে পাস করিয়ে দেবেন। ঠিকানা বা মন্তব্য লেখার কারণে খাতাটি বহিষ্কার করার নিয়ম পর্যন্ত আছে কাজেই এ ধরণের ভুল কখনও করবে না।

উত্তর পড়ার উপযোগী হওয়া : হাতের লেখা সুন্দর হলে ভালো। তা না হলে লেখা অবশ্যই পড়ার উপযোগী হতে হবে। একজন পরীক্ষক তোমার হাতের লেখা পড়তেই না পারে তাহলে নম্বর কিভাবে দেবে। তাই উত্তর যতটুকু লিখবে পরীক্ষক যেন বুঝতে পারে সে খেয়াল রাখবে।

ভাষার ব্যবহার : অনেক পরীক্ষার্থী আছে পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য বাংলা ইংরেজি উভয় ভাষাই ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ করে লেখকের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় এ কাজটি করে থাকে। অথচ এ জন্য কোন অতিরিক্ত নম্বর পাওয়া যায় না। জেনে রাখবে, যেকোন এক ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

খাতার পৃষ্ঠা খালি রাখবে না : কোনো কোনো পরীক্ষার্থী ভুলে এক পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে অন্য পৃষ্ঠায় চলে যায়। এক্ষেত্রে করণীয় হলো খালি পৃষ্ঠায় ক্রসচিহ্ন দেওয়া অথবা ওই পৃষ্ঠায় পরিদর্শকের স্বাক্ষর নেওয়া ভুলে একেবারে পৃষ্ঠা খালি রাখা ঠিক নয়। এ জন্য পরীক্ষকের মনে নানা রকম সন্দেহ জাগতে পারে।

www.pathagar.com

অবান্তর উত্তর লেখা : পরীক্ষায় কমন না পড়লে অনেকেই প্রশ্নোত্তর বানিয়ে লেখে। বানিয়ে লেখা উত্তর যদি প্রশ্নের সঙ্গে না মিলে, তখন পরীক্ষক বিরক্ত হন। আবার অনেকে আছে উত্তর বড় করার জন্য মূল উত্তরের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু লিখে থাকে। যতটুকু পারবে যথাযথ লিখতে চেষ্টা করবে।

প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রাখা : পরীক্ষার খাতার প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। যেমন ১ নং প্রশ্নে উত্তর লিখে ৭নং প্রশ্নের উত্তর করলে এরপর ৪নং প্রশ্নের পরে ১১ নং প্রশ্নের উত্তর লিখবে। এভাবে উল্টা-পাল্টা উত্তর লিখলে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়।

বৈচিত্র্য থাকতে হবে : বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য খাতার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে হবে। উত্তরের মধ্যে থাকবে নতুনত্ব। নতুন কিছু দেখানোর মতো বৈশিষ্ট্য থাকলেই খাতাটির ব্যাপারে পরীক্ষকের মনে কৌতুহল জন্মাবে। সেইসঙ্গে বেশি নম্বর দেওয়ার প্রবণতা থাকবে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের খাতায় ভালো নম্বর সবদিকই বজায় থাকে।

www.pathagar.com

রিভিশন দেওয়াটা খুব জরুরী

——————মিয়া মো. মনিরুজ্জামান
অধ্যক্ষ
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ রাইফেলস কলেজ, ঢাকা।

এইচএসসি পরীক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ। এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত একজন শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তাই একেকটা মুহূর্ত বিভাজন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তুতির ধারাবাহিকতার ওপর ভালো ফলাফল লাভ নির্ভর করে। তাই প্রস্তুতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তৈরিকৃত নোট থেকে সহায়তা নিয়ে কাঙ্খিত প্রস্তুতি নেবে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরসমূহ হবে পয়েন্ট ভিত্তিক। যেসব ভুল পাওয়া যাবে সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধন করে প্রস্তুতি নেবে । বানান ভুল অক্ষরের অস্পষ্টতা প্রভৃতি পরিহার করে পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনার চেষ্টা করবে। অপ্রাসঙ্গিক উত্তর, বানান ভুল, উত্তরে কাটাকটি পরিহার করতে হবে। পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র রিভিশন দেওয়ার সময় হাতে রাখতে হবে। এতে ভুলত্রুটিগুলো চোখে পড়বে।

www.pathagar.com

অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখবে না

——————— হামিদা আলী
অধ্যক্ষ
সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

এখন রিভিশনের সময়। অধিক রাত জেগে পড়ার অভ্যাস পরিহার করে রুটিন অনুযায়ী পড়তে হবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাটাও জরুরি। কিছু পরীক্ষার আগে গ্যাপ বেশি, আবার অনেকগুলোতে কম। এটা দেখে প্রস্তুতি নেবে। যে বিষয়ে গ্যাপ বেশি সেখানে অন্য বিষয়ে দুর্বলতা থাকলে সেরে নিতে পারো। পরীক্ষায় সব পারলেও তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়। জানা না থাকলেও ধারণা থেকে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসবে। লেখার সঙ্গে সঙ্গে রিভিশনের কাজটা সেরে নেবে। অপ্রাসঙ্গিক বেশি লিখলে নম্বর কমে যায়। যথাযথ উত্তর করবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ভূমিকা, বিষয়বস্তু ও উপসংহার এই তিনটি রাখবেই।

www.pathagar.com

পরীক্ষা নিয়ে টেনশন করবে না

——————— হোসনে আরা বেগম
অধ্যক্ষ
আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

সবসময় মাথা ঠান্ডা রেখে আগের পড়া রিভিশন দিতে হবে, নতুন করে কিছু পড়ার দরকার নেই। রিভিশন দেওয়ার সময় যা কঠিন মনে হয়, তা আবারও রিভিশন দেবে। টেনশন করবে না। বেশি রাত জেগে পড়ার অভ্যাস থাকলে ত্যাগ করতে হবে। পরীক্ষার হলের প্রয়োজনীয় উপকরণ আগের রাতে ঠিক করে রাখবে। পরীক্ষার প্রথম দিন হলে অন্তত ১ ঘন্টা এবং অন্যদিন ৩০ মিনিট আগে পৌছাবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছু আগেও শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে, এটা ঠিক নয়। যে পরীক্ষা শেষ হবে সেটা নিয়ে চিন্তা না করে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবে। সময় থাকলে বারবার রিভিশন দেবে।

www.pathagar.com

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক বা নির্দেশনা থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরগুলোর মধ্যে একটি সঠিক উত্তর এবং অন্যগুলো বিক্ষেপক। এ বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়, যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সব বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ উদাহরণসহ নিচে দেখানো হলো

১০০ জন লোকের গড় ওজন ১৩৯.৪ পাউন্ড তাদের মধ্যে ৩ জনের গড় ১৮০ পাউন্ড			উদ্দীপক
অবশিষ্ট ৭ জনের গড় ওজন কত পাউন্ড?			নির্দেশনা
বিকল্প উত্তর	ক.	১১৫.০০	বিক্ষেপক
	খ.	১২২.০০	সঠিক উত্তর
	গ.	১৪০.০০	বিক্ষেপক
	ঘ.	১৫৯.৭০	বিক্ষেপক

কোনটি গেরেট এ. মরগান উদ্ভাবন করেন			উদ্দীপক/ নির্দেশনা
বিকল্প উত্তর	ক.	অটোমোবাইল সেফটি বেল্ট	বিক্ষেপক
	খ.	জেব্রা ক্রসিং	বিক্ষেপক
	গ.	ট্রাফিক লাইট	সঠিক উত্তর
	ঘ.	ভলকানাইজড রাবার টায়ার	বিক্ষেপক

www.pathagar.com

* মানসম্মত সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য কিছু নিয়ম:

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক যেমন হতে হবে-

১. প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।

২. সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।

৩. অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।

৪. প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরগুলোতে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না।)

৫. 'হ্যাঁ'-বোধক হতে হবে। (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।

৬. এমন কোনো ইঙ্গিত দেবে না, যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।

৭. নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

* সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলো যেমন হবে-

১. বিষয়বস্তু ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।

২. প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।

৩. পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।

৪. ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।

৫. দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে)।

৫. Mutually Exclusive/Mutually Inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।

৭. 'উপরের সবগুলো সঠিক'/উপরের কোনটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব বাদ দিতে হবে।

* একটি প্রশ্নের বিভিন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছ সঠিক উত্তরের ক্রমিক সংখ্যা এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম না থাকে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে যেসব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, সেগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সবলতা বা দুর্বলতা চিহ্নিত করা যাবে। কেননা দক্ষতাভিত্তিক এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চিন্তার সকল স্তরই (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) অতিক্রম করতে হবে। তিন ধরণেলই বহুনির্বাচনি প্রশ্ন জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় থাকতে পারে। এ তিনটি ধরণ হলো-

১। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন,

২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন,

৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন।

www.pathagar.com

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

এ ধরণের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসেবে। প্রশ্ন অথবা সম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে ১টি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরণের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্ন প্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো অনুধাবন স্তর যাচাই করার জন্যও এ ধরণের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সঙ্গে থাকে। এর মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয় বলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকে না।

উদাহরণ
বিক্রিয়ারয় কোনটি জারক?
ক. MCQ
খ. Cl2
গ. Mg+
ঘ. Cl-

রেডিওর অংশ কোনটি?
ক. সাইক্রোফোন
খ. ডিমডুলেটর
গ. প্রেরক অ্যান্টেনা
ঘ. গ্রাহক এরিয়াল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি
এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় এ ধরণের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরণের MCQ বা বহুনির্বাচিন ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয়, এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরণের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরণের প্রশ্নের শুরুতে বাক্যাংশের পরে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি / ২টি / ৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যগুলোকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরণের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরণের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

www.pathagar.com

উদাহরণ : রসায়ন

$CH_4(g) + Cl_2(g) \rightarrow CH_3Cl(g) + HCl(g) + 99kJ$ বিক্রিয়ার-

i. তাপমত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়া বেগ বৃদ্ধি পায়

রর. চাপ বৃদ্ধি করলে তা উৎপদানে প্রভাব ফেলে না

ররর. সাম্যাবস্থা বিক্রিয়াটিকে দ্রুত শেষ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদাহরণ : সাধারণ বিজ্ঞান

ডিটারজেন্ট-

র. সমুদ্রের পানিতে প্রচুর ফেনা উৎপন্ন করে

রর. নিম্ন তাপমাত্রার পানিতে দ্রুত গলে যায়

ররর. নদীর পানির সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও ii ঘ. i, ii ও iii

* বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা:

১. কোনো প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে

২. শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে, এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে

৩. অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

* প্রশ্নপত্রে এ ধরণের প্রশ্নসংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরণের কিছুসংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক / দৃশ্যকল্প / সূচনা বক্তব্য দিয়ে শুরু হবে। এ ধরণের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক / তথ্য / দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্ন প্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও, টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের ওপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/ পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি, প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

উদাহরণ: রসায়ন

নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

www.pathagar.com

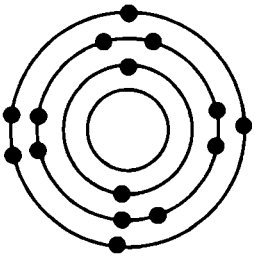

১। চিত্রের মৌলটি-
ক. পর্যায় সারণির ৩য় গ্রুপের
খ. সহজেই ইলেকট্রন ত্যাগ করে
গ. তড়িৎযোজী বন্ধন গঠন করে
ঘ. তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয়

২. চিত্রের মৌলটি বহুযোজ্যতা প্রদর্শন করে, কারণ এর-
i. বহিঃস্থ স্তরে বিজোড় ইলেকট্রন ৩টি
ii. ইলেকট্রন জোড় ভেঙে বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা ৫- এ উন্নীত হয়
iii. অপর মৌলের সঙ্গে সমযোজী বন্ধন গঠনের প্রবণতা আছে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদাহরণ : সাধারণ বিজ্ঞান

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর / প্রয়োগ দক্ষতা স্তর / অনুধাবন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো জটিলকাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

[সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল]

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠনকাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক-সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকবে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীলপ্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

www.pathagar.com

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি 'ক' জ্ঞান স্তরের, যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ ও শিক্ষনীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ 'খ' হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর বিতরণ দেওয়া থাকে। এ ধরণের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি 'গ' হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালো মানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয়, তবে প্রয়োগ-দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ-দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি 'ঘ' হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের 'ঘ' অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' অংশ উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। উদ্দীপক না পড়ে বা না দেখেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রফেসর অজিতগুহের দৃষ্টিতে ছাত্র-শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম
শহীদল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু তাহের কলেজ
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

* প্রবীণ শিক্ষক অজিত কামার গুহকে সামসুজ্জামান খাঁন একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'এখনও কী পাঠ প্রস্তুতি নিয়ে আপনাকে ক্লাসে যেতে হয়।' তিনি অবাক ও ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন- 'একজন শিক্ষক প্রস্তুতিহীন শ্রেণিক্ষে যাওয়ার অপরাধ খুনীর খুন করার অপরাধের শামিল। শিক্ষক যথার্থ প্রস্তুতি নিয়ে পাঠদান না করলে প্রকৃত শিক্ষা বিতরণ হয় না, অপূর্ণতা থেকে যায়। একজন ছাত্রের জ্ঞান চর্চার অপূর্ণতাই হত্যার শামিল- শিক্ষক অপরাধী হবেন।' তিনি এই মর্মে আমাকে সাবধান করে দেন।

* ছাত্রের আনকোরা প্রস্তরখন্ডের মতো- তাদের ঘষে মেঝে উজ্জ্বল ও উপযোগী করার দায়িত্ব শিক্ষকদের। শিক্ষকেরা যেন আত্মাভিমানবশত: এ কথাটি ভুলে না যান। তিনি আরো বলেন, ছাত্র অকৃতকার্য হলে তিনি ধরে নেবেন শিক্ষক অকৃতকায হয়েছেন। কারণ শিক্ষক নিজের কাজ ঠিকমতো করলে ছাত্রের কৃতকার্য না হয়ে উপায় নেই।
– লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খাঁন, চ্যান্সেরলর-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

* আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন যে, অজিত কুমার গুহ প্রথম দিন তাঁকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন "কলেজের কাজকে চাকরি বলে গণ্য করো না। শিক্ষকতা কিন্তু চাকুরী নয়, ক্রিয়েটিভ কাজ। মন দিয়ে পড়াতে চেষ।টা করো, দেখবে আপনা-আপনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ইনভলভড্ হয়ে পড়েছো। কলেজ তোমার আর একটি বাড়ি, এখানকার কাজ তোমার নিজের কা। এই ঘরটাকে তোতার ড্রয়িং রুম হিসাবে ব্যবহার করো। তোমার তো মনে হয় বন্ধু-বান্ধন অনেক, ওদের নিয়ে এখানেই আড্ডা দাও, কেউ মানা করবে না।

www.pathagar.com

একজন বিশিষ্ট গ্রন্থ বিশেষজ্ঞের মতে
একটি বই তখনই সক্রিয় হয়ে উঠে
যখন তা পাঠকের বিমল স্পর্শ লাভে ধন্য হয়।

আমরা বই পড়ি কেন? বিশিষ্ট গ্রন্থ বিশেষজ্ঞ গ্রে এড্ রোজার্স অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাঠকের পাঠ স্পৃহার কারন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তা যে কোন দেশের যে কোন সমাজের পাঠকের জন্য উপযোগি বলে গৃহীত হতে পারে।

তাঁদের মতে পাঠক পাঠ করেন-

"As a ritval or from force of habit
form a sense of duty.
Merely to fill in or kill time.
To know and understand current happenings
for in immediate personal satisfaction or value.
To meet practical demands of daily living.
For further avocational interests.
To carry or and promote professional or
Vocational interests.
To meet personal social demands.
To meet socio-civic needs and demands
(Good citizenship)
for self development or improvement.
Including extension of cultural background.
To satisfy strictly intellectual demands.
To satisfy spiritual needs.

পাঠকের অর্ন্তনিহিত আর একটি উদ্দেশ্য বিমল আনন্দলাভ। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও আনন্দলাভ এ দুটির একটি জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে চিহ্নিত করে, অন্যটির পাঠকের অর্ন্তগত ব্যাপার। প্রতিটির পিছনে একটি সূক্ষ প্রয়োজনবোধ।

www.pathagar.com

CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE

If a child lives with criticism, he learns to condemn.

If a child lives with praise, he learns to appreciate.

If a child lives with hostility, he learns to fight.

If a child lives with tolerance, he learns to be patient.

If a child lives with ridicule, he learns to be shy.

If a child lives with encouragement, he learns to confidence.

If a child lives with shame, he learns to feel yield.

If a child lives with approval, he learns to like himself.

If a child lives with fairness, he learns justice.

If a child lives with security, he learns to have faith.

If a child lives with acceptance and friendship he learns to find love in the world.

What children get, they give to society.

www.pathagar.com

WINNER VS LOSER

The winner - is always part of the answer ;

The loser - is always part of the problem ;

The winner - always has a programme ;

The loser - always has an excuse ;

The winner - says let me do it for you ;

The loser - says That's not my job ;

The winner - sees an anwer for every problem ;

The loser - sees problem for every answer ;

The winner says - It may be difficult but it's possible

The loser says - It may be possible but it's too difficult.

BE A WINNER !

www.pathagar.com

Rules of Life

Sunnat of Holi Prphet (Sm.)

* Knowledege of Allah is my capital.
* Reason is the root of my faith.
* Love is my foundation.
* Remembrance of Allah is my friend.
* Firmness is my treasure.
* Sorrow is my companion.
* Silence is my weapon.
* Patience is my mantle.
* Contentment is my booty.
* Poverty is my pride.
* Devotion is my art.
* Conviction is my power.
* Truth is my redeemer.
* Obedience is my sufficiency.
* Struggle is my manner and
* My pleasure is in my prayer.

Source . Dr. Akter Hamid Khan Library, BARD, Comilla.
Collected by: Syed Abdul Kayum.

www.pathagar.com

What Is Life

* Life is an opportunity	-	benefit from it.
* Life is beauty	-	admire it.
* Life is a bliss	-	taste it.
* Life is dream	-	realise it.
* Life is a duty	-	complete it.
* Life is a game	-	play it.
* Life is costly	-	care for it.
* Life is is wealth	-	keep it.
* Life is love	-	enjoy it.
* Life is a mystery	-	know it.
* Life is a promise	-	fulfill it.
* Life is a sorrow	-	over come it.
* Life is a song	-	sing it.
* Life is a struggle	-	accept it.
* Life is a tragedy	-	confront it.
* Life is an adventure	-	dare it.
* Life is luck	-	make it.
* Life is too precious	-	do not destroy it.
* Life is life.	-	fight for it.

Collect by S. A. Kayum.

www.pathagar.com

'ধ্বংস তার জন্য, যার আজকের দিনটি গতকাল থেকে উত্তম হলো না।'
–হযরত মুহাম্মদ (স.)।

Great minds discuss ideas
Average minds discuss events
Small minds discuss people.
-Eleanor Roosevelt.

Teaching is also learning and
no human relationship is purer
and happier than teaching and learning.
-Dr. Akter Hamid Khan.

I Hear and I forget
I see and I remember
I do and I know.
-As an Old Chinese Proverb.

ISBN 984-70200-0210-9

শিক্ষা সৌন্দর্য
লেখক : সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম
প্রচ্ছদ : সিদরাতুল আফিয়া মোহনা
মুদ্রণ : বাংলাদেশ

9 847020 002109

www.pathagar.com